No. 269 June, 1887.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৯ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪—জুন ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান্ লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকা[illegible]
মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার।

বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে. (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়,দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪। বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

৫। বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। গৃহ চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী, ওইহার উন্নতির উপায়।

৩। বাঙ্গালী স্ত্রী পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪। স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫। নব্য গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরিক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১৫ই বৈশাখ, ১২৯৪।	সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

ভদ্রোচিত ও সুরুচী পূর্ণ **মটো হেডিং**

স্ত্রী ও পুরুষের ব্যবহার্য্য

সর্ব্বজন প্রশংসিত বিলাতী চিঠির কাগজ ও খাম মুদ্রিত।

গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগ্নী বন্ধু বান্ধব, প্রভৃতি পরস্পরকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত (মটো) প্রবচন ও সন তারিখ সন্নিবেশিত আছে ১ ও ২ নং প্রতি প্যাকে ১২ রকম "মটো" আছে যাহা সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, ও সান্ত্বনা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। (স্কুলের বালক বালিকাদিগের উপযুক্ত উপহার)।

মূল্য প্রতি প্যাক (সোনালী) ৫০ খানি কাগজ ও ৫০ খানি খাম।	১৷৷০
প্রতি প্যাক (লাল রঙ্গের ছাপান)	৷৷৵০
প্রতি ঐ (রঙ্গিন কাগজ ছাপান)	৷৷৵০
১নং প্যাক (সাদা কাগজ)	৷৷৴০
২নং ঐ	৷৵০

ভালুপেবেলে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল ও কমিসন জন্য প্রতি প্যাকেটে ৵০ আনা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

প্রোপাইটার।
মিস, এ, ডি, বিশ্বাস।
৪৭ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সস্তায় সোণা! সস্তায় সোণা!!
টাকি গোল্ড!!!

অর্থাৎ মিত্র কোম্পানির কেমিকাল সোণা।

ইহা গিল্‌টী করা বা অন্য কোনরূপ অস্থায়ী নয়। কখন ইহার রং খারাপ হয় না। ব্যবহারে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়। ইহা অবিকল গিনি সোণার ন্যায়। মূল্য সামান্য।

নাম খোদাই করা আংটী	৩, টাকা
ম্যাজিক আংটী	২, "
গলার ও হাতের বোতাম এক সেট	৩, "
ফটোগ্রাফযুক্ত আংটী	৫, "
সর্ব্বব্যাধি বিনাশক অষ্ট ধাতুবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক আংটী	৩, "

এতদ্ব্যতীত ঐ সোনার বালা, অনন্ত, হার, মাথার ফুল ও অন্যান্য সমস্ত গহনা প্রস্তুত হয়। মাপ ও ওজন লিখিলে মূল্য লিখিয়া পাঠান যায়। ফটোগ্রাফযুক্ত আংটী লইলে গ্রাহককে স্বয়ং আসিতে হইবে, অথবা ফটোগ্রাফ থাকিলে তাহা পাঠাইলেও হইবে। সমস্ত দ্রব্য ভালুপেবেল ডাকে পাঠান যায়।

ডি মিত্র এণ্ড কোং।
ন্যাসন্যাল ফটোগ্রাফার ও জুয়েলার।
৬৭ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া প্রেস।

এই প্রেসে ছাপার সকল প্রকার কার্য্য সযত্নে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। মফঃস্বলের প্রুফ সংশোধনের ভার লওয়া যায়।

কলিকাতা	শ্রীভুবনমোহন ঘোষ
২১০।১ কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট।	প্রোপ্রাইটার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৯ সংখ্যা । জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪—জুন ১৮৮৭। । ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— বি এ, এফ এ, ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ৪৫০ ও এফ এ ৮৪৫ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজ হইতে কুমারী কুমুদিনী কান্তগিরি ও নির্ম্মলা সোম বি এ হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় নির্ম্মলা সোম ও তাঁহার স্বামী জি সি সোম একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ দৃশ্য অতি সুন্দর। বিদ্বানের স্ত্রীরা আর স্বামীর নামে পরিচিতা হইবেন না, স্বনামখ্যাত হইবেন।

পত্রিকার জুবিলী— আমরা বামাবোধিনীর ২৫ বৎসরের জুবিলী করিতে যাইতেছি, বেলজিয়মের ম্যাডাম প্যাপ নাম্নী এক মহিলা তাঁহার সম্পাদিত 'জর্ণাল ডি ব্রজিস' নামক দৈনিক পত্রের ৫০ বার্ষিক জুবিলী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই পত্রিকা তাঁহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত।

রুস ভীতি— ঘিলিজী জাতি কাবুলের আমীরের প্রতি বিদ্রোহে, হইয়াছে, রুস (সম্রাট্) পারস্যাধিকলের সহিত কি গোপনীয় পরামর্শতর্ক দৃষ্টি ছেন, এ দিকে মহারাজ

রুসিয়া মহারাজ্যে

দিগের সহিত খুব

...াম্রাজ্য বৃদ্ধি— জুলু...াম্রাজ্য ভুক্ত হওয়াতে প্রায় সমস্তই ইংরাজাধি-

কলিকাত

(১) গত ১৪ই

... বাবু লালমোহন ঘোষকে সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, পার্লেমেণ্টে তাঁহার সভ্য হইবার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। (২) ১৮ই মে ছোট লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশে 'ইডেন হোষ্টেল' নামক ছাত্রনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ১॥ লক্ষ টাকা মূল্যের একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন, এবং গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও উঠিবে। কলিকাতায় বিদেশীয় ছাত্রদিগের সচ্ছন্দে থাকা ও তৎসঙ্গে তাহাদের শিক্ষা ও চরিত্রের তত্বাবধান সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি, এই ছাত্রনিবাস দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবে।

দুর্ঘটনা—(১) ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে, সাধারণের সাহায্যে ইহার নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। (২) পিয়েনো কোম্পানির যে টাসমানিয়া জাহাজে বিলাত হইতে মেল আইসে, ৫০ ...র ইহা চলিতেছে। সম্প্রতি ইহা ...ম সাগরের কর্সিকা দ্বীপের নিকট ...য়াছে। গুজরাটী লস্কর- ...ম একটী আরোহীরও ...। কিন্তু লস্করদিগের ... গিয়াছে। যোধ- ...লস্কার জলসাৎ হইয়াছে। (৩) ইংলণ্ডের হেবেনপোর্ট হইতে ফ্রান্সে বহুসংখ্যক লোক লইয়া একখানি জাহাজ প্রতিরাত্রে আসিত, কোয়াসায় দিক্ নির্ণয় না হওয়াতে তাহা জলমগ্ন হইয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচার ও সংস্কার—মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের জন্য একখানি কাগজ নানা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, এক এক ভাষায় হাজার খণ্ড করিয়া ছাপিতেছেন। একটী ছাপাখানার জন্য অনেক হাজার টাকা তুলিয়াছেন। (২) মহারাষ্ট্রীয় মিসনের যে বালিকারা এদেশে জন্মেন, তাঁহারা এদেশে থাকিয়াই কার্য্য করিতে অধিক অনুরাগিণী। সাহেবদিগের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের স্ত্রীরা তাঁহাদের সকল কার্য্য চালাইয়া থাকেন। (৩) মুক্তি ফৌজের একজন সৈনিক এক দেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছেন, পূর্ব্ব পশ্চিমের গাঢ় সম্মিলন তাঁহার উদ্দেশ্য।

স্ত্রীজাতির উন্নতি—(১) বঙ্গমহিলা সমাজের বৈশাখ মাসের অধিবেশনে আলীপুরের পশুশালার অধ্যক্ষ বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ নমুনা দেখাইয়া বক্তৃতা করেন এবং বানর জাতির বিশেষ বিবরণ বর্ণন করেন। সমাজে এরূপ বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে হইবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। (২) পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকায় থাকিয়া "কিণ্ডার গার্টেন" প্রণালী শিখিতেছেন। তিনি আগামী বর্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদানের রীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) কানাডায় রেলওয়ে হওয়াতে বিলাতের সংবাদ জাপান চিন প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প দিনে আসিতেছে। (২) যোধপুর হইতে অমরকোট হইয়া সিন্ধু পর্য্যন্ত এক গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা সম্পন্ন হইলে আগ্রা হইতে ধান্য চাউল মরুভূমি দিয়া সহজে সিন্ধুরাজ্যে আসিবে। (৩) বর্ম্মার মান্দালা রেলওয়ে প্রস্তুতপ্রায়। (৪) বিতস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের ছোট লাট তাহা খুলিয়াছেন।

গুণের পুরস্কার—ইংলণ্ডের রাজকীয় ভূগোল সভা নূতন স্থানের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে মেডাল পুরস্কার দেন। আফগানস্থানের অনুসন্ধান জন্য সৈনিক পুরুষ হোড্রিক এবং তিব্বতের জন্য বাবু শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—ভারতের অনেক হিন্দুরাজা জুবিলী দেখিতে বিলাত গিয়াছেন, মহারাজ শুইকুমারও যাইতেছেন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, মহারাণী রাজপরিবারদিগকে লইয়া ইতিমধ্যে গরিবদিগের শিক্ষা ও আমোদোপযোগী ইষ্টলণ্ডন প্যালেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জুবিলী উপলক্ষে ইংলণ্ডের উপনিবেশী সকলের এক মহা সভা লণ্ডনে বসিয়াছে, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা ও পূর্ত্তকার্য্যাদির উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ হইতেছে।

পশুজাতির প্রতি দয়া—(১) বোম্বাইয়ের একজন প্রধান জজ বোম্বাইয়ের পশুরক্ষণশালা দর্শন করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিয়াছেন। বৃদ্ধ রুগ্ন জন্তুদিগের বাসস্থানের ও আহারের স্বতন্ত্র সুন্দর ব্যবস্থা আছে, ঘোড়া গোরুদিগের চিকিৎসার কলেজ আছে। জীবের প্রতি দয়া বিষয়ে ইউরোপীয়েরা এদেশ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। (২) পুনা হইতে সাতারা হইয়া মহাবালেশ্বরে যে সকল ঘোড়া গোরু চালিত হয়, তাহাদিগের প্রতি কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার না হইতে পারে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান সকলের মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন।

ইংরাজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি—জুলুরাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়াতে দক্ষিণাফ্রিকা প্রায় সমস্তই ইংরাজাধি-

কৃত হইল। তথায় ওলন্দাজদিগের সামান্য অধিকার মাত্র রহিল।

স্ত্রীচিকিৎসা—কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক সামান্যরূপ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন ও পাটীগণিতের ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করা হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের ১০ জন বিনা বেতনে শিক্ষা করিবেন ও লেডী ডফারিণের ফণ্ড হইতে ৭৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বিদ্যালয় হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান, বিশ্রাম গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছি, বন্দোবস্ত মন্দ নহে। স্ত্রীলোকদিগকে সকল প্রকার চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর হইবে।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার।

জাপানীরা গত ২০ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আসিয়াখণ্ডের অন্য কোন জাতি এত অল্প সময় মধ্যে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জাপানে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সমস্ত অধিবাসীর সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প, কিন্তু জাপানের অধিকাংশ লোকই শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণিতে নিয়ম আছে যে সকলকেই কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। জাপানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাহাতে শীঘ্র প্রচলিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে শত বৎসরের মধ্যে যত সংখ্যক লোক ইয়োরোপ বা আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিয়াছে, জাপান হইতে গত ২০ বা ২৫ বৎসর মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা সভ্য রাজ্যে গমন করিয়া কেবল সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষা করেন না, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যও শিক্ষা করেন। জাপানে স্ত্রীশিক্ষাও ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্নবান্। জাপানে নগরে নগরে বালিকা বিদ্যালয়

আছে, আর সম্প্রতি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা একত্রিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটী কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ কালেজ ইংলণ্ডের গার্টন কালেজ নামক সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রী কালেজের অনুকরণে সংস্থাপিত। জাপান রমণীগণ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানোপার্জ্জনে উৎসাহবতী। এই কালেজে ইতিমধ্যে অনেক গুলি যুবতী ছাত্রী প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। অতি অল্প কাল মধ্যে জাপানী স্ত্রীলোকগণ যে উচ্চ শিক্ষা লাভে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ক্ষমতা জানেন, তাঁহারা সে বিষয়ে বড় আশান্বিত।

জাপান দ্বীপের অধিপতি সম্রাট্ নামে অভিহিত। ইহাঁর মহিষী অতি সুশিক্ষিতা। ইংরাজী ও অন্যান্য কয়েকটী ভাষায় ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। সম্প্রতি জাপানী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের কিরূপ সংস্কার হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে ইনি একটী সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় এক্ষণকার প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পাঠ করিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জাপান সম্রাজ্ঞী স্বীয় রাজ্যে যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা বহুল রূপে বিস্তৃত হয়; তজ্জন্যও সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগিনী। জাপান অনেক বিষয়ে ভারতের দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান।

মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ স্থান মক্কা। কিন্তু মক্কা ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে ও সমুদ্র পারে অবস্থিত বলিয়া ভারতবাসী মুসলমানদিগের পক্ষে তথায় গমন করা সুবিধাকর নহে। আজি কালি কুক কোম্পানী মক্কা যাত্রীদিগকে অল্পদিনে ও অল্প ব্যয়ে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু এতদিন এরূপ কোন সুবিধা ছিল না। মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে মক্কা তীর্থ এতদূর দুর্গম ছিল যে তাঁহারা অতুল ধনশালী হইলেও তথায় গমন করিতে সক্ষম হইতেন না। মক্কা তীর্থ বহুদূরে স্থিত এবং তথায় গমন করা কষ্টকর বলিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমানদিগের কতক গুলি তীর্থস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মবীর মুসলমানদিগের গোরস্থানই মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ অনেক মুসলমান তীর্থস্থান আছে। মুলতান নগরে কয়েকটী মুসলমান ধর্ম্মবীরের কবর

আছে। কথিত আছে কয়েকজন মুসলমান স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন হিন্দু রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন—সেই যুদ্ধে মুসলমানদিগেরই পরাজয় হয়। ঐ মুসলমান বীরদিগের সর্ব্ব-প্রধান বীর গোব্ সুলতানের কবর মুলতান নগরে আজও বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মুসলমান ঐ স্থানে সর্ব্বদা তীর্থ করিতে গমন করেন। পীর গোব্ সুলতানের কবর ৩৫½ ফিট উচ্চ একটী মন্দির। আরও দুই তিনটী মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। তৎসমস্তও মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া বিদিত। অনেক মুসলমান উহা দর্শন করিতে গিয়া থাকে।

আজমীর নগরে খোজা মনিউদ্দীন সঞ্জর নামক একজন মুসলমান মহা-পুরুষের সমাধি আছে। উহা ভারতীয় মুসলমানদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে সঞ্জরের মৃত্যু হয়, সেই অবধি উহা মুসলমান সম্প্র-দায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। সম্রাট আকবর আজ-মীরস্থ এই কবরে পদব্রজে তীর্থ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি পীর সঞ্জরের নিকট পুত্র সন্তান কামনা করেন এবং ইহার পর তাঁহার তিনটী পুত্র সন্তান হয়। আজমীর নগরে খোজা সাহেব নামক একজন মুসলমান পীরের কবর আছে। সকল শ্রেণীর মুসলমান বিশেষতঃ পাঠানগণ ইহা একটী প্রধান তীর্থ স্থান জ্ঞান করেন। ১২৩৫ শালে উক্ত পীরের মৃত্যু হয়, তদবধি মুসলমানগণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য অবিচলিত রহিয়াছে। এই কবরের পার্শ্বে সম্রাট আকবর ও শাজাহান দুইটী মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আকবর চিতোর লুঠ করিয়া যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য আন-য়ন করেন, তাহা এই পীর খোজা সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য ঐ মসজীদে আজও রক্ষিত আছে। দৌলত রাও সিন্ধিয়া হিন্দু হইয়াও আজমীরের মুসলমান-গণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য খোজা সাহেবের কবরের উপর রক্ষার্থ একটী স্বর্ণখচিত মূল্যবান চন্দ্রাতপ উপহার দেন।

দিল্লির নিকট মিরোলি নামক গ্রামে কুতব মিনারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত কুতব সাহেবের কবর আর একটী প্রধান মুসলমান তীর্থ স্থান। কুতব সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত পাথ্‌পঠান্ নামক স্থানে বওয়া ফরিদের কবর আর একটী মুসলমান তীর্থ স্থান। ১২৬৭ শালে বওয়া ফরিদের মৃত্যু হয়। সম্রাট টাইমুর এই তীর্থ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজও এখানে প্রতি

বৎসর ৬০।৭০ হাজার মুসলমান তীর্থ করিতে গমন করিয়া থাকে।

পানিপতের নিকট কালন্দর্ সাহেব নামক এক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। দিল্লির মুসলমান সম্রাট গণ সর্ব্বদাই এই তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেন। ১৮৫৭ শালে সিপাহির হঙ্গামার সময় এই স্থানে বহুসংখ্যক মুসলমান একত্রিত হইয়া ব্রিটিষ শাসনের বিরুদ্ধে "জেহাদ" বা ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে মুসলমানদিগের অধিক সংখ্যক তীর্থ স্থান নাই। যে কয়েকটী আছে, তন্মধ্যে একটী খুব প্রসিদ্ধ। উহা নটর আউইলার কবর নামে খ্যাত। ইহা ত্রিচিনপলি নগরে অবস্থিত। মুসলমানগণ ঐ নগরকে "নটর নগর" বলিয়া থাকে। ১৩১০ শালে নটর্ আউইলার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে উহাঁর কবর তীর্থ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

নিজামের রাজ্যে কুলবর্গা নামক নগরে "বন্দা নওয়াজ" নামক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর। হাইদ্রাবাদের মুসলমানগণ এই স্থানকে একটী মহাতীর্থ জ্ঞান করেন। ১৪৩৬ সালে বন্দা নওয়াজের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই তাঁহার কবর তীর্থ রূপে গণ্য হইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে টাট্টা নামে একজন মুসলমান সাধু পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর সমাধি মন্দির ঐ প্রদেশের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত।

আগরার নিকট ফতেপুর সিক্‌রিতে শেখ সালিম নামক এক সাধু মুসলমানের সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির শ্বেত প্রস্তরে অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুদূর হইতে মুসলমানগণ এখানে তীর্থ করিতে আইসেন এবং অন্যান্য নানা ধর্ম্মাবলম্বীগণও এই সমাধি মন্দিরের সুন্দর গঠন দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানগণের যে কয়েকটী তীর্থ স্থান আছে, তন্মধ্যে যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগীরহাটস্থ পির আলির কবর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৪৫৮ সালে এই কবর নির্ম্মিত হয়। দুই জন ফকির অদ্যাপি পির আলির সেবক রূপে এই স্থানে অবস্থিতি করে। অনেক মুসলমান এই তীর্থ দর্শনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি।

স্ত্রীশিক্ষা এক সময় যে দেশে মহা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বালিকা বা যুবতীদিগকে জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত দেখিলে যে দেশের নরনারীগণ নিন্দা উপহাস করিত, সেই বঙ্গদেশে এখন দ্বি সহস্রাধিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় আশি হাজার বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অবশ্য ইহার মধ্যে অধিকাংশ বালিকা বোধোদয়ের অধিক কোন পুস্তক ধরিতে না ধরিতে বিবাহিত হয় এবং তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অপর দিকে আবার কোন কোন যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়া যুবাদিগের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে এক সময় যে সকল উচ্চ উপাধি পুরুষদিগেরও দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা এখন নারীগণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিতেছেন। ক্রমে এরূপ রমণীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ডাক্তারী শিক্ষায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে বিদুষী মহিলাগণ কৃতবিদ্য উকীল ও ডাক্তারদিগের যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, তাহা আর এখন স্বপ্নকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। পরম আনন্দের বিষয় যে ভদ্র হিন্দু পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণ এক্ষণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে শিখিয়াছেন। পত্রাদি লিখন পঠনে এবং কাব্য নাটকাদি অধ্যয়নে অনেকেরই অধিকার জন্মিয়াছে। ইহার ফল অবশ্য সর্ব্বত্র মঙ্গলজনক নহে, কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির মধ্যে অনেকেই এখন লিখিতে পড়িতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের অন্ধকারময় অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা ভাবিয়াই আমরা সুখী হইতেছি। ভবিষ্যদ্বংশের পুত্র কন্যাগণ ইঁহাদের স্তন্য দুগ্ধের সহিত যে বিশুদ্ধ সংস্কার, সুরুচি, জ্ঞান, ভাব আত্মস্থ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

কিন্তু নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে বামাহিতৈষী ব্যক্তিগণের দায়িত্ব এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহারা মুখ খুলিয়া দিলেন, বস্তুর আস্বাদন বুঝাইলেন, এক্ষণে কুভক্ষ্য ভক্ষণে কাহারও রোগোৎপত্তি না হয় তাহা দেখিতে হইবে, এবং স্ত্রীগণ স্বভাবোচিত বিদ্যা লাভে কৃতকার্য্য হইয়া জন সমাজের কল্যাণকারিণী হন তাহার বিষয়েও ভাবিতে হইবে। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, এই যে সকল মহিলা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ভাষায় নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে যশস্বিনী হইতেছেন,

ইহার পরিণাম ফল কি এই পর্য্যন্ত? কতকগুলি বঙ্গবালা পুরুষোচিত জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জ্ঞানের কথা আলোচনা করিতেছেন, উচ্চ উপাধি এবং বৃত্তি পাইতেছেন, ইহা দেখিয়াই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? ইহা দেখিতে আপাততঃ অতি সুন্দর বটে, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে ইহার ফলোপধায়িতা কিরূপ তাহা একবার ভাবিয়া দেখা চাই। এক দিকে ঐ সকল উপাধি বৃত্তি আর অন্য দিকে কাব্য নাটক চর্চ্চা এবং সাময়িক পত্রে বালিকাগণের পদ্য প্রবন্ধ, ইহাই কি নারীশিক্ষার চরম ফল হইবে? ইহা অপেক্ষা আর না হয় এই পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করিব যে, ভবিষ্যতে কেহ কেহ ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী এবং উকীল হইয়া অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। বিদুষী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের নিকট সমস্ত ভাল বিষয়েরই আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিয়া কি আমরা বসিয়া থাকিতে পারি? আমরা এই চাই যে, যাঁহারা এত দিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহ কর্ম্ম সম্পাদনে সমস্ত জীবন উৎসর্গ না করিয়া, স্বদেশের অশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা ভগ্নীগণের উন্নতি পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য দান এবং সময় ব্যয় করেন। তাঁহাদের এই প্রাচীনা সহচরী এবং শিক্ষয়িত্রী "বামাবোধিনী" কি বামাগণের রচিত সারগর্ভ প্রবন্ধাবলীতে সুশোভিতা হইবে না? গুটি কতক অবিবাহিতা এবং বিবাহিতা বালিকার নবানুরাগের উপরেই কি চির দিন সে ভার অর্পিত থাকিবে? এদেশের মহিলাগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কিরূপ চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী হইলেন, তাঁহাদের জ্ঞান সংস্কার কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিল, তাহা বামাবোধিনী জানিবার জন্য উৎসুক এবং তাহার নিকট নারীকুলহিতৈষী ব্যক্তিগণ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না? "যাঁহাকে যত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে তত লওয়া হইবে।" এই প্রাচীন নীতি বাক্য যেন সুশিক্ষিতা বামাগণের স্মরণ থাকে।

গাভী ও কাক।

উদর পূরিয়া গাভী আহার করিল,
চারি পদ গুটাইয়া মাটীতে শুয়িল।
ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলিতে লাগিল,
প্রবল বাতাসে যেন ধূলিকা উড়িল।
নিকটে কাঁটাল গাছ, তাহে কাক ছিল,
উড়িয়া গাভীর পৃষ্ঠে আসিয়া বসিল।
"কেন ভগবতি, মোরে ডাকিলে এখন,
কি কাজ করিতে হবে কহ বিবরণ?'

শুনিয়া কাকের বাণী গাভী তারে কয়,
"কেন তোরে দেখি নাই দিন পাঁচ ছয় ?
দিন আধ না দেখিলে তোর কাল রূপ,
মরি কি বাঁচিয়া আছি না জানি স্বরূপ।
কত ভালবাসি তোরে ওলো কাল সই,
জানেনা জগতে কেহ জগন্নাথ বই।
তোর যদি নিন্দা কথা শুনি কোন স্থানে,
[illegible]ব হয় এইবার মরি আমি প্রাণে।"
[illegible] বলি ভগবতী গাভী নীরবিল,
দর দর চক্ষে জল বহিতে লাগিল।
"কেন কি হয়েছে দেবী বলনা আমায়,
দেখিলে তোমার দুঃখ প্রাণ ফেটে যায়।
আমিত পাখীর ওঁছা জানে সর্ব্বজন,
আমার নিন্দায় এত দুঃখ কি কারণ ?
কিবা ভাল কিবা মন্দ কিছুই না জানি
কিবা নিন্দা যশঃ কিবা মনে নাহি গণি।
অনন্ত বিশ্বেতে আছে যতবিধ প্রাণী,
একের চাকর সবে এইমাত্র জানি।
যারে যে কাজের ভার দিয়াছেন প্রভু
সেই তাহা করে, নহে অন্যমত কভু।
কাজ—করি, খাই-শুই,-সুখে কাল কাটি,
কেবল নিমকহারী মানুষে না ঘাঁটি।"
শুনিয়া কাকের কথা সানন্দ অন্তরে
কহিলেন ভগবতী গাভী পক্ষিবরে।
"চতুরের চূড়ামণি তুমি পক্ষি-রাণী
ইঙ্গিতে বুঝহ ধনি, তুমি সব বাণী।
মানুষের কথা শুনে অঙ্গ জ্বালা করে,
কেন বিধি এত রুষ্ট তাহাদের পরে ?
বলে কিনা পক্ষী মধ্যে অতি নীচ কাক,
ঝালা পালা করে কাণ শুনে তার ডাক।
বিস্বাদ কাকের মাংস নাহি খাব কেহ,
অপবিত্র বস্তু খায় অপবিত্র দেহ।
ধূর্ত্ত সে কাকের ন্যায় কেহ নাহি আর
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খেতে যেন অবতার।
অশুভ কাকের ডাকে সোণার সংসার
একদিনে হয় নাকি সব ছার খার।
এইরূপ কত কথা বলে তোরে তারা,
শুনিয়া হই লো আমি যেন জ্ঞানহারা।
আমাদের দুধে হয় ক্ষীর-ছানা ঘৃত
রসনার তৃপ্তিকর ভাল খাদ্য যত।
আমাদের পুরুষেরা করে চাস বাস,
তাহাতে নরের পূর্ণ হয় সর্ব্ব আশ।
এই হেতু কত যত্ন আমাদের করে,
ঘাস জল যোগাইতে খেটে খেটে মরে।
প্রত্যক্ষে আপন হিত যার কাছে পায়,
দশ মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসে তাহায়।
সমুখে না দেখে যার কৃত উপকার
কত ছলে কত নিন্দা করে নর তার।
পরের নিন্দায় তার সুখ হয় যত,
কোটিমুদ্রা হস্তগতে সুখ নয় তত।
তুমি দয়া করে সখি রেখেছ বাঁচিয়ে,
মানুষের গোষ্ঠী পুষি তাই প্রাণ দিয়ে।
তোমরা একত্রে যদি ছাড় বঙ্গদেশ,
দুগ্ধ-ঘৃত-চাস-বাস সেই দিন শেষ।
পরোক্ষ দেখিতে চক্ষু মানুষের নাই,
তাইতে তোমারে ভাবে আলাই বালাই।"
এত কথা বলি গাভী প্রসারি চরণ,
ছাড়িল নিশ্বাস ভূমে পাতিল বদন।
মুখের নিকটে কাক উড়িয়া বসিল।
মহানন্দে শশব্যস্তে খাইতে লাগিল,—
নাসা-কর্ণ-চক্ষু-বিলে ক্ষুরের ভিতর
ছিল যত মল, তাহা খাইল সত্বর।

এইরূপে সেইসব অঙ্গ পরিষ্কারে
যে অঙ্গ রক্ষিতে গাভী নিজে নাহি পারে
কাকের এরূপ কর্ম্মে বিবিধ পীড়ায়
গোরু জাতি সদাকাল পরিত্রাণ পায়।
তার পর কাক পুনঃ মস্তকে বসিল,
শৃঙ্গমূলে কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিল।
পরে গাত্রে মল দ্বারে লাঙ্গুলের মূলে
ঠুকারিল বার বার নিজ চঞ্চু তুলে।
এলাইল অঙ্গ গাভী সুখের আবেশে,
হেনকালে এক শিশু আসি সেই দেশে,—
"দুরন্ত কাকেতে গাভী মারিয়া ফেলিল ?"
বলিয়া বেগেতে বাড়ী লইয়া তাড়িল।
কি করে প্রাণের ভয়ে পলাইল কাক;
দেখিয়া মানুষ, গাভী সম্বরিল বাক্।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি।

(২৬৮ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকম্প দ্বারা অনেক সময় এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড হঠাৎ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় যে তাদ্দ্বারা বহুদিনব্যাপী ক্ষয় নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পূরণ হইয়া যায়। সার চার্লস্ লায়েরের গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিলিদেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল,তাহাতে মিসর দেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিডের লক্ষটীর যে ওজন তৎপরিমাণ বৃহৎ একটী শৈলখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার ভূভাগের সামিল হইয়া যায়। যদি এক বারের ভূকম্পে এত ভূমি জল গর্ভ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, তবে ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি পূরণের পক্ষে ভূমিকম্পের শক্তি যে বিশেষ কার্য্যকরী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(২) ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালনা— ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের যে সঞ্চালন হয়, তাহা আকস্মিক ও অত্যন্ত প্রচণ্ড। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আকস্মিক ও ত্বরিত উত্থাপন ও অবনমন ব্যতীত আর এক প্রকারের সঞ্চালন আছে। ধীরে—অতি ধীরে পৃথিবীর অংশ বিশেষ উর্দ্ধে বা অধোদিকে চালিত হইয়া থাকে। বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু যদিও ইহা আপাততঃ অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি বোধ হয় মোটের উপর ইহার প্রভাব ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক সঞ্চালন অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

এমন অনেক পুরাতন পোতাশ্রয় ও সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে এককালে সমুদ্র তরঙ্গ ক্রীড়া করিত, কিন্তু এখন সেখানে পূর্ণিমা অমাবস্যাতেও জোয়ারের জল উঠে না। মহাদেশের সন্নিহিত অনেক দ্বীপ উপদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। এহা-

অনেক গুহা আছে যাহা সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা উৎখাত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর সেখানে সমুদ্রের জল পঁহুছিতে পারে না। শত শত ফীট উচ্চ পর্ব্বতে শঙ্খ শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। আজিকালি সমুদ্রের জল যেখানে উঠে না, এমন স্থানেও অবিকল সমুদ্র কূলের ন্যায় কঙ্কর ও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালবিশিষ্ট সমতল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৩০০ ফীট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এইরূপ সমতল ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে এক সময় সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠিকাগণ বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি যে যে হিমালয়ের সমান উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে নাই, তাহা এককালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, পরে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে? ইহা কিন্তু সত্য কথা। আজিও হিমালয়ের অনেক স্থানে কড়ি, শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্রগর্ভে নদীবাহিত কর্দ্দমাদি সঞ্চিত হইয়া অদৃশ্যভাবে যে ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়, কালে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা কখনও বা তাহা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া দ্বীপের আকার ধারণ করে এবং মনুষ্য ও অন্যান্য নানাবিধ স্থলচর জীবের আবাসস্থান হইয়া উঠে. আবার কখনও বা অনেক দিনের পুরাতন দ্বীপ একেবারে জল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কোন কোন স্থানে সুদীর্ঘ উপকূল ভাগ ধীরে ধীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে উঠিতেছে। সুইডেন দেশে ষ্টক্‌হলম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উত্তর দিকস্থ সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান প্রতি শতবর্ষে অর্দ্ধ ফুট হইতে আড়াই ফীট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইতেছে। আরও উত্তরে স্পিট্‌জ্‌ বর্জেন নামক দ্বীপের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে ঊর্দ্ধদিকে ১৪৭ ফীট পর্য্যন্ত বেলা ভূমির চিহ্ন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উত্তর রুসিয়া ও সাইবিরিয়ার উপকূল ভাগস্থ সামুদ্রিক শুক্তিবিশিষ্ট উত্থাপিত বেলা ভূমি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে অতি অল্পদিন হইল ঐ ভূভাগ জল হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পূর্ব্বে উত্তর মহাসাগর, আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান হ্রদ, ও কৃষ্ণসাগর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। কালে উত্তর মহাসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্থিত ভূভাগের কোন কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। কাস্পিয়ান সাগরের বক্ষ সমুদ্রবক্ষ হইতে ৮৫ ফীট নিম্নে অবস্থিত এবং উহার গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফীট। ইহার জলে সীল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু বাস

করে, এবং কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদ হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমস্ত ভূখণ্ডে মৃত সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা আরও অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। পরে কোন অভাবনীয় কারণে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের উদ্বৃত্ত জলরাশি কাস্পিয়ান সাগরের মধ্য দিয়া উত্তর মহাসাগরে গিয়া পতিত হইত। ভূমধ্যসাগরের উপকূল সম্বন্ধেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহারা নামক বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ ভূভাগ পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, অতি অল্প দিন হইল উহা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। এখনও উহার স্থানে স্থানে, এমন কি সমুদ্রবক্ষ হইতে ৯০০ ফীট উপরেও, সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর দিকে কত স্থান ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ সুইডেনের সমুদ্রতীরস্থ কোন কোন নগরের রাস্তা খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন অনেক পুরাতন গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্ব্বে সমুদ্র বক্ষ হইতে উচ্চে অবস্থিত ছিল, পরে নামিয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ডের উপকূলের কোন কোন স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সমুদ্রের জলের ভিতরে বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ জীবিতাবস্থায় যে ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেই ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটী কূপ খনন করিবার সময় মাটির অনেক নীচে সুন্দরী গাছের গুঁড়ি ঐ ভাবে প্রোথিত দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে যে ভূমিতে ঐ সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, কালে তাহা অবনত হইয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবল দ্বীপের গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ভূপৃষ্ঠের অবনমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবাল কীটগণ গভীর জলে বাস করিতে পারে না। তাহারা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১২০ ফীটের অধিক নীচে বাস করে না। সুতরাং প্রবাল দ্বীপের মূলদেশ ইহা অপেক্ষা অধিক গভীর স্থানে অবস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে উক্ত কীটগণ প্রথমে যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে তাহা নামিয়া গিয়াছে, অথচ উহারা ক্রমাগত আপনাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে উপরে উঠিয়াছে। প্রবাল দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় সমুদ্রতলের স্থানে স্থানে বহুবিস্তীর্ণ অংশ ক্রমে অবনত হইতেছে। মাদাগাস্কর ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থ সমুদ্রে অনেক প্রবাল দ্বীপ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহা-

সাগরে আরও অনেকদূর ব্যাপিয়া এইরূপ অবনমন ক্রিয়া চলিতেছে।

ঈশ্বরের অসীম রাজ্যের তুলনায় যে পৃথিবী একটী সামান্য বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যেই প্রতি নিয়ত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটন হইতেছে, যাহা ভাবিলে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ তাই এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার অপার মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, অসীম মঙ্গলভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি না। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষিস্বরূপ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

—:*:—

ভালবাসা।

ভালবাসা কথাটী যেমন মধুর, ইহার শক্তিও তেমনি মোহিনী। যেখানে ভালবসা আছে, সেখানে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে—মেঘের মধ্যে বিজলী আছে—মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ আছে—কণ্টকের মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প আছে। ভালবাসার রাজত্ব অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বলপ্রয়োগে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় না—অত্যাচারীর পীড়নে যাহা সম্পন্ন হয় না—শোণিত পাতে যাহা সাধিত হয় না, ভালবাসার কুসুম হস্তে মোহিনী শক্তিতে তাহা অবাধে সাধিত হয়। বলপ্রয়োগ কিম্বা ভ্রূকুটীতে ভয় ও অনিচ্ছায় কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্নে সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বলের রাজত্ব শরীরের উপর, ভালবাসার রাজত্ব হৃদয়ের উপর। অত্যাচারীর অত্যাচার তাহার সহিত লয় পায়. ভালবাসা চিরকাল থাকে। আরংজেব ও সেরাজ উদ্দৌলার প্রভূত ক্ষমতা ও পৈশাচিক অত্যাচর তাঁহাদের সহিত লয় পাইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য ঈশা প্রভৃতি মহাত্মাদের ভাবলাসা আজও প্রত্যেক হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। ভালবাসা যতই বিতরণ করা যায়, ততই বৃদ্ধি পায় এবং যত বৃদ্ধি হইবে ততই সুখ হয়। যে হৃদয়ে ভালবাসার বিস্তার আছে, সেখানে কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় না। ভালবাসার সুবিমল সলিলে প্রতারণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি মিশিতে পারে না। যে ভালবাসায় হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা দুর্গন্ধময় জলের সমান। পবিত্র ভালবাসা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সদা প্রবহমানা, সে ভালবাসার স্রোত তীরবর্ত্তী সর্ব্ব স্থান পবিত্র করিয়া অনন্তসাগরে যাইয়া মিশে। যে ভালবাসা অনন্ত পবিত্রতা

সাগরের দিকে ধাবিত, তাহাতে পূতিগন্ধময় দ্রব্য স্থান পায় না, তাহা খরস্রোতে ভাসিয়া যায়—তলদেশ অধিকার করিতে পারে না। যে ভালবাসা সীমাবদ্ধ, তাহা পুকুরের জলের মত; এ ভালবাসার স্রোত নাই—এ ভালবাসার বিস্তার নাই—এ ভালবাসা সীমাবদ্ধ থাকিয়া দুর্গন্ধময় হয়। তাই ভালবাসার বিস্তৃতি নিতান্ত আবশ্যক। ভালবাসার বিস্তার না করিলে বিমল সুখ অনুভব করা যায় না। যাঁহারা আপনার চেয়ে অন্যকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অন্যের সুখে নিজ সুখ প্রতিফলিত দেখিয়াছেন—অন্যের দুঃখে নিজ দুঃখ দেখিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি ভালবাসা বিস্তৃত করা যায় তাহা হইলে সুখের সম্ভাবনা। কৈ? যেহেতু কোন না কোন ব্যক্তির দুঃখ আছেই আছে এবং তাহার প্রতি ভালবাসা থাকিলে নিজেরও সেই সঙ্গে দুঃখ হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভালবাসার রাজত্বে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে। যে অন্যের কষ্টে নিজে কষ্ট পাইয়াছে—অন্যের দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, সেই জানে ইহাতেও সুখ আছে। যাহার হৃদয় অন্যের অশ্রুজলে সিক্ত না হইয়া উত্তপ্ত বালুকার ন্যায় সর্ব্বদাই বিশুষ্ক থাকে, সে তাহার কি বুঝিবে? শিশির ধৌত কুসুম যেমন প্রভাশালী হয়, অন্যের অশ্রুজলসিক্ত মনুষ্য হৃদয়ও তেমনি দীপ্তিশালী হয়। দুঃখের সহিত সহানুভূতি থাকিলে—দুঃখে দুঃখে মিশামিশি থাকিলে দুঃখ সুখে পরিণত হয়। রোগী মর্ম্মান্তিক কষ্ট ও যাতনা অনুভব করিতেছে, এমন সময় তাহার উপর ভালবাসার চোক পড়িল, তাহার যাতনার অনেক উপশম হইল, তাহার হৃদয় কান্নার মধ্যেও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যে ভালবাসা অন্যকে দুঃখের মধ্যে সুখ দেয়, সে ভালবাসা যে ধারণ করে তাহারও সুখ হয়। কারণ অন্যের সুখে তাহার সুখ। প্রত্যেক মনুষ্যের ভালবাসা আছে। প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমকণিকা লইয়া মনুষ্যহৃদয় গঠিত। তাঁহার ভালবাসা প্রত্যেক মনুষ্যের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু এ ভালবাসার বিস্তার মনুষ্যের যত্নের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা এই বিন্দু বিন্দু ভালবাসা অনন্ত সাগরে মিশাইয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা অনন্তের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিস্তারিত না করিয়া সমভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা ক্রমে শুকাইয়া গিয়াছে। সংসারের স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, যাতনা প্রভৃতির প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা কতক্ষণ সমভাবে থাকিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের প্রেম ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে-সই অনন্তসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ভালবাসা সংসারের

কোন উত্তাপ কিছুই করিতে পারে না—তাঁহাদের ভালবাসা সংসারকে জয় করিয়াছে। এই জয় লাভ করাতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারের সহস্র অত্যাচার সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই। এই সংসারকে জয় করায় এই ভালবাসার মিশামিশি থাকায় এক মহাত্মা নিজের প্রাণহন্তা-দিগের অপরাধের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সংসারকে জয়করায় এবং অন্যের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠায় শাক্যসিংহ রাজ-সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া অনন্ত প্রেমে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইয়া দিলেন। আবার সে দিন চৈতন্য দেব এই সংসারের উপর জয় লাভ করিয়া হরি-নামে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাই-য়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেম অনন্তে মিশিয়াছিল বলিয়া সংসারের কোন কষ্ট কোন অত্যাচার তাঁহাদিগের ভালবাসার প্রবল বেগ খর্ব্ব করিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে বিমল সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বলি ভালবাসার বিস্তার না থাকিলে বিমল পবিত্র সুখ অনুভব করা যায় না।
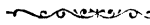
রেলওয়ে।

মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটু মুখবন্ধ করিতেছি। একদল লোক আছেন তাঁহারা ঘোর সাংসারিক—বৈষয়িক সুখ ভোগের বড়ই পক্ষপাতী। যে বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা, যে চিন্তা দ্বারা বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার আবিষ্কৃত না হয়, সে বিজ্ঞান চর্চ্চা সে চিন্তাকে তাঁহারা অনর্থক মনে করেন, তজ্জন্য যাঁহারা সময় ব্যয় করেন তাঁহারা সময়ের অপব্যবহার করিতেছেন এইটী ইহাঁদের ধারণা। তাই মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং বৈষ-য়িক চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহাদিগের মনঃপূত হইতেছে না। ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমা-দিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মানুষকে পশু শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি না। ইন্দ্রিয় ভিন্ন মানুষ আরও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি পাইয়াছে। সেই বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনও মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য এই জন্য কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানালোচনা, এবং চিন্তার জন্য চিন্তা করার পক্ষপাতী। এরূপ করিলে বৈষয়িক সুখের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত না হইলেও জ্ঞান এবং চিন্তা-শক্তি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট এবং পরি-

বৰ্দ্ধিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা "রেলওয়ে" প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার কেবল দেখিতে পাইবেন না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলও প্রত্যক্ষ করিবেন আশা করা যায়।

রেলওয়ে দ্বারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া (goods traffic.) দ্বিতীয়তঃ—যাত্রীদিগকে গন্তব্য স্থানে বহন করিয়া লওয়া (passengers traffic.) তৃতীয়তঃ—ডাক লইয়া যাওয়া (mail service.)

অল্পসময়ে এবং অল্প ব্যয়ে বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সুবিধা হওয়াতে রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জিনিসের দরের প্রায়ই সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝাইতেছি। মনে কর বৰ্দ্ধমানে চাউলের আমদানি বেশী বলিয়া তথায় চাউল সস্তা দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতায় চাউলের আমদানি কম বলিয়া তথায় চাউল অধিক দরে বিক্রীত হইতেছে। ব্যবসায়ীগণ ইহা জানিতে পারিয়া বৰ্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় চাউল রপ্তানি করিল। সুতরাং বৰ্দ্ধমানে আমদানি কমিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়িতে লাগিল, কলিকাতায় তাহার বিপরীত হইল। কাজেই দুই জায়গার দর প্রায় সমান হইয়া উঠিল। দরের এইরূপ সমতা হওয়াতে বৰ্দ্ধমানের ক্রেতাগণের একটু ক্ষতি হইল কিন্তু এক দিকে যেমন ক্রেতাগণ ক্ষতি সহ্য করিতেছে, অপর দিকে বিক্রেতাগণ তেমনই লাভ করিতেছে। বিশেষতঃ বৰ্দ্ধমানেও আবার অনেক জিনিসের দর কমিয়া যাইতে পারে, তদ্দ্বারাও ক্রেতাগণের ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানের লোকেরা যে জিনিষের অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, রেলওয়েদ্বারা সেই জিনিষ পাইতে পারেন।

পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে রপ্তানি করিবার সুগম হওয়াতে দেশের ধনের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বৰ্দ্ধমানের কৃষকগণ ইতিপূর্ব্বে যে কতিপয় বাজারে জিনিস রপ্তানি করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাজারে এখন তাহাদের মাল কাটিতে দেখিয়া অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে জমিতে শস্য করিলে কোন লাভ হইত না, সেই পতিত জমিতে তাহারা চাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দেশের উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত থাকিলাম।

কোন রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অনায়াসে তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে, অন্যথা ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা হইতে না পারায় অনেক লোকের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়। যাতায়াতের সুগম না থাকাতে খাদ্য জিনিষ শীঘ্র শীঘ্র পাঠান যায় না, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কিংবা দয়ালু ব্যক্তিগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও কোন ফলোদয়ের বড় সম্ভাবনা থাকে না।

রেলওয়েব নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনায়াসে তথায় সৈন্য-দিগের রসদ যোগান যায়। এজন্য সভ্য জাতি যুদ্ধ করিতে করিতে যেমন অগ্রসর হন, অমনিই সঙ্গে সঙ্গে রেল বসাইয়া যান।

(২) পথ সুগম হওয়াতে যাত্রীগণ নিরাপদে এবং অল্পব্যয়ে, অল্প সময়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সমর্থ হন। ভ্রমণের এইরূপ সুবিধা বলিয়া মানুষের জ্ঞান এবং প্রেমের রাজ্য ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইতেছে—বিভিন্ন দেশের দৃশ্য, বিভিন্ন মানব জাতির চরিত্র, রীতি, নীতি ভিন্ন ভিন্ন জীব-জন্তুর প্রকৃতি জানিতে পারিয়া মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। রেলওয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চার একটী প্রধান বিদ্যালয় হইয়াছে। কত বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক পরস্পর পরস্পরের সহিত চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ে কত শিক্ষা লাভ করিতেছেন। আর এক কথা, ইতি-পূর্ব্বে যাহাকে জানিতাম না, চিনিতাম না, তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া পরম আপ্যায়িত হইতেছি। পরিচয়ের পর তাঁহার সহিত কেমন বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল, এইরূপে অনেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হৃদয়ের যোগ সম্পাদন হইয়াছে। কোথায় বোম্বাই? কোথায় মান্দ্রাজ? কোথায় পঞ্জাব? কোথায় অযোধ্যা? সকলে যেন এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত হই-তেছে।

(৩) ডাক যাতায়াতের সুবিধা হও-য়াতে মাশুলও কম লাগিতেছে, সুতরাং লোক অধিকসংখ্যক চিঠি লিখিতেছে। এতদ্ভিন্ন সংবাদ পত্র এবং পুস্তকও অধিক সংখ্যক লোক পাঠ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই সুবিধা জন্য ব্যবসার সৌকর্য্যসাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত হইতেছে।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসি-লাম, তাহা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত দেশেই প্রয়োজ্য। কিন্তু রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা ভারতবর্ষে আর দুইটী বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতেছে। প্রাচীন জাতিভেদ এবং ভারত রমণীদিগের অবরোধ প্রথা ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। একজন

ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল এক শ্রেণীর গাড়িতে চড়িল। সেখানে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে কোথায়? ব্রাহ্মণ তাঁহার মান মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, জাতি গৌরবের দোহাই দিয়া অধিক স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইতেছেন, চণ্ডাল অমনি স্পষ্টাক্ষরে বলিল "মহাশয় আমি কি আর পয়সা দিয়া টিকিট কিনি নাই?" ব্রাহ্মণ চণ্ডালের এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্ হইলেন, কিছু বলিবার সাধ্য নাই—গার্ড সাহেবের ভয়! মনের ক্ষোভ মনেই সংবরণ করিলেন। আবার আর এক ব্রাহ্মণ বাগ্দীর সঙ্গে একাসনে বসিয়া তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে "তৃণে কাষ্ঠে রণে যজ্ঞে" শ্লোক আওড়াইতেছেন। এইরূপে প্রাচীন জাতিভেদ প্রথার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু একদিকে যেমন তাহা বিনষ্ট হইয়া সাম্য স্থাপনের পথ মুক্ত করিতেছে, অপরদিকে অর্থ জন্য আর এক জাতিভেদের ভিত্তি ভূমি স্থাপিত হইতেছে। একজন ধনী বণিক আসিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিলেন। আর তাহার বাহাদুরী দেখে কে? অমনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর পথিকদিগকে গো মেষাদি ইতর জন্তু বলিয়া মনে করিতেছেন। এ জাতিভেদ বড় বিপদজনক? রমণীদিগের অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে সব রমণী অন্তঃপুরের বাহির হইতেন না, তাঁহারা এখন স্বামী কিংবা আত্মীয়ের সহিত প্রকাশ্য গাড়ীতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছেন। অধিক দূরে যাইতে হইলে দুই ভিন্ন অপরিচিত পুরুষ নিজ নিজ পরিবার লইয়া এক প্রকোষ্ঠে যাইতেছেন। কেবল ইহা নহে, একজন প্রয়োজন মতে সময় সময় অপরের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এইরূপে গাড়িতে পরস্পরের সৌহার্দ্দ জন্মিয়া যায়। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কাহারও মনে মালিন্য থাকে না।

রেলওয়েদ্বারা কি কি বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা পশ্চাৎ বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ত্রিভুবন জয়ী কে?

কাম ক্রোধ লোভ হিংসা স্বার্থ অহঙ্কার,
ষড়রিপু বশীভূত হইয়াছে যার;
পরমুখে কটুভাষা শুনিয়া যে জন,
আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট করে তার মন;
প্রহার তাড়না দণ্ডে ক্ষমা-পরায়ণ
হয়ে, যেই শত্রুহিত করয় সাধন;
অপ্রেমেতে প্রেমভাব ক্ষুণ্ণ নহে যার,
ত্রিভুবন জয়ী সেই দেব অবতার।

রমণীর কর্ত্তব্য।

বাসভবন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ

বাসগৃহ প্রস্তুত করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে স্থান ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, যে স্থানে জলাশয় অধিক আছে বা যে স্থানে পূর্ব্বে পুষ্করিণী ছিল এরূপ স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। শেষোক্ত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ঐ গৃহ স্থায়ী ও স্বাস্থ্যকর হয় না। তাহার পর প্রতিবেশীদিগের চরিত্র কিরূপ দেখিতে হইবে। যাহারা অপরিষ্কার, যাহাদের নীতির প্রতি দৃষ্টি নাই, যাহাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা কলহপ্রিয় এরূপ প্রতিবেশীর সহিত একত্রে বাস করিবে না। সচ্চরিত্র, নীতিপরায়ণ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্থানে শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ বাসভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। বাসভবনের জন্য যত অধিক স্থান পাওয়া যায়, ততই ভাল, প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাটী নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফলকর ও সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে, তাহাতে নানা প্রকার পক্ষী সকল আসিয়া সুস্বরে গান করিয়া গৃহস্থের প্রাণে ভগবৎ প্রেম ঢালিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে তাহাদের সুশীতল ছায়ায় গৃহস্থ কত আরাম লাভ করিবেন! প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পের ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিবে। এরূপ পুষ্প বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে যেন সকল সময়ে পুষ্প পাওয়া যায় অর্থাৎ কতকগুলি বৃক্ষ এরূপ হইবে যাহাদের শীতকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের গ্রীষ্মকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের বর্ষাকালে এবং কতকগুলি এপ্রকার হইবে যাহাদের বসন্তকালে পুষ্প হয়। তাহা হইলে বৎসরের যে কোন সময়ে হউক পুষ্প পাওয়া যাইবে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নয়ন মনের প্রীতিকর পুষ্প, সকল সময়ে গৃহস্থের বাটীতে বিরাজ করিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল ও আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাঙ্গণে তুলসী গাছ রোপণ করিবে। তুলসী পাতার ঘ্রাণ সুন্দর এবং ইহার বায়ু অতি স্বাস্থ্যজনক। প্রাচীন ঋষিরা তুলসী বৃক্ষের এত অধিক সমাদর করিতেন যে, তাহা ইদানীন্তনকালে দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় টবে করিয়া সুন্দর পুষ্প বৃক্ষ সকল ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্প উদ্যানের মধ্যে একটী লতামণ্ডপ করিয়া দিবে, গ্রীষ্মকালে এইস্থল অতি আরামপ্রদ। পল্ল

উদ্যানের কিছু দূরে একটী ক্ষেত্র থাকিবে, তাহাতে নানাবিধ তরকারী ও শাকের গাছ রোপণ করিবে। যখন যে তরকারীর সময়, তখন সেই গাছ রোপণ করিবে; ফল হইয়া গেলে গাছ মারিয়া ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিবে। গৃহস্থিত বালক বালিকাদিগের মধ্যে কাহারও উপর বৃক্ষে জল সেচনের এবং কাহারও উপর পুষ্প বৃক্ষের ও তরকারী গাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দিবার, কাহার উপর ঘাস সকল তুলিয়া ফেলিবার ভার থাকিবে, বালক বালিকারা অপরাহ্নে এই সকল কার্য্য করিবে। বালক বালিকাদিগের উপর এই ভার প্রদান করিলে তাহাতে ৪টী উপকার দেখিতে পাওয়া যায়:—প্রথমতঃ, বালক বালিকাদিগের ব্যায়াম অভ্যাস হয়, দ্বিতীয়তঃ, বালকেরা সাংসারিক এরূপ কার্য্যে শিক্ষা লাভ করে, তৃতীয়তঃ, সাংসারিক ব্যয় বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়, চতুর্থতঃ, ইহাদ্বারা বালকেরা একপ্রকার সুন্দর আমোদ প্রাপ্ত হয়।

প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে। ঘরের মেজে ভূমি হইতে যত অধিক উচ্চ হয়, ততই ভাল, গৃহের ছাদও অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিতে হইবে। ঘরের মেজে মাটী দিয়া ভরাট না করিয়া খোয়া, রাবিশ, ছাই অথবা কলের গাড়ীর কয়লা পোড়া ছাই দিয়া ভরাট করিয়া উত্তমরূপে পিটিয়া তাহার মেজে প্রস্তুত করিবে। এরূপ হইলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হয় না অথবা বর্ষাকালে জল উঠে না। মাটী দিয়া ভরাট করিয়া তাহার উপর সিমেণ্টের মেজে করিলেও বর্ষাকালে ঘরের মেজেতে জল উঠিতে পারে না। গৃহের চতুর্দ্দিকে জল নির্গমের জন্য ইট দিয়া গাঁথিয়া পরিষ্কার সুন্দর প্রণালী করিতে হইবে। সেই জল যেন একেবারে বাটীর বাহিরে গিয়া পড়ে। গৃহের নিকটে জল জমিলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হইয়া স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে বাসভবনের নিকটে কোন জলাশয় অথবা পচা পুষ্করিণী না থাকে, কারণ পুষ্করিণী পচা হইলে ঐ পুষ্করিণী হইতে সর্ব্বদা দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া নিকটস্থ স্থান সমূহকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। গৃহের দরজা সকল প্রশস্ত ও উচ্চ হইবে, জানালা সকল ঋজুভাবে বসান হইবে। গৃহের উপর ও নীচে বায়ু গতায়াতের জন্য কতকগুলি গর্ত্ত বা ছিদ্র থাকাও আবশ্যক, তাহাহইলে দূষিত বায়ু বাহির ও বিশুদ্ধ বায়ু সহজে ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। দক্ষিণদিকে গৃহের সম্মুখ দিক্ থাকিবে, দক্ষিণ দিক্ যেন বেশ ফাঁকা থাকে।

এই প্রস্তাবের প্রথমে যে কয়েকটী গৃহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী গৃহ থাকা

আবশ্যক। প্রথম—একটী গৃহ থাকিবে, সে গৃহটী ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। সে গৃহে পাক, ভোজন বা কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ করা হইবে না। শাস্ত্রপাঠ, ঈশ্বরের ভজন সাধন প্রভৃতির জন্য তাহা নির্দিষ্ট থাকিবে। সে গৃহে, পরমার্থ বিষয়ে সঙ্গীত, মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত, ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি গ্রন্থ সব থাকিবে। ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, এরূপ কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র থাকিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসিবার আসন থাকিবে। মহাপুরুষদিগের প্রতিকৃতি গৃহের দেওয়ালে লম্বমান থাকিবে। শাস্ত্রোক্ত বচন সকল সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন থাকিবে। গৃহটীকে বিশেষ ভাবে পবিত্র রাখিতে হইবে, সে গৃহের কোন দ্রব্য যেন অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা না হয়। এরূপ গৃহে প্রবেশ করিলেই মনে আপনা আপনি ধর্ম্মভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

আর দুই একটী বাহিরের গৃহ থাকিবে। কোন কুটুম্ব অথবা বন্ধু বান্ধব আসিলে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একটী গৃহ। সে গৃহে ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি থাকিবে। আর একটী গৃহ অতিথিদিগের জন্য; কোন অপরিচিত বিপন্ন ব্যক্তি হঠাৎ আশ্রয়হীন হইয়া আসিলে সে যেন আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু আবার সকল সময়ে অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করা যায় না, কেন না দেখা গিয়াছে অনেক অপরিচিত ব্যক্তি দরিদ্রতার ভান করিয়া অনেক সদাশয় ভদ্রলোকের সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং অতিথিদিগের জন্য বাহির বাটীতে একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকিবে, সেই গৃহের সঙ্গে একটী রসুই গৃহও থাকিবে। অতিথি সৎকার গৃহস্থের একটী প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু যেন এই অতিথি সৎকার উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। অনেক স্থলে অতিথি সৎকারের অনুরোধে অলসতার প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি সাবধান হইয়া আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন।

এই প্রস্তাবে বাসভবন সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইল। বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা রমণী সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন মত অন্যান্য অভাব মোচনের উপায় চিন্তা করিলে তাহা উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন। গৃহ-স্বামীও সে বিষয়ে সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছকটিক।

(২৬৮ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর।)

এ দিকে রাজশ্যালক বিচারালয়ে গিয়া বিচারপতিকে কহিল, "কোন নৃশংস ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি বসন্তসেনার মাতাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কন্যা বসন্তসেনা কোথায়?" সে বলিল "আমার কন্যা চারুদত্তের বাটিতে গিয়াছে।" তদনন্তর প্রাড্‌বিবাক চারুদত্তকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি চারুদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য চারুদত্ত, বসন্তসেনার সহিত কি তোমার পরিচয় আছে?" চারুদত্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিলেন, "হাঁ আছে।" প্রাড্‌ বিবাক পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "তবে এক্ষণে বসন্তসেনা কোথায়?" চারুদত্ত বলিলেন, "গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া শকার কহিল, "মিথ্যাবাদিন্, অলঙ্কার লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া কহিতেছ বাটী ফিরিয়া গিয়াছে।" এই সময়ে বীরক নামা রক্ষী তথায় উপস্থিত ছিল, সে কহিল "হাঁ আমিও জানি বটে, বসন্তসেনা চারুদত্তের শকটে চড়িয়া জীর্ণোদ্যানে গমন করিতেছিল।" ইহা শুনিয়া প্রাড্‌বিবাক পুনরপি চারুদত্তকে বলিলেন, "আর্য্য চারুদত্ত, সত্য কথা বল।" চারুদত্ত কহিলেন, "লতা হইতে পুষ্প গ্রহণ করিতেও আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, আমি যে অলিসন্নিভ অলক আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই কুসুমকোমলা অবলার প্রাণসংহার করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভব?"

এই সময়ে মৈত্রেয় বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা রোহসেনকে শকট নির্ম্মাণার্থে যে আভরণ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকট ছিল। শকার চারুদত্তের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছে বলিয়া মৈত্রেয় যেমন ক্রোধভরে তাহাকে প্রহার করিতে যাইবে, অমনি সেই আভরণ তাহার বক্ষ হইতে পতিত হইল। শকার আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাড্‌বিবাককে কহিল, "মহাশয় দেখুন এই আভরণের লোভেই চারুদত্ত বসন্তসেনাকে মারিয়াছে।" তখন বিচারপতি স্বীয় অনুচরকে কহিলেন, "তুমি যাইয়া এই বৃত্তান্ত নরপতি পালককে জানাইয়া, তাঁহার নিকট দণ্ডাজ্ঞা লইয়া আইস।" অনুচর আসিয়া কহিল, "নরপতি পালক আদেশ করিলেন যে যে আভরণের নিমিত্ত চারুদত্ত বসন্ত-

সেনাকে নিহত করিয়াছে, তাহা চারুদত্তের গলদেশে বদ্ধ করিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হউক।" বিচারপতিও চণ্ডাল-দিগকে নৃপাদেশ অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দিয়া বিচারালয় হইতে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর চণ্ডালদ্বয় দরবিগলিত নয়নে চারুদত্তকে করবীর মালায় ভূষিত করিয়া বধ্যস্থানাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। চারুদত্তের প্রিয়বয়স্য মৈত্রেয় শিশু রোহসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়বন্ধুর সকাশে সমাগত হইলেন। রোহসেন চণ্ডালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "অরে চণ্ডালেরা তোরা কি নিমিত্ত আমার পিতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিস্?" চণ্ডালেরা বলিল, "আমাদিগের অপরাধ কি? আমরা কেবল রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করি-তেছি।" তাহা শুনিয়া শিশু পুনরপি বলিল "ওহে চণ্ডালেরা, আমার পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে বধ কর।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রের কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'আহা পুত্র কি স্নেহের সামগ্রী! ইহা দরিদ্র ধনী উভয়েরই সমান; ইহা চন্দন অপেক্ষাও হৃদয়কে শীতল করে।" অনন্তর তিনি মৈত্রেয়কে কহিলেন, সখে! তুমি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাও।" তাহা শুনিয়া মৈত্রেয় বলিলেন, "সখে, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার প্রাণবিয়োগ হইলে আমি আর জীবন ধারণ করিব?" চণ্ডাল-দ্বয় শিশু এবং মৈত্রেয়কে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়েরা শুনুন্ শুনুন্, সার্থবাহ সাগরদত্তের পুত্র আর্য্য চারু দত্ত আভরণের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছিল, এক্ষণে লোপ্র (বমাল) সহিত ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং নর-পতি পালক এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিয়া-ছেন যে, উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হইবেক।"

এদিকে বসন্তসেনা শ্রমণের সহিত বিহারে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর চারুদত্তের ভবনে যাইতে যাইতে পথে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে চণ্ডা-লেরা চারুদত্তকে শূলে চড়াইবার উপ-ক্রম করিতেছিল। বসন্তসেনা তাহা-দিগকে কহিলেন, "মহাশয়েরা ইহাকে মারিবেন না; আমিই বসন্তসেনা, যাহার জন্য ইহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। আমি মরি নাই।" চণ্ডালেরা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই সময়ে দূর হইতে কথিত হইল, "নৃপাধম পালককে নিহত করিয়া, এবং তদীয় রাষ্ট্রে আর্য্যকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনানন্তর, নবনরপতি আর্য্যকের

চারুদত্তের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইতেছি।" অতঃপর শর্ব্বিলক চারুদত্ত সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আর্য্যক মহোদয়ের শকটে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তিনি যে রাজ্য লাভ করিলেন, সেও মহোদয়েরই সাহায্যে লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।" অনন্তর শার্ব্বিলকের আদেশে শকার তথায় আনীত হইল। নির্লজ্জ এক্ষণে চারুদত্তের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, "আর্য্য চারুদত্ত, আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" উদারচেতা চারুদত্ত কহিলেন, "শরণাগতকে অভয়দানে আমি কুণ্ঠিত নহি।"

এই সময়ে কতিপয় পুরুষ ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিল, "আর্য্য চারুদত্তের গৃহিণী ধূতা প্রজ্জ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার শিশু সন্তান রোহসেন তাঁহার চরণে নিপতিত হইতেছে, তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইতেছেন না।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত শর্ব্বিলক প্রভৃতি সকলে দ্রুতপদে ধূতার চিতা সমীপে সমুপস্থিত হইল। চারুদত্ত কহিলেন, "প্রিয়ে, দিনমণি অস্তমিত না হইতে হইতে নলিনী মুদিত হয় না, আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, তুমি এরূপ উপক্রম করিয়াছ কেন?" মৈত্রেয় চারুদত্তকে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং বলিল "আহা সতীত্বের কি মাহাত্ম্য, মৃত্যুমুখ হইতে পতিকে প্রত্যাবৃত্ত করিল!" ধূতা ও বসন্তসেনাকে দেখিয়া বলিলেন, "ভগিনি, কুশলে আছ ত?" বসন্তসেনা উত্তর করিলেন, "এক্ষণে কুশল বটে।" অতঃপর শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আর্য্যে বসন্তসেনে, মহারাজ আর্য্যক পরিতুষ্ট হইয়া আপনাকে 'বধূ' শব্দে বিশেষিত করিতেছেন্। আপনি অদ্য হইতে সার্থবাহ চারদত্তের ধর্ম্মপত্নী হইলেন।"

এইরূপে আর্য্য চারুদত্ত বিপদজলধি উত্তীর্ণ হইলেন। পতিব্রতা ধূতা এবং বরবর্ণিনী বসন্তসেনা নির্ব্বিবাদে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। রোহসেনও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া জনক জননীর পরম প্রীতির বিষয় হইয়াছিল। মিত্রানুরক্ত মৈত্রেয়ও জীবন অবসান পর্য্যন্ত উদার-হৃদয় চারুদত্তের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই।

দানা বাঁধা।

বিজ্ঞানের রাজ্যে বাহ্যরূপের আদর বড় কম। প্রসাদভোগী চাটুকারের মত একচক্ষু দৃষ্টি বিজ্ঞানের রাজ্যে সম্ভবে না। সুখ সমৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত লক্ষপতি ও পথের কাঙ্গালি উভয়েরই তুল্য গৌরব! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি বিজ্ঞানের সকল কথা বিশ্বাস করিতে মন উঠে না। যত্নের রত্ন হীরকও মলিন অঙ্গার বিজ্ঞানের চক্ষে এক; তাও কি সম্ভব? কবি বলিতেছেন তাঁহার সুন্দরী নায়িকার প্রশান্ত-নয়ন-প্রান্তবাহী মুক্তাফল সদৃশ প্রেমাশ্রু-বিন্দু তুলনায় তাঁহার কণ্ঠাভরণ হীরক খণ্ড হইতেও অধিকতর উজ্জল,প্রীতিপদ ও প্রিয়দর্শন। কবির মুখে এ সকল কথাই সাজে। কিন্তু শুনিয়া অবাক্ হইবেন বিজ্ঞান সত্য সত্যই প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃটিষ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট শোভিত জগতের অতুল রত্ন ভারত কোহিনুর আর জঘন্য অন্ধকার-কৃষ্ণ অঙ্গার এক গোষ্ঠিসম্ভুত ও একই পদার্থ! বিজ্ঞানবিৎ ল্যাভয়সিয়র সূর্য্যরশ্মি একত্র করিয়া তাহার উত্তাপে হীরক দগ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে অঙ্গারাম্ল ব্যতীত দগ্ধাবশিষ্ট আর কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হীরক অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র—অঙ্গারই দানা বাঁধিয়া হীরক হয়। দানা বাঁধিলে অঙ্গারের পরমাণু সকলের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং অঙ্গার কৃষ্ণরূপ পরিহার করিয়া উজ্জল স্ফটিক বর্ণে প্রতিভাত হয়।

দানা বাঁধিলে পদার্থের পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি, গায়ে গায়ে মেশামিশি করিয়া অবস্থিতি করে,এক্ষণে দেখা যাক কিরূপে এই ব্যতিক্রম ঘটে। আমরা জানি যে সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; কিছুই এক এবং অবিভক্ত পদার্থ নহে। পরমাণু আর কিছুই নহে—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ—তাহা দৃষ্টিরও অগোচর। এইরূপ অসংখ্য পরমাণু একটি অপরের গায়ে লাগিয়া মিলিত হইলেই এই সমষ্টিকে পদার্থ বলে। কিন্তু এই যে একটি পরমাণু অপরটির গায়ে মিশিয়া থাকে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান থাকে—এই ব্যবধান আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেও প্রকৃতির নিয়মে ইহা অবশ্যম্ভাবী। যত গোলযোগ এই জড় পরমাণু লইয়া, বিজ্ঞান বলেন জড়-জগতের সকল ঘটনার কারণ কেবল এই পরমাণুগুলির নড়ন-চড়ন ও গতি-বিধি।

এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরমাণুগুলি একত্রে বাঁধা থাকে কিসে। আমরা জানি যে জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—ঘন, তরল এবং বাষ্পীয়। বরফ ঘন বা কঠিন পদার্থ কিন্তু

উত্তাপ পাইলে গলিয়া জলে পরিণত হইবে, আবার জল আরো উত্তপ্ত হইলে বাষ্পে পরিণত হইবে। এই গেল জলের তিন অবস্থা; অনেক পদার্থ এইরূপ তিন অবস্থায় থাকে; এবং তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইবার সময় দানা বাঁধে। সমুদায় জড় পদার্থে দুইটি শক্তি কার্য্য করিতেছে,—আণবিক আকর্ষণ ও উত্তাপ শক্তি। এই দুই শক্তিতে চির-বৈরভাব। আণবিক আকর্ষণ ক্রমাগত অণুসকলকে পরস্পর কাছাকাছি টানিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছে, পক্ষান্তরে আবার এই অণু সকলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উত্তাপ শক্তির প্রাণগত চেষ্টা।

জড়জগতে এই দুই শক্তির সংগ্রামে একের দুর্ব্বলতায় অপরের জয়। যখন উত্তাপ শক্তি এত প্রবল হয় যে আণবিক আকর্ষণ তাহার নিকট পরাভূত হয়, তখনই জড়পদার্থের অণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়; যখন উত্তাপ শক্তি ও আণবিক আকর্ষণ এতদুভয়ের বল সমান থাকে, তখনি পদার্থের তরল অবস্থা; আর যখন এই উত্তাপ শক্তির হ্রাস হয় এবং আণবিক আকর্ষণ অণু সকলকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দেয়, তখনই পদার্থের কঠিন অবস্থা।

তরল পদার্থ ধীরে ধীরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে তাহার অণু সকল স্তূপাকারে সঞ্চিত না হইয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত পরস্পর মিলিত হয়, সুতরাং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পলকাটা দানার আকার ধারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্নরূপ দানা হইয়া থাকে। কিন্তু এক পদার্থের দানা সকলগুলিই এক রকমের, কেবল কোনটি বড় কোনটি বা ছোট। তুঁতে, ফট্‌কিরী, সোরা প্রভৃতি অনেক পদার্থের অতি সুন্দর সুন্দর দানা হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে ফট্‌কিরী প্রভৃতির দানা বাঁধিয়া নানা প্রকার গৃহ সজ্জার সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। সকলেই মিছরির দানার মধ্যে একটি একটি সূতা দেখিয়াছেন,—দানা বাঁধিবার সময় মিছরির জলে এই সকল সূতা ঝুলাইয়া দেয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া দানা বসে। খড়িকার সাজি, ডালা বা অন্য কোন সুন্দর দ্রব্যে দানা বসাইলে দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। পাঠিকাগণ একটু যত্ন করিলেই নিম্নলিখিত উপায়ে ফট্‌কিরীর সাজি প্রস্তুত করিতে পারেন।
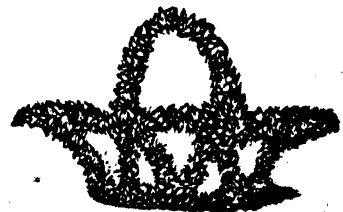
প্রথমতঃ খড়িকা বা কুঁচি বা পরিষ্কার তারের একটি সাজি বা ডালা

সংগ্রহ করিতে হইবে (প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব ভাল)। পরে একটি পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে জল ঢালিয়া তাহাতে ফট্‌কিরী দ্রব করিতে হইবে (যেন ফটকিরীর চূড়ান্ত দ্রব saturated solution হয়)।

পরে এই ফট্‌কিরীদ্রব আগুণে চড়াইতে হইবে। অনেকক্ষণ টগবগ করিয়া ফুটিলে পর আগুণ হইতে নামাইয়া লইয়া এই পাত্রে সাজিটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই সাজির গায়ে ক্রমে ক্রমে দানা বসিতে থাকিবে। এইরূপে যখন দেখা যাইবে বেশ সুন্দর দানা প্রচুর পরিমাণে বসিয়াছে, তখন জল হইতে তাহা আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইলেই হইল। সরু তার দিয়া কোন নাম লিখিয়া অথবা ইচ্ছানুরূপ নক্‌সা করিয়া তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দানা বসাইতে পারা যায়; ধান বা যবের শিস অথবা দার্জ্জিলিঙ্গের সুন্দর সুন্দর ফারণ গাছের পাতা প্রভৃতিতে এইরূপ দানা বসাইলে অতি মনোহর, দেখিতে হয়; যত্ন এবং সুরুচি থাকিলে অনায়াসেই এই সকল দ্বারা ঘর সাজাইতে পারা যায়।

অষ্ট্রেলীয় আদিমবাসীদিগের প্রেতযোনি।

অষ্ট্রেলীয়াবাসীরা আপনাদিগের বাসদ্বীপ কখনও পরিত্যাগ করে না, এজন্য তাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে সেও আর কোথাও যায় না, সেই দ্বীপের মধ্যে কোন প্রকার নূতন আকার ধারণ করিয়া বাস করে। আজি কালি কামচর ইউরোপীয়গণ এই দ্বীপের সর্ব্বাংশে দেখা দিয়া থাকেন, স্থানে স্থানে অনেক উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছেন। সরল বিশ্বাসী আদিম নিবাসীগণ ইহাঁদিগকে দেখিয়া স্বজাতির প্রেতযোনি বলিয়া মনে করে। ইহাদিগের কাহারও গঠন, আকৃতি, মুখভঙ্গী বা চক্ষুভঙ্গীতে তাহাদিগের মৃত কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিলে বা অনুমান করিতে পারিলে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির প্রেতযোনি বলিয়া স্থির করে এবং তাহার প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শনে ত্রুটি করে না। অসভ্যদিগের এই প্রকার বিশ্বাস হেতু এক সাহেব যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা নিজে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

আমি একাকী অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম আদিমবাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দল আসিতেছে, তাহাদিগের মুখপাত্র দুইটী স্ত্রীলোক চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইতেছে।

অপরটী যুবতী। বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া সজলনয়নে কিছুক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "গোয়া গোয়া বন্দ বল" ইহার অর্থ, "হাঁ, সেই বটে, সেই বটে।" তৎপরে বৃদ্ধা সজোরে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চীৎকার রবে কাঁদিতে লাগিল, সেই সময় যুবতী আমার পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রথম স্ত্রীলোকটী যেমন জরাজীর্ণা, সেইরূপ কদাকার ও ম্লেচ্ছ। সে আমাকে লইয়া কেন এরূপ করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু স্নেহবশতঃ এইরূপ করিতেছে ভাবিয়া আমি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহার স্নেহে বশীভূত হইয়াছি এই মনে করিয়া সে তখন আরও স্নেহচিহ্ন দেখাইতে লাগিল এবং আমার উভয় গণ্ডে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। তৎপরে আরও কিছুক্ষণ রোদন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং যে কথা বলিতে লাগিল, তাহার ভাবার্থ এই বুঝিলাম, তাহার পুত্রের বক্ষে বর্শাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং আমি তাহারই প্রেতযোনি। যুবতীটী আমার সহোদরা। সে বয়স্থা বলিয়া হউক বা আমি তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম, দেখিয়াই হউক, আমার প্রতি আর অধিক স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারিল না। কিন্তু বৃদ্ধা, আমার নিজের মা অনেক দিন পরে আমাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিলে যেরূপ আদর করিতেন, সেইরূপ করিতে লাগিল। মাতা অবসৃত হইলে আমার পিতা এবং ভ্রাতারা আসিয়া দেশীয় প্রথানুসারে আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল। তাহারা এক একজন আসিয়া বাহুদ্বারা আমার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিল, আমার দক্ষিণ জানুর সম্মুখে তাহাদিগের দক্ষিণ জানু রাখিয়া বক্ষে বক্ষ চাপিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল। যতক্ষণ এই ব্যাপার চলিতে লাগিল, আমি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষণ্ন বদনে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। পরে তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি আপদ-শান্তি দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের মাতা রাণী আন বোলিন প্রতিদিন নিজ ব্যয়ের জন্য যে টাকার তোড়া পাইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গরিবদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার যতগুলি পরিচারিকা ছিল, দরিদ্রদিগের পোষাক তৈয়ারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে সপ্তাহে অনেকগুলি [illegible]

প্রস্তুত হইত, তাহা স্বয়ং উপযুক্ত দয়ার পাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। এইরূপ সাধুকার্য্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

২। রুসিয়েশ্বরী কাথারিণ মস্কো-নগরে পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য আশ্রম গৃহ যখন নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার আনুকূল্যার্থ অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি ৫০ সহস্র রোবল (প্রায় লক্ষ টাকা) মুদ্রাপূর্ণ এক বাক্স পাঠাইয়া দেন। তৎ-সঙ্গে কেবল এইরূপ কয়েকটী কথা লেখাছিল "এই দানদ্বারা রুসিয়া ভবি-ষ্যতে যদি একজন মাত্র জ্ঞানী, সুখী ও ধার্ম্মিক প্রজা লাভ করেন, তাহা হইলেই দাতার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

৩। ওয়ারউইকের সুবিখ্যাত কাউ-ণ্টেস তাঁহার প্রভূত আয়ের তৃতীয়াংশ দানকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত স্থানের মধ্যে দরিদ্র-দিগের অবস্থা অনুসন্ধান ও তাহাদিগকে সাহায্য দান তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আন-ন্দের বিষয় ছিল। যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে না এবং ভিক্ষা করিতে অসমর্থ, এইরূপ লোকদিগকে তিনি সাহায্য করিতেন, ইহাতে অনেক গরিব বিধবা, অনাথ শিশু এবং দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্র পরিবার তাঁহার অযাচিত সাহায্য লাভ করিয়া পরমোপকৃত হইত। অনেকে নিতান্ত দৈন্যাবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সৌভাগ্য সোপানে উত্থান করিয়াছে। মানবীয় কোন দুঃখ বিমোচনে তিনি যত্নের ত্রুটি করিতেন না। ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে সকল বিদেশী ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছে, বুদ্ধিমান্ বালক যাহারা অর্থাভাবে বিদ্যানু-শীলনে অসমর্থ, গুণবান্ লোক যাহারা দারিদ্র্য প্রযুক্ত আপনাদিগের গুণের পরিচয় দানে অক্ষম, নানা সম্প্রদায়ের নির্দ্ধন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সকলেই তাঁহাকে আপনাদিগের আশ্রয় ও সহায় বলিয়া জানিতেন। শরণাগতদিগকে কেবল আশ্রয় ও অন্ন দিয়া তিনি সাহায্য করি-তেন না, কর্ম্ম কার্য্য ও হিতকর উপদেশ দিয়া তাহাদিগের সহায়তা করিতেন, অতি নীচ শ্রেণীর কোন ব্যক্তিও পীড়িত বা বিপন্ন হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাহার দয়া প্রার্থনা করিত। তাঁহার দাতব্য লাভার্থ যে সকল দরিদ্র ভিক্ষুক সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইত, তাহাদিগের কোন ক্লেশ না হয় এজন্য লণ্ডন নগরে ও তাঁহার বাসপল্লীতে দুইটী আশ্রম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাস পল্লীতে নিকটস্থ ৪টী গ্রামের দরিদ্র-দিগকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া রুটী ও মাংস দান করিতেন। তাঁহার উইলে তিনি বহুপ্রকার দয়ার কার্য্যে অর্থ দান করিয়া যান, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিয়মিত দান ব্রত সকল মৃত্যুর পর চারিমাস কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে চলে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শক্তিকানন—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। ইহা একখানি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। লেখকের কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি অনেক স্থলে প্রশংসনীয়।

২। জীবন-প্রদীপ—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। ইহাও একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনা এবং বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে, ভীষণ সমাজচিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজের কুপ্রথা সকল বিদূরিত হইয়া সুপ্রথা সকল প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার জন্যও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়।

বামারচনা।

সাধের মেয়ে।

(প্রিয়বালার প্রতি)

কেন মা! কাঁদিস এত এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে,ওযে চাঁদ,ধরা নাহি যায় রে
নিবারিতে চাহি যত, তুমি আরো কাঁ'দ
তত,
আকাশের চাঁদ, ওযে ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয়! নহে প্রিয়
থামে না। ১

হাস প্রিয়! একবার, দূর হক এ আঁধার
দেখি মা সরগ-শোভা ও মুখ নলিনে,
কার সোহাগের ধন, কার করে সমর্পণ!
কে জানে মরম তোর, আমি তো
জানিনে—
যে জানিত সে জানিত, আমি তো
জানিনে;
কে দিল অমূল্যনিধি হেন হীন দীনে। ২

একদিন প্রিয়—তোরে স্মরণে কি রবে
না?
বিগত সে সব কথা কিছু মোরে কবে
না?
কেমন মধুরতর মধুর মধুরতর
সেই স্নেহ তোর মনে কভু কি রে হবে
না?

একদিন প্রিয় তোরে, স্নেহের মধুর
ডোরে
বেঁধে সেই, নাচাইত কতই আদরে,
বুকে রেখে,হাসি হাসি হাসাইত তোরে!!
"পরাণ-প্রতিমা" তুই "নয়নের তারা"—
সে দিন গিয়াছে তাই,কাঙ্গালী আমরা;
সোহাগের ধন তুমি সাধের কমল যে
কেমনে ফুটিবে, বুকে দারুণ অনল যে।

মরি! ও ললিত কায়, অশ্রুজলে ভেসে যায়,
প্রভাতি শিশির মেখে শতদল-দল রে
মৃদুল পবনে যথা করে টল মল রে। ৫
জড়িমা-জড়িত স্বরে, এক কথা বারে বারে
চোখে জল মুখে হাসি, মুনি-মনোলোভা!
তো হতে দেখিনু ভবে স্বরগের শোভা।
কার পুণ্য বলে তুমি ভূতলে উদয়?
কে আনিল বারিবিন্দু মরু সাহারায়? ৬
কারে শুনাইব প্রিয় কার সনে হাসিব,
কোন্ কোলে দিয়ে তোরে প্রাণ ভরে
দেখিব?
কি আগুনে জ্বলি আমি, কিছুই জান না
তুমি,
তোর হাসি তোর কথা কার সনে কহিব?
অরে বিধি! এ যাতনা কত দিন সহিব!৭
কাঙ্গালীরে এরতন, দিতে কিবা প্রয়োজন,
রাজ-বালা-গলে দোলে মণিময় হার—
কি চিনিবে ভিখারিণী কি জানিবে তার!
নিদারুণ বিধি যদি এই ছিল মনে,
শ্মশানে সোনার ফুল ফুটাইলে কেনে?৮
জ্বলি উঠে কালানল যখন হৃদয়ে রে,
যখন নয়নে নীর দর দর বয় রে,
নিরখি আমার পানে, কি যেন উদয় প্রাণে
খেলা ধূলা হাসি রাশি কিছু নাহি চায়রে,
আমরি ও সোনামুখী নীরবে দাঁড়ায়
রে!৯
বদন মলিন করে, চারু চোখে জল ঝরে,
কভু যেন ভয়ে ভয়ে কেমনে তাকায়,
কখন বা ছুটে ধরে আদরে গলায়?
এতই কুহক মাখা বিধির কৌশল,
কে কবে দেখেছ, ফোটে অনলে
কমল? ১০
কে আনিল এ মরতে স্বরগের ফুল রে
এ ধন এ পাপ ভবে বিধাতার ভুল রে!
যে দেশে বিষাদ নাই, শোক রোগ মৃত্যু
নাই,
পাপ তাপ জীবে যথা করেনা আকুল রে
সে দেশের নিধি এযে, এ ভবে অতুল
রে!১১

মরমে মরিয়া যাই, মরণ শরণ চাই,
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে
মরিতেও ভুলি প্রিয় তোরি মুখ চেয়ে,
অনলে পুড়িব তবু ম'রে কায নাই।—
ননীর পুতুল টুকু কারে দিয়ে যাই? ১২
তোরে দিয়া অভাগীরে মহাপাশে বাঁধিয়া,
চলি গেছে, তোরে মোরে "একাকিনী"
ফেলিয়া,
পরাণ পাষাণময়, সহজে হ'ল না লয়,
মরিতে পারিনে মাগো তোর মুখ চাহিয়া,
নিবারি চোখের জল তুমি কাঁ'দ বলিয়া!১৩
যবে সে স্নেহের কোলে, উঠিতে মধুর
বোলে,
আধ আধ ছাই পাঁশ বকিতে বকিতে,
মরতে স্বরগ আমি ভাবিতাম চিতে!
তাঁরি পুণ্য ফলে তুমি ভূতলে উদয়,
তোমাতে মাখান সেই "স্বর্গীয়" প্রণয়।১৪
সেই মুখ সেই ছটা সে মধুর হাসি রে
তোর ও সরল মুখে যায় ভাসি ভাসি রে!
চাহিয়া চাহিয়া যেন, কি জানি কি হই
হেন,
প্রাণে প্রাণে জাগে যেন বেহাগের বাঁশিরে,
তুমি কি মা দেববালা কহ তা প্রকাশি
রে? ১৫
হা'স প্রিয় একবার, দূর হোক এ আঁধার,
দেখিব কেমনতর স্বরগ শোভন,
হাসরে হাসরে মোর কাঙ্গালের ধন!
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী,
কেবলি সুধার কণা তুমি মা আমারি!১৬
আবার কাঁদিস মাগো—এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে! চাঁদ কভু ধরা নাহি
যায় রে,
আয় চাঁদ! ধরি পায়, ধরাতলে নেমে
আয়,
আকাশের চাঁদ হায় ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয়, নহে প্রিয় থামে
না। ১৭

প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

No. 270 July, 1887.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭০ সংখ্যা — আষাঢ় ১২৯৪—জুলাই ১৮৮৭। — ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭০ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৪- জুলাই ১৮৮৭ | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩,৩০৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৯১৬, ২য় বিভাগে ১,৭৩৬ ও ৩য় বিভাগে ৬৫৬ জন। শতকরা প্রায় ৬০ জন উত্তীর্ণ, গত দুই বর্ষের অনাবৃষ্টির পর এবারে কিছু অতি বৃষ্টি। উত্তীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।

হেমলতা ভট্টাচার্য্য, বেথুন স্কুল
যামিনী সেন, ঐ
জীবনবালা ঘোষ, ঐ
জ্ঞানদা মিত্র, ঐ
বাল্টন ক্লারা, নাইনীতাল স্কুল
মার্টিন গ্রেস, ঐ
রসেল আনী, ঐ
নর্টান রুগ্স, কলিকাতা বালিকা ,,
ভ্যান ডোরা, ডাইওসিসান ,,
কারবারী মেরী, লোরেটো ,,
গ্রোসার আনী, ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

বসন্তকুমারী বসু, কানপুর খৃঃ চঃ
কমল চক্রবর্ত্তী, লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়
কামিনী চট্টোপাধ্যায়, ফ্রিচর্চ্চ নর্ম্মাল ,,
হেডিং এমিলী, সেণ্ট যোজেফ ,,
কেনিডি আইডা, ডফটন ইন্‌ষ্টিটিউসন
মাসি সোফিয়া, বেনারস নর্ম্মাল স্কুল
প্রিয়বালা সিংহ, অমৃতসর এলেকজান্দ্রা স্কুল
সিপেলম্যান হেন্‌রিটা, রেঙ্গুণ কনভেণ্ট স্কুল
টমাস লিনা, কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়
ওয়াটস মেরি থেরিসা, রেঙ্গুণ কনভেণ্ট

তৃতীয় বিভাগ।

কুসুম বিশ্বাস, লালবাগ
আইগোজেন দত্ত পাস্থ,

...া যথেষ্ট
এবং ক্রাউন
...ইয়াছেন। ভার-

কুইন বিক্টোরিয়া জুবিলী—

বিলাতের সর্ব্বত্র মহা ধুমধাম। ১৯শে জুন রবিবার লণ্ডনের সেণ্টপল গির্জ্জায় বিশেষ উপাসনা হইবে, লর্ড মেয়র ও সেরিফগণ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন। ডবলিনে যুবরাজ উপস্থিত থাকিয়া উৎসব করিবেন, তথায় কাশরোগ-গ্রস্ত-দিগের হাসপাতালের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ৭০ হাজার টাকা এডওয়ার্ড গিলনেফ নামে এক ব্যক্তি দান করিয়াছেন। রাজভক্ত ইংরাজ পুরুষ রমণী বিবিধ প্রকারে বদান্যতা দেখাইতেছেন, কেহ বাড়ী ভাঙ্গিয়া সাধারণের জন্য বাগান করিয়া দিতেছেন, কেহ হাজার হাজার বালককে একত্র করিয়া ভোজ দিতেছেন, কেহ দরিদ্রদিগকে বিপুল অর্থদান করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা জুবিলী ফণ্ডে হাজার হাজার টাকা দিতেছেন। লেডী আরনট গরিবদিগকে ১৫০০ কম্বল ও ৫০০ লেপ বিতরণ করিবেন।

বিক্টোরিয়া সংস্কৃত টোল—

বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন আপনার বিদ্যোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন, দেবী আম্মা কালী সংস্কৃত টোল স্থাপন ও সেইরূপ সুকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া [illegible] টোলে বিনা ব্যয়ে অনেকগুলি [illegible] রিয়া অধ্যয়ন করিতে [illegible] র সঙ্গে একটী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয়ও থাকবে। সাধুদৃষ্টান্ত সাধু দৃষ্টান্তের প্রসূতি।

হাঁসপাতাল—

(১) সিমলাতে যে রিপণ হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ড এবং ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে এক সকের বাজার হইয়া অনেক টাকা উঠিয়াছে। (২) দার্জ্জিলিঙে দেশীয়দিগের একটী স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্যোগ হইতেছে। (৩) অল্প দিন হইল, লণ্ডন হাঁসপাতালে দিবসে ১০০ ও রাত্রিকালে ৫০ জন ধাত্রী থাকিবার গৃহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; যুবরাজ সপত্নীক তাহা খুলিয়াছেন। (৪) লণ্ডনে শিশুদিগের জন্য যে বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল আছে, তাহার ২০ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মেট্রপলিটন হোটেলে ভোজ হয়, কেম্ব্রিজের ডিউক সভাপতিত্ব করেন। হাঁসপাতালে এ পর্য্যন্ত ৭,৯৭২ জন রোগী আশ্রয় পাইয়াছে, বাহির হইতে ৩,৬৪১৬৪ জন চিকিৎসা সাহায্য পাইয়াছে।

ধর্ম্মপুস্তক প্রচার—

ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটী গত বর্ষে ৩৯,৩২,৬৭৮ খানি বাইবেল ও বাইবেল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় জগতে আরও কত প্রচার সভ[া] হইতে কত অসংখ্য ধর্ম্মপুস্তক বাহির হইয়াছে!

উপযুক্ত উত্তর—

স্বাস্থ্যহানি হয়

বলিয়া নূতন বিধি দ্বারা ইংলণ্ডীয় কয়লার খনিতে স্ত্রীলোকদিগের কাজ বন্দ করাইবার চেষ্টা হয়, লাঙ্কাসায়ারের স্ত্রী কুলিরা কাজ করিবার সজ্জা সহিত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর দেখাইয়া জয় লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে পুরুষদের অনেক আন্দোলন এই রূপ অমূলক।

পণ্ডিতা রমাবাই—এখন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী শিখিতেছেন। তিনি একবর্ষ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবেন এবং বালিকা বিধবাগণের জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে শিল্পসাহিত্য ও নীতি শিক্ষা দিবেন।

স্ত্রী-কীর্ত্তি—(১) আয়র্লণ্ডের ডনিগেল নামক স্থানে যত দরিদ্রের আবাস! অনাহারে তাহাদের অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইত। বিবী হার্ট ৩ বৎসর ইহাদিগের মধ্যে বাস করিয়া সূতাকাটা, পশমের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শত শত পরিবারকে ঘোরতর দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ দেশহিতৈষিণী সকলের কবে অভ্যুদয় হইবে? (২) আমেরিকার অর্লিয়েন্স প্রদেশে একটী সমাজ আছে, তাহার নাম Society of Ladies Servants of the Poor" অর্থাৎ গরিবদিগের পরিচারিকা মহিলা সমাজ। ইহা ১৮৬১ সালে স্থাপিত হয়, সম্ভ্রান্ত দরিদ্র পরিবারের সাহায্য বিধান এবং বৃদ্ধ ও অনাথা ভদ্রমহিলাদিগের ভরণ পোষণ ইহার উদ্দেশ্য।

দুর্ঘটনা—গত মে মাসে বঙ্গোপসাগরে রিট্রিবার ও সার জন লরেন্স নামে দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়া প্রায় ৮০০। ৯০০ লোক মারা গিয়াছে। শেষোক্ত জাহাজের অধিকাংশ আরোহী জগন্নাথের যাত্রী ছিল, তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গের অনেক পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অনাথ পরিবারদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা তোলা হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষা—কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি যুবতী ছাত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রীশ্রেণী খুলিতে না খুলিতে ১০। ১২ জন ভর্ত্তির প্রার্থী হইয়াছেন। আগ্রা মেডিকেল স্কুলে এক বৎসরের মধ্যে ৪৭টী ভর্ত্তি হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান এবং ৩১ জন দেশীয় খ্রীষ্টান যুবতী।

রাজদর্শন—কুচবিহারের মহারাণী মহারাজের সহিত একত্র হইয়া ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, এবং ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া উপাধি পাইয়াছেন। ভার-

তের আরও কয়েকটা রাজা ও রাজ-পুত্রের এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।

দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীলোক—খানাকুল থানার অন্তর্গত কাম্বরা গ্রামের ৺জগন্নাথ নারায়ণ রায়ের স্ত্রী ১১৪ বৎসর বয়সে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন ও এক সের দুগ্ধ আহার করিতেন এবং ২০।২১ জন লোকের খাদ্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। নব্যা পাঠিকারা কি বলেন?

শান্ত-স্বভাব।*

কালের বক্ষের উপর কত জীবন মৃত্যুর খেলা, কত বিচিত্র বিপ্লব, কত শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহার সংখ্যা নাই, তবুও কাল কেমন নীরবে অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কেমন প্রশান্ত! মনুষ্য কল্পনার অতীত অতীত—কাল হইতে প্রকৃতির হস্তে কত সুমহান্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহা কল্পনারও আয়ত্তাধীন করা মনুষ্যের সাধ্য নয়, তবুও প্রকৃতি কেমন অবিচলিত ভাবে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে, কেমন প্রশান্ত! আবার যিনি সেই অনন্ত কর্ম্মশীল প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যের মূলে জ্ঞানময় শক্তিরূপে বিরাজমান, যাঁহার কণামাত্র কার্য্যকৌশল বুঝিতে গিয়া মনুষ্য মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইয়া পড়িতেছে, সেই অনন্ত ক্ষমতাশালী মহান্ ব্রহ্ম কি নিস্তব্ধ! কেমন প্রশান্ত! একবার নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ হইয়া দেখ; মানব! যদিও তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, সীমাবিশিষ্ট শক্তি, ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন, তবুও কি তুমি কাল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে মহান্ আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে রাখিবে না? শান্ত হইবে না? তোমার বক্ষের উপর দিয়া শত শত শোক দুঃখ, সহস্র সহস্র শুভাশুভ ঘটনা, মান অপমান অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইবে, আর তুমি শান্ত ভাবে ধর্ম্মের সরল পথে অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিবে ইহাই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। প্রকৃতির ন্যায় নিঃশব্দে নীরবে শান্তভাবে বৃহত্তম কার্য্য সকল করিতে পারিলেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব।

ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃত শান্ত স্বভাবের মানুষই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারেন। অশান্ত ও অস্থিরমতি মনুষ্য বিপুল ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন; পৃথিবীব্যাপী যশ মানের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, তাহা তিনি প্রকৃত পক্ষে লাভ করিতে

---

* একটী চিন্তাশীলা রমণীর লিখিত।

পারেন না। মনুষ্যের অমূল্য অধিকার একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হওয়া ও মনুষ্য নামের যোগ্য হইবার জন্য গভীর হইতে গভীরতর বিষয়ের চিন্তাতে চিত্তকে একবারে ডুবাইয়া দেওয়া—ইহা অশান্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার, তাই বলিতেছি তিনি প্রকৃত পক্ষে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন না।

যিনি জড়ের ন্যায় নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, মৌন, ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানবিহীন, যিনি বিদ্যা চর্চ্চা না করিয়া জ্ঞানী হইতে চান, সাধন ভজন বিহীন হইয়া ব্রহ্ম যোগে যোগী হইতে চান্, এবং দেহ মন মস্তিষ্ককে পরিশ্রান্ত হইতে না দিয়া স্বদেশের হিতকামনা করেন, তিনি কখনও শান্ত স্বভাব নামে অভিহিত হইতে পারেন না। যিনি সম্ভবতঃ রোগে স্থির, শোকে ধীর, ক্রোধে প্রকৃতিস্থ ও ক্ষমাশীল, বাচালতাবিহীন, পরিণামদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, যিনি গভীর চিন্তাপূর্ণ কঠিন কঠিন গ্রন্থপাঠে অধীর হইয়া পড়েন না, ধ্যানশীল হইবার জন্য একাগ্রতা অভ্যাস করেন, ও স্বদেশের হিতকামনায় লোকের মুখাপেক্ষা না করিয়া দেহ মন মস্তিষ্ককে নিরন্তর শ্রান্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিতে অগ্রসর, তিনিই প্রকৃত শান্তস্বভাব নামের যোগ্য, তিনিই একদিন মনুষ্য নামের—মহাত্মা নামের—প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের অধিকারী হইবেন।

শান্ত স্বভাব যেমন চিন্তাশীলতা-সাপেক্ষ, তেমনি চিন্তাশীল হওয়াও শান্ত-স্বভাব সাপেক্ষ, তন্নিমিত্ত উক্ত দুই মহোপকারী—চরিত্রোৎকর্ষ-সাধক ও ধ্যান ধারণার পরম সহায়কে অতীব প্রয়োজনীয় জানিয়া দুয়েরই সাধনা করা উচিত। যিনি উন্নত উন্নত চিন্তার বিমল আনন্দে আনন্দিতচিত্ত অথচ শান্তপ্রকৃতি, কি তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্য! কি তাঁহার মুখমণ্ডলের দেবোপম শোভা! যেমন ইট, কাট, পাথর দেখিতে দেখিতে সুন্দর শ্যামল বৃক্ষ লতা, সুমন্দ বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলিত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, সমতল ভূমিতে শিশির বিন্দু শোভিত বাল-তৃণ সমূহ নয়ন পথে পতিত হইলে নয়ন স্নিগ্ধ হয়, তেমনি অশান্তস্বভাবের লক্ষণ-সমন্বিত—ক্রোধী, পরনিন্দুক, বাচাল, স্থূলদর্শী, আপাতদর্শী, আড়ম্বরপ্রিয়, বিষয়পিপাসু ধ্যাণধারণা ও চিন্তাবিহীন মনুষ্যগণকে দেখিতে দেখিতে ধ্যানশীল, চিন্তাশীল, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, বিনয়াবনত শান্তপ্রকৃতি নর নারী দেখিতে পাইলে মনশ্চক্ষুও আরাম, স্নিগ্ধতা ও আনন্দ লাভ করে। কি ধন-জন-পরিবেষ্টিত ভাগ্যবান-গৃহস্থ, কি সংসারবিরাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী, কি উন্নত শিক্ষায় উন্নতহৃদয় অহরহ মস্তিষ্ক বিলোড়নকারী বিদ্বান্, কি দুর্ভাগ্য নিরক্ষর মানুষ, কি অতুল ঐশ্বর্য্যবন্ত ধনী, কি পথের ভিখারী, কিন্তু

জ্ঞানালোকে আলোকিতা বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্ত সহরবাসিনী নারী, কি গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্য রমণী প্রকৃত শান্ত-স্বভাব সকলেরই চরিত্রোৎকর্ষ ও জ্ঞান ধর্ম্মলাভের পরম সহায় সন্দেহ নাই। মানুষ অশান্ত হইয়া প্রবল প্রবৃত্তি স্রোতের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে হইতে চলিলে মনুষ্যত্ব সুদূরে পড়িয়া রহিবে।

কি জড়, কি প্রাণ, কি মন এ জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সেই দিকেই ক্ষুদ্রের তুলনায় বৃহৎ যাহা তাহাই অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ও শান্ত-ভাবের দেখিতে পাইবে। প্রবল-বাত্যায় ধূলিস্তূপ বালুকাস্তূপ কোথায় উড়িয়া যায়, পর্ব্বত যেখানকার সেইখানে বসিয়া থাকে; লতিকা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়, মহাদ্রুম সকল শীঘ্র স্বস্থানবিচ্যুত হয় না। বৃহৎ মৎস্য সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায় জলের প্রায় উপরিভাগে চঞ্চল-ভাবে ঘুরিতে থাকে না, গভীর জলা-শয়ের তলে তলে শান্তভাবে ফিরিতে থাকে। ক্ষুদ্র পক্ষিগণের ন্যায় সুন্দর বৃহৎ পক্ষিগণ নিমেষের মধ্যে শত সহস্রবার পক্ষ, পুচ্ছ, মস্তক নাড়িতে থাকে না, বৃক্ষশাখা রূপে আলোকিত করিয়া পুচ্ছ ঝুলাইয়া কেমন শান্ত-ভাবে বসিয়া থাকে! পশুজাতির মধ্যে উষ্ট্র ও হস্তী অধিক শান্ত ও কষ্ট-সহিষ্ণু। মনের দিক দেখিলেও দেখা যায়, ক্ষুদ্র হৃদয় দুঃখ কষ্টে কি পর্য্যন্ত না অশান্ত হইয়া পড়ে, আর বৃহৎ হৃদয় দুঃখ কষ্টের সময় কি এক মহৎ ভাবে যে পূর্ণ হইয়া শান্ত-ভাব ধরিয়া থাকে তা, কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র স্নেহমমতা অল্প কারণেই চঞ্চল ও বিচলিত হয়, কিন্তু বৃহৎ স্নেহমমতা চিরদিন প্রশান্তভাবে হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বিনয় এক একবার সাময়িক উত্তে-জনায় উত্তেজিত হয়, আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, এইরূপ চঞ্চল অব-স্থায় আজীবন ঘূর্ণিত হইতে থাকে, আর বৃহৎ বিনয় হৃদয়কে চিরদিন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে এমন একটু স্থান থাকে না যেখানে অহঙ্কার পলকের জন্যও একটী পা রাখিতে পারে। হৃদয়াকাশে বৃহত্তম বিনয় চন্দ্রমা চিরদিন শান্তভাবে মধুর স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিতরণ করিয়া পৃথিবীর সন্তপ্ত জীবগণকে সুখী ও বিমোহিত করে, এক নিমেষের জন্যও শান্তভাব বর্জ্জিত হইয়া স্বস্থান বিচ্যুত হয় না। বৃহৎ বিনয় কীটানুকীটের নিকটেও শান্তভাবে মস্তক অবনত করে। বৃহৎ বিনয়ের কি সন্তাপহারক ভাব! কত বিশাল মহত্ব! কেমন অতুলনীয় মাধুর্য্য! তবুও তাহা কেমন প্রশান্ত! হৃদয়কে জ্ঞান ধর্ম্মে পরিপুষ্ট করিয়া বৃহৎ হইতে দাও, প্রকৃত শান্তস্বভাব আপনিই আসিবে।

যদি অস্থিরমতিত্বের জন্য মানুষ একবার স্থির হইয়া ভাল মন্দ ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার অবসর না পায়, যদি দিনান্তে একবার ইহা ভাবিতে না পারে যে, আজ দেহ মন বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছি কি না, আজ পরিণাম-সুখকর বিমল আনন্দজনক কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়াছি কি না, তাহাহইলে আর কেমন করিয়া চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিবে? অন্ততঃ জীবনের প্রত্যেক দিনে পূর্ব্বোক্ত চিন্তায় একবার চিত্তকে নিমগ্ন করা মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য। এ চিন্তায় সময় ক্ষেপণ করিলে সে সময় টুকু বৃথা যাইবে না, কারণ ভাবিয়া দেখিলে উক্ত চিন্তাই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম। অস্থির-মতি মানুষের ও সব চিন্তা করিবার অবসর নাই, সুতরাং অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যহৃদয়ের কমনীয় ভাবসমূহ চঞ্চলতাময় হৃদয়ে বাস করিতে ভাল বাসে না,—শান্তহৃদয়েই চিরবাস করিতে চায়, কারণ শান্ত-হৃদয় চঞ্চল হৃদয়ের মত তাহাদিগকে একবার থাকিতে স্থান দেয়, একবার বিদায় করিয়া দেয় না। শান্ত-হৃদয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি সুজ্ঞান এবং সুবুদ্ধিতে পরিণত হয়। পবিত্র সুন্দর ফুল যেমন ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্যে কি দীনের পর্ণকুটীরে যেখানেই থাকুক না কেন—সেইখানেই আপনার অতুল সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি তোমার হৃদয় প্রভূত ধন মান যশে স্ফীত হইয়া সুখময় আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ধনীর প্রাসাদের মতনই হউক, আর শোকে তাপে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় দীনের পর্ণকুটীরের মতনই হউক, সেখানে শান্ত-ভাব রূপ বিমল সুন্দর ফুল রাখিয়া দাও, সে ফুল তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অন্তর্নিহিত পবিত্র সুগন্ধ বিস্তার করিবেই করিবে। যখনই দেখিবে, প্রচণ্ড সংসারতাপে এই ফুল শুষ্কপ্রায়, তখনই শান্তভাবরূপ ফুলের অসীম উদ্যান প্রশান্ত ব্রহ্ম হইতে শিশিরসিক্ত বিকশিত জীবন্ত ফুল তুলিয়া আনিবে।

শান্ত হও, কিন্তু হৃদয়ে যেন পবিত্র তেজের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিরদিন নিহিত থাকে, সময় আসিলেই যেন সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, যেন সে জ্বলন্ত ভীষণ পূতাগ্নিতে কি বাহ্যজগতের কি অন্ত-র্জগতের সমস্ত অন্যায় অসত্য অধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে।

অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি।

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই কারুকার্য্যের পরিচায়ক প্রতিমূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক, রোম ও মিসরেও

মূর্ত্তির অসদ্ভাব ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য দেশ সভ্যতাব্যঞ্জক বিরাট মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র দ্বীপ মধ্যে এমন বিরাট মূর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্য জগতের উন্নত মস্তক হেঁট হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ইষ্টার দ্বীপ নামে একটী ক্ষুদ্র আগ্নেয় পর্ব্বতময় দ্বীপ আছে। ইহার পরিমাণ ১১ মাইল দীর্ঘ এবং ৬ মাইল প্রস্থ। বাসিন্দা সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা অসভ্য পলিনিসীয় জাতি, লেখাপড়া বা শিল্পকার্য্য প্রায় কিছুই জানে না—গত পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে ফরাসী প্রচারকদিগের যত্নে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে মাত্র। টাহেটীর একটী ব্যবসায়ী এই দ্বীপটীর অধিকারী, তিনি ইহার উর্ব্বর উপত্যকায় গবাদি চারণ করিয়া থাকেন। দ্বীপটী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে সিন্ধুর একপ্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং অল্প লোক তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যেরও সেরূপ প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ শত শত প্রস্তরের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোনটী ৪০ পাদ উচ্চ। এগুলি প্রায় দ্বীপের সকল অংশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রবল ভূমিকম্পে অধিকাংশই ভূতলে পতিত রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরিপ্রসূত গলিত উপলখণ্ড খুদিয়া এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে বোধ হয়। কোন কোনটী বা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাহারা ইহাদিগকে অমানুষী শক্তিসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। বর্ত্তমান অধিবাসীরা যে দ্বীপের আদিমবাসী নহে, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল, এই দ্বীপ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র, সমস্ত দেশ সাগরগর্ভসাৎ হইয়াছে। এই সকল বিরাট মূর্ত্তি সেই মহা দ্বীপবাসীদিগের নির্ম্মিত, তাহারা প্রতিমা বিধানে ইহাদিগের পূজা করিত। মহাদেশের সমুদ্রে পরিণত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। আটলাণ্টিক সম্বন্ধেও এরূপ অনেক সপ্রমাণ উক্তি প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে, লক্ষদ্বীপ এক সময় লঙ্কান্তর্গত ছিল, বর্ত্তমান লক্ষদ্বীপ কত দূরে পড়িয়াছে! সিংহলের দক্ষিণ হইতে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের পঞ্জরস্বরূপ সমুদ্রগর্ভে আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রসারিত আছে, ইহারা যে এক সময়ে আমেরিকার ন্যায় প্রশস্ত মহাদেশ ছিল না তাহার প্রমাণ কি? সেদিন যাবা দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে কয়েকটী দ্বীপ সমুদ্রসাৎ এবং কয়েকটী নূতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ ভূতত্ত্ববিদদিগের অগোচর নহে।

স্মিথসনিয়ান ইনিষ্টিটিউসনে ইষ্টার দ্বীপস্থ একটী মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছে, ইহার ওজন ১২ হইতে ১৫ টন, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪০০ মণ। দুই বৎসর হইল, জর্ম্মণেরাও একটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিটী বোধ হয় ভারতীয় বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি হইবে, নতুবা সেরূপ প্রাচীনকালে এরূপ বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ অন্য জাতি পক্ষে সম্ভবপর নহে।
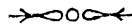
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

(২৬৭ সংখ্যার ৩৭১ পৃষ্ঠার পর।)

২৫—শচী।

নিম্নে যে রমণীদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সেই দুইটী চিত্র বৈদিককালীন নারীগণের একপ্রকার উপসংহার বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার মানস রহিল। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই বৈদিক সময়ের নারীচরিত সমাপ্ত হইল।

ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১৫৯ একশত উনষাটী সূক্তের ৬ ছয়টী ঋকে শচীর বচন নিবদ্ধ আছে। শচীর বহু সপত্নী ছিল, উক্ত ঋক্ সমুদয় পাঠ দ্বারা প্রতীত হয়। শচীর পুত্রগণ বলশালী, তাঁহার কন্যা সুশোভনা, শচী নিজেও সর্ব্বপ্রধানা নারী এবং স্বামীর প্রিয়তমা ইত্যাদি বৃত্তান্ত শচী স্বয়ং উপরি উক্ত ৬ ছয় ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার স্থলান্তরে ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ অবলোকিত হয়। সেই ইন্দ্রাণী ও এই শচী, একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। দেবী শচী, ইন্দ্রের পত্নী, ইহার আভাস বেদসংহিতা মধ্যে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পুরাণে শচী ও ইন্দ্রাণী এই দুই আখ্যা, এক জনেরই প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে। বেদের অন্যত্র যে এক ইন্দ্রাণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি দশম মণ্ডলের ১৪৫ এক শত পঁয়তাল্লিশ সূক্ত সঙ্কলন করেন। এই সূক্তেও ৬ ছয়টী ঋক্ আছে। সপত্নী-পীড়ন উক্ত মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য। ইন্দ্রাণী, সপত্নীদিগের অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছিলেন, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই, হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন ঔষধ-সংক্রান্ত কোন কোন বিবরণও উহা পাঠ করিলে, জ্ঞাত হওয়া যায়।

২৬—সরণ্যু।

সরণ্যু, ত্বষ্টার কন্যা। বিবস্বানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। ত্বষ্টা, ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই ত্বষ্টাই পুরাণে বিশ্বকর্ম্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বেদব্যাখ্যাকার সায়ণ বলেন,

ঋভুগণ, ত্বষ্টার শিষ্য। সরণ্যু দেবী, পুত্র-প্রসবের পর অন্য এক দেবীকে নিজ স্থানীয় করিয়া, অশ্বিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। বিবস্বান্‌ও *অশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া* তৎপশ্চাৎ ধাবমান হন। এই প্রকারে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। সরণ্যু, অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই যম ও যমী। এই যমীর প্রসঙ্গ বিগত বর্ষের চৈত্র মাসে লিখিত হইয়াছে। যে দেবীকে সরণ্যু, নিজ পরিবর্ত্তে যম ও যমীর পালনার্থ রাখিয়া যান, তাঁহার নাম সবর্ণা। বিবস্বান্ সহযোগে সবর্ণার যে পুত্র জন্মে, তিনিই বৈবস্বত মনু। বৈদিক অভিধানকার যাস্কের এইরূপ মত। কাহারও কাহারও মতে সরণ্যুর অর্থ প্রাতঃকাল। যম ও যমী শব্দে দিবস ও রজনীকে বুঝায়,—এই কথাও তাঁহারা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এটী একটী রূপক বর্ণনা।

মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নির বিষয়ও বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

পুরাণের (মহাভারত) কাল।

২৭—সুলভা।

সুলভা ক্ষত্রিয়-কুমারী; রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ "প্রধান" নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিচয় ব্যতীত তাঁহার পারিবারিক আর কোন বৃত্তান্তই আমরা অবগত নহি। তিনি যোগধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে সন্ন্যাসিনীর বেশে পর্য্যটন করিতেন। ভ্রমণ-সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন সহচরী বা সহচর থাকিত না,—একাকিনী নিঃসহায় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি কোন সময়ে শুনিতে পাইলেন, বিদেহ নগরীর ধর্ম্মধ্বজ * নৃপতি অতিমাত্র পবিত্রাত্মা। রাজা প্রকৃত পক্ষে মুমুক্ষু কি না, জানিতে তাঁহার অন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইল এবং তদর্থে তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে মিথিলা পুরীতে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কে ইনি, কাহার নন্দিনী, এবং কোথা হইতেই বা এ স্থলে আসিলেন? সুলভার তখন আর যোগিনী বেশ ছিল না;—তিনি মিথিলায় ভিন্ন মূর্ত্তিতে গিয়াছিলেন। ভূপবর অতঃপর অভ্যাগতের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া ভক্ষ্য-পেয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অনন্তর সুলভা, ক্ষিতিপতির মোক্ষধর্ম্মে কত দূর অধিকার, প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে, জানিবার জন্য সভামধ্যেই মহীপতির লোচন-যুগলে নিজ নয়ন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে একেবারে যোগপ্রভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দণ্ডেই তাঁহার বাহ্য শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। অনেক কৌশলের পর

---

* ধর্ম্মধ্বজ শব্দে জনক রাজাকে বুঝাইতেছে।

বিদেহরাজ স্মিত মুখে সুলভাকে প্রশ্ন করিলেন,—ভাল দেবি ! আপনার বসতি কোথায় ? আপনি কোন্ মহাপুরুষের সুতা ? কোথা হইতে আপনি এখানে আসিলেন ? কোন্ স্থানেই বা যাই-বেন ? আমার এইরূপ প্রশ্ন করি-বার তাৎপর্য্য এই যে, বিনা জিজ্ঞাসায় কাহারও বয়স, জাতি বা বিদ্যা বুদ্ধি অবগত হইতে পারা যায় না। আপ-নার সমীপে উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে আমার নিজের শাস্ত্র জ্ঞানাদি-বিষয় সংক্ষেপে অবগত করিতেছি। পরাশর-কুলোদ্ভূত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চশিখ মুনির আমি শিষ্য। তদীয় সকাশে আমি সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া-ছিলাম। বৈরাগ্যই মুক্তি লাভের এক-মাত্র সেতু,—একথা তাঁহার শিক্ষাবলেই আমার দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে। ইত্যাদি অনেক কথা কহিয়া অবশেষে পুনরায় বলিলেন, দেবি ! প্রথমতঃ আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়া-ছিল। আপনার বয়ঃক্রম ও রূপ-লাবণ্য দর্শনে আমার পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রান্তিসঙ্কুল বোধ হইল। আপনার যোগ-সম্বন্ধে আমার চিত্তে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, এই সংশয় নিরসন নিমিত্ত আপনি আমার দেহ রুদ্ধ করিয়া সদ্‌যুক্তির কার্য্য করিতে পারেন নাই। আপনি ব্রাহ্মণজাতীয়া আমি ক্ষত্রিয়। আমাদের উভয়ের একত্র সংযোগ কদাচ প্রার্থনীয় নয়। আর, আপনি ভিক্ষুকী, আমি গৃহী। সুতরাং আমরা পরস্পর সংমিলিত হইলে, আশ্রম সঙ্কর হইবে। আপনি আমার সমান-গোত্রা কি না, আমার জানা নাই। পক্ষান্তরে আপনার ভর্ত্তা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আপনি অগ্রাহ্য। আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনার শাস্ত্রা-ধ্যয়ন মিথ্যা হইল। আপনি বিজয়-লাভার্থে আমাকে ও আমার সভাস্থ সকলকেই পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যদি আপনি কোন রাজার কার্য্য-সাধনার্থে আসিয়া থাকেন, বলুন। রাজার নিকট কাপট্য নিন্দ-নীয়। আপনি কপটতা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিজের জাতি, বিদ্যা, মনোগত ভাব, চরিত্র ও আগমন-কারণ যথার্থ করিয়া বলুন।

মিথিলাধিপের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া সুলভা অণুমাত্রও বিরক্ত হই-লেন না। তিনি সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

সুলভা।—"নরনাথ ! আমি কোপ, দম্ভ বা ভয়াদির বশীভূত হইয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে উত্তর প্রদানে অগ্রসর হইলাম। যে রাজা এই অসীমবৎ পৃথ্বী পালনে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি প্রত্যহ এক নগরেই আবদ্ধ থাকেন। রাত্রিতে

আবার এক গৃহে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সেই গৃহের একাংশে যে একটী পর্য্যঙ্ক থাকে, তাহাতেই তিনি তখন বিশ্রামসুখ ভোগ করেন। সেই খট্টার সমগ্র ভাগও তিনি অধিকার করিতে পারেন না। মহীপতিকে সতত অন্যের অধীন হইতে হয়। সন্ধি, যুদ্ধ, মন্ত্রণা, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরাধীন। আমি আপনার শরীর স্পর্শ করিয়াছি, অতএব উহা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে,—আপনি যে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। স্বীয় দেহেরই সহিত যখন আমার সংযোগ নাই, তখন অপরের কায়া কেমন করিয়া স্পর্শ করিব? আপনি ঋষিবর পঞ্চশিখের নিকটে মুক্তি ও অপরাপর নানা বিষয় শ্রবণ করিয়াও, আমায় বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া তিরস্কার করিলেন কিরূপে বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি জিতেন্দ্রিয় হইতেন, তবে ছত্র, চামর প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে আপনার এখনও কেন প্রবৃত্তি রহিয়াছে? আপনার শাস্ত্রাধ্যয়নে কোনই ফল ফলে নাই। আপনার মনে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় নাই। আমি সত্ত্ব-গুণবলে ভবদীয় দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।"

"মহারাজ! আমি আপনার স্বজাতি, সুতরাং সদ্বংশেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে,—আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে। রাজর্ষি "প্রধানের" কুলে আমার জন্ম হইয়াছে। "প্রধানের" নাম আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আমার নাম সুলভা। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আমার বিবাহ হয় নাই। গুরুলোকেরা আমাকে যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমার ধর্ম্ম হইয়াছে। আমি কপটাচারিণী নহি। সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছি। শুনিয়াছি, আপনি না কি মোক্ষধর্ম্মে প্রধান, তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। দেখুন, যিনি বাদানুবাদে কালাতিপাত করেন, তিনি মুক্তিমার্গের বহু দূরে আছেন। যিনি বৃথা বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকেন। ভিক্ষুক যেমন পথে, প্রান্তরে বা শূন্য গৃহে অবস্থিতি করে, আমিও সেইরূপ আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অদ্য নিশাবসান করিয়া আগামী কল্য প্রস্থান করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, আমি আপনার বচন-পরম্পরা শ্রবণে সুখিনী হইলাম।" সুলভা যে সমস্ত গুরুতর দার্শনিক মতের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

রাজর্ষি জনক, সুলভার হেতুগর্ভ বাক্যে মোহিত হইয়া গেলেন এবং তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্রও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন না। দর্শন শাস্ত্রে সুলভার কিরূপ বোধাধিকার ছিল, পাঠক পাঠিকারা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারি

লেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানই বা কিরূপ ছিল, তাহাও সকলেই প্রণিধান করিলেন। ভারতের কথা দূরে থাক্,—সমস্ত পৃথিবী-মধ্যেও 'সুলভা' সুলভা নহে, ইহাই তাঁহার গৌরব। জনক রাজা, সুলভাকে সদ্ভাবের সহিত প্রশ্ন না করিলেও, সুলভা বিরক্ত হন নাই, এটী প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। যে জনক রাজর্ষি কত শত ঋষি মুনিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শাস্ত্রীয় বিচারে ও তত্ত্ব কথায় একটী প্রমদার নিকট পরাজিত হইলেন, ইহা বড় সহজ কথা নয়। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে মেস্‌মেরিজম্ বলে, সেই উপায়ে সুলভা, জনকের নেত্রদ্বয় দিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হন। এ বিষয় অবিশ্বাস করিবার কাল অতীত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে যোগতন্ত্বের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। মেস্‌মেরিজম্ বা তাড়িত প্রক্রিয়া ঐ যোগ বিদ্যার এক অংশ বৈ আর কিছুই নহে।

রমণীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আহার প্রস্তুত—মনুষ্যের স্বাস্থ্য আহারের উপর বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করে। আবার আহারের বন্দোবস্ত মন্দ হইলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল প্রায় অনেকেই আহারের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমুদায় দোষই বেতনভুক্ পাচক অথবা পাচিকার উপর দিয়া থাকেন। অনেকানেক বাটীতে উনানেরই দ্বারা পাক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অনেক স্ত্রীলোক পাক কার্য্য অপরিষ্কারের কার্য্য মনে করেন এবং অত্যন্ত কষ্টকর ভাবিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়া সাংসারিক সুখের একটী সুন্দর ও প্রধান উপায়কে যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ করিয়া ফেলেন। বেতনভুক্ ব্যক্তি দ্বারা পাক কার্য্য সুন্দর না হইবার কারণ এই যে, একটী দ্রব্য আমি আহারের জন্য ক্রয় করিয়া আনিলাম, তাহার উপর আমার যত অনুরাগ হইবে, আর একজন অশিক্ষিত স্বার্থপরায়ণ লোকের তত অনুরাগ হওয়া সম্ভব নহে। যে দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তাহা সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গকে আহার করাইলে আমার যত তৃপ্তি হয়, অপর একজন অশিক্ষিত কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন বেতনভুক্ ব্যক্তির

সে আনন্দ হয় না। সে বেতনের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে; তাহা ব্যতীত রন্ধন কার্য্যে তত সুদক্ষ নহে। অনেক রমণী রন্ধন কার্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও সাংসারিক ব্যস্ততা ও নানা কার্য্যের বাহুল্য জন্য পাচিকা রাখিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের এটী জানা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে রন্ধন একটী বিশেষ কর্ত্তব্য—নিজের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের পাক করা সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি হয়, উক্তরূপ পাচিকার পাক করা দ্রব্য আহারে তত তৃপ্ত হয় না, আবার এক একটী পাচিকা এত অপরিষ্কার যে তাহাদের ব্যবহার দেখিলে ও রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলে মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। আর একটী কথা—আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাচক পাচিকা সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র অতি জঘন্য,তাহাদিগকে নিজ পরিবারের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়াই উচিত নহে। ঐ সকল জঘন্য চরিত্রের অনেক স্ত্রীলোক মফস্বলে গিয়াও পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পাক কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা ব্যতীত যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাহাদিগকে পাক কার্য্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালিকাগণকে সকল কার্য্যে দৃষ্টি করিতে হইবে। এক এক দিন (বিদ্যালয়ের ছুটীর দিন) জননী কন্যাগণের হাতে রন্ধন কার্য্যের ভার দিবেন, আহার করিয়া পাকের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিবেন এবং ত্রুটির কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া দিবেন।

যে গৃহিণী সামান্য দ্রব্যে সুন্দর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, তিনিই পাকা রাঁধুনী—কারণ ভাল দ্রব্যে ভাল পাক করা তত কঠিন নহে, সামান্য দ্রব্যে ভাল পাক করাই কঠিন। আমরা এই প্রস্তাবে ঐ প্রকার পাকের উল্লেখ করিব। নানা প্রকারের ব্যঞ্জন প্রস্তুত, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত,আচার প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক কার্য্য আমাদের গৃহে সম্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে নানা প্রকার আচার প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইতেছে। এই প্রকার আচার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, গৃহে প্রস্তুত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আচার অতি মুখ-রোচক, আহারে ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে তৃপ্তি হয় ও অরুচি রোগের উপশম হয়।

আচার।

১ম প্রকার—কাঁচা আম্রগুলিকে সর্ব্ব প্রথমে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহার

বোঁটাগুলি কাটিবে, তাহার পর সেই আম্রগুলিকে চারি চির করিবে, অথচ আম্রগুলি আস্ত থাকিবে। কাঠী অথবা অঙ্গুলিদ্বারা তাহার আঁটি বাহির করিয়া আম্রগুলি ভিন্ন পাত্রে রাখিবে।

আর একটী পাত্রে কাল জিরা, মৌরী, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া, মেতী (অল্প ভাজা হইবে) এই সকল মসলা (লঙ্কা ও হলুদ ভিন্ন) সমান অংশে লইবে, হলুদ কিছু কম পরিমাণ আর লঙ্কা ইচ্ছামত, অর্থাৎ যাঁহারা বেশী ঝাল ভাল বাসেন, তাঁহারা বেশী লঙ্কা দিবেন। ইহার সহিত কিছু ছোলা মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাতে লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। যদি আম্রের ওজন এক সের হয়, তবে অর্দ্ধপুয়া লবণ দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে ঐ আম্রগুলিকে একটী পরিষ্কৃত হাঁড়ীতে সাজাইতে হইবে সাজাইবার সময়ে আম্রের বোঁটার দিক্ উপরে থাকিবে নতুবা সব মসলা পড়িয়া যাইতে পারে। এই ভাবে হাঁড়ী শুদ্ধ ৩।৪ দিন রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রের তাপে রস বাহির হইয়া ইহারই গাত্রে শুকাইয়া যাইবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে খাঁটি সরিষার তৈল ঢালিবে। তৈল এত পরিমাণ ঢালিবে,যে, যেন সব আম্র তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই ভাবে আবার ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে, পরে তুলিয়া রাখিবে। এক মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। ঐ হাঁড়ী মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে, তাহা না হইলে আম্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

২য় প্রকার—আম্র ফালি করিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উহার গাত্র হইতে রস বাহির হইবে, দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্র লাগাইলে ঐ রস গায়ে শুকাইবে। প্রথম প্রকারের আচারে যে যে মসলার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ছোলা বাদে সেই সমস্ত মসলা উহার সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উত্তমরূপ শুকাইলে উহাতে তেল দিবে। তেল অধিক দিবে না, কেবল গায়ে লাগে এইরূপ পরিমাণে দিবে। তার পর ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রে দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিবে, যেন সকল আম্রে রৌদ্র লাগে।

আম্রের মিষ্ট আচার—আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লঙ্কা ও মেতি ভাজিয়া গুঁড়া করিবে, হলুদগুঁড়া করিবে। এই তিন প্রকার মসলা ও ইহার সহিত কিঞ্চিৎ কাল জিরা মিশাইয়া আম্রের সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। আম্র শুকাইলে গুড় অথবা চিনি মিশাইয়া পুনরায় রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস পরে উত্তমরূপে শুকাইলেই আচার প্রস্তুত হইবে। যেরূপ মিষ্ট করিবার ইচ্ছা হইবে,

সেই পরিমাণে চিনি অথবা গুড় মিশাইবে। সচরাচর এক সের আম্রে অর্দ্ধসের চিনি দিয়া থাকে।

লেবুর আচার—পাতি লেবুই আচারের পক্ষে উত্তম, পাতি লেবুকে কোন কোন স্থানের লোকেরা কাগজী বলিয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতায় কাগজী লেবু স্বতন্ত্র। যে লেবু গোল এবং যাহার দুই দিক কিছু চাপা, সেই লেবুই পাতি লেবু। পাতি লেবুই লেবুর মধ্যে উৎকৃষ্ট। লেবুগুলি প্রথমে জলে ধৌত করিয়া তাহাতে অল্প লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লবণ সংযোগে যে রস বাহির হইবে, তাহা ঐ লেবুতেই শুকাইয়া যাইবে। পরে স্বতন্ত্র পাত্রে কতকগুলি লেবুর রস বাহির করিয়া ঐ শুষ্ক করা লেবুতে ঢালিয়া দিবে। এত রস আবশ্যক যে ঐ সমস্ত লেবু রসে ডুবিয়া থাকিবে। এই ভাবে ১০।১২ দিবস রৌদ্র পাইলেই লেবুর আচার প্রস্তুত হইল।

সিম, গোলআলু, বেগুন প্রভৃতির আচার—এই সকল প্রকারের আচার করিবার সময় একত্র মিশাইয়া আচার *করিবে না। সিমের আচার যখন* করিবে, তাহা কেবল সিম দিয়াই করিবে, তাহার সহিত আলু অথবা বেগুন মিশাইবে না। সিমের আচার করিবার সময় বোঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিবে, বেগুনের বোঁটা ফেলিবে না। প্রথমে সিম অথবা বেগুন প্রভৃতিকে জলে অল্প সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ সিদ্ধ করা দ্রব্যে, লবণ, হলুদের গুঁড়া, ও অধিক পরিমাণে রাই সরিষার গুঁড়া জলে গুলিয়া মিশাইয়া দিবে। এই সকল মসলার পরিমাণ-বিষয়ে আন্দাজ করিয়া লইলেই হইবে। এই অবস্থায় ৫।৭ দিবস রৌদ্রে দিবে। যত দিবস পর্য্যন্ত টক্ না হয়, তত দিবস পর্য্যন্ত আহার করিবে না এবং রৌদ্র ছাড়া করিবে না। এই আচার এক মাস অথবা দেড় মাসের অধিক থাকে না। রাখিলে খারাপ হইয়া যায়। বেগুনগুলিকে আস্ত রাখিবে, কিন্তু মাঝামাঝি চিরিয়া দিতে হইবে, যেন দুই খানা হইয়া না যায়। গোলআলু বড় হইলে চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া দিতে হইবে।

ওল—চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিবে, এত সিদ্ধ করিবে না, যে বেশী গলিয়া যায়। পরে ঐ সিদ্ধ করা ওলে লবণ, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া ও লেবুর (পাতি লেবু হইলে ভাল হয়) রস মিশাইয়া দিবে। /১ সের ওলে দেড় ছটাক করিয়া মসলা দিবে। লেবুর রস এরূপ দিবে, যেন গায়ে মাখা মাখা হয়। ৮।১০ দিন রৌদ্রে দিলেই হইবে। এ আচারও এক মাস দেড় মাসের অধিক রাখিবে না। রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

আমলকী—প্রথমে আমলকীগুলিকে জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে। তার পর ঐ সিদ্ধ করা আমলকীগুলিতে লবণ লঙ্কাগুঁড়া হলুদ-

গুঁড়া মিশাইয়া রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দেওয়া হইলে উহাতে সরিষার তৈল মিশাইয়া দিবে। এরূপ তৈল দিবে, যেন গায়ে মাখা মাখা হয়। তার পর আরও ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিলেই আচার প্রস্তুত হইল। এ আচার ৩।৪ মাস থাকিবে। আর অধিক দিন রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

শিরকার আচার—আস্ত সিম, লঙ্কা, কচি শশা, ফুলকপি, কচি কাঁকুড়, কচি আম্র (২খানি করিয়া আঁটি বাহির করিয়া) এই সকল দ্রব্য মাটীর পাত্রে অথবা কলাইকরা হাঁড়ী করিয়া সিরকায় (Vinegar) অল্প সিদ্ধ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য একটী বোতলে পুরিবে, তাহাতে নূতন সিরকা ঢালিয়া দিবে। উহার সহিত ইচ্ছা হইলে কাঁচা পিঁয়াজও দেওয়া যায়। পরে বোতল সহ ঐ দ্রব্য ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে। তাহার পর খাইবার উপযুক্ত হইবে।

গৃহিণী।

রাঁধন বাড়ন, ঝাড়ন পাড়ন,
লেপা, মুছা, ঝাঁটি, পাটি,
মাটাএর মত, ঘুরিছে নিয়ত,
সকল কর্ম্মেতে আঁটি।
আতৃণ রতন, সকলে যতন,
সব দিকে আঁখি রয়,
সদা তৎপর, দুই খানি কর,
ক্লান্ত কভু নাহি হয়।
শ্রবণ যুগল শুনয়ে কেবল,
না শুনিলে যাহা নয়,
প্রসন্ন বদন, অনর্থ বচন,
কথনো নাহিক কয়।
ধর্ম্মে ভয় রাখে, প্রিয় ভাষে ডাকে,
দাস, দাসী, পরিজনে,
শুদ্ধ পূতাচার, সরল ব্যাভার,
দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।

স্নেহ, হিত, জ্ঞানে, পালেন সন্তানে,
নাহি অযথা আদর,
সখী ধাত্রী মত স্বামি হিত-ব্রত—
অনুরত নিরন্তর।
শাশুড়ী শ্বশুর, ননন্দা ভাসুর,
পিতা, মাতা, গুরুজন,
শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে, সবে সেবা করে,
সদা আনন্দিত মন!
সমানে সম্মান, কনিষ্ঠে সস্থান
সমান সদত স্নেহ,
জানাইতে প্রীতি, অনাথা, অতিথি,
বঞ্চিত না হয় কেহ।
পুণ্যের সংসার, শীলতায় তাঁর,
বশী জগতের জন,
নিত্য পতি সনে, বিভুর চরণে
সমাধেন প্রাণ মন।

কর্ম্মদেবীর পরাক্রম।

হিন্দুদের রাজত্বকালে যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুলতান মহম্মদ সর্ব্বপ্রধান। তিনি দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন ভারতের অতুল ধন সম্পত্তি তাঁহার রাজধানী গজনীতে নীত হইতে থাকে। কিন্তু সুলতান মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও ভারতে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন নাই। সে সময়েও অনেক স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা আপনাদের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান নগরে সে সময়েও আর্য্য ভূপতিগণের শাসনদণ্ড অপ্রতিহত ছিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কোতবদ্দীন্ ইবক্ হইতে আরম্ভ হয়। কোতবদ্দীন ইবক্ সাহাবদ্দীন গোরীর ক্রীত দাস। সাহাবদ্দীন চতুরতা পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া কোতবদ্দীনকে দিল্লীর অধিপতি করেন। এই অবধি দিল্লীতে মুসলমানদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে অন্যান্য ভূখণ্ড মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। দিল্লীর মুসলমান ভূপতিগণ ক্রমে সমগ্র ভারতের সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন।

সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হন, তখন বীর্য্যবন্ত আর্য্য পুরুষেরা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ আফগান শত্রুকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সমর সজ্জার আয়োজন করেন। মিবাররাজ পরাক্রান্ত সমর সিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাঁহার সহযোগী হন। দিল্লী ও মিবারের যোদ্ধারা একত্র হইয়া, এক পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য দৃশদ্বতী নদীর তটে উপস্থিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। আফগানদিগের চাতুরীতে তাঁহাদের পরাজয় হইল। দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিল। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পবিত্র সমর ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত সমরসিংহের পতন হইল। তাঁহার প্রিতয়ম পুত্রের, তাঁহার সাহসী সৈন্যের গতাসু দেহ নদীতটে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার করিল, কান্যকুব্জে জয়পতাকা উড়াইয়া দিল। অবশেষে পুণ্যভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সমরে সমরসিংহ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মিবারের গৌরব-সূর্য্য

চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বীরভূমি শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। এদিকে রাজপুতনার প্রত্যেক স্থানে নর-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান আফগানের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই বিপত্তি-পূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনা স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। সহসা বীরভূমি বীর্য্য-মদে মাতিয়া উঠিল। মিবার আপনার গৌরব রক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। মিবারের মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গণা বীরসাজে সাজিয়া যবনের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। এই বীর রমণী মহারাজ সমরসিংহের বনিতা কর্ম্মদেবী।

সমরসিংহের অন্যতম পুত্র কর্ণ মিবার রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। এই সময়ে কর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আফগানের পদদলিত হইবে, সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিরীহ জীব শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা পাইবে, ইহা কর্ম্মদেবী জীবন থাকিতে সহিতে পারেন না। সমরসিংহের বিধবা পত্নী আজ স্বামীর পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কর্ম্মদেবী বীরবেশ পরিগ্রহ করিলেন। বহুসংখ্য রাজপুত এই বীরাঙ্গনার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। কোতবদ্দীন ইবক রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন। তাঁহার আক্রমণে যবন নষ্ট হইতে লাগিল। যবনের পরাক্রম ক্ষীণতর হইয়া আসিল। কোতবদ্দীনের আর জয়ের আশা রহিল না। কর্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌কে বীরাঙ্গনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এক সময়ে ভারতের বীররমণী এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া ছিলেন। এখন সে দিন অতীতের অনন্ত স্রোতে অনন্ত কালের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না!!

বামনজাতি।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিখ্যাত ইতিবৃত্ত-লেখক হিরোডোটসকে অত্যুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে, অনেকে তাঁহার বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেছেন। তিনি মধ্যআফ্রিকার বামনজাতির সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, সমস্তই সত্য। বিষুব-রেখার সমান্তরালে এই জাতির বাস। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক গ্রেণফেল কঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণে রোজেয়ার নদীর উপকূলে ইহাদিগকে দর্শন করিয়াছেন। নাবাষ্টকী আলবার্ট নায়াসা ও অনেক ভ্রমণকারী তাহাদিগকে দেখিয়াছেন। ইহাদিগের শরীরের উচ্চতা চারিপাদ দুই বুরুল হইতে চারিপাদ আট বুরুল—শরীর ও মন উভয় বিষয়ে তাহারা আফ্রিকাস্থ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেকটা পশুজাতির নিকটস্থ। ইহাদিগের মধ্যে অবঙ্গ (Obongo) জাতিদিগের কোন প্রকার দেহাবরণ পরিচ্ছদ নাই। বাসস্থলী গৃহ বা কুটীরও নাই। তিন চারিটা চারাগাছের ডাল নোয়াইয়া মৃত্তিকায় আবদ্ধ করে এবং বড় বড় বনপত্রে আবৃত করিয়া যে ছায়াময় কুঞ্জ নির্ম্মিত হয়, তাহাতেই তাহারা বাস করে। ধনুক এবং তীর প্রস্তুত ব্যতীত তাহারা অন্য কোন শিল্পকার্য্য জানে না। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতেও পারে না। বন্য জাম বাদাম প্রভৃতি বনফল ও মৃগয়ালব্ধ ক্ষুদ্র জন্তুই তাহাদিগের উপজীব্য। চিত্রকের সহিত তাহাদিগের জাতবৈরিতা, কারণ ইহারা কখন কখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দু একটীকে কবলসাৎ করিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অল্প দিনই বাস করে, বাসস্থলীর নিকটস্থ ফলমূল নিঃশেষ হইলেই স্থানান্তরে গমন করে। ইহারা নিবিড় গহন কাননে মনুষ্য বিবর্জ্জিত নিভৃত স্থানে বসবাস করিয়া থাকে। ভ্রমণকারী স্বীনফর্ত আকা জাতীয় বামনদিগকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে অনেকগুলি অসভ্য বালক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বামনজাতি বলিয়া জানিতে পারিলেন। ইহারা সংখ্যায় অনেক সহস্র হইবে। আবিসিনিয়া ও সোমালিলাণ্ডেও অন্য জাতীয় বামন দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিও ইহার অন্তর্গত। অনেকে অনুমান করেন ইহারাই আফ্রিকার আদিমবাসী। উপনিবেশ স্থাপনে ও বিজাতীয় সভ্যতা সংঘর্ষণে ইহাদিগের বংশ ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

বিদুষী আরমিণী।

বিবি আরমিণী এ স্মিথ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত মার্সেলসে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থা হইতেই বিদ্যার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনু-রাগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যানুশীলনে জীবন সমর্পণ করিয়া তিনি যে দেশে গমন করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের উপাদান সকল গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরকাল তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্য সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হন। ইওথেওটিক্ (Æothitio) সাহিত্য সভার তিনি প্রসূতি, তাঁহার নিকট জার্সি নগরী অনেক বিষয়ে ঋণী আছে। তিনি নিউ ইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজের প্রথম স্ত্রী সভ্য, জাতীয় বিজ্ঞান সভার ফেলো বা গণনীয় সভ্য। তাঁহার প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অনেক বিজ্ঞান সভা হইতেতিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আইরোকুইস নামক ভাষায় এক খানি অভিধান সংগ্রহ করেন, ইহাতে শব্দ শাস্ত্রের মূল ও ব্যবহার বিষয়ের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আইরোকুইসের (flora) পুষ্প বিষয়ে নিউইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজে যে বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতাও প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, শ্রোতারা মোহিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী না হইলেও তিনি একজন অসামান্য বক্তা ছিলেন। তিনি আইরো-কুইস নারীসমাজের বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং এই সভার উন্ন-তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সরল ও সদয় ব্যবহার, উদার ভাব, কোমল প্রকৃতি ও অমায়িকগুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইত। তিনি কেবল নারীগণের মধ্যে নহেন, পুরুষদিগের মধ্যেও একটী অসামান্য রত্ন বলিয়া গণনীয় ছিলেন।

রাজা প্রজা, ধনী দীন, বিদ্বান মূর্খ, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সকলের সহিত সম-ভাবে মিলিত হইতেন এবং যাহার যে গুণ দেখিতেন, তাহার সমুচিত আদর করিতেন। তিনি প্রত্যুপ-কারের আশায় কাহার উপকার করি-তেন না। যাহাকে যাহা দিতেন, আর যে ফিরিয়া লইতে হইবে এরূপ ভাব তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না—এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অলৌ-কিক গুণে আকৃষ্ট হইয়া নরনারী স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার সম্মান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিত। তাঁহার প্রকাশ্য জীবন যেরূপ লোকরঞ্জন, তাঁহার গৃহিণীপণাও সেইরূপ প্রশংসার্হ। তিনি একদিকে যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী,

অপরদিকে সেইরূপ স্নেহময়ী মাতা। তাঁহার ন্যায় মিত্র অতি দুর্লভ, যাহারা একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। এই দুর্ল্লভ রমণীরত্ন সম্প্রতি অকালে ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য সকল আরম্ভ করিয়াছিলেন, এতদিন কেবল উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাহাকে কার্য্য সমাধা করিতে দিল না। যাহা হউক আইরোকুইস ভাষায় যে অভিধান করিতেছিলেন, তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই রমণীর বিয়োগে কেবল আমেরিকা নয়, সমস্ত সভ্য জগৎ শোকাকুল হইয়াছেন।

বিদ্যুতের ব্যবহার।

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার অবধি ইহার দ্বারা জনসমাজের যে কতপ্রকার মহদুপকার হইতেছে, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িত বার্ত্তা, টেলিফোঁ, বৈদ্যুতিক আলোক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাড়িতযন্ত্র-সম্ভব শক্তিযোগে বাতাদি পীড়া সকল উপশম হইতেও অনেকে দেখিয়াছেন, তাড়িতশক্তি প্রভাবে মূর্ত্তি সকল দূর দূরান্তরে পরিচালিত হইয়া দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবার বিবরণও অনেক শুনিয়াছেন। এ গুলি এক একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হইলেও অভ্যাস বশতঃ এক্ষণে আর অধিক কৌতুকাবহ বলিয়া অনুমিত হয় না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক সাইমেন (Siemen) বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া তরল পদার্থের ন্যায় আধারজাত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা জলের ন্যায় নলের দ্বারা একটী বৃহৎ পাত্রে সংগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপ বিদ্যুৎপূর্ণ পাত্র আলোক, উত্তাপ ও গতিবিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রুসেল, হামবর্গ, পারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেকগুলি নগরে সংগৃহীত বিদ্যুৎশক্তি প্রভাবে শকট সকল পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা নগরের মধ্যে ট্রাম শকট যেমন ঘোটক দ্বারা এবং গড়ের মাঠে বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, উপরিউক্ত নগর সকলের রাজপথে শকট সকল কোনরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে। ঘোটক কিম্বা বাষ্পীয় কলের অপেক্ষা ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণও অনেক অল্প। আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন যে ঘোটক ও বাষ্পের অর্দ্ধেক ব্যয়ে ইহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। ঘোটকের পরিবর্ত্তে সাধারণে যাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আপনাপন গাড়ী সকল চালাইতে

সমর্থ হন, এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ঘোটক, অশ্বপাল ও শকট চালকের ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও শকট রাখিতে সমর্থ হইবে। বাইসিকেল, ট্রাইসিকেল প্রভৃতি ক্রীড়াযানেও বৈদ্যুত শক্তি আরোপিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা দ্বারা ব্যোমযানেরও উন্নতি কল্পনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে কেবল বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবেই ভ্রমণ করা সম্ভব।

নানা কথা।

জাপানে বিবাহ সম্বন্ধীয় কুপ্রথা।

জাপানে কতকগুলি বড় কুনিয়ম প্রচলিত আছে। একটী কুনিয়ম এই যে জাপানদেশীয় পুরুষ অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত জাপানে স্বামিপরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয় এই যে এই প্রথা দিন দিন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮৩ সালে জাপানে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৫৬টী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১ শত ৬২ জন ব্যক্তি বৎসর শেষ না হইতেই স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। তৎপর বৎসরে ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। জাপানীরা আজ কাল অনেকে ইউরোপীয় স্যার [illegible] প্রথার অনুকরণ করিতেছেন লক্ষিত [illegible] কিন্তু বিবাহ প্রথার কুরীতি দেখা যায় পরিত্যাগ করিতেছেন না। বৎসর পু[illegible] ভাবেন যে শারীরিক সৌন্দর্য্যই স্ত্রীলোকের একমাত্র গুণ। জাপানে যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য নাই, তাহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর—হইলেও সে স্বামী কর্তৃক শীঘ্র পরিত্যক্তা হয়। বস্তুতঃ রোগ বা বয়োধিক্য প্রযুক্ত স্ত্রী সৌন্দর্য্যবিহীনা হইলেই জাপানীয় পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। জাপানে এরূপ অনেক ভোগবিলাস-পরায়ণ লোক আছে, যাহারা ক্রমাগতই স্ত্রী পরিত্যাগ করিতেছে, এবং সৌন্দর্য্য পিপাসু হইয়া নূতন নূতন বিবাহ করিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাপান হইতে এই কুপ্রথা যে শীঘ্র দূরীভূত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে মানুষ বলি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে বুস্তার নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। ইহা একটী দেশীয় রাজার অধীন। বুস্তারের রাজধানীতে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে। গত বৎসরের জানুয়ারী

মাসে প্রচারিত হয়, যে ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উপাস্য দেবতার নিকট মানুষ বলি দিয়া থাকেন। এই জনরব ক্রমে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয়। কালবিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পুলিষকে অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। পুলিষ অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত প্রমাণ পান যে, ঐ মন্দিরের পুরোহিত দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিনটী নরবলি দিয়া পূজা করিয়াছেন। বুস্তারের রাজাও এই নর বলি কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া বুস্তারের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং উক্ত মন্দিরের পুরোহিতকে শাস্তি দেন। এই ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারত হইতে আজও নরবলি প্রথা অন্তর্হিত হয় নাই।

বিশ্বজনীন ভাষা।

জার্ম্মেণির লোকদিগের ভাষা শিক্ষার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনেক জর্ম্মণ যেরূপ ব্যুৎপন্ন, অনেক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতও সেরূপ নহেন। সম্প্রতি একজন জর্ম্মণ একটী নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর লোক যাহাতে এই ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার নিয়ম সকল অতি সহজ। বিশ্বজনীন ভাষা থাকিলে সমস্ত জাতির লোক ঐ ভাষা শিক্ষা করিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবে, সেই উদ্দেশে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরোপ খণ্ডের নানা জাতির অনেক লোক এই ভাষা ইতিমধ্যে শিক্ষা করিয়াছেন এবং দেখা যাইতেছে যে এই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য অনেক লোক আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এই ভাষা এত সহজ যে অনেকে এক মাসের মধ্যে ইহা সক্ষম হইয়াছেন। যদি সমস্ত পৃথিবীতে এই ভাষা প্রচলিত হয়, তাহাহইলে এক জাতির সহিত অপর জাতির সৈহার্দ্দভাব যে সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণ ভাষায় এই বিশ্বজনীন ভাষার নাম "বোলাপক্" (Volapuk)।

বড় লোক।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত বড়লোক হইয়াছেন, দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য এমন কি নীচ ব্যবসায়ীর লোকের সন্তান। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। গ্রীক অসাধারণ বাগ্মী ডিমস্থিনিসের পিতা এক জন সামান্য কামার ছিলেন। গ্রীক কবি ইউরিপাইডিসের পিতা মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বা[illegible]রিবর্ত্তে রি-তেন। অসামান্য জ্ঞানী স[illegible] শক্তি সামান্য একজন ভাস্করের সন্তান [illegible] চালাইতে দার্শনিক এপিকিউরসের পি[illegible]

ছিলেন। কবি বর্জ্জিলের পিতা পান্থ-নিবাস রক্ষকের ব্যবসায় করিতেন। কলম্বসের পিতা বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়ের পিতা মাংস ব্যবসায়ী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক লুথারের পিতা খনি খনন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা সাবান প্রস্তুত করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন। বিখ্যাত ফরাসীস গ্রন্থকার রুসোর পিতা ঘড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্নসংস্থান করিতেন।

দীর্ঘজীবী পুরুষ।

অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এক এক ব্যক্তির কিরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য ও তেজস্বী মানসিক বৃত্তি থাকে, তাহা দেখিলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। জার্ম্মণি রাজ্যে আজকাল একটী বৃদ্ধ আছেন, তাঁহার বয়ক্রম এক্ষণে ১০৭ বৎসর। তিনি এই বয়সে চসমা গ্রহণ না করিয়া পুস্তক পড়িতে পারেন, বেস শুনিতে পান, সচ্ছন্দে নিদ্রা যান, কোন প্রকার কষ্ট অনুভব না করিয়া আহার বিহারাদি করেন। যে দিন ঝড় বৃষ্টি না থাকে, সে দিন তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। অনেকে তাঁহার সুস্থ শরীর ও তেজস্বী বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জন্মস্থানের উপাসনালয় গৃহে রক্ষিত জন্ম মৃত্যুর তালিকা পুস্তকে দেখা যায় যে বাস্তবিকই তিনি ১০৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

মদ্যপান কি কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে?

ডাক্তার রিচার্ডসন আজ কালকার একজন প্রধান ইংরাজ শরীরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক। মদ্যপানের দোষ গুণ সম্বন্ধে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন এক বিদ্বান্ ব্যক্তি ডাক্তার রিচার্ডসনের নিকট এই বলিয়া মদ্য পানের প্রশংসা করিতেছিলেন যে পৃথিবীতে মদই মানুষের প্রাণ, আর মদ বিনা কাজ কর্ম্ম করা একেবারেই অসম্ভব। ডাক্তার রিচার্ডসন এই কথা শুনিয়া বলিলেন;—"দেখুন, আমি এইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আপনি আমার নাড়ী দেখুন দেখি। তিনি তাহাই করিলেন। ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন "ঠিক্ করিয়া গুণুন কয়বার আমার নাড়ী স্পন্দিত হচ্ছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক মিনিটে কয়বার গুণিলেন।" উত্তর—চুয়াত্তর বার। ডাক্তার রিচার্ড সন তাহার পর একখানা চৌকির উপর বসিলেন এবং বলিলেন "এখন আবার আমার নাড়ী দেখুন দেখি।" মদ্যপ্রিয় ব্যক্তি গণনা করিয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, প্রতি মিনিটে আপনার নাড়ী সত্তর বার অর্থাৎ চারিবার কম চলিতেছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন এইবার একটী খট্টের উপর শয়ন করিয়া বলিলেন,—"এখন আবার

আমার নাড়ী দেখুন দেখি।” উক্ত ব্যক্তি এইবার ডাক্তারের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, “একি আশ্চর্য্য! এবার দেখিতেছি আপনার নাড়ী প্রতি মিনিটে চৌষট্টি বার চলিতেছে।” ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন;—“আপনি অবশ্যই জানেন যে নাড়ীর চলাচল হৃৎপিণ্ডের চলাচলের অভিব্যক্তি মাত্র। দাঁড়ান অপেক্ষা বসায়, বসা অপেক্ষা শোয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। যখন আমরা রাত্রে নিদ্রিত থাকি, তখন হৃৎপিণ্ড অনেকটা বিশ্রাম লাভ করে। আপনি কিছুই জানিতে পারেন না, কিন্তু এখন যে পরীক্ষা কর্লেন,তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে শয়ন বা নিদ্রিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম করে। শয়নাবস্থায় হৃৎপিণ্ড দশবার কম চলিয়া থাকে। তাহাকে ৬০ দিয়া গুণ করুন, তাহা-হইলে ঘণ্টায় ছয়শত বার হইল। আমরা প্রায় আট ঘণ্টা ঘুমাই, অতএব ছয় শতকে পুনরায় আট দিয়া গুণ করুন, তাহা হইলে প্রায় পাঁচ হাজার হয়। হৃৎপিণ্ড প্রতি বারের স্পন্দনে তিন ছটাক রক্ত নিক্ষেপ করে, অতএব আমাদিগের হৃৎপিণ্ডকে প্রতি দিন রাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ পনের হাজার ছটাক রক্ত কম উঠাইয়া ফেলিতে হয়। যে মদ না খায়, তাহার হৃৎপিণ্ডকে রাত্রে এতটা কম কাজ করিতে হয়। কিন্তু মদ খাইলে হৃৎপিণ্ড এরূপ বিশ্রাম করিতে পারে না, কেন না মদের দোষ এই যে উহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। মদ না খাইলে হৃৎপিণ্ড অন্য সময় অপেক্ষা পাঁচ হাজার বার কম স্পন্দিত হয়, কিন্তু মদ্য পান করিলে তদপেক্ষা পনর হাজার বার অধিক স্পন্দিত হয়। ইহার ফল এই হয় যে শয়ন বা নিদ্রা হইতে আমাদিগের যেরূপ শ্রান্তি দূর হয় এবং আরাম বোধ করি, মদ খাইলে আমরা তাহা হইতে তাহা কিছুই পাই না। এই নিমিত্ত আবার মদ খাইতে ইচ্ছা করে, ক্রমে একেবারে বেহোঁস না হইলে আর বিশ্রাম সুখ লাভ করা যায় না। এই রূপ জিনিষকে যদি আপনি “মানুষের প্রাণ” ও কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় বলিতে চান ত বলুন, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা কখনই বলিবেন না।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে উচ্চশিক্ষা স্ত্রী-লোকদিগের অনুপোযোগী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনুচিত। ইহাতে

সমাজের ও তাহাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম কোমল অবলার সৌখীন স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন করে, সুতরাং সংসারের সকল কার্য্যে সে পরাঙ্মুখ হয়। অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রায়ই বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়, বা দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিয়া অচিরে অপত্যশোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে। পঞ্চাশৎ বা শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন বিদ্যালোক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তখন সচরাচর গৃহস্থদিগের যে পরিমাণে সন্তান সন্ততি জন্মিত, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত যুক্তিটী স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী-দিগের বিশেষ অনুমোদনীয়। কিন্তু এই ভ্রমাত্মক মতের অযথা প্রতিবাদ ও অকারণ আপত্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সত্যবটে যে ইদানীন্তন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের মাতামহী বা প্রমাতামহীদিগের ন্যায় বলিষ্ঠা বা প্রজা-বতী নহেন। বিদ্যা ও সভ্যতা নিবন্ধন অনেকেরই (আমরা সকলের কথা বলি-তেছি না) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হই-য়াছে। নিরন্নতা ও দৈন্য হইতে অনে-কেই এক্ষণে সম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান্ হই-য়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিলে ষষ্ঠীর দৃষ্টি অল্পই হইয়া থাকে। সকল দেশেই দরিদ্রগৃহে অপত্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ধন-পুত্র-লক্ষ্মীলাভ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। সুতরাং সম্পন্ন ধনাঢ্য পরিবারেরা যে অধিক অপত্যের জননী হন না, ইহা প্রায় সকল দেশের লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষা ইহার কারণ নহে। এবিষয়ে উদ্ভিজ্জ জাতির সহিত মানব জাতির সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণ ও আগাছা পর্য্যাপ্তরূপে সর্ব্বত্রই সমান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মনোহর সুন্দর কুসুম সহজে উৎপন্ন হয় না; অনেক যত্ন ও ভূমির পারিপাট্য না করিলে ইহা কদাপি পরিবর্দ্ধিত হয় না। বিদ্যাশিক্ষার্থ যত কেন পরি-শ্রম হউক না, তদ্দ্বারা যে শরীর রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইবে একথা অনেকে আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। দুই একটী ব্যতিক্রমস্থল হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ্যে ইহা একটী অখণ্ড নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বরং প্রগাঢ় গবেষণার দ্বারা মানসিক উৎসাহ নিবন্ধন শরীরেরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের অমোঘ লক্ষণ। মহামহো-পাধ্যায় মনীষীগণ দিব্যকান্তি ও সুস্থ শরীরের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তত্ত্ব-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরাই অবগত আছেন, কঠোর শ্রমসাধ্য আবিষ্কারের ফল কত সুখকর! বহুদিন অনন্য-অনুশীলন দ্বারা যখন গণিতশাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্ন মীমাংসায় সমর্থ হন, তখন জ্যোতির্ব্বিদই বলিতে পারেন, যে তাঁহার হৃদয় কি পরিমাণে উল্লসিত এবং শরীর কত গুণ স্ফূর্ত্তিমান্ হয়

বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা মানসিক উন্নতির সহিত শরীরও উন্নত এবং বলশালী হইয়া থাকে, ইহাতে অনেকে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার ভাসার কলেজের (Vasser College) অধ্যক্ষেরা পরীক্ষার্থ কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য তালিকা গ্রহণ করেন। কলেজে যতগুলি ছাত্রীর তালিকা লওয়া হয়, কলেজের বহির্ভাগস্থ তৎসংখ্যক অশিক্ষিতা রমণীরও স্বাস্থ্যতালিকা সংগৃহীত হয়। পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে অশিক্ষিত রমণীদিগের অপেক্ষা বিদ্যালয়স্থ উচ্চশ্রেণীর মহিলারা অধিকতর সুস্থ ও সবল। অনভিজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রযুক্তই লোকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার দোষোদ্ঘোষণ করিয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা কখনই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে শিক্ষার অপব্যবহারেই যাহা কিছু হইয়া থাকে। এই জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীর পক্ষে উপন্যাস পাঠ একবারে নিষিদ্ধ। যাত্রা ও উৎসবাদিতে গমন এবং আলস্য ও বহুনিদ্রার ন্যায় উপন্যাস পাঠেও মন বিকৃত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, শরীর নির্বীর্য্য হয় ও তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। পিতা মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকরই কর্ত্তব্য এই সকল উত্তেজনার বিষয় হইতে সর্ব্বদা সন্তান ও ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে রক্ষা করেন। প্রকৃত বিদ্যানুশীলনে যত কেন পরিশ্রম হউক না, উদ্দেশ্য সফল হইলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহার তুলনা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই আনন্দে আত্মা ও মন যেরূপ প্রফুল্ল ও উন্নত থাকে, শরীরও সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান হইয়া সৌন্দর্য্য ও বলের আধার হইয়া উঠে। কঠোর গবেষণা-পর বিদ্বন্মণ্ডলী সর্ব্বত্রই সুস্থকায় ও সবল দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক উমীচাঁদের নামে অনেক অপবাদের কথা ইংরাজী ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু ইনি একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তাঁহার দান কেবল স্বদেশের ভিতকর কার্য্যে আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই তাহা বিতরিত হইত। লণ্ডনের ম্যাগডালেন আশ্রম এবং পরিত্যক্ত শিশুদিগের চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

২। ১৭৪০ সালে ইংলণ্ডে শীতের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। বদান্য মণ্টেগের ডিউকের স্বভাব ছিল তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া যথার্থ দয়ার পাত্রদিগকে অর্থ দান করিতেন। লণ্ডনে ভূগর্ভে বহুসংখ্যক দরিদ্র বাস করিত,এই শীতে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। ডিউক ভূগর্ভে অবতরণ করিয়া জীর্ণ-শীর্ণকায় এক রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুঃসময়ে তোমার দিন কেমন চলিতেছে? তোমার কি অর্থ সাহায্য চাই?" বৃদ্ধা বলিল "না,ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোন অভাব নাই। যদি আপনার দান করিবার বাসনা থাকে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একটী স্ত্রীলোক অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায়, তাহাকে সাহায্য করুন।" ডিউক তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে অর্থ দান করিলেন। পরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কোন প্রতিবাসীর কি কোন অভাব আছে?" সে বলিল "হাঁ আমার অপর পার্শ্বের গৃহে যে স্ত্রীলোকটী আছে,সে বড় গরিব ও সৎ এবং দয়ার পাত্র।" ডিউক বৃদ্ধার উদারতা ও নিঃস্বার্থতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি যদি কিছু মনে না কর, তোমার অবস্থার বিষয় জানিতে চাই।" বৃদ্ধা বলিল "আমি বাছা কাহারও কিছু ধারি না, আর এখনও আমার কয়েকটী টাকা হাতে আছে।" ডিউক বলিলেন তাহার সহিত কিছু যোগ হইলে ক্ষতি কি?" বৃদ্ধা বলিল "সত্য বটে, কিন্তু আমার চেয়ে অন্যের অধিক অভাব থাকিতে দান গ্রহণ করা আমার পক্ষে অন্যায়।" ডিউক তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৫টী গিনি পুরস্কার দিলেন।

৩। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য যাঁহারা সেণ্ট বা পুণ্যাত্মা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেণ্টভিন্‌সেণ্ট পল এক জন। ইনি ফ্রান্সের গাস্কনি নগরের এক মজুরের সন্তান। তাঁহার বয়স যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি বন্দীরূপে ধৃত হইয়া টিউনিস নগরে নীত হন এবং দুই বৎসর ক্রীত দাসের কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া আসিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল দুর্ভাগ্য লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জাহাজের দাঁড় বাওয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের সেবার্থ আত্মসমর্পণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই হতভাগ্যদিগের রীতি চরিত্র ও ধর্ম্ম ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধন করেন। এক সময় একটী যুবক অশ্রু-জলে ভাসিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করে যে সে সামান্য একটী প্রতারণার কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তিন বৎসরের জন্য দণ্ড পাইয়াছে এবং তাহার অভাবে তাহার স্ত্রীপুত্রগণের যার পর নাই দুঃখের অবস্থা হইয়াছে। ভিনসেণ্ট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার গৃহ গমনের সুবিধা করিয়া

দিয়া আপনি তাহার স্থানে দাঁড় টানিতে বসেন। দাঁড়ের সহিত তখন লোহার শিকল ঝুলিত, তাহার সহিত দাঁড়ীর পা বাঁধা থাকিত। ভিনসেণ্ট সেইরূপ অবস্থায় ৮ মাস কাটাইলে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় এবং এক দয়ার্দ্র ব্যক্তি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া লন। যাবজ্জীবন তাঁহার পায় শৃঙ্খলের ঘা ও দাগ ছিল। তিনি ফ্রান্সে নিরাশ্রয় শিশুদিগের জন্য এক হাঁসপাতাল স্থাপন করেন এবং এক বক্তৃতায় ৪০ হাজার (লিবার) টাকা তুলেন। এক সময় ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের মধ্যে ফ্রণ্ডে নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষ অনেক সহস্র জর্ম্মাণ সৈন্য বিষম সঙ্কটে পতিত হয়, সেণ্ট ভিনসেণ্ট তাহাদিগের প্রতি স্বদেশীয় লোকের মনে এরূপ দয়ার ভাব উত্তেজিত করেন, যে তাহাদিগের আহার বস্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়া নিরাপদে তাহাদিগকে জর্ম্মণিতে পাঠাইতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধের ফলে সাম্পেন, পিকার্ডি, লরেণ, আর্টয়, প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। সেণ্ট ভিনসেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে বিপন্নদিগের জন্য ১ কোটী ২০ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা বহু দুঃস্থ লোক প্রাণে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি আপনার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। গ্রেটব্রিটনে এক্ষণে পোষ্ট-আপিসের কার্য্যে প্রায় ৩৫০০ জন স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

২। কোপেনহেগেনে শ্রমজীবী রমণীদিগের একটী সমিতি আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১৪৫০, উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহায্য। দেনমার্কে এরূপ স্ত্রী-সমিতি অনেকগুলি আছে।

৩। আয়র্লণ্ডে প্রায় ৬০,০০০ রমণী কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। জর্ম্মণীতে ইহাপেক্ষাও অধিক। ইহারা বৈজ্ঞানিক কৃষিকৌশলে অনভিজ্ঞ বলিয়া ইহাদিগের শিক্ষার জন্য বালকদিগের ন্যায় ইহাদিগকেও কৃষিবিদ্যালয়ে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৪। লণ্ডনস্থ তরুণী সমিতি—(Young Women's Help Society) জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীকে (Illuminated address) এক দীপ্তিমান অভিনন্দন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছে।

এতদর্থে প্রত্যেক সভ্য এক পেনি করিয়া চাঁদা দিবেন। সভ্য সংখ্যা অনেক সহস্র শ্রমজীবী রমণী।

৫। অন্যান্য মহিলাসমাজও যুবিলীর উপযুক্ত উপহার প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা এক পেনি হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাঁদা গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র রমণী চাঁদা প্রদান করিয়াছেন।

৬। কয়েকটী বিদুষী মহিলার যত্নে ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া রিডিং সারকেল (The Victoria Reading Circle) স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বর্ষীয়সী বাল্যকালে শিক্ষা পান নাই, তাহাদিগের শিক্ষা দানই ইহার উদ্দেশ্য। তাহারা সভানির্দ্দিষ্ট পুস্তক সকল গৃহে বসিয়া চারি বৎসর কাল অধ্যায়ন করিবেন, পরে নিয়মিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা পত্র ও ডিপ্লোমা পাইবেন।

৭। জাপানে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ইহার সভাপতি। দেশী ও বিদেশী অনেক ভদ্রলোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন।

৮। এ বৎসর সভ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটী প্রস্তরময় যুবিলী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রুসেলেও ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী অত্যুচ্চ কাষ্ঠময় স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটী উচ্চতম স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার নিকট হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বস্‌টন ও ওয়াসিংটন দৃষ্ট হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুবিলী যৌতুক—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ⁄০ এক আনা, ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণীর জয়োল্লাসসূচক, অপরাংশ ভারতের দুঃখ কাহিনী ও তন্নিবারণার্থ প্রার্থনায় পূর্ণ। এই দুই অংশ একত্র হইলেই মহারাণীর যুবিলী পর্ব্ব সম্পূর্ণাবয়ব হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার পাঠযোগ্য।

২। বিসর্জ্জন }
৩। উপহার } এই দুইখানি কাব্য শ্রী—নগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য ৵০ দুই আনা।

স্থানে স্থানে লেখা মন্দ হয় নাই।

বিশেষ যত্ন করিলে গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একজন সুলেখক হইতে পারিবেন।

৪। মহারাণী ভিক্টোরিয়া—মূল্য ২৲ টাকা। এখানি বাঙ্গলায় একখানি সুন্দর মূল্যবান্ পুস্তক। পুস্তকের বিষয় যেমন একটী উজ্জ্বল আদর্শ রাজচরিত্র,ইহার আকৃতি তাহার উপযুক্ত। ইহার ভাষা বিশদ ও ওজোগুণোপেত, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী এবং বিবরণ গুলি বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ণ। ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী হইয়াও সুকন্যা, সুভার্য্যা ও সুমাতার দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠতা, দয়াশীলতা ও বিনয় সৌজন্য প্রভৃতি অনেক মহৎ ও সদ্গুণের আধার। বস্তুতঃ একাধারে এত গুণ অতি বিরল। এই জীবন সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য—নারীগণের যে বিশেষ আলোচ্য ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

৫। মহাত্মা সেণ্ট পলের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পলের জীবন যেমন জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহপূর্ণ, তাহার অনুরূপ ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। অনুপ্রাণিত আত্মার বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরানুরাগ,সহিষ্ণুতা, ত্যাগশীলতা ও আত্ম সমর্পণের ভাব যদি কেহ শিক্ষা করিতে চান, তবে এই জীবনচরিত পাঠ করুন্। ইহাদ্বারা অসাড় প্রাণে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপিত করিবে।

বামারচনা।

শুষ্ক-তরু-দেহে জীবন্ত লতা

বিজড়িত স্থাণু দেহে ব্রততী সুন্দরী,
ফুল্ল ফুল, ফল, পত্রে সুশোভিত-কায়,
দেখায় স্বর্গের শোভা কিবা মরি মরি,
সজীবতা, প্রফুল্লতা, কোমলতা তায়।

২

একদিন তব অয়ি ব্রততী সুন্দরী!
বিবর্দ্ধিত দেহ অই বিটপীর সনে,
একদিন যথা সতী পতিব্রতা নারী,
ছিলে মহীরুহ সহ গাঢ় আলিঙ্গনে।

৩

শুষ্ক সেই মহীরুহ আজিলো সুন্দরি!
তবুও তোমার দেহ হয়নি বিভিন্,
সেই সুপ্রফুল্লভাব, মন মুগ্ধকারী
স্বরূপ সৌন্দর্য্য তব বাড়ে দিন দিন।

৪

কেন লতে? পৃথিবীর দেখি অন্য ভাব,
স্বামীর বিয়োগ শোকে পতিব্রতা নারী
ম্রিয়মাণা জীর্ণা-শীর্ণা মলিন স্বভাব,
দেখিনা প্রীতির ভাব কেনলো সুন্দরী?

৫

সে ভাব তোমার কভু না দেখি ব্রততি?
পার্থিব দাম্পত্য বিধি নহেত তোমার,
নহে এ ক্ষণিক প্রেম তোমার প্রকৃতি?
অনন্ত সম্বন্ধ ইহা অনন্ত আত্মার।

৬

সাধ্বী রমণীর সতি—এই কি প্রকৃতি?
স্বামী সহ নহে শুধু পার্থিব বন্ধন,
ইহ-পরলোক যোগ বিবাহ পদ্ধতি,
আত্মার সংযোগ ইহা অনন্ত মিলন।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা।

No. 271 August 1887.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭১ সংখ্যা | শ্রাবণ ১২৯৪—আগষ্ট ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার।

বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনার পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে. (১) স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪। বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

৫। বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। গৃহ চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী, ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩। বাঙ্গালী স্ত্রী পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪। স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় } শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১৫ই বৈশাখ, ১২৯৪। } সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭১ সংখ্যা } শ্রাবণ ১২৯৪—আগষ্ট ১৮৮৭। { ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জেনানা মেডিকেল সমিতি—গত জুন মাসে লণ্ডনের, একষ্টার হলে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে পার্লেমেন্ট সভার সভ্য করেন্ সাহেব সভাপতি হন এবং সার রিচার্ড টেম্পল, মরে মিচেল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় রমণীগণ চিকিৎসা বিদ্যাশিখিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে চিকিৎসার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য।

জুবিলী—(১) ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন্ জুবিলী বিষয়ে এক কবিতা লিখিয়া পুস্তকবিক্রেতা ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির নিকট ৯৩০০ টাকা পাইয়াছেন। (২) যোধপুরের মহারাজা জুবিলীর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গত ৪ঠা জুলাই ইন্‌ষ্টিটিউন গৃহের ভিত্তি মহারাণী স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন। ভারত হইতে ইহার জন্য ৬১৭ লক্ষ টাকা গিয়াছে। (৩) মান্দ্রাজের গজপত রাও মহারাণীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করান, তত্রত্য গবর্ণর মান্দ্রাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। (৪) জুবিলী উপলক্ষে পুস্তকালয়, শিল্পালয়, চিত্রশালিকা, সাধারণ উদ্যান প্রভৃতি অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। (৫) ইংলণ্ডের শেষ উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া ১০০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, আগামী

বর্ষে তাহার শত বার্ষিক উৎসবের সহিত জুবিলী হইবে। (৬) মহারাণী জুবিলী উপলক্ষে নিজ সম্পত্তি হইতে লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) বারাণসী সেতু সম্পূর্ণ হইয়াছে, গত ২রা আষাঢ় হইতে ইহার উপর লোকজন যাতায়াত করিতেছে, কিছুদিন পরে গাড়ী চলিবে। (২) অম্বালা হইতে পঞ্জাবে ডাক যাইবার বিলম্ব হয় বলিয়া একটী নূতন রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রদর্শনী—গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আগামী বর্ষে হইবে, ভারতবর্ষ হইতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীশিক্ষার ফল কেবল এ দেশে এ বৎসর আশ্চর্য্য নহে, বিলাতেও সেইরূপ এবং সেইজন্য কোন কোন সম্পাদক এ বৎসরকে মহিলা বর্ষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

(১) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষার ট্রিপোতে কুমারী রামসে একমাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, পুরুষ কেহই ১ম শ্রেণীস্থ হইতে পারেন নাই। মধ্য ও বর্ত্তমান সময়ের ভাষা পরীক্ষারও ফল এইরূপ হইয়াছে। কুমারী হার্বি এস্থলে পুরুষদিগকে হারাইয়াছেন। নিউহাম কলেজের আর দুইটী ছাত্রী অপর সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ পরীক্ষায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (২) উত্তর লণ্ডন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫৮, তন্মধ্যে ১৪৬ জন প্রকাশ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন এম এ ও ৪ জন বি এ, এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই জন গণিত ও প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেম্ব্রিজের স্থানীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা ৭৩ জন।

মহিলাবন্ধু সভা—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেডী ডফরিণ, লর্ড বিশপের ভগিনী ও অন্যান্য সহৃদয়া মহিলাদিগের উদ্যোগে কলিকাতায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রমণীদিগের জীবিকার উপায় ও কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। দেশীয় দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগের জন্য এরূপ একটী সভা হওয়া আরও আবশ্যক।

স্ত্রী-হাঁসপাতাল—সিয়ালদহে লেডী ডফরিণের যে চিকিৎসালয় আছে, তাহার সহিত একটী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। ছোট লাট গত ১৮ই জুলাই ইহা খুলিয়াছেন। ডাক্তার বিবী ফগো ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে ধাত্রী প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিছু খরচ করিলে রোগী ভাল বন্দোবস্তে থাকিতে পারেন।

ভারতহিতৈষী খ্রীষ্টানদিগের স্মৃতিচিহ্ন—(১) গত ১৮ই জুলাই প্রধানতঃ দেশীয়দিগের যত্ন ও সাহায্যে মহাত্মা ডলের কবরোপরি সুন্দর স্মৃতি-

প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজীতে ও সংস্কৃতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। (২) অক্সফোর্ড মিসনের মহোৎসাহী সভ্য ফিলিপ স্মিথ অল্প দিন হইল হৃদ্‌রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সমাধিস্থলে অনেক বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁর উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের জন্য উদ্যোগ হইতেছে। ইনি এ দেশের সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন ও সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেন, আশা করি সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার সম্মাননা করিবেন।

ব্রহ্মদেশ—এখানে অনেকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ দমনে হিন্দুস্থানী সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। চীন ও ব্রহ্মের মধ্যস্থিত সান প্রদেশের রাজা ইংরাজদিগের প্রতি বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মে মিউনিসিপালিটী, সংবাদপত্র, বিদ্যালয়, রেলওয়ে প্রভৃতি উন্নতিকর ব্যবস্থা হইতেছে। ব্রহ্মের থিবরাজ নির্ব্বাসিত হইলেও শ্বেতকায় গজরাজ এতকাল মান্দালয়ে ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট এখন তাহাকে রেঙ্গুণে চালান করিয়াছেন। ব্রহ্মবাসীরা পূর্ব্বস্মৃতি সকল ভুলিয়া নূতন শাসনের বশীভূত হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

রুষ সংবাদ—রুষ সম্রাট নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ডনকাসকদিগের মধ্যে (ডন নদী তীরস্থ রুষ প্রজা কাসক জাতি) কোন সম্রাট আসেন নাই, তিনি যুবরাজকে তথায় লইয়া গিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্রাট জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতেছেন। দলীপসিংহ রুষিয়ায় নাকি আশ্রয় ও বৃত্তি পাইয়াছেন। মধ্য আসিয়ায় রেলওয়ে দ্রুতগতিতে বিস্তারিত হইতেছে। রুষ ও ইংরাজের মধ্যে সীমাঘটিত বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে।

৫০ বর্ষ রাজত্ব—মহারাণীর ৫০ বর্ষ রাজত্বের মধ্যে তিনি ২৩ কোটী, ২১ হাজার টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে ২৩ কোটীর অধিক বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে।

দুর্ঘটনা—(১) বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আস্‌লী ইডেনের মৃত্যু হইয়াছে। (২) মারহাট্টা নামক জাহাজে পুরী হইতে অনেক যাত্রী ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাও জলমগ্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

মানব-জীবন।

তরুগণ জীবনের দেয় পরিচয়,
জীবন ধারণ করে মৃগ-পক্ষিচয়,
ঈশ্বর মননে যার মন নিয়োজিত,
সেই সে মানুষ, সত্য জীবনে জীবিত।

জীবন বৃক্ষ লতা, ইতর জীব এবং মানবের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর সৃষ্টিতে ইহা একরূপ নয়। বৃক্ষ লতা জন্মে, বর্দ্ধিত হয়, হ্রাস পায় ও মরিয়া যায়, এই তাহাদের জীবন, ইহাতে চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইতর প্রাণীদের জীবন ইহার অপেক্ষা উন্নত, ইহারা উদ্ভিদের মত অচেতন জড়ভাবে জীবন ধারণ করে না; ইহাদের মন আছে, সুতরাং সুখ দুঃখের অনুভব আছে, চিন্তা আছে, ইচ্ছা আছে। কিন্তু এ জীবন আত্মজ্ঞানবিহীন, অন্ধভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীবনের ভাব দেখা যায়, মনুষ্যের শারীরিক জীবন ও মন আছে, তাহার উপর আত্মা আছে। এই আত্মা আছে বলিয়া মানুষ আপনাকে আপনি জানিতে পারে এবং অনন্ত পুণ্যময় ও চৈতন্যময় পরমাত্মার সহিত আপনার আত্মাকে যুক্ত করিয়া পবিত্র অমর জীবন লাভ করিতে পারে।

বৃক্ষ লতার জীবন অস্থায়ী, ইতর জীবের জীবন অসার, মনুষ্যের জীবনই সত্য ও নিত্য জীবন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জীবন মনুষ্য মাত্রেই দেখা যায় না। মানবজাতির মধ্যে কত লোক উদ্ভিদের জীবন ধারণ করিতেছে—আহার করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, কিছুদিন পরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়, ইহারা উদ্ভিদ্ জাতীয় মনুষ্য। দ্বিতীয় পশু জাতীয় মনুষ্য—ইহারা প্রবৃত্তি বশে কার্য্য করে, প্রবৃত্তির সুখ অন্বেষণ করে, দুঃখ কষ্টকে ভয় করে এবং স্বার্থপর জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যথার্থ মানব জাতীয় মনুষ্য তাঁহারা, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যের অবস্থায় থাকেন, প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিয়া স্বাধীন ভাবে পুণ্যের পথ অনুসরণ করেন, স্বার্থ-ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বপ্রেমে মত্ত হন, পরের জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন, এবং বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহাতে মগ্ন ও যোগযুক্ত হইয়া থাকেন।

যথার্থ মনুষ্য জীবন যাহা, দেবজীবনও তাহা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এই জীবন গঠিত এবং অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যময় পরমেশ্বরে এই জীবন প্রতিষ্ঠিত। সংসার এই জীবনের প্রতিকূল। অজ্ঞানতা, মোহ, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, প্রবৃত্তি ও অবস্থার অধীনতা যেখানে, সেখানে এজীবন গঠন করা কঠিন,

এ জীবনের একটু সঞ্চার হইতে না হইতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই জীবন গঠিত হইলে জীবনের অনন্ত উৎস ঈশ্বর হইতে উৎসাহ, বল, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দ্বারা প্রতিকূল অবস্থা সকল পরাজিত হয় এবং দেব ভাবের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতে থাকে। যখন মনুষ্য সত্য দ্বারা অসত্য, প্রেম দ্বারা অপ্রেম, পুণ্যভাব দ্বারা পাপকে জয় করেন, তখন তাহাতে একসঙ্গে মনুষ্যত্বের গৌরব এবং ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়। এই জীবন ঈশ্বরে বাস করে, ঈশ্বরের মধ্যে বিচরণ করে এবং ঈশ্বর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, ইহা ক্রমশঃ দেবভাবময় ও ঈশ্বরময় হইতে থাকে। এইজন্য ঈশ্বর মননে মন যখন নিয়োজিত থাকে, তখন তাহাই যথার্থ জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জীবন লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

একদেশে এক সওদাগর ও তাঁহার পুত্র বাস করিতেন। সওদাগর পুত্র যেমন রূপে, তেমনই গুণে। তাঁহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, এবং সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী তিনি ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তথাপি সওদাগর পুত্র সর্ব্বদা বড়ই বিষণ্ণ থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপে চলিয়া গেলে সওদাগর একদিন পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর-পুত্র বিনীত ভাবে পিতাকে বলিলেন, "আমার বয়স কুড়ি বাইস বৎসর হইল, অথচ নিজে এক পয়সা রোজগার করিতে পারিলাম না। পৈতৃক ধনের ভরসায় আলস্যে সময় নষ্ট না করিয়া বিদেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করি।" সওদাগর পুত্রের কথায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিদেশ গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত হইল। সওদাগর পুত্র একখানি বড় জাহাজে নানাবিধ ব্যবসায় সামগ্রী লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পৌঁছিল। সমুদ্রের শোভা দেখিয়া সওদাগর পুত্রের মনে বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিবস তিনি অতি নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কত পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল। দেখিতে

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় বহিতে লাগিল। বাতাসের গন্ধ পাইয়া সমুদ্র একেবারে পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পর্ব্বতপ্রায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে ঢেউ, সে ঝড়ের বেগ জাহাজ আর কতক্ষণ সহিবে? নাবিকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল—জাহাজ ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় আরোহী লইয়া জলমগ্ন হইল।

জাহাজস্থ সকলে ডুবিয়া মরিল, কেবল সওদাগর পুত্র মরিলেন না। তিনি একটা ভাঙ্গা মাস্তুলের সাহায্যে জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া গেল, এবং তিনি সংজ্ঞাবিহীন হইয়া মৃতদেহের ন্যায় জলেতে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি সে মাস্তুলটী ছাড়িলেন না। সমস্ত রাত্রি সমান বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ একবার যেন পর্ব্বতে উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার রসাতলে বসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টবশে সে মাস্তুলটি হইতে সওদাগর পুত্র বিচ্যুত হইলেন না। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেলে ভোরের সময় আকাশ পরিষ্কার হইল ও ঝড় থামিল। কিন্তু সওদাগর পুত্রের আর চৈতন্য হইল না। তিনি মড়ার মত মাস্তুল জড়াইয়া সমস্ত দিন ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন। বেলা যখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তখন মাস্তুলটা আপনা হইতে সমুদ্রের তীরে একস্থলে গিয়া লাগিল। সেখানকার তীর এত উচ্চ ও পাহাড়ময় যে, তাহা আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সেই পাহাড়ের উপরে খট্‌পাখী নামে এক প্রকার পক্ষী সমস্ত দিন বসিয়া থাকে। এই পক্ষীগুলি এমন বলবান্ ও প্রকাণ্ড যে তাহাদের কথা শুনিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ইহারা যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন একখানি গগণব্যাপী মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেহে এমন বল যে, হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি মহা বলবান্ জন্তুরাও ইহাদের কাছে কিছুই নহে। ইহারা তিমি প্রভৃতি সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং সেই লোভে উক্ত পাহাড়ের উপরে আসিয়া বসিয়া থাকে। যখন সওদাগর পুত্র মাস্তুল ধরিয়া মড়ার মত ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া লাগিলেন, তখন সেখানে একটী খট্ পাখী বাসিয়াছিল। সে মাস্তুলটাকে কোন প্রকাণ্ড মৎস্য ভ্রমে ছোঁ মারিয়া পাহাড়ের উপর তুলিয়া লইল, এবং সেই সঙ্গে সওদাগরপুত্র জল হইতে উপরে গিয়া পড়িলেন। খট্ পাখী তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। অচেতন

সওদাগর পুত্র সেই থানেই পড়িয়া রহিলেন।

পাহাড়ের যেখানে সওদাগর পুত্র পড়িয়া রহিলেন, সেখানে এক প্রকার লতা জন্মিত। সেই লতার এমন অদ্ভুত গুণ যে তাহার বাতাসে মৃতদেহে পর্য্যন্ত জীবন সঞ্চার হয়। সওদাগর পুত্রের গায় সেই বাতাস লাগিতে লাগিতে তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বেশ চৈতন্য হইল। তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি একা সেই দুর্গম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন—কোথায় যাইবেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। ওদিকে বেলাও অবসন্ন হইয়া আসিল। দিন থাকিতে থাকিতে লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতে না পারিলে ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁহাকে সেই পাহাড়ের উপরে মরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে সেখান হইতে নামিলেন। কিন্তু নামিয়া কোথায় যে যান, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পাহাড়ের তলা হইতে একটি বিস্তীর্ণ বন আরম্ভ হইয়াছিল। সওদাগর পুত্র সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর একদিকে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল ও একটু একটু করিয়া অন্ধকার দেখা দিতে লাগিল। রাত্রি আগত দেখিয়া সেই বনের নিশাচর জন্তু সকল উল্লাসে চীৎকার করিয়া বন ফাটাইয়া দিতে লাগিল। সওদাগর পুত্র দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! সিংহ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইবার জন্যই কি সমুদ্রে ডুবিয়াও মরিলাম না?" তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, সে রাত্রি সেই পাহাড়ের উপরে যাপন করিলেই ছিল ভাল। কিন্তু তিনি এতদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে সে অন্ধকারে পাহাড়ের দিকে ফিরিয়া যাওয়াও বড় সহজ কথা নহে। সুতরাং সওদাগর পুত্র আর কোন উপায় না দেখিয়া যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকেই প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা খোঁচায় চিরিয়া যাইতে লাগিল, ও গাছ ও গাছের ডালে গতিরোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার থামিতে সাহস হইল না। এইরূপে যাইতে যাইতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল। তখন একবার সওদাগর পুত্রের বোধ হইল যেন অনেকটা দূরে একটা আলো জ্বলিতেছে। আলোটি দেখিয়া তাঁহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। তিনি প্রাণপণে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তখনই আবার আলোটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

সওদাগর পুত্র তথাপি দৌড়াইতে ছাড়িলেন না। ক্ষণেক পরে আলোটি আবার দেখা যাইতে লাগিল ও আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আলোটি স্থির ভাবে তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে তাহা তখনও কিছু স্থির হইল না। সওদাগর পুত্র বরাবর আলোটি লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকার ত্রিতল একটি ঘরের ভিতর হইতে সেই আলোটি দেখা যাইতেছিল। সেই বিজন অরণ্য মধ্যে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দেখিয়া তিনি বড় বিক্ষিপ্ত হইলেন। অট্টালিকাটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়—দেখিলে বেশ বোধ হয় যে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে আর কেহ বাস করে না। সওদাগর পুত্র তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারবার চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে উত্তর দিল না। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া সেই বিজন অন্ধকারময় পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। তিনি যেদিকে যান কোথাও পথ খুঁজিয়া পান না। তাঁহার পার শব্দ পাইয়া চারিদিকে ছুঁচা ও ইন্দুর কিচ্ মিচ্ করিয়া উঠিল, এবং মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে চাম্চিকা উড়িতে লাগিল। তিনি সেই অন্ধকার মধ্যে পথের সন্ধানে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু হয় দেয়াল না হয় ভাঙ্গা দরজা বা জানালা ঠেকিয়া তাঁহার পথ বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটি পথের সন্ধান পাইলেন। পথটি উপরের তলে উঠিবার একটি সিঁড়ি। সওদাগর পুত্র সেই সিঁড়ি দিয়া উপরের তলে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে আবার নীচের তলের মত কত যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন তাহা আর কি বলিব। অবশেষে তিনি আর একটি সিঁড়ির সন্ধান পাইয়া একবারে ত্রিতলে গিয়া উঠিলেন। এইবার পূর্ব্বের সেই আলোটি পুনরায় দেখা যাইতে লাগিল। তিনি নিঃশব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে যে জানালার ভিতর দিয়া আলোটি আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। (ক্রমশঃ)

প্রণয়-পরীক্ষা।

কহিছে কোবিদ—ভুজঙ্গী রমণী,
প্রত্যয় করনা তায়,
সুলভ প্রণয়, বস্ত্র অলঙ্কারে
তার কাছে কেনা যায়।
আত্ম-বিস্মৃতির প্রতিমাটি যেন,
দেবতা নিন্দিত মুখ,
হৃদয়ের মাঝে স্বার্থের নরক
ভাবে আপনার সুখ।
ভাবিল কুমার—"জগতের মাঝে
আছয়ে যতেক নারী,
বসন ভূষণে বাঁধা পতি পদে ?
বিস্ময় হইছে ভারি।
আভরণ-হীনা বাসেনা কি ভাল
দরিদ্র পতিকে তার ?
দরিদ্র হইয়া আপনি হেরিব
রমণীর ব্যবহার।"
পাতার কুটীরে রাজার কুমার
হরষে করিছে বাস,
তরুবর হৃদে হের লতা বালা
জড়ায়েছে প্রেমপাশ।
ভাবে রাজসুত—"দুকুল বসন
দিইনি মুকুতা-হার
তবু পতিপ্রাণা পতি হিতে রতা
বধূ মম নারী-সার,
রাজার উদ্যানে রোপিব এ লতা,
দেখিবেক বুধজন
আজিও বসুধা ধরিতেছে বুকে
এমন রমণী ধন।"

গাহি প্রেমগীতি দিবা অবসানে,
মিশিয়া কৃষক দলে
কুটীরের পানে প্রফুল্ল পরাণে
নৃপতি-নন্দন চলে।
জ্বালায়ে প্রদীপ, সাজায়ে আহার,
আনন্দের হাসি মুখে,
দেখে প্রতিদিন ষোড়শী বধূটী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকে।
কহে একদিন,—"কত ভাল বাস,
বল,প্রিয়ে,সত্য করে—"
"কত ভাল বাসি ?" উত্তরিল বালা,
"যতখানি হৃদে ধরে।"
"রতন কাঞ্চন, মাণিক, মুকুতা,
ইহাদের কার সম ?"
"এদের অভাব বুঝি নাই কভু,
মাণিক মৃত্তিকা সম।"
"আমার অভাব বলত কেমন ?"
"ও কথা সুধাও কেন ?
তোমার অভাব সুখের অভাব,
প্রাণের অভাব যেন।"
"বিধবা হইলে কি করিবে ধনি ?
ক্ষীণ-আয়ুঃ তব স্বামী।"
"ওকি কথা প্রিয় ?"—"অতি সত্য কথা"
"হক্ সাথী হব আমি।"
রজনী প্রভাতে চলিল কুমার,
পরীক্ষিতে নারী প্রেম,
সে কি বাক্ছল সে কি মায়াজাল
ধরিতে রজত হেম ?

কপট বিষাদে আবরি বদন
রমণীরে ধীরে কয়
"দুঃস্বপন বড় দেখিনু নিশীথে,
হৃদয়ে হতেছে ভয়।
জনক জননী রাজধানী মাঝে
জানত করেন বাস,
তাঁদেরে তেয়াগি বিদেশে রয়েছি,
বর্ষ দুই, দুই মাস।
তাঁহাদের তরে আকুল পরাণ,
দশ দিন ছুটি দাও—"
সজল নয়নে কহিল বালিকা,
"আমারেও লয়ে যাও।"
"আজ থাক প্রিয়ে, দশদিন পরে
ফিরিয়া আসিব যবে,
যাইবে তখন, জননীর কোলে
কতই আদরে রবে।"
নয়নের জল লুকাবার তরে
একটি না কয়ে কথা,
সরলা রমণী দিলা অনুমতি,
ঈষত হেলায়ে মাথা।
গেছে দিন দশ, আসিয়াছে লিপি,
"যুবরাজ সখা করি
রেখেছেন কাছে, অনুরোধ তাঁর
এড়াইতে বড় ডরি।
থাক মাস দশ, বিরহ সহিয়া
শীতঋতু অবসানে,
রাজবধূ সম আসিবে হেথায়
উঠিয়া রজত যানে।"
দশমাস পরে এল দাস দাসী,
রজত-নির্ম্মিত যান,
গুরুসুখ ভারে উথলি উঠিল,
নয়নে তরল প্রাণ।

রাজবধূ বলি প্রণমিল সবে,
লিপি এক দিল হাতে,
"মরেছে কৃষক, যুবরাজ-প্রিয়া
তুমি এবে," লেখা তাতে।
কম্পিত হৃদয়ে, স্ফারিত নয়নে,
সাধ্বস বিকৃত স্বরে
কহিল রমণী—"কাহার এ লিপি?
এসেছিস্ কার তরে?"
"তোমারে লইতে আসিয়াছি, দেবি,
বলে, "ত্বরা উঠ যানে,
নিজে যুবরাজ প্রতীক্ষা করিছে
ক্রোশ দুই ব্যবধানে।"
"রাজা যুবরাজ থাকুক না কেন,
সপ্ততাল ব্যবধানে,
প্রাণেশে আমার ক্ষত্রিয় কৃষকে,
দেখেছিস্ কোন খানে?"
"রাজকুলবধূ তুমি বরাননে,
আজ বাদে রাণী হবে,
কৃষকের কথা কি কহিছ ধনি?"
বিস্ময়ে কহিল সবে।
মরমে বাজিল, উপজিল ক্রোধ,
রাঙ্গিয়া উঠিল মুখ,
চাহি চারিদিক্ সহসা বালার
কাঁপিয়া উঠিল বুক।
"মরেছে কৃষক?—জাগিয়া কি আমি?
নহে কি নিশাস্বপন?
পীড়িত জনের বিকৃত কল্পনা?"
বিকল হইল মন!
প্রতিবেশী যত কৃষকের শিশু,
আসে আসে ফিরে যায়,
উদ্ভ্রান্ত বালিকা সজোরে ডাকিল
আয় তোরা হেথা আয়

আগন্তুকগণে আড়ে আড়ে হেরে
মুখেতে অঙ্গুল দিয়া,
একে একে তারা সরলার পাশে
নীরবে দাঁড়ায় গিয়া।
কহিল তখন,—"এ নহে স্বপন,
যুবরাজ দুরাচার
বধিয়া কৃষকে অভিলাষী এবে
লভিতে বনিতা তার।
পাপিষ্ঠের তোরা দাস দাসী যত,
ফিরে যা প্রভুর কাছে,
অসহায়া যারে ভেবেছিস তার
ধরম সহায় আছে।
অই দেখ চেয়ে কাহার পাদুকা
রেখেছি যতন করে,
পতির উদ্দেশে উঠিব চিতায়
ও পাদুকা বুকে ধরে।"
কহে মুখ্যদাসী "প্রভুর আদেশ
বিনয়ে বুঝাবে তায়,
হবে সাবধান রজ্জু কিবা বিষ
পরমাদ না ঘটায়।'
আজকার দিন শতেক প্রহরী
রহিবেক চারিপাশে,
কাল যুবরাজ যথা অভিরুচি
করিবেন নিজে এসে।"
কৃষকেরা সবে করে কাণাকাণি
কৃষক-বধূরা কাঁদে,
শোক ভয়ে হেথা মূর্চ্ছিতা হরিণী
আপনার গৃহ ফাঁদে।

নিশীথে সে জাগি অদূর প্রান্তরে
শুনিল রোদন রোল,
পরিচিত স্বরে উঠিতেছে ঘন
বল হরি হরি বোল।
দেখে উঠি বালা দাসীরা সকলে
বিচেতন চারিপাশে,
কুটির বাহিরে কোন বা প্রহরী
স্বপনে অস্ফুট ভাসে।
হরি বোল ধ্বনি অতি মৃদু রবে
ক্রমশঃ নিকট এল,
কুটীরের কোণে বৃতির সংযোগ
ছুট্ ছুট্ খুলে গেল।
"দাদা!" "এস বোন্" "একটু দাঁড়াও,
পাদুকা লইয়া আসি।"
অনুমৃতা কেন হইবি ভগিনী?
হব মোরা পরবাসী।"
"কোথা যাব ছেড়ে রাজার দখল,
বৈকুণ্ঠ না যদি পাই"
বলিতে বলিতে চিতার নিকটে
এল দুই বোন্ ভাই।
জনক জননী আছিলা সেথায়
দুই প্রতিবেশী আর,
"চল অন্য দেশে কহিলা জননী
বরাষয়া অশ্রুধার।"
বিধবার দেশ ইহলোক নহে,
আমারে বাঁচালে আজ"
বলি অশ্রুমুখী প্রণমি সবারে,
ঝাঁপিল অনল মাঝ।

আশাবতীর উপাখ্যান।

যোগী। মা আশাবতি! চল মা! আমরা তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিয়া তিলভাণ্ডেশ্বরে গমন করি।

আশাবতী। কিছুদূর গমনানন্তর গঙ্গাতীরে একটী উচ্চ সোপানে উঠিতে উঠিতে সম্মুখে একটী দেবালয় দর্শন করিয়া বলিলেন প্রভো! এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি কখন দেখিনি, এ দেবতার নাম কি?

যোগী। মা! ইহাঁর নাম বেণী-মাধব। মঙ্গলসরাই হইতে কাশীধামের যে দুটী উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন বারাণসী নগরী দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাপী তাপী নরনারীকে আহ্বান করিতেছে, ঐ স্তম্ভকে বেণী-মাধবের ধ্বজা কহে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে এই ঠাকুরের মন্দির ছিল। মুসলমান বাদসাহ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্-জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আশাবতী। আর কোন দেব-মন্দিরের প্রতি কি ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছে?

যোগী। কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়াও মস্‌জিদ্ করিয়াছে। জ্ঞানবাপীর নিকট যে মস্‌জিদ্ দেখ তাহাই পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল, পাণ্ডারা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পূর্ব্বতন বিশ্বেশ্বরকে জ্ঞান-বাপীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আশ্রমটীর নাম তৈলঙ্গ আশ্রম; ইহার মধ্যে স্বামীজী আছেন—।

আশাবতী। উঃ কি প্রকাণ্ড শিব!!!—

যোগী। মা আশাবতী! ঐ দেখ স্বামীজী বসিয়া আছেন।

আশাবতী। তৈলঙ্গ স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানিনা, আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভি-লাষ হইতেছে। আমার প্রশ্ন এই যে, জগতে উপাস্য দেবতা কতজন এবং তাঁহারা কে?

তৈলঙ্গস্বামী। প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি যে কোন নামে যে ভাবে পূজা করুক সেই একেরই পূজা করে। কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবং অর্থাৎ মঙ্গলং।

আশাবতী। তাঁহার রূপ কি?

তৈলঙ্গস্বামী। তিনি সচ্চিদানন্দ

ঘন বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন

আশাবতী তবে প্রতিমা পূজা কেন ?

তৈলঙ্গস্বামী। পূজা দুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা জল স্থল চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত এইরূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই সাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটী অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্ম দর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজার মন্ত্র "যে দেবতা ঘটে, প্রতিমাতে, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্বসংসারে, সেই দেবতাকে নমস্কার।" কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্রে কেবল "ত্বংহি ত্বংহি।" সাবলম্বন পূজা সোপান, উহার কোনটীতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।

আশাবতী। প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি ?

তৈলঙ্গস্বামী। কোন উত্তর না লিখিয়া যোগাসনে বসিয়া সাধনপ্রণালী দেখাইলেন।

যোগী। আশাবতি! দেখ দেখ কি শোভা! যেন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে! কি উচ্চহাস! যেন রাজঘাটে হাস তরঙ্গ আঘাত করিতেছে।

তৈলঙ্গস্বামী। ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

যোগী। চল মা! এখন তিলভাণ্ডেশ্বরে যাই।

আশাবতী। ভাস্করানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের নিকট আর একটী উদ্যানে যে বাঙ্গালী সাধুটীকে দর্শন করিলাম, তাঁহার নামটী কি মনে আছে ?

আশাবতী। তাঁহার নাম কিপাল। পালমশাই বলিয়াই খ্যাতি। আহা কি মধুর স্বভাব। তাঁহার বিনয় দেখিলে লজ্জা হয়। তাঁহার দয়াও আশ্চর্য্য।

যোগী। মহাত্মারা দয়ার সাগর, তাঁহাদের দয়ায় কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়। দেখিলেত তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট আমরা যতক্ষণ ছিলাম, তাহার মধ্যে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য, এবং দুঃখী ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও বিবাহ দিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিলেন। সাধু মহাত্মারা অর্থসংগ্রহ করিয়া এরূপ অনেক কার্য্য গোপনে গোপনে করিয়া থাকেন।

আশাবতী। আপনি যে ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, তাহাতে লেখা আছে যে, যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, একথা সত্য, সন্দেহ মাত্র নাই।

সংসারাসক্ত মনুষ্য মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, তথাপি পরিবার ভরণ পোষণেই অক্ষম। অর্থের অভাব কিছুতেই যায় না। আর যাঁহারা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের চরণে দেহ মন অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাণ্ডার অযাচিত দানে পরিপূর্ণ। যেমন আয়, তেমনি ব্যয়, স্থিতির ঘর শূন্য। দাতা যিনি ভাণ্ডারীও তিনি, ব্যয়কর্ত্তাও তিনি। ভক্ত কেবল লীলা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। এমন দয়ালু দাতা আর কে আছে?

যোগী। এই তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির, এক পাঠক মহাশয় তথায় শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, বাহির হইয়া উভয়কে বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী। আপনার পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া উপদেশটী আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমার উপকার হয়।

পাঠক। মা! উপদেশ কি বুঝাইব; আমি আজিও উপদেশ বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে সত্য, যাহা আছে তাহাই সত্য। আমি আছি, কিন্তু আমি কে? শরীর কি আমি? না, কারণ শরীর জড় পদার্থ, আমি চেতন। শরীর আমার গৃহ, শরীর যন্ত্র আমি যন্ত্রী, কিন্তু আমি কোথায়? আমাকে দেখি নাই, চিনি নাই। তবে আমি আছি কে বলিবে? জনশ্রুতি শুনিয়া শুনিয়া যাহা বলি তাহা আমার নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কারণ অন্য প্রকার শুনিলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। যাহা সত্য তাহার পরিবর্ত্তন নাই; তাহা নিত্য, ভ্রম প্রমাদ রহিত এবং সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যতদিন আমাকে আমি না জানি না চিনি, ততদিন আমি অসত্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আছেন। যতদিন আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করি, কেবল শোনা কথা বলি, ততদিন আমার পক্ষে পরমেশ্বর, জগদীশ্বর বলা বিড়ম্বনা। কারণ দুদিন পরে কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ করিলে বলিয়া উঠিব, 'ঈশ্বর নাই।' যদি একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলেই আমার পক্ষে তিনি সত্য হইলেন। হাজার নাস্তিক "নাই নাই" বলিলে আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন অসত্যে ডুবিয়া আছি। এজন্য প্রথমে অসত্য হইতে সত্যেতে যাইবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃততে যাইবে। সত্যশীল না হইলে অন্যান্য উপদেশ কেবল জনশ্রুতি মাত্র, তাহার কার্য্য হইবে না। অতএব আর আর উপদেশের আলোচনা না করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-

তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যশীল হও। সত্য না জানিয়া সত্য জানি বলাই অসত্য। যে অসত্যকে পোষণ করে, সে আত্মাপহারী চোর; তাহা দ্বারা কোন পাপই অকৃত থাকে না। অতএব সরল হও, সত্যশীল হও, জীবন ধর্ম্মময় হইবে।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য

(২৭০ সংখ্যা, ৮১ পৃষ্ঠার পর)

আম্রের (স্বতন্ত্র প্রকার) আচার—কচি আমের খোসা ছাড়াইয়া, তাহাকে মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করিবে। তাহার বীচি ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিবার পর একখানি আম্র পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিবে যে টক্ আছে কি না। যদি তখনও খাইতে টক্ লাগে, তবে আরও খানিকক্ষণ ভিজিবে অর্থাৎ যতক্ষণ না টক্ যায় ততক্ষণ ভিজিবে। যে আম্র যত বেশী টক্, তাহা ভিজিতে তত বেশী সময় লাগে। বেশ টক্ গেলে উহাকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এই ধৌতকরা আম্র হইতে দুই প্রকার আচার প্রস্তুত হয়।

১ম প্রকার—ঐ আম্রে গুড় মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে; অল্প শুষ্ক হইলে, একটী হাঁড়ীতে তৈল দিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিবে, যেন আম্রগুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

২য় প্রকার—চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইবে; রস প্রস্তুত হইলে ঐ রসে ঐ আম্র ফেলিয়া দিবে। যখন আম্র সিদ্ধ হইবে এবং চিনির রসের ফুট হইবে, তখন নামাইবে। চিনির রসের ফুট হইবার পূর্ব্বেও যদি আম্র সিদ্ধ হয়, তথাপি নামাইবে না, যেহেতু ঐ আম্র যত সিদ্ধ হউক না কেন, কখনই গলিয়া যাইবে না; তাহার কারণ উহাকে চুণের জলে ভিজান হইয়াছিল। নামাইবার পরেই আহার করিবার উপযুক্ত হইবে। কিন্তু যত অধিক দিবস থাকে, খাইতে তত সুস্বাদু হয়। এই আচার ৬।৭ মাস থাকে।

আর এক প্রকার—আম্রের খোসা ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে একটী হাঁড়ীতে তৈল

রাখিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া ঐ হাঁড়ীর ভিতর আম্রের উপর ফেলিয়া দিবে। কেহ কেহ আম্রের খোসাসুদ্ধ এই আচার প্রস্তুত করিয়া থাকেন, খোসাসুদ্ধ আচার করিলে অধিক দিবস থাকে। কিন্তু খোসাসুদ্ধ আচার অপেক্ষা খোসা ছাড়ান আচার খাইতে ভাল লাগে। এই আচারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

জলপাই—ডাঁসা অথবা পাকা (বেশী নরম না হয়) জলপাই চোক্‌লা চোক্‌লা করিয়া কাটিবে। চোক্‌লা করিয়া কাটিলে এক একটী জলপাই তিন খণ্ড করিয়া হইবে, অর্থাৎ দুই দিকের দুই চোক্‌লা দুই খণ্ড এবং বীচি সহ মধ্যের অংশ এক খণ্ড। তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে, একটা হাঁড়ীতে তৈল রাখিয়া তাহাতে ঐ জলপাইগুলি ফেলিয়া দিবে, জলপাই যেন তৈলে ডুবিয়া থাকে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া হাঁড়ীর মধ্যে জলপাইয়ের উপর ফেলিয়া দিবে।

অন্য প্রকার—জলপাইগুলির গাত্র চারিদিকে চিরিয়া দিয়া পরে তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবার পরে, উপরের প্রকরণ মত তৈলে ফেলিয়া পাঁচ ফোঁড়ন ভাজা দিলেই হইবে।

৩য় প্রকার—জলপাইগুলিতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। যখন শুকাইয়া গা চুপ্‌-সিয়া যাইবে অর্থাৎ ঠিক্ হরিতকীর ন্যায় হইবে, তখন পূর্ব্বের প্রকরণ মত তৈলের হাঁড়ীতে ফেলিয়া পাঁচ ফোড়ন ভাজা দিলেই হইবে। জলপাইয়ের আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

আমড়া—প্রথমে যে দুই প্রকার জল-পাইয়ের আচারের উল্লেখ করা হই-য়াছে, আমড়ার আচারও সেই প্রকার।

তরকারীর আচার—তরকারীর আচার সাধারণত শীতকালেই ভাল হয়, কেননা সেই সময়ে নানা প্রকার তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তরকা-রীর আচারে কাঁচকলা এবং তিক্তরস বিশিষ্ট তরকারী যেন দেওয়া না হয়; কেন না তাহাতে আচার ভাল হয় না। সকল প্রকার আলু, বেগুণ, সিম, ফুল-কপি, বাঁধাকপি, শশা, কাঁকুড়, ওলকপি, প্রভৃতিকে প্রথমে কুটিতে (ঝোল প্রভৃতি রন্ধনের জন্য সচরাচর যে প্রকার কোটা হয়) হইবে। তাহার পরে ঐ সকল কোটা তরকারীগুলিকে একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে, বেশ সিদ্ধ হইলে তাহাদিগকে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিতে হইবে। এই সময়ে একটু সতর্কতা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যেন সিদ্ধ তরকারীতে কিছুমাত্র

জল না থাকে। পরে ঐ তরকারীগুলিকে রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন উহার গায়ের রস মরিয়া যায়। তাহার পরে লবণ ও হলুদের গুঁড়া ঐ তরকারীতে মাখাইয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। অপর একটা পাত্রে (পাথর অথবা চিনা বাসন হইলে ভাল হয়) তেঁতুলের সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করিয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মাখিতে হইবে। ঐ তেঁতুলের সহিত যেন বীচি অথবা তেঁতুলের শির না থাকে, সেগুলিকে অগ্রেই পৃথক্ করিতে হইবে। গুড় ও তেঁতুল উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখান অল্প শুষ্ক (ঐ তরকারী রৌদ্রে যেন বেশী শুষ্ক না হয়) তরকারীতে ঐ গুড় মিশ্রিত তেঁতুল বেশ করিয়া মাখাইয়া একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর তৈল ঢালিয়া দিয়া রৌদ্রে দিবে। উপরে পাঁচ ফোড়ন ভাজা ছড়াইয়া দিবে। কিছু দিবস পরে দেখা যাইবে যে, উপরে আর তৈল নাই, তখন পুনরায় উহার উপর তৈল দিবে। এইরূপে ২।৩ বার তৈল ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।১ মাস পরে বেশ খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার অতি সুস্বাদু এবং মুখরোচক; প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইহাতে গুড় ও তেঁতুলের মিশ্রণের যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তেঁতুল হইতে কেবল বীচি ও শিরা পৃথক্ করিবার কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু তেঁতুলের ছিবড়া * পৃথক করিবার কথা লেখা হয় নাই এবং তাহাও আবশ্যকও নাই। তেঁতুলের বীচি, শিরা, ছিবড়া ও শাঁস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ; প্রথমে শিরা খুলিয়া লইয়া পরে তেঁতুল কাটিয়া বীচি পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর তেঁতুলের শাঁসের সহিত তাহার ছিবড়া একত্র থাকে। পাঠক ও পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য স্পষ্ট করিয়া লেখা গেল।

সজিনাখাড়ার আচার—উপরিউক্ত প্রকারে।

ঐ তরকারীর আচারের সঙ্গে সজিনার খাড়া মিশ্রিত করিয়া দিলেও হয় এবং পৃথক্‌রূপে করিলেও হয়।

উচ্ছের আচার—প্রথমে উচ্ছেগুলিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া তাহার বীচি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে উচ্ছেতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। বেশ শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিয়া তাহার ভিতরে পাঁচফোড়ন ভাজা পূরিয়া দিয়া দুইটী কাটি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিতে হইবে, এখন ঠিক্ যেন একটী উচ্ছে বলিয়া বোধ হইবে।

* বীচি ও শাঁসের মধ্যস্থলের কঠিন পর্দ্দা।

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে খাইবার সময় অসুবিধা হয়। এইরূপে সমস্ত উচ্ছে একত্র করা হইলে সেইগুলিকে তৈলে ফেলিয়া রাখিবে, যেন উচ্ছেগুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার প্রায় এক বৎসর থাকে।

আনারসের জেলি (Pineapple Jelly)—প্রথমে আনারস ছাড়াইবে, তাহার পর একখানি ছুরি দ্বারা তাহার চোক গুলি কুরিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ছুরি অথবা বঁটী দ্বারা পাতলা করিয়া ঐ আনারসের শাঁস চাঁচিয়া লইবে, যতদুর পাতলা করিতে পারা যায়, ততদুর পাতলা করিয়া কাটিয়া লইয়া অবশেষে তাহার মাঝখানের শিরটীকে ফেলিয়া দিবে। পরে সেই পাতলা করা অংশ গুলিকে একখানি পীঁড়ির (বসিবার কাষ্ঠাসন) উপর রাখিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিবে। চারি দিকে কুচি কুচি করিবে, এত কুচি করিবে ঠিক্ যেন মণ্ডের মত হইয়া যাইবে। এই কার্য্য করিবার সময় প্রস্তরের অথবা চিনা বাসন ব্যবহার করিবে,আর সাবধান হইবে যেন আনারসের রস নষ্ট না হয়। পরে ঐ আনারসের কুচি ওজনে যত হইবে, ঠিক্ সেই ওজনের ভাল সাদা চিনি অথবা দোবরা চিনি লইয়া তাহার সহিত সেই মণ্ডের ন্যায় আনারস মিশ্রিত করিয়া একত্র সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বা পরে একটুও জল দিবে না, আনারসের যে রস বাহির হইবে, তাহাতেই শাঁস চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় একটু ফটকিরি ফেলিয়া দিবে (ফট্কিরির পরিমাণ—একটী আনারসের জেলিতে এক দুয়ানি ওজনের ফট্কিরি যথেষ্ট)। তাহার পর ঐ আনারস গলিয়া চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া ফুটিতে থাকিবে। যখন মিছরির ফুট * হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহা অতি সুখাদ্য, ইংরাজেরা ইহা খাইতে বড় ভাল বাসেন। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না।

পিয়ারার জেলী (Goava Jelly)—পিয়ারা গুলিকে (পাকা পিয়ারা হইলে ভাল হয়) প্রথমে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে সিদ্ধ করা পিয়ারা গুলিকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে এবং বীচি ও ছিবড়া গুলি ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁসকে আনারসের জেলীর ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে। ইহাতে আনারসের অপেক্ষা অল্প ফট্কিরি দিবে।

* ফুটিতে ফুটিতে ঘন হইয়া যায় এবং যখন বড় বড় বুদ্ বুদ্ হইয়া "খপ্ খপ্" করিয়া ফোটে ও শব্দ হয়, তখন তাহাকেই মিছরির ফুট বলে।

বেলের জেলী (Bael Jelly)—বেলের জেলী দুই প্রকার হয়। রোগীর জন্য এক প্রকার ও সাধারণ লোকের জন্য আর এক প্রকার।—প্রথম কাঁচা বেলের খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। যদি রোগীর জন্য হয়, তাহা হইলে আটা ও বীচি সুদ্ধ সেই চাকা চাকা বেলকে জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি সাধারণ লোকের জন্য হয়, তাহা হইলে ঐ চাকা চাকা বেল হইতে বীচি ও আটা ফেলিয়া দিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করা হইলে উহাদিগকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া (বীচি অথবা ছিবড়া যাহা থাকিবে, তাহা ফেলিয়া দিবে) শাঁস লইবে। পরে ঐ শাঁস আনারসের ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

আম্রের জেলী (Mangoe Jelly)—পাকা আম্রের রস বাহির করিয়া একখানি পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার শাঁস লইয়া উপরোক্ত প্রকারে চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

উপরে যে কয় প্রকার জেলীর বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেন জেলী প্রস্তুত করিবার সময় একটু মাত্রও জল মিশ্রিত করা না হয়।

গত সংখ্যায় লেবুর আচারের কথা যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকার ভেদ লেখা হয় নাই। ঐ লেবুর আচার আর এক প্রকারে হয়—কেহ কেহ ঝামা দ্বারা লেবুর গাত্র ঘসিয়া তাহার খোসা অল্প উঠাইয়া তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখেন। তাহার পর লবণ ইত্যাদি মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করেন, কেহ কেহ খোসা সুদ্ধ করেন। খোসা সুদ্ধ করিলে যদিও অল্প পরিশ্রমে হয় বটে, কিন্তু লেবুগুলি অল্প তিক্ত হয়।

জল-পথ।

বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্যই পথের প্রয়োজন। সরল ও প্রশস্ত পথ দ্বারা দূরত্বের হ্রাসতা, শ্রমের লাঘব এবং ব্যয়েরও খর্ব্বতা হইয়া থাকে। এই জন্যই সভ্যজগতে সরল ও ঋজুপথের এত আদর। সরল পথের অনুরোধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পর্ব্বত হৃদয় বিদারণ এবং নদীস্রোত বন্ধন পূর্ব্বক সুড়ঙ্গ ও সেতু সকল নির্ম্মাণ হইতেছে। স্থলপথের ন্যায় জলপথের ব্যাপারও সামান্য নহে। ইহারও সর-

লতা রক্ষার জন্য বাণিজ্য-প্রিয় জাতিরা কত কষ্ট, কত ব্যয়ভার বহন করিতেছে। বাণিজ্যই ধনাগমের একমাত্র উপায়; ধনাগম ব্যতীত দেশের উন্নতি হয় না, সুতরাং দেশের হিতানুষ্ঠানে বাণিজ্যই প্রধান সাধন। ইহার দ্বারা যেমন দেশজাত দ্রব্য সকল দেশান্তরে নীত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করে, সেইরূপ বিদেশীয় সভ্যতা ও অভিজ্ঞান দ্বারাও স্বদেশীয় আভ্যন্তরিক অবস্থার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। জল-পথের সুগমতাতে বাণিজ্যের উন্নতি। স্থলপথাপেক্ষা জল-পথে ব্যয়েরও অনেক লাঘব হয়। অগম্য অর্ণব-পথের সরলতা সম্পাদন সর্ব্বদা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেশীয় সরল জলপথ অসম্ভব নহে। কৃত্রিম নদী বা খাল খনন, শুষ্ক নদীর পুনরুদ্ধার, হ্রদ বা ভূমধ্য সাগরের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা কেবল পথের সরলতা বা সুগমতা সংসাধিত হয় এমত নহে, পর্য্যাপ্ত জলাগমের দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মহার্ণব বা সিন্ধু মধ্যস্থ যোজক সকল খনন করিয়া উভয় জলরাশির সম্মিলন করিলে কেবল যে বাণিজ্যের উন্নতি হয় এমন নহে, মানব শক্তিরও চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল, কোরিন্থ যোজক খনন করিয়া কোরিন্থ উপসাগর ও ইজিয়েন্ সাগর পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টা হয়। কোরিন্থ উত্তর গ্রীশ ও পিলোপনিসস্ বা মোরিয়ার সহিত যোগ করিতেছে। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রথম উদ্যোগ বিফল হয়। পরে জুলিয়স্ সিজর্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী অন্যান্য রোমীয় সম্রাটেরাও উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হয় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যনৈপুণ্যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে অর্ণবপোত সকল কোরিন্থ খাত দিয়া একটী সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে যোজকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিতে হইলে সমস্ত মোরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইত, অথবা বাণিজ্য দ্রব্য সকল জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া শকটযোগে বহন করিয়া অপর পারে পুনর্ব্বার ভিন্ন জাহাজে অধিরোহণ করিতে হইত। এক্ষণে সেই সকল পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বাঁচিয়া গেল এবং দূরত্বও অনেক হ্রাস হইল। সুয়েজ খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা খনন করা হইয়াছে। এই খাত দিয়া অর্ণবপোত সকল আরব্যোপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে সমস্ত আফ্রিকা খণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্য পোত সকল ভারতবর্ষে আগমন করিত, ইহাতে প্রায় ৪।৫ মাস কাল ও প্রভূত

অর্থ ব্যয় হইত, এবং দক্ষিণ ও ভারত মহাসমুদ্রের সঙ্কটাপন্ন বাত্যার ভয়ে সশঙ্কিত হইতে হইত। এক্ষণে সে সকল বিপদাশঙ্কা কিছুই নাই অথচ প্রায় তিন সহস্র ক্রোশ পথভ্রমণ হইতে অব্যাহতি হইয়াছে। পেনেমা খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ খনন করিতেছেন। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী যোজক। বিশাল আণ্ডিস্ পর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে কিছু কাল বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু অব্যর্থ ফরাসী অধ্যবসায় নিশ্চয়ই সফল হইবে। সম্প্রতি জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট উত্তর সমুদ্র ও বল্‌টিক সাগরের সংযোগ করিতেছেন। এল্‌ব নদীর সাগর সঙ্গম কাইল্ পর্য্যন্ত (Kiel) খাত খনন হইতেছে। এই খাত সম্পূর্ণ হইলে ২৩৭ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে এবং ডেন্‌মার্কের উত্তর বিপদসঙ্কুল সিন্ধুদেশ ভ্রমণ আবশ্যক হইবে না। রুষীয় গবর্ণমেণ্টও লুপ্ত নদী সকলের পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ওবী এবং ইনিসী নদীদ্বয় খাত দ্বারা সম্মিলন পূর্ব্বক বৈকাল হ্রদের সহিত সংযোগ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফরাসীরা পারিস পর্য্যন্ত অর্ণবপোতোপযোগী খালের ব্যবস্থা করিতেছেন; বিস্‌কে উপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরেরও সংযোগের উদ্যোগ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পেরিকোপ্ যোজকও খাত দ্বারা খনন করিয়া কৃষ্ণ ও আজফ্ সাগরের পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। ইউফ্রেটিস্ নদী, পারস্যোপসাগর এবং ভূমধ্য সাগরও পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। এই সমস্ত জলপথ সম্পূর্ণ হইলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের কত উন্নতি হইবে, এবং দূরত্ব হ্রাসতা নিবন্ধন ইউরোপ ও আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কত মহৎ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে!

নারীচরিত।

মেরী ওয়াসিংটন।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক ও ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ভুবনবিখ্যাত জর্জ্জ ওয়াসিংটন যে এত বড় লোক হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতার অসাধারণ গুণ ও মহৎ চরিত্রই ইহার মূলীভূত কারণ। এই রত্নগর্ভা রমণীর নাম মেরী ওয়াসিংটন। ইহাঁর চরিতাখ্যান পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বল নামক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবার

পটোমাক নদী তীরে বার্জ্জিনিয়া * উপনিবেশ স্থাপন করেন, মেরী ওয়াসিংটন এই বংশসম্ভূতা। বার্জিনিয়ার মহিলাগণ গৃহকার্য্য ও স্বাধীন ভাবের জন্য প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, মেরীও সেইরূপ কার্য্য ও সেইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের ইতিহাস আর অধিক পাওয়া যায় না। তিনি আগষ্টাইন ওয়াসিংটনের সহিত বিবাহিত হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। যখন বিধবা হন, তখন তাঁহার বয়স অধিক নয়। এই বয়সে বৈধব্য-দশাগ্রস্ত ও শিশুসন্তানের প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভারবহনে বাধ্য হইয়া তিনি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি একদিকে দক্ষতা সহকারে সংসার রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে এরূপ সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা শিশুসন্তানের চিত্ত গঠন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের ভিত্তি সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইল। স্পার্টার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে তিনি সন্তানকে সকল প্রকার ভোগ বিলাসিতা হইতে যত্নপূর্ব্বক দূরে রাখিয়া দুঃখ কষ্ট বহনে ও আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রথম হইতেই অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে ওয়াসিংটনের শরীর দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে এবং মন স্বাধীন ও তেজস্বী ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুকালে ওয়াসিংটনের বয়স দশ বৎসর মাত্র। তিনি বলিতেন পিতার আকৃতি ও স্নেহময় ভাবমাত্র তাঁহার স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ধন, সম্পদ ও মান মর্য্যাদার মূলকারণ তাঁহার জননী।

ওয়াসিংটন বাল্যকালে অসাধারণ ধর্ম্মসাহস ও সত্যবাদিতার জন্য পিতার নিকট বহু সমাদৃত হইয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। ওয়াসিংটনের পিতা যে একজন সত্যপরায়ণ উন্নত-চরিত্রের লোক ছিলেন, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

ওয়াসিংটনের মাতা একজন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং তাঁহার গৃহের সকল ব্যবস্থাই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার পরিচয় দান করিত। তাঁহার পরিশ্রম ও গৃহকার্য্য-পটুতা গুণে গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত বোধ হইত। তথায় আবশ্যক যে কিছু দ্রব্য সকলই প্রস্তুত এবং যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই সজ্জিত। ধর্ম্মশাসন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তথায় জাজ্বল্যমান। তথায় যৌবনসুলভ লঘুতা ও সুখ-প্রিয়তা ধীরতা ও সদ্বিবেচনার দ্বারা শাসিত হইত, তথাকার আমোদ প্রমোদ

* বার্জ্জিন অর্থ অবিবাহিতা। অবিবাহিতা ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থাপিত বলিয়া এই উপনিবেশ বার্জিয়ানা নামে খ্যাত হয়।

নিয়মিত ও ভদ্রোচিত ছিল। বাধ্যতা তাঁহার গৃহের প্রধান নিয়ম। অধীন ও বাধ্য হইতে না শিখিলে কেহ স্বাধীন ও কর্ত্তৃত্ব ভার বহনে সমর্থ হইতে পারে না, ধর্ম্মজগতের ইহা একটী গূঢ় নিয়ম। ওয়াসিংটন মাতার সম্পূর্ণ বশীভূত ও অনুগত হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবার প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন।

ভবিষ্যতে তিনি জগদ্বিখ্যাত ও স্বাধীন আমেরিকাবাসীদিগের অধিনেতা হইলেও তাঁহার উপর মাতার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। মাতার চেহারা যেন পুত্রকে বলিত ——"আমি তোমার মাতা, জীবনদাত্রী, যখন আবশ্যক হইয়াছিল তোমাকে পা পা করিয়া চালাইয়াছি। আমার মাতৃ-স্নেহ তোমার মাতৃভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে, আমার কর্ত্তৃত্ব তোমার চিত্তকে শাসিত ও গঠিত করিয়াছে। তোমার যত কেন উচ্চ গৌরব ও খ্যাতি হউক না, ঈশ্বরের পর আমি তোমার ভক্তির আস্পদ।"

বীরপুত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিতেন।

ওয়াসিংটন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত একজন সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিদারুণ অত্যাচারে আমেরিকাবাসীগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তাহারা জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিল। ওয়াসিংটনকে কয়েক বৎসর স্বাধীনতা যুদ্ধের সমুদায় ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া অবিশ্রান্ত চিন্তা অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের হিতব্রতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া আর সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধ গমনের পূর্ব্বে তিনি মাতাকে পল্লীবাস হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ফ্রেডারিকসবর্গ নামক নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তথায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন। সাত বৎসর পরে ওয়াসিংটন জন্মভূমির স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া মাতার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করেন।

জননী, স্পার্টান জননীর ন্যায় সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণার্থ যুদ্ধে বিদায় দিলেন এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এই সঙ্কটময় সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে আপনার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন।

আমেরিকার যুদ্ধ সময়ে ও ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন জননী আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম পালনে ব্রতী ছিলেন, কেবল তিন বৎসরকাল উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। চাবি সকল আপনার নিকট রাখিতেন, দিবারাত্রি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, আত্মীয় পরিজনের সেবা করিতেন, এবং স্বাধীন ভাবে

চলিতেন ফিরিতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঔদ্ধত্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। দুঃখের দিনে যেমন ভাবে চলিয়াছিলেন, সম্পদের দিনেও অবিকল সেই ভাবে চলিতেন। তাঁহার পুরাণ ধরণের একখানি গাড়ী ছিল, তাহা চড়িয়া সহরের নিকটস্থ ক্ষেত্র পরিদর্শনে প্রতিদিন গমন করিতেন এবং আপনার চক্ষে লোকজনকে কাজ করাইতেন। ফ্রেদারিকসবর্গের প্রাচীন লোকদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে আজও তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার সুখ্যাতি শুনা যায়। সর্ব্বপ্রকার মিতাচারে তিনি অত্যন্ত মনোযোগিনী ছিলেন। তাঁহার নিজের হাতগড়া জিনিষে গৃহ পরিপূর্ণ দেখা যাইত, গৃহ কার্য্যের সকল দিকে তাঁহার চক্ষু ঘুরিত। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা যেমন অর্থ বাঁচাইতেন,সেইরূপ তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। সামান্য অবস্থাতেও গরিব দুঃখীদিগের জন্য তিনি যে পরিমাণ দান করিতেন, তাহা অনেক ধনী লোকের পক্ষেও অসম্ভব বোধ হইত। মেরী ওয়াসিংটনের ঈশ্বরভক্তি অতি প্রবল ছিল। কেবল ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইত না, তিনি নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। শেষ জীবনে নির্জ্জনে ধর্ম্ম সাধনের জন্য তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে পর্ব্বত ও বৃক্ষবেষ্টিত একটী স্থান ছিল, তিনি প্রতিদিন তথায় গিয়া নতজানু হইয়া একান্তে ঈশ্বর ভজনা করিতেন।

আমেরিকা যুদ্ধের অবসান হইলে মহাবীর ওয়াসিংটন জয়মুকুটে ভূষিত হইয়া সসৈন্যে ইয়র্কটাউন হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং অবিলম্বে মাতৃচরণ দর্শনের অভিলাষী হইয়া মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বৃদ্ধা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এই সুসংবাদ আসিল। ইতিমধ্যে দিগ্বিজয়ী পুত্র মাতার দ্বারস্থ। বৃদ্ধা দ্রুতপদে বাহির হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শৈশবের নামে "জর্জ্জি" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তিনি পুত্রের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ললাটে কুঞ্চিত রেখা দেখিয়া বলিলেন "তোকে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে ও অনেক ভাবনা চিন্তা করিতে হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা দেখিয়া আজি আমার মনে প্রাচীন সময় ও প্রাচীন বন্ধুগণের বিষয় স্মরণ হইতেছে।" ওয়াসিংটনের যশ ও খ্যাতি বিষয়ে মাতার মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না।

বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা ওয়াসিংটনের সমভিব্যাহারী হইয়া আসিয়াছিলেন, উল্লাসের এত কথা সত্ত্বে মাতার এপ্রকার সাম্যভাব দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহার ও তাঁহার বীরপুত্রের যশোগীতে ধরণীপূর্ণ, অথচ

তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের একটু মাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না! তাঁহারা প্রাচীনকালের অনেক লোকের নামোল্লেখ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "ইউরোপে এরূপ মহত্ত্বের নিদর্শন ত অদ্যাপি দেখি নাই।" অবশেষে বলিলেন "আমেরিকার জননীরা এরূপ হইলে সন্তানেরা যে বিখ্যাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

ফরাসী বীর মার্কুইস ডি লেফেট স্বদেশে পুনর্যাত্রার পূর্ব্বে ফ্রেডারিকৃসবর্গে বীরমাতার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভার্থ আসিয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের এক পুত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল "ঐ ঠাকুর মা।" লাফেট দেখিলেন গৃহজাত বস্ত্রপরিহিতা তৃণের টুপী মস্তকে বীরমাতা স্বহস্তে বাগানে কাজ করিতেছেন। মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "মার্কুইস, বুড় মানুষকে দেখিতে আসিয়াছ, এস, দরিদ্র গৃহে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের লৌকিকতার আর দরকার নাই।" মার্কুইস রাষ্ট্রবিপ্লবের সুফল, স্বাধীন আমেরিকার ভাবী সৌভাগ্য, তাঁহার অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজন এবং ওয়াসিংটনের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ও অনুরাগ বর্ণন করিয়া অবশেষে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মাতা সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্তান সম্বন্ধে কেবল এই কথা বলিলেন "জর্জ্জি বড় ভাল ছেলে, সে যে এরূপ কাজ করিবে, তা আশ্চর্য্য নয়।"

মেরী ওয়াসিংটন মধ্যমাকৃতি ছিলেন, তাঁহার গঠন সুসৌষ্ঠব এবং মুখাকৃতি শোভন ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার "ভাল ছেলের" কথা বলিতেন, তাঁহার বাল্যজীবনের গুণব্যাখ্যা করিতেন, মাতার প্রতি তাহার যে কত ভক্তি ও ভালবাসা তাহার পরিচয় দিতেন, কিন্তু দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পুত্রের সম্বন্ধে একটীও কথা ভ্রমক্রমে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। ইহার কারণ এই, তিনি পুত্রকে সৎ হইতে শিখাইয়াছিলেন, মহৎ হওয়া তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল; পুত্র সৎ হইয়াছে, এই তাঁহার আনন্দ, তাহার মহত্ত্বের আর কি প্রশংসা করিবেন?

৮৭ বৎসর বয়সে মেরী ওয়াসিংটনের মৃত্যু হয়। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক বৎসর অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মনিষ্ঠাতে পূর্ণ ও অটল ছিল। শেষ অবস্থায় পুত্রশোকও সহ্য করিতে হইল। পুত্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু এবং ফ্রেডারিক্‌বর্গে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধির উপর স্মরণ-প্রস্তর অনেকদিন নির্ম্মিত হয় নাই। অবশেষে বার্জিনিয়াবাসীরা আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনের ত্রুটি অনুভব করিয়া

বিশেষ যত্নে সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেন এবং ১৮৩৩ সালের ৭ই মে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আণ্ড্রু জাক্‌সন কর্ত্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ওয়াসিংটন জননীর সম্মানার্থ এই চরম উৎসব দর্শনে রাজকর্ম্মচারীগণ ও অসংখ্য দর্শক সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বোনাপার্টির নির্ব্বাসন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধে এক কবি এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

উচ্চাশার দৈববলে হ'য়ে বলীয়ান্
বালক অজাতশ্মশ্রু প্রবীণ মহান্
যদি কারে দেখিবারে চাও ধরাপরে,
অদ্ভুতদর্শন-দেখ বোনা ধুরন্ধরে।

সামান্য ঘরে দরিদ্র অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ান যেমন এক মহাবল পরাক্রান্ত জাতির উপর একাধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর, তখন স্বকীয় উৎসাহ উদ্যম ও মেধাবলে তিনি অভিজ্ঞ সেনানায়কদিগের অধীনস্থ সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে পরাজিত করেন, তৎপূর্ব্বে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করেন নাই—এমন কি নিয়মিত কোন যুদ্ধস্থলেও উপস্থিত হন নাই। বহুদিন জয়লক্ষ্মী তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজসিংহাসন স্বীয় ক্ষমতাবলে সংগঠন করেন, তাহাতে তাঁহার বংশ পরম্পরা চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীকে এত পরীক্ষা করিলে চলিবে কেন? তাঁহার দুর্দ্দম উচ্চাশা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার অভিলাষ করিয়া রসাতল গর্ভসাৎ হইল।

যে সমর-তরঙ্গ রাইন্ নদী হইতে মস্কৌ পর্য্যন্ত তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যখন তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজের উপর আসিয়া পড়িল, যখন তাঁহার প্রিয়তম ফ্রান্সভূমিতেই জীবন ও মুকুট রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইল, তখনও তিনি সুপক্ক সমরদক্ষতার পরিচয় দান করিয়া "অদ্বিতীয় সেনাপতি" আখ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনের অধীন হইতে হইল এবং ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপের রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। সম্মানের সহিত কয়েক মাস নির্ব্বাসন দণ্ড বহন করিয়া তিনি অল্পসংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে ফ্রান্সে আসিলেন, আর জয়োৎসবের সহিত পারিসের সিংহাসনে পুনরারোহণ করি-

লেন। তাঁহার নাম তখনও সমগ্র ইউরোপের ভীতির কারণ, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র। তিনি এই সমবেত ক্ষমতাকে চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতার অসাধ্য। অবশেষে ওয়াটালু'র রণক্ষেত্র তাঁহার ও সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যপরীক্ষার শেষ মীমাংসা হইল। এই ঘটনায় নেপোলিয়ান এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেনঃ—

"যৌবনে যখন ভাসি, ভাগ্যলক্ষ্মী হাসি হাসি,
　আসি মোরে করিল বরণ।
　সম্রাটের পরিচ্ছদ করিল অর্পণ।
আমার গৌরবে মাতি, বিশাল ফরাসীজাতি,
　ধ্বনিল আমার জয়োৎসব,
　কে করিবে মোরে পরাভব?
হাতে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি, দিলাম সাগরে ফেলি
　আবার বরিল হাস্যমুখে,
　ভাবিলাম দিন মম যাবে চিরসুখে।
এবার হলো বিদায়, ফিরিবে না হায় হায়!
　কেন এল, কেন গেল চলে,
　নিয়তির বিবর্ত্তন কার সাধ্য বলে?

ফরাসীদিগের অনেকে তখনও তাঁহার সপক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাদিগের সপক্ষতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তিনি সাম্রাজ্যের উপর নিজ স্বত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে ২য় নেপোলিয়ান বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। ফ্রান্সে অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিবার উদ্দেশে সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের হস্তে স্বয়ং আপনাকে ধরা দিবার মানস করিলেন। ১৮১৫ সালের ১৫ই জুলাই এই মর্ম্মে ইংলণ্ডীয় জাহাজাধ্যক্ষকে এক পত্র লিখিলেন। মেটলাণ্ড সাহেব বেলারোফন জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন, তিনি সদল নেপোলিয়ানকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জাহাজে প্রবেশ করিয়া তিনি কাপ্তেনকে বলিলেন "মহাশয়! আমি আপনাদিগের রাজা ও রাজনিয়মের সহায়তা লাভের আশায় আপনাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি তৎপরে ইংলণ্ডের রাজপ্রতিভূর (পরে চতুর্থ জর্জ্জ) কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহার কোন সদুত্তর পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

বাল্য বিবাহ।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে বহু আন্দোলন বঙ্গদেশের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে হইয়াছে। বাল্যবিবাহ যে অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহার জন্য আর নূতন যুক্তি প্রদান করা অনাবশ্যক। বঙ্গীয়সমাজে যেমন

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহও কমিয়া আসিতেছে। কেবল পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিবার জন্য জনসমাজের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বলবতী হইয়াছে। সমাজসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন ১৫।১৬ বৎসর হইল, দেশীয় বিদেশীয় বিজ্ঞ ডাক্তার ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের মত লইয়া স্থির করেন, পুরুষের পক্ষে ১৮ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৪ বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের বিবাহকার্য্যে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন—কেবল তাহা নহে, হিন্দু সমাজেও কার্য্যতঃ ক্রমে ক্রমে এই প্রথা সমাদৃত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। বালিকার দৈহিক বিকাশ মন্দ হইলে অভিভাবকগণ এ বয়সেও বিশেষ চিন্তান্বিত হন না। ইহা হইতে আশা করা যায়, হিন্দুসমাজে দূষণীয় শিশুবিবাহ প্রথা আপনাপনি রহিত হইবে, এবং বরকন্যা সুশিক্ষা লাভ ও আপনাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য ভার অনুভব করিয়া ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়সে উদ্বাহব্রত অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন।

দুঃখের বিষয় শিক্ষিত সমাজে ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহের অনুকূল হাওয়া বহিবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ বোম্বাইয়ের অভাগিনী রুক্মাবাই। এই যুবতী আপনার বাল্যকালের বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র, এবং কতকগুলি লোক তাঁহার সহায় হইয়া বাল্যবিবাহকে রাজবিধি দ্বারা অসিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টাপর হওয়াতে এই বিপরীত আন্দোলন উপস্থিত। ঘাত প্রতিঘাত স্বভাবের নিয়ম—এক দিকে বাড়াবাড়ি করিলে তাহার বিপরীত দিকে মানবমনের ঝোঁক আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা সমাজব্যবস্থা সুনিয়মিত ও পরিণামে সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজি আমরা দেখিতেছি—দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণের মুখপাত্র এক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাল্যবিবাহের পক্ষ-সমর্থনকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এবং শিক্ষিত হিন্দুদিগের একদল তাঁহার দলস্থ হইয়া বাল্যবিবাহের উপকারিতা ঘোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাবু জয়গোবিন্দ সোম হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া বাল্যবিবাহের মধ্যে গূঢ় ধর্ম্মভাব ও নৈতিক পবিত্রতার আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদুদ্দেশের সহস্র প্রশংসা করি, এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া দেশীয় ভাবের এত অনুরাগী বলিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করি। আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ নিরশনের তিনি যে বিরোধী, ইহার সহিতও আমাদিগের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলিতে একদেশদর্শিতা, মত-পক্ষপাতিতা ও দৃষ্টফল

গ্রহণের সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান নিরঙ্কুশ অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বদর্শন করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলা বিচিত্র নহে। অনেক কথা বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল, কিন্তু নানা কারণে কার্য্যতঃ তাহার ফল উপাদেয় নহে। আমরা এবার এ বিষয়ের আর অধিক প্রসঙ্গ করিলাম না, বারান্তরে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিব।

নূতন সংবাদ।

১। অনরেবল লালা বনবিহারী কপূরের পুত্র ছোট লাটের বিচারে বৰ্দ্ধমানের মহারাজা হইয়াছেন।

২। বারিষ্টার অতুলচন্দ্র মল্লিকের পুত্র বসন্তকুমার মল্লিক এবং চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র অতুলচন্দ্র দত্ত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমটী উত্তীর্ণদিগের মধ্যে দশম স্থানীয়।

৩। পার্কস নামে এক সাহেব ৭টী হনুমান দ্বারা চাসের কার্য্য চালাইতেছেন।

৪। ১৮৮৫ সালে বঙ্গদেশে ২৭৩১, বোম্বাইয়ে ২০২৪, পঞ্জাবে ১৫৬৬, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় ১২৯০ এবং মান্দ্রাজে ৮৬৭ খান নূতন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে।

৫। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য টিণ্ডাল ৩৫ বৎসর বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া নির্জ্জন বাস আশ্রয় করিয়াছেন।

৬। বরদার গুইকুমার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে আপনার মৃতা প্রিয়তমা মহিষীর স্মরণার্থ বহু অর্থব্যয়ে এক বাজার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজভক্ত প্রজারা নিজে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলিয়া রাণীর এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ইতিহাস শিক্ষা—শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵১০ মাত্র। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এখানি বিদ্যালয়ের বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।

২। মা ও ছেলে—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥৵০ মাত্র। শিশুবিনয়ন একটী অতি কঠিন অথচ গুরুতর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য মনে উদ্বোধিত হয় এবং প্রকৃষ্টপ্রণালীতে তৎ-

সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রয়াস অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আমাদিগের দেশের পিতা মাতারা কিরূপ অনবধানতা বশতঃ শিশুকে মানুষ হইতে দেন না, এবং তাহার অধোগতির কারণ হন, গ্রন্থে তাহাও বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রত্যেক গৃহে ইহা এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক জননীর ইহা মনোযোগসহকারে পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

৩। অশ্রুকণা—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। শতাধিক কবিতাস্তবকে এই কাব্যখানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ভাবপূর্ণ ও সুললিত—পাঠ করিয়া পাকা কবির লেখা বলিয়া বোধ হয়—অনেক স্থলে পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এ দেশের একজন স্ত্রীলোক এরূপ লিখিতে শিখিয়াছেন, ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

৪। হাউয়ার্ড চরিত—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবনচরিত সুন্দরভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সাধারণে—বিশেষতঃ বালকগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবে বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৫। গার্হস্থ্য কোষ—প্রকাশক পরেশনাথ বিশ্বাস, মূল্য ৵০ আনা। পঞ্জিকা, ডায়েরী, হিসাবের ফরম প্রভৃতি সকল কথা আছে। অতি সুন্দর, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রয়োজনীয়।

বামারচনা।

একটী কামিনী।

সুনীল আকাশ মরি পূর্ণ চন্দ্রমায়
আলোকিত শোভাময় দৃশ্য মনোহর,
ঘিরিছে শশীরে এবে তারকা মালায়,
বহিতেছে মৃদু বায়ু তুলিয়া লহর। ১

হেন সুখময়ী রাত্রে একটী কামিনী,
বসিয়া শয়ন কক্ষে বাতায়ন খুলে,
ভাবিতেছে শূন্যে চাহি জনম দুখিনী,
পড়েছে কুঠার যবে, সুখ তরুমূলে। ২

"এই আকাশের চাঁদ, আঁধার বিনাশি,
উদিয়াছে নীলাম্বরে, হায়রে যেমন,
মম হৃদাকাশে চাঁদ আলোকের রাশি,
বিকীরণ করেছিল শীতল জীবন।" ৩

ভাবিতেছে সেই দিন, আপনা ভুলিয়ে,
পেয়েছে সে কি যাতনা মরমের তলে,
সয়েছে গো কত জ্বালা, অবলা হইয়ে,
পোড়া প্রাণ পুড়িয়াছে যে শত দাবানলে। ৪

যে দিন প্রাণেশ তার, চিরদিন তরে,
বিদায় মাগিল কাছে, যোড় হাত করি,
সেই বুক্‌ভাঙ্গা দৃশ্য প্রাণের অন্তরে,
সমুদিত, কি যাতনা দিবস শর্ব্বরী। ৫

নিরাশা কাতর পূর্ণ, সেই মুখ খানি,
সেই মর্ম্মভেদী কথা, পাষাণ দ্রবিয়া,

চাহিয়া প্রেয়সী পানে, যুড়ি দুই পাণি,
বলেছিল, কি কথারে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া। ৬

সেই করপদ্ম মরি, করেতে ধরিয়ে,
সোহাগ আদর যাহা ঘটেনি জীবনে,
বলে ছিল, সেই কথা, অমিয় জিনিয়ে,
"প্রেয়সীরে,কি অসুখী অভাগা কারণে।"৭

"বিদায় লো প্রিয়তমে, জনম মতন,
নিরমল চাঁদমুখ দেখি একবার,
দেখিবে না এ অভাগা! জীবনে কখন,
অবসান এত দিনে সকলি আমার। ৮

"মাতাল পাতকী জনে একদিন তরে,
করনি গো অনাদর, জীবনে কখন,
দেবের মতন ভক্তি করেছ পামরে,
তোমার ও ভালবাসা স্বরগের ধন। ৯

"নারকীর পত্নী হয়ে ভেবেছ প্রেয়সী,
দেবপত্নী তুমি যে গো, দেব সহবাসে,
অভাগার অনাদর আদরের রাশি,
মরমের কি যাতনা সয়েছ হরষে। ১০

"জীবনের ভালবাসা বিনিময়ে তার,
এ পাতকী কি দিয়েছে? ভাবিলে ঘৃণায়—
মরে যাই, বিদরয় পরাণ আমার,
জ্বলে উঠে, মরমের নিভৃত আলয়। ১১

"যে চোখে পাতকী তোমা, দেখেনি চাহিয়ে,
পিপাসিত সেই চক্ষু আজিরে প্রেয়সী,
দেখাতেম কি যাতনা হৃদয় নিলয়ে,
বুঝিবে কি? দেখিবে কি? অনলের রাশি। ১২

"আজীবন তব জ্বালা, বুঝিনি অন্তরে,
একদিনে কেমনে লো পারিবে জানিতে,
কি জ্বালার অগ্ন্যুচ্ছ্বাস হৃদয় কন্দরে,
উথলি উঠিছে হায়,পারি কি চাপিতে। ১৩

"বাঁচি যদি প্রিয়তমে, এবার তোমারে,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি, করিব প্রদান,
দেখাইব ভালবাসা, কত এ আধারে,
ক্ষুদ্র হৃদি,কিন্তু নাহি প্রেম পরিমাণ। ১৪

"কেঁদনা প্রেয়সি আর অভাগা কারণে,
বাড়ে যে মরম পীড়া পারিনা সহিতে,
ও চোখেতে অশ্রুবিন্দু, আর এ নয়নে,
সহেনা যাবার কালে,অক্ষম হেরিতে। ১৫

"কেঁদেছ ত কত দিন, দেখেছে পামর,
কত অশ্রুরাশি প্রিয়ে, ঝরেছে নয়নে,
নিদয় কঠিন প্রাণ, হয়নি কাতর,
আজি কিন্তু এ যাতনা,অধিক মরণে। ১৬

"অশ্রুমুখী—অশ্রুময় বহু দিন হতে—
হেরেতেছি ওই আঁখি, প্রেয়সী এখন,
হাসি-মাখা মুখ খানি দেখিয়া মরিতে,
জনমের মত সাধ, হবে কি পূরণ? ১৭

"শেষ সাধ, জন্ম শোধ, বাসনা আমার,
মরিব "তোমার" হয়ে ফুরাল সকল,
হতভাগা সাধ ইচ্ছা করিবে না আর,
জীবনের সঙ্গে তার ফুরাল সকল। ১৮

"দু দিনের ভালবাসা, শেলের সমান,
হয় ত বাজিবে তব হৃদয় ভিতরে,
মরণের আগে কেন হইল এ জ্ঞান,
নহে ত এ ভালবাসা ত্রিশূল অন্তরে। ১৯

প্রেয়সি, তোমায় সুখী একদিন তরে,
করিল না এ অভাগা, কে ভুলিবে হায়,
দুখমাখা মুখ খানি, মুদ্রিত অন্তরে,
রহিল রে, কে মুছিবে পুড়িলে চিতায়? ২০

আর একদিন মরি, দেবতা তাহায়,
বলেছিল, "সুচরিত্রে বাসনা অন্তরে,
বাঁচি যদি প্রেয়সিরে, সাজাব তোমায়,
মনের মতন কত চারু অলঙ্কারে।" ২১

"এ যাত্রায় প্রিয়তমে যদি পাই প্রাণ,
কাঁদাব না আর তোমা; থাকিতে জীবন,
যত দিন এ পরাণ নহে অবসান,
রহিব হইয়া তব অনুগত জন। ২২

"প্রণয়ের প্রতিদান পলকের তরে,
পাও নাই মরে যাই, প্রেয়সি কখন,
জীবনে যে সুখ, তাহা ভালবেসে মোরে,
অন্য সাধ একেবারে দিয়ে বিসর্জ্জন। ২৩

কিন্তু এই হতভাগা,—বিদরে হৃদয়—
তব প্রেম প্রস্রবণে উপেক্ষি অন্তরে,
চেয়েছিল রোধিবারে কুকাজ শিলায়,
প্রেমের ফোয়ারা সে যে কে রোধে
তাহারে? ২৪

প্রেয়সী, কি পরিতাপ রহিল জীবনে,
এত যতনের ধনে, নির্ম্মম নির্দ্দয়,
করিল না সুখী আহা ভুলিব কেমনে?
পাষাণ যদিও, আজ গলিল হৃদয়। ২৫

"অভাগার হৃদয়ের শিরায় শিরায়,
কি যে রে ভীষণ জ্বালা মরম দহন,
সমুদ্র তোমার প্রেম, শিশির তাহার
মিশিল না কভু, এযে অসহ্য বেদন। ২৬

প্রেয়সি, সেদিন মনে পড়েলো তোমার,
যে দিন পাতকী তরে নলিন নয়নে,
পড়েছিল অশ্রুরাজি—মুকুতার হার।
সেধেছিলে পায়ে ধরে, কাতরে যতনে। ২৭

"যে হৃদয় তোমালাগি তিলেকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুনঃ প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজি সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে। ২৮

"ওই সুপবিত্র মুখ অঙ্কিত আত্মায়,
চিতানলে পারিবে কি দহিতে কখন?
নরকে যাইব প্রিয়ে ডরিনা তাহায়,
স্বরগ আমার সতি, তোমার বদন। ২৯

বিদায় বিদায় আজ জনম মতন,
চলিলাম ভাসাইয়া সাধের কুসুমে,
জীবনের সাধ আশা করিয়া হরণ,
জ্বালাইয়া দাবানল মরমে মরমে।" ৩০

কাঁদিল কামিনী সব করিয়া স্মরণ,
পারে কি বুঝাতে প্রাণে কাঁদেরে কেমনে,
কত জ্বালা প্রাণে পোরা অসহ্য দহন;
কত ভার বোধ হয় হৃদয় জীবনে। ৩১

বলেছিল সেই কথা জনমে কখন,
হয় নাই ভাগ্যে যাহা হইবে না আর,
বাঁচিলে এবার আর হতভাগ্য জন,
করিবে না অনাদর জীবনে তাহার। ৩২

"যে হৃদয় তোমা লাগি তিলেকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুন প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজ সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে।" ৩৩

সেই প্রেম গাথা যদি সদত বদনে,
গাহি তবু ফুরায়না—অনন্ত অক্ষয়,
কণ্ঠহার করি গলে পরিব যতনে,
জুড়াব সকল জ্বালা, হইয়া নির্ভয়। ৩৪

শ্রীহরিমতি দেবী।

No 272. September.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭২ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯৪—সেপ্টেম্বর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

সাবেক।

মাধবচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	৷৷০
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৵১০
পরেশনাথ বিশ্বাস	ঐ	
নীরদমোহিনী বসু	ঐ	
শরৎপ্রভা সেন	ঐ	১।০
কেদারনাথ রায়	ঐ	৷৷৵০
গোবিন্দলাল দত্ত	ঐ	১৷৷৵০
দুর্গারাম বসু	ঐ	
কুঞ্জবিহারী ঘোষ	ঐ	
জয়গোপাল সিংহ	ঐ	২৷৷৵০
অমৃতলাল পাল	আলিপুর	৭৸৵০
ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	
খয়েরাৎআলী চৌধুরী	বগুড়া	।৵০
বেণীমাধব কবি	পাটকুম	৶১০
হেমলতা রায়	চাঁচল	
ক্ষেত্রমোহন সেন	বাঁকুড়া	২৷৷৵০
সুপ্রীতিকুমারী দাস	জালালপুর	২৷৷৵০
রাজেন্দ্রকুমার বসু	ঐ	৩৲
মোহিতচন্দ্র ঘোষ	বাদুড়িয়া	১৸৶১০
সারদাসুন্দরী বসু	রঙ্গপুর	৫৷৷৶০
সূর্য্যকুমার অগস্ত্য	বাঁকুড়া	।৶১০
মানদাসুন্দরী দেবী	জামালপুর	৶০
সাবিত্রী গুপ্ত	বরিশাল	৩৲
দীননাথ দত্ত	বর্ণারপুর	২৷৷৵০
এন্ ঘোষ ইস্কয়ার	ছাপরা	।৶০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	মজাফরপুর	৪৲
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সোলাপুর	২৸৵০
স্বর্ণময়ী বসু	টাঙ্গাইল	১।৵০

অক্ষয়কুমার সেন	তমলুক	৫৲
দীননাথ চক্রবর্ত্তী	ছাপরা	২৷৷৵০
মহেন্দ্রনাথ শীল	ত্রিপুরা	।০
কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বরীপুর	২৲
বিপিনবিহারী গুপ্ত	ডুমরাউন	২৸৵১০
চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত	কুমিল্লা	১৸৵১০
সুরেশচন্দ্র দাস	হুগলি	।০
ভুবনেশ্বর মিত্র	মেদিনীপুর	৸৵
শিবমনোমোহিনী দেবী	মুঙ্গের	১৵১০
রামনাথ মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	৫.৫
অঘোরনাথ চট্টো	হাইদ্রাবাদ	১০৷৶১০
দুর্গাচরণ ঘোষ	চট্টগ্রাম	৫৷৶১০
ললিতমোহন সরকার	খুলনা	৫৲
সুরেশচন্দ্র ঘোষ	রাজসাহী	১।৵০
মন্মথকুমার বসু	কৃষ্ণনগর	২৷৷৵০
বরদাদাস বসু	হাবড়া	
পূর্ণচন্দ্র মিত্র	বরিশাল	১।৵০
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	হাবড়া	৪৸৵১০
শিবচন্দ্র বসু	বাঁকীপুর	৩৷৶১০
অশ্বিনীকুমার গুহ	মাণিকগঞ্জ	২৸৵০
হৃদয়মোহন বসু	দিনাজপুর	১।৵০
আনন্দপ্রসাদ সেন	নড়াল	২৶০
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	করাচী	১৷৷১০
কেদারনাথ রায়	বরিশাল	২৸০
প্রভাবতী মুখোপাধ্যায়	রাঞ্চি	২৸৵০
গোলোকচন্দ্র দত্ত	দত্তগ্রাম	২৷৷৵০
বেণীমাধব ঘোষ	সিহোর	১।৵০

১২৯৪ সালের অগ্রিম।

অক্ষয়কুমার পাইন	কলিকাতা	২৷৷৵০
নীরদমোহিনী বসু	ঐ	২৷৷৵০
হেমেন্দ্রনাথ সিংহ	ঐ	২৷৷৵০
মন্মথনাথ মিত্র	ঐ	২৷৷৵০
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৷৷৵০
শশীভূষণ বিশ্বাস	ঐ	২৷৷৵০
শ্রীনাথ দাস	ঐ	২৷৷৵০
বিধুমুখী দেবী	ঐ	২৷৷৵০
মোহিনীমোহন মজুমদার	ঐ	১।৵০
শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	ঐ	২৷৷৵০
কুসুমকুমারী রায়	ঐ	২৷৷৵০
গুরুপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	২৷৷৵০

বিহারীলাল বসু	কলিকাতা	২৷৷৵০
দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	ঐ	২৷৷৵০
ফণীন্দ্রমোহন বসু	ঐ	২৷৷৵০
কিশোরীমোহন মিত্র	ঐ	৸৵০
উপেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	২৷৷৵০
দেবেন্দ্র নাথ রায়	ঐ	২৷৷৵০
মিসেস জি সি রায়	ঐ	২৷৷৵০
ভগবান চন্দ্র বসু	ঐ	২৷৷৵০
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৷৷৵০
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৷৷৵০
ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যো	নারিকেলডাঙ্গা	২৷৷৵০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাসিমবাজার	২৷৷৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক

২৭২ সংখ্যা

ভাদ্র ১২৯৪—সেপ্টেম্বর ১৮৮৭।

৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

বামাবোধিনীর চতুর্ব্বিংশ জন্মোৎসব।

(১)

শুভ ভাদ্র মাসে নদী-ভরা জল,
নীলাম্বর পট গগণের তল,
ধরার উরস শোভিছে শ্যামল,
নব শস্য-দল আনন্দে হাসে।

(২)

সরোবরে শত শত শতদল,
ফুল ফলে সুশোভিত বনস্থল,
নক্ষত্র নিকর হীরক উজ্জ্বল,
শরতের চাঁদ বিমল ভাসে।

(৩)

এ হেন সময়ে বিধির নিদেশে,
দুখিনীর দেশে দুখিনীর বেশে,
জীবনের ব্রত সাধন উদ্দেশে,
জনম লভিল একটী বালা,

(৪)

জনম দুখিনী ভারত কামিনী,
আঁধারে মগনা দিবস যামিনী,
কারার বন্দিনী চির পরাধীনী,
কে জানে কে বোঝে তাদের জ্বালা!

(৫)

নাশিতে তাদের মনের আঁধার,
জ্ঞান সত্যালোক করিয়া প্রচার,
ঘুচাতে তাদের শোক দুখ ভার,
অমৃত আস্বাদ প্রাণেতে দিয়া,

(৬)

জনমিল বালা, নাহি ধন বল,
নাহি ঐহিকের সহায় সম্বল,
সহায় সম্বল ঈশ্বর কেবল,
বিশ্বাসেতে দৃঢ় বেঁধেছে হিয়া।

(৭)

সাধু ইচ্ছা যার সদা জয় তার,
মঙ্গলময়ের মহিমা অপার,
মঙ্গলের রাজ্য হইবে বিস্তার,
অমঙ্গল দূর হবে অচিরে ;

(৮)

অগতির গতি অনাথের নাথ,
সাধেন কল্যাণ থাকি সাথে সাথ,
চির দুঃখ নিশা হইবে প্রভাত,
নারীর সুদিন আসিবে ফিরে।

(৯)

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ করি অতিক্রম,
ধরি আজি বালা নবীন উদ্যম,
বিভুর করুণা স্মরি অনুপম,
তাঁহার চরণে ঢালিবে প্রাণ।

(১০)

আজি এ তাহার জনম উৎসবে,
উলু উলু ধ্বনি কর নারী সবে,
আজি বন্ধুগণ আনন্দের রবে
কর তার শিরে আশীষ দান।

(১১)

নারীর মঙ্গলে নরের মঙ্গল,
নারীর মঙ্গলে দেশের কুশল,
সহায় করিয়া দেব-কৃপাবল,
একার্য্য সাধনে মিলহ সবে।

(১২)

বামাবোধিনীর এইত প্রার্থনা,
বামাবোধিনীর এইত সাধনা,
বিভুর কৃপায় এ শুভ কামনা,
সময়ে অবশ্য সুসিদ্ধ হবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পূজাবকাশে দারজিলিং ভ্রমণ—কলিকাতার টমাস্ কুক্ এণ্ড সন্ সাহেবগণ পূজাবকাশে দেশীয় ভদ্র লোকদিগের দারজিলিং ভ্রমণের এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন :—আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর সিয়ালদহ হইতে দারজিলিং যাইবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণ (Special Train) ছাড়িয়া পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর আবার একখানি স্পেশ্যাল ট্রেন যাত্রীদিগকে লইয়া ৩০শে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে। উক্ত কোম্পানি রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আবশ্যক বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দারজিলিং পর্ব্বতে ঐ কয়েক দিবস যাত্রীদিগের বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য কোম্পানির কলিকাতাস্থ এজেণ্ট সেখানে গিয়াছেন।

যাতায়াতের ভাড়া অর্থাৎ এককালীন দেয়।

১ম শ্রেণী	৪৯৸১০
২য় শ্রেণী	২৪৸৵৫
মধ্যম শ্রেণী	১০৸১৫
৩য় শ্রেণী	৮৴১৫

বন্ধু বান্ধব লইয়া এরূপ সুবিধায় দেশ ভ্রমণের সুব্যবস্থা আমাদের দেশে আর কখন হয় নাই। বর্ষান্তে এই সুন্দর সময়ে দারজিলিং পর্ব্বতের শোভা দেখিলে সকলেই অতুল আনন্দ উপলব্ধি করিবেন।

জুবিলী পিষ্টক—গণ্টর কোম্পানি মহারাণীকে একখানি পিষ্টক যুবিলী উপহার দিয়াছেন। ইহার পরিধি ৯॥০ পাদ, উচ্চতা ১০ পাদ এবং পরিমাণ প্রায় ৭ মণ। ইহাতে সিংহাসনোপরি একটী মন্দির মধ্যে "খ্যাতি" ও "মহিমা" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহারা দুন্দুভি হস্তে পৃথিবীর চতুর্ভাগে যুবিলী সংবাদ উদ্বোধন করিতেছে। ইহার উপরে পুনর্ব্বার মন্দির অবস্থাপিত, শিখরে শান্তির পক্ষবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি এবং সাম্রাজ্যের মুকুট। শুভ্র মহামূল্য সাটিন বস্ত্রে স্বর্ণ খচিত সিংহমূর্ত্তি সকলের মধ্যে মধ্যে মহারাণী ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের চিত্র; তন্মধ্যে মহারাণীর বিবাহকালীন (১৮৪০) প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি, মহারাণীর ১৮৬৭ সালের এবং বর্ত্তমান সময়ের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতীব সুন্দর পিষ্টকের চারিধার গোলাপ ও অন্যান্য সুন্দর কৃত্রিম পুষ্পমালায় পরিশোভিত।

যুবিলী যৌতুকে কৌতুক—ইংরাজ রমণীরা উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রায় লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে যান, কিন্তু গেঁটের পয়সা দিয়া তাঁহাদিগকে চা খাইয়া আসিতে হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাণী—বিলাতে ইহাঁর সম্মাননায় আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। ইংলণ্ডেশ্বরী ইহাঁকে "ভারত মুকুট" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, স্বগৃহে ভোজ দিয়াছেন, এবং সাদরে ইহাঁর দুই গণ্ড চুম্বন করিয়াছেন। মহারাণীর ফটোগ্রাফারগণ আবার ইহাঁর ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছেন।

নূতন পত্রিকা—তামিলী ভাষায় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য "মহারাণী" নামক পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। মান্দ্রাজের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ইহার প্রতিপোষক। ইহাতে সুন্দর আখ্যায়িকা, স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী প্রস্তাব এবং সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে। এই পত্রিকা দ্বারা আমাদের দাক্ষিণাত্যের ভগিনীদিগের মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারিত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

দানশীলতা—১) ডবলিউ টি রসেল নামক এক স্কচ্ ভদ্রলোক এক সময় কলিকাতায় ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের হস্তে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দিয়াছেন (২) অযোধ্যা প্রদেশে, নানপারা নামক স্থানে তালুকদার রাজা জঙ্গবাহাদুর স্থানীয় চিকিৎসালয়ের পরিবর্দ্ধন জন্য ১০০০০ দশ হাজার ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসালয় জন্য ১৫,০০০ হাজার দান করিয়াছেন।

সংসারে দুঃখ দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য যিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।

স্ত্রীচিকিৎসার উন্নতি—(১) লণ্ডনে মেডিকেল স্কুল ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসালয় হইতে অনেক মহিলাই শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। মান্দ্রাজ কলেজে প্রথম শিক্ষিত ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ বিবী স্কাগারিব অল্প দিন হইল লণ্ডনস্থ স্ত্রী মেডিকেল স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে এখন ৬৩ জন ছাত্রী আছেন। গত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায়, মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের স্ত্রী লেডী গ্রাণ্ট ডফ্ সভাপতীর কার্য্য করেন ও তথায় কপূর্রতলার হারনাম সিংহের পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যতে যে এই স্কুল দ্বারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানের বিশেষ উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (২) ফরাসী রাজ্যের প্রধান নগর পারিসে ১০৮ জন মহিলা চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন; এতন্মধ্যে অধিকাংশই (৮৩ জন) রুসিয়াবাসিনী। সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে বিগত ডাক্তারী পরীক্ষায় ৫৪ জন মহিলা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবিকা ভগিনী—সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্তদিগের চরম আরাম জন্য কুমারী ডেবিডসন্ অল্পদিন হইল একটি শান্তি-র খুলিয়াছেন। যাহাতে এ জীবনের শেষ অবস্থায় নিরাশ্রয় লোকেরা শান্তি ও শুশ্রূষা লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। স্থাপয়িত্রী নিজে একজন সেবিকা ও দুই জন ধাত্রীর সাহায্যে ইহার কর্ম্ম চালাইতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা পাইলে মুমূর্ষু লোকদিগের মনে কত আনন্দ ও সুখের সঞ্চার হয়! এ কার্য্যে খাঁটী নিঃস্বার্থভাবের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (২) বিবী রবার্টস্ এদেশীয় রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য যে সেবিকা ভগিনীদল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার সাহায্যার্থ ১৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিলাতে স্ত্রীবিক্রয়—গত জুলাই মাসে সেফিলেণ্ডের আদালতে স্ত্রীবিক্রয় সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এক জেলে বলে আর এক ব্যক্তি ৫ সিলিং মূল্যে তাহাকে আপনার স্ত্রী বিক্রয় করে, এবং বিক্রয়ের টাকা লইয়া সে মদ খায়। এই বিক্রয়ের দলিল, সাক্ষী সকলই ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইতর শ্রেণীর ইংরাজেরা হাটে বাজারে স্ত্রীদিগকে লইয়া গিয়া প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় করিত, এখন আইন দ্বারা সেরূপ কার্য্য রহিত হইলেও কার্য্যের এককালে বিরাম নাই। দাসত্ব উচ্ছেদক ইংলণ্ডের পক্ষে এ কি বিড়ম্বনা!

ধাতুবৃষ্টি—গত ১১ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে ধাতু বৃষ্টি হয়। ধাতু দেখিতে রূপার ন্যায়, দলে এক বুরুলের ৬ষ্ঠ

ভাগের এক ভাগ, ব্যাসে ৮ ভাগের এক ভাগ। ইহা প্লাটিনম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

দার্জ্জিলং স্বাস্থ্যনিবাস—কুচবিহারের মহারাজা ইহার জন্য ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূসম্পত্তি এবং রাজাবাহাদুর সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী নগদ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছোটলাট একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবেন। নিবাসটী শীঘ্র খুলিবার কথা।

মাইকেল মধুসূদন—বঙ্গের কবিচূড়ামণির সমাধিস্থানে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী উদ্যোগী হইয়াছেন, এবং ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের হস্তে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। মহিলাগণ এ পবিত্র কার্য্যে কিছু কিছু দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। পাঠক মহাশয়! আপনার আসনের উপর ওখানি কোন্ গ্রন্থ?

পাঠক। মা! ওখানি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, যোগতত্ত্বের কতিপয় উপদেশ।

আশাবতী। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি না। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।

পাঠক। কেন মা, এত দৈন্য কেন? তুমি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্রী। পাঠ করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রশ্ন। যোগ কাহাকে কহে?

উত্তর। "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকেই যোগ কহে। এই যোগ তিন প্রকার, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। ইহা ভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি যোগাঙ্গ সাধিত হয়, তাহাকে হঠযোগ কহে।

প্রশ্ন। জীবাত্মা কে, এবং পরমাত্মা কে?

উত্তর। জীবাত্মা মনুষ্য,—পরমাত্মা পরমেশ্বর, গীতায় লিখিত আছে—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

হে কুন্তীনন্দন! এই শরীরকে ক্ষেত্র, যিনি শরীরকে জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শরীর পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ, জীবাত্মা চেতন। শরীর যন্ত্র, জীবাত্মা জীবাত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে মৃতদেহকে কে আদর করে?

জীবাত্মা বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনস্থলে উল্লিখিত আছে—

"অস্তমিতেআদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্মকুরুতে বিপল্যেতীতি ॥"

হে যাজ্ঞবল্ক্য! সূর্য্য চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি ও বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষই কি জ্যোতিঃ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ। এই আত্মাই জ্যোতিঃ হয়। আত্মা স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

"কতম আত্মেতি যো ঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ ॥"

সে আত্মা কোথায়, যে বিজ্ঞানময়? পঞ্চ প্রাণে হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষই আত্মা।

"সমমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব ॥"

সেই আত্মা উভয় লোকে সমভাবে বিচরণ করে, চিন্তা করে এবং দীপ্তিমান হয়।

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।"

সেই এই পুরুষের দুইটী স্থান ইহলোক ও পরলোক। তৃতীয় স্থান স্বপ্ন, ইহা ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি স্থান।

"তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বাঞ্চাপরঞ্চৈব মেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥"

যে প্রকার মহা মৎস্য উভয়কূলে সন্তরণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ স্বপ্ন ও প্রবুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

"তদ্‌যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনোবা সুপর্ণোবা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্যপক্ষৌ ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তরে ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥"

যেমন আকাশে শ্যেনপক্ষী ও মহা পক্ষী বহুদূর ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রান্তিপ্রযুক্ত উভয় পক্ষ সংহত করিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া কিছু চিন্তাও করে না, দর্শনও করে না। ইহাকেই সুষুপ্তি কহে।

"যদেব জাগ্রদ্‌ভয়ং পশ্যতি তদত্রা বিদ্যয় মন্যতেঽথ যত্র দেবইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমোলোকঃ ॥"

যদি জাগ্রৎ অবস্থায় ভয় দর্শন করে, তবে তাহাকে অবিদ্যার কার্য্য মনে করিবে। অনন্তর যে স্থানে 'আমি দেবতা' 'রাজা' এইরূপ হৃদয়ের উল্লাস হইবে, সেই স্থানেই এই পুরুষের পরম লোক।

"অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা বেদা অবেদা দেবা অদেবাঃ ॥"

এস্থানে পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক অলোক, বেদ অবেদ, এবং দেবতা অদেবতা হইবেন।

"এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥"

ইহাই জীবের পরমগতি, ইহাই জীবের

পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, পরম আনন্দ, এই আনন্দের কণা মাত্র লাভ করিয়া অন্য সকল জীব আনন্দ করিতেছে। (ক্রমশঃ)

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

(গত প্রকাশিতের পর)

সওদাগর পুত্র জানালার কাছে গিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘরের ভিতরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে ও সেই প্রদীপের সম্মুখে পদ্মফুলের মত একটী পরম রূপবতী কন্যা সরু সরু চুলগুলি এলো করিয়া একমনে কি একখানি পুস্তক পড়িতেছেন। কন্যাটী যেরূপ শ্রী ও লক্ষণযুক্তা, তাহাতে তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, তিনি কোন রাজকন্যা হইবেন। কিন্তু সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে সেই জনশূন্য পুরীতে রাজকন্যা কোথা হইতে আসিলেন, সওদাগর পুত্র তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনস্থ করিলেন যে, শীঘ্রই আত্মপরিচয় না দিয়া সেই জানালার ধারেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন তিনি ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অধিকক্ষণ তাঁহার সে সংকল্প রক্ষা হইল না। সওদাগর পুত্র ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছু মাত্র ভীত না হইয়া তিনি কে, কি জন্যই বা সেই ভয়ানক স্থানে আসিয়াছেন, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর পুত্র অতি সংক্ষেপে আপনার বিপদের কথা বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন যে, তিনি পিপাসায় এত কাতর হইয়াছেন যে, তাঁহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। রাজকন্যা সেই ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাকে সুশীতল জলপান করিতে দিলেন। সওদাগর পুত্র জলপান করিয়া একটু স্থির হইলে রাজকন্যা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আহা এ যমালয়ে কেন আসিয়াছ! যদি বাঁচিতে চাহ ত শীঘ্র এখান হইতে পলাও।" রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্র বলিলেন যে, তিনি আর কোথাও আশ্রয়ের সন্ধান না পাইয়া তথায় আসিয়াছেন। সেখান হইতে যাইতে হইলে তাঁহাকে বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিতে হইবে। রাজকন্যা উত্তর করিলেন,—"সেও ভাল, তথাপি এখানে থাকিও না। এখানে থাকা অপেক্ষা সিংহ ব্যাঘ্রের গহ্বরে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভাল। এ কেমন

ভয়ানক স্থান, তবে বলি শুন। তুমি যে বিজন অরণ্যের ভিতর দিয়া আসিলে, তাহা এককালে একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল, এবং আমার পিতা সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। পিতার সুশাসনে প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করিত। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার জন্মের কিছু পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে বধ করিবার জন্য কত সিপাই শাস্ত্রী পাঠাইলেন, কিন্তু যে তাহাকে মারিতে গাইল,সে আর ফিরিল না। বছর কতকের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্যে রাজ্য প্রজাশূন্য হইল ও লোকালয় অরণ্য হইয়া গেল। অবশেষে যখন আমার বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইবে, তখন দুরাচার একদিন হঠাৎ রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল, কেবল আমাকে মারিল না। সেই অবধি আমি এখানে বন্দীর মত রহিয়াছি, এবং মনুষ্যের মুখ কিরূপ, তাহা আর দেখিতে পাই না। দুরাচার রাক্ষস সন্ধ্যা হইবামাত্র চরিতে বাহির হয়। রাত্রির মধ্যে সে শত শত ক্রোশ বেড়াইয়া নরনারী ও গোরু বাছুরের রক্তমাংসে উদর পরিপূর্ণ করে, এবং ভোর-না হইতে হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। সে আমার প্রতি কখন কোন অত্যাচার করে না, কিন্তু তথাপি তাহাকে দেখিলে আমার বুকের ভিতর শুকাইয়া যায়। আমি তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম—কতবার অরণ্যের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে যে কি মন্ত্র জানে,বলিতে পারি না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, সে আমাকে নিশ্চয় গিয়া ধরিবে। বার বার চেষ্টা করিয়া আমি এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়াছি ও তাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন মরিতে আসিয়াছ?”

রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্রের বুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু তিনি সে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া বলিলেন,—“রাজকন্যা, আমি এখানে থাকি, আর বনের ভিতর গিয়া আশ্রয় লই, আমার পক্ষে দুই সমান। এখানে থাকিলে রাক্ষসের পেটে যাইব, বনের ভিতরে থাকিলে বাঘ ভল্লুকের পেটে যাইব। অতএব আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তুমি অনুমতি করিলে আমি আজ এইখানেই রাত্রি যাপন করিব।” রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের কথায় সম্মত হইলেন। কিছু ক্ষণ পরে তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ খাবার আনিয়া দিলেন। অনাহারী সওদাগর পুত্র পরম পরিতোষের সহিত তাহা আহার করিলে রাজকন্যা তাঁহাকে বলিলেন,—“তবে চল,তোমাকে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি তোমার কাছে

যাইব, ততক্ষণ তুমি প্রাণান্তেও তাহার ভিতর হইতে বাহির হইও না।” এই বলিয়া রাজকন্যা এক প্রদীপ হস্তে করিয়া সওদাগর পুত্রকে লইয়া চলিলেন। সেই রাজবাটী এত বড় যে তার আর সীমা ছিল না। বিশেষতঃ এক্ষণে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া যাওয়ায় ও মধ্যে মধ্যে গাছপালা হওয়ায় এরূপ হইয়াছিল যে, তার এক দিকে থাকিলে অপর দিকে কি আছে না আছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যাইত না। রাজকন্যা ও সওদাগর পুত্র একবার উপরে এক-বার নীচে এইরূপে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক ক্ষণ পরে একটি অতি লুক্কায়িত ঘর বাহির করিলেন। সেই ঘরের ভিতরে চারিদিক্ বন্ধ করিয়া সওদাগর-পুত্র অন্ধকারে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, ও রাজকন্যা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসি-য়াছে, তখন রাক্ষস বাসায় ফিরিয়া আসিল। সওদাগরপুত্র যদি তখন তাহার সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার দাঁত কপাটি লাগিত। সে একটা তাল গাছের সমান উচ্চ। মাথাটা যেন একটা প্রকাণ্ড জালা। তাহাতে আবার তামার শলার মত লম্বা লম্বা চুলগুলা চারি দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাঁত-গুলা যেন এক একটা মুলা, এবং চক্ষু দুইটা যেন বড় বড় জলন্ত লোহার ভাঁটা। রাক্ষস বাসায় আসিয়া যেমন শুইয়া পড়িল, অমনি মরার মত নিদ্রা যাইতে লাগিল। ওদিকে প্রভাত হইলে রাজকন্যা সওদাগরপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র সেখান হইতে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন— “রাজকন্যা, তুমি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ মানুষ। তোমাকে এ বিপদে ফেলিয়া আমি নিজের প্রাণের ভয়ে যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে আমার কলঙ্ক রাখি-বার স্থান থাকিবে না। আমি হয় তোমাকে উদ্ধার করিব, না হয় রাক্ষ-সের পেটে যাইব।” রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সওদাগরপুত্র কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, সওদাগরপুত্র আপাততঃ কিছু দিনের জন্য সেই খানেই থাকি-বেন, কিন্তু রাজকন্যা তাঁহার কাছে না আসিলে তিনি কখনই সেই ঘরের বাহিরে যাইবেন না। এইরূপে সওদা-গরপুত্র সেই রাক্ষসের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ রাক্ষস তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন সেই ঘরের ভিতরে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং রাজকন্যা কেবল একটিবার তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিবার জন্য অতি সাবধানে তাঁহার কাছে আসিতেন। পরে সন্ধ্যার পর যখন

রাক্ষস চরিতে বাহির হইত, তখন রাজকন্যা তাঁহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে দুই জনে বসিয়া কত কি গল্প করিতেন, এবং রাত্রি একটু অধিক হইলে সওদাগরপুত্র পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল। পরে একদিন রাজকন্যা বলিলেন—"সওদাগরপুত্র, তুমি আর কেন এখানে রহিয়াছ? যাহাতে প্রাণ বাঁচাইতে পার, এখনও তাহার চেষ্টা দেখ। এই দুরন্ত রাক্ষসকে বধ করিবার একটীমাত্র উপায় আছে, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। আমাদের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার মধ্যে এক স্ফটিক স্তম্ভ আছে। সেই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতরে এক তালপত্র খাঁড়া আছে। কিন্তু তাহা আনা মানুষের সাধ্য নহে। সেই স্ফটিক স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া তালগাছ প্রমাণ দুইটি সর্প দিবারাত্রি চৌকি দিতেছে। যদি মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে এমন কোন লোক থাকে, তবে সেই সে অজগরদিগের সম্মুখে যাইতে পারিবে।" "রাজকন্যা! এ কথা যদি তুমি আগে বলিতে, তাহা হইলে আমরা দুরাচার রাক্ষসকে বধ করিয়া কবে নিষ্কণ্টক হইতে পারিতাম। মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে যদি এমন লোকে সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্য্য নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে। ছয় সাত বছর বয়সের সময় আমার সর্পাঘাত হয়। আমাকে আরাম করিবার জন্য কত ওঝা আসিল, কিন্তু কেহই আমাকে বাঁচাইতে পারিল না। পরে যখন আমার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতেছে, তখন পথের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল সন্ন্যাসী সমুদয় বিবরণ শুনিয়া আমার মৃতদেহ নামাইতে বলিল, এবং আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র আমি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিলাম। তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারিব।" সওদাগরপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকন্যার ভারি আহ্লাদ হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আর বিলম্ব না করিয়া কল্যই রাক্ষসকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পর দিন দুপরের সময় রাক্ষস যখন মরার মত ঘুমাইতেছে, তখন রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেই পুষ্করিণীর ধারে গিয়া উপনীত হইলেন। সওদাগরপুত্র আর দেরি না করিয়া জলে গিয়া ডুব দিলেন, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্করিণীর তলায় পৌঁছিলেন। সেখানে দেখেন যে এক স্ফটিক স্তম্ভ রহিয়াছে ও তাহার দুই পার্শ্বে পাহাড়ের মত দুই সাপ পড়িয়া আছে। সওদাগরপুত্র সেখানে যাইবামাত্র তাহারা আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া তাঁহাকে গিলিতে আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা তাঁহাকে যেন চিনিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া

সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। তারপর সওদাগরপুত্র যেমন সেই স্ফটিক স্তম্ভ স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহা ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে তালপত্র খাঁড়া বাহির হইল। তখন সওদাগরপুত্র আর বিলম্ব না করিয়া সেই তালপত্র খাঁড়া হাতে রাজকন্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁড়া পাইয়া উভয়ের মনে কত যে আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? তখন রাজকন্যা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চল, আমরা এখনই সেই পামরকে বধ করি। কিন্তু সাবধান, তাহার বিকট আকার দেখিয়া ভয় করিও না।" সওদাগরপুত্র উত্তর করিলেন—"রাজকন্যা তোমার রাক্ষস ত কোন্ ছার। যদি স্বয়ং যম আসে, তথাপি এ প্রাণ ভয় পাইবার নহে।"

একটু পরেই রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র যেখানে রাক্ষস ঘুমাইতেছিল, সেই খানে আসিয়া পৌছিলেন। সওদাগরপুত্রের পায় শব্দ পাইয়া সে এক বিকট শব্দ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সওদাগরপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই তালপত্র খাঁড়া দিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে আঘাতে রাক্ষস ছিন্ন শাল গাছের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। মরণ কালে সে এমন এক বিকট চীৎকার করিল যে, তাহাতে বন কাঁপিয়া উঠিল, ও বনের পশুপক্ষিগণ ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসকে বধ করিয়া রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেখানে নিষ্কণ্টকে বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সওদাগরপুত্র রাজকন্যার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র অনেকদিন মা বাপের কোন সমাচার না পাইয়া ও তাঁহারা তাঁহার জন্য কতই চিন্তিত আছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইতে লাগিলেন। রাজকন্যা স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কত প্রবোধ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইত না। ইতিমধ্যে কাঠুরিয়ারা রাক্ষসের অত্যাচার কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া সেই বনে কাঠ কাটিতে আসিতে লাগিল। একদিন সওদাগরপুত্র তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাহাদিগকে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহাদের হস্তে সওদাগরকে এক খানি পত্র পাঠাইলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া এত দিন মৃতপ্রায় ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে পুত্রের সমাচার পাইয়া কত যে আহ্লাদিত হইলেন, তাহা আর বলিবার নয়। পরে সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী অবিলম্বে অনেক লোক জন ও টাকা কড়ি লইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইতে আসিলেন। সওদাগরপুত্র পরমাহ্লাদে সস্ত্রীক পিতা মাতার চরণ বন্দনা করি-

লেন,এবং মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! বাণিজ্য করিতে আসিয়া আর কিছু পাই নাই, তোমার চরণ সেবার জন্য একটি দাসী পাইয়াছি।" সওদাগর পত্নী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বৌকে ক্রোড়ে লইলেন ও বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দেশ হইতে সমুদয় ধন দৌলত লইয়া আসিয়া সেই খানেই বসতি করিবেন। সওদাগরের ধনের অবধি ছিল না। তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করিয়া জঙ্গল সাফ করাইতে লাগিলেন, এবং নানা দেশ হইতে প্রজা আনাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সেই বিজন বন আবার প্রজাপূর্ণ রাজ্য হইল। সওদাগরপুত্র ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী বিষয় কর্ম্মের দিকে আর বড় নজর রাখিতেন না। তাঁহারা পৌত্র গুলিকে লইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে শেষ কয় দিন মনের সুখে কাটাইয়া দিলেন।

আমার কথাটি ফুরুলো—
নটে গাছটি মুড়লো।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলের আচার—প্রথমে কুলগুলিকে চট্‌কাইয়া, তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। খুব শুষ্ক হইলে তাহাতে তৈল মাখাইবে। তাহার পরই একটী হাঁড়ীতে লবণ ছড়াইয়া তাহার উপরে ঐ কুলগুলি রাখিবে। তাহার উপরে আবার লবণ ছড়াইয়া দিয়া হাঁড়ীর মুখে সরা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। বর্ষাকালে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই কুল মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। কুলের আচার করিবার জন্য মিষ্ট দেখিয়া কুল কিনিবে। যে কুলে মিষ্ট রস থাকে, তাহার আচার ভাল হয়।

কুলের মিষ্ট আচার—প্রথমে কুল গুলিকে চট্‌কাইয়া তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে ঐ কুল গুলিকে হামানদিস্তায় কুটিবে। যদি কুল বেশী হয়, তাহা হইলে হামানদিস্তায় কুটিবার সুবিধা হইবে না, ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে গুড়ের রস করিতে হইবে অর্থাৎ গুড়কে জল দিয়া গুলিয়া কড়া করিয়া আগুণে চড়াইতে হইবে। গুড়ের রস যখন

প্রস্তুত হইবে অর্থাৎ চট্‌চটে হইবে, তখন কড়া শুদ্ধ নামাইয়া তাহাতে ঐ কোটা কুল ঢালিয়া দিয়া তাড়ু * দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। কুলের সহিত গুড়ের রসের বেশ মাখামাখি হইলেই আচার প্রস্তুত হইল ; তখন উহাকে হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩।৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

চাল্‌তার আচার—চাল্‌তা গুলিকে ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে ; বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে হামানদিস্তা অথবা ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে কুলের মিষ্ট আচারের ন্যায় গুড়ের রসে ঐ কোটা চাল্‌তা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে। তাহা বেশ মিশ্রিত হইলেই আচার প্রস্তুত হইল। ৩।৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

ছড়া তেঁতুল—শরিষা, লঙ্কা ও অল্প হলুদ একত্রে বাটিয়া রাখিবে। তেঁতুল গুলির শিরা ছাড়াইয়া উহাতে ঐ বাটা মসলা ও লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে উহাতে তৈল মাখাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। হাঁড়ীর তলায় আচার রাখিবার পূর্ব্বে কিছু লবণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর আচার রাখিবে। আবার আচারের উপরেও কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দিবে।

মিষ্ট তেঁতুল—অল্প জল দিয়া তেঁতুল গুলিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস রৌদ্রে দিবে। রৌদ্র লাগিয়া যখন বেশ ঘন হইবে, তখন উপরোক্ত প্রকারে গুড়ের রস করিয়া তাহার সহিত ঐ ঘন শাঁস মিশাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩।৪ মাস পরে খাইবে—বেশ সুস্বাদু হইবে।

করম্‌চার * আচার—করম্‌চার আচার দুই প্রকার।—

১ম প্রকার—প্রথমে করম্‌চা গুলিকে ৩।৪ ঘণ্টা কাল চুণের জলে ভিজাইবে, তাহার পর উহাদিগকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে জল হইতে নামাইয়া গায়ের জল শুষ্ক করিয়া ফেলিবে, তাহার পর উহাদিগকে চিনির রসে ফেলিয়া দিলেই আচার হইল।

২য় প্রকার—প্রথমে জলে সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ হইয়া গেলে পর রৌদ্রে দিবে। গায়ের জল শুকাইয়া গেলে, লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে, যেন করম্‌চা গুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর রাখিলেও নষ্ট হয় না।

* খন্তির ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তু, ময়রারা সন্দেশ প্রস্তুত করিবার সময় যাহা ব্যবহার করে।

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা করম্‌চাকে কণ্টাকুল বলিয়া থাকেন।

ওলের আচার—(স্বতন্ত্র প্রকার) প্রথমে ওল গুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদিগকে কাটিতে হইবে। পরে ঐ কাটা ওল গুলিকে তেঁতুলের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ সিদ্ধ হইলে হলুদ গুঁড়া, লবণ ও শরিষা বাটা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে তাহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে। তাহা হইলেই আচার প্রস্তুত হইল।

আনারসের মোরব্বা—প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তাহার পর তাহার চোক গুলি ফেলিয়া দিবে। খাইবার জন্য যেরূপ করিয়া আনারস কাটিতে হয়, সেই প্রকার কাটিয়া উহাদিগকে ঘৃতে ভাজিতে হইবে। পরে ঐ ভাজা আনারসকে চিনির রসে ফেলিলেই আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

বেলের মোরব্বা—কাঁচা বেলেরই মোরব্বা হইয়া থাকে। প্রথমে বেল গুলির খোলা ছাড়াইয়া তাহাদিগকে চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। পরে তাহার আটা গুলি জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া রাখিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সিদ্ধ করা বেল ফেলিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাতে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর নামাইবে। চিনির রসে ফেলিবার পূর্ব্বে ঐ সিদ্ধ করা বেলের গায়ের জল যেন শুকাইয়া যায়।

অড়হর ডাল—অর্দ্ধ সের অড়হর ডাল রন্ধন করিতে হইলে—প্রথমে ঐ ডাল হাড়ী করিয়া চড়াইয়া দিবে—অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে তাহাতে এক ছটাক ঘৃত ও অর্দ্ধ ছটাক তেজপাত ফেলিয়া দিবে। পরে সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এই প্রকারে যে অড়হর ডাল রন্ধন করা হইল, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও অতি সুস্বাদু।

অড়হর ডালে অল্প ঘৃত দিয়া রন্ধন করিলে তাহাতে অম্বলের পীড়া হয়। যাঁহাদের অম্বলের পীড়া আছে, তাঁহারা যেন কদাচ অল্প ঘৃত দিয়া অড়হর ডাল আহার না করেন।

উচ্ছে চড়চড়ী—উচ্ছে ও আলু (খোসাশুদ্ধ) কাটিয়া অতি সুন্দররূপে তৈলে ভাজিবে। লঙ্কা, হলুদ ও শরিষা (অল্প পরিমাণে) বাটিয়া একত্রে জলে গুলিবে; ঐ জলে ঐ আলু ও উচ্ছে সিদ্ধ করিবে; সিদ্ধ করিবার সময় লবণ দিবে ও ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। জল যেন বেশী না হয়। সমস্ত জল মরিয়া গেলে তৈলে ৫ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। সম্বরার সময় খুব নাড়িবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখন নামাইয়া দেখিবে অতি সুন্দর উচ্ছের চড়চড়ী হইয়াছে।

বেগুনের তরকারী—কচি ছোট ২ বেগুণ বোঁটাসুদ্ধ মাঝা মাঝি করিয়া চিরিয়া ২ খানা করিবে। হলুদ ও লঙ্কা বাটা জলে গুলিয়া তাহাতে লবণ

দয়া সেই জলে ঐ বেগুন সিদ্ধ করিবে। বেগুনের পরিমাণ অনুসারে জল দিবে। সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়ীর মুখে ঢাকা দিবে। জল মরিয়া গেলে নামাইবে। পরে অন্য পাত্রে তৈল, পাঁচ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখনই নামাইবে। আহারের সময় পাচিকা সেই বৌটাটী ধরিয়া আস্তে আস্তে পাতে ফেলিয়া দিবেন।

গোল আলু ভাজা—গোল আলু খোসা সুদ্ধ পাতলা করিয়া তরকারীর (ঝোলের) আলুর ন্যায় কুটিবে। আস্ত ধনে, আস্ত তেজপাত ও আস্ত গোলমরিচ (শুদ্ধ খোলায়) ভাজিয়া অল্প জল দিয়া বাটিয়া লইবে। আলুগুলি প্রথমে অল্প করিয়া তৈলে ভাজিবে। ভাজিবার সময় খুব নাড়িবে; ভাজা হইলে তাহাতে ঐ মসলা বাটা অল্প জল দিয়া ঢালিয়া দিবে। ঐ সময় লবণ দিয়া খুব নাড়িবে, আলুর গায়ে মসলা শুখাইয়া গেলে নামাইবে।

ওলের চাট্‌নি—যেমন ওল হউক না কেন, মুখ লাগিবে না। ওল ছাড়াইয়া বরফির মত করিয়া কুটিবে। জলে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শরিষার তৈলে ভাজিবে, ভাজিয়া যখন লাল হইবে, তখন তাহাতে লবণ, তেঁতুল গোলার জল, শরিষা বাটা ও অল্প হলুদের জল ঢালিয়া দিবে। অল্প সিদ্ধ হইলে ও রস থাকিতে থাকিতে নামাইবে। এই ওলের চাট্‌নী হইল।

বিধবার কাহিনী।

আঁধারের মাঝে শৈশবে আছিনু,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল
প্রেমের মোহন বলে।

উজ্জ্বল সংসার হইল আঁধার
তাঁহারে হারানু যবে,
তাঁরি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁচিয়া রয়েছি ভবে।

"বিধির বিধান মস্তকে ধরিয়া
হব সদা আগুয়ান,
বিপদ সম্পদ তাঁহারি আশীষ,
তাঁহারি স্নেহের দান।"—

এ কঠিন ব্যথা দেব-আশীর্ব্বাদ!
বিধির শুভ বিধান,
তবুত পারি না তাঁর পদ চেয়ে
জুড়াতে এ ভাঙ্গা প্রাণ।

গেছে আশা সুখ জনমের মত,
কোন সাধ নাহি ভবে,
সদা ভাবি মনে, কোন শুভক্ষণে,
দুজনায় দেখা হবে।

হবে কি কখন? বলেছেন হবে!
সেথা—এ বিশ্বাস মম—
মরতের সেই গভীর প্রণয়
হইবে গভীরতম।

জীবনের কাজ সাঙ্গ হয় যবে
মরণের পথ দিয়া,
প্রবাসী মানবে বিধাতার দূত
স্ব-আলয়ে যায় নিয়া।

ক্ষুদ্র এ জীবনে আছিল যে কাজ
বহুদিন বুঝি নাই,
তাঁরি কাছে থেকে, তাঁর হিয়া দেখে
বুঝিনু, ভাবি গো তাই—

এ মম জীবনে, ধূলি-রেণু সম
তুচ্ছ এ জীবন মম,
যদি কোন কাজ থাকে করিবার
রেণুর রেণুকা সম;

তাও যেন আহা, করে যেতে পারি
বিধির চরণ চেয়ে,
যে গীত শিখেছি, দুঃখ অন্ধকারে
আশার সে গীত গেয়ে।

একটী অনাথ পিতৃহীন বালা
কুড়াইয়া পথ মাঝ,
আনি দিলা পতি কোলেতে আমা
সপ্তবর্ষ হ'ল আজ।

আপনার ভাবি দুজনে আমরা
পালিতে আছিনু তায়,
শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া
একজন গেল হায়।

ভাবি মনে মনে, পরমেশ-শিশু
রয়েছে আমারি কাছে,
একটী অমর আত্মার কোরক
তার ভার হাতে আছে;

একটী অস্ফুট কুসুম কলিকা
ফুটিবে আমারি কোলে,
কত কীট তাহে পারে প্রবেশিতে
আমার ত্রুটি হ'লে।

দুঃখময় এই জীবন আমার
মাঝে মাঝে লাগে ভাল,
বালিকার আশা অন্ধকার চিতে
কোথা হ'তে ঢালে আলো।

ওর কথা ভেবে, ওর মুখ চেয়ে
দিবস চলিয়া যায়,
ভুলে গেছি হাসি, ওর হাসি দেখে
হাসিতেও সাধ যায়।

গৃহকার্য্য।

সংসারের অসচ্ছলতা হইলে গৃহিণী দ্বারা যে তাহার অনেকটা প্রতিপূরণ হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অবিরল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা ও তজ্জনিত বিলাসিতার প্রাদু-

র্ভাবে অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে পরিবেশন করিব, ইহা প্রাচীনা পুরন্ধ্রীদিগের গৌরবের বিষয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে পাককার্য্য নীচকার্য্য বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সন্তানপালনের ভারও ধাত্রীর উপর ন্যস্ত, গৃহিণী কেবল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া শয্যা বা সুখাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া—মনোরম পুস্তক পাঠ বা ক্রীড়নীয় পশমের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভাল বাসেন—এ দিকে গৃহস্থ অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক ব্যয়ভার সংকুলান করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গৃহিণী যদি অপেক্ষাকৃত ধনী লোকের কন্যা হন, তাহা হইলে গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে স্বামীর দুঃখে দুঃখ বোধ করেন না, এমন গৃহিণী যে মূলে নাই, আমরা এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনা হিন্দু রমণীদিগের গৃহিণীপনা হইতে শিখিবার অনেক আছে, নব্যা শিক্ষিতা ভগিনীগণ যদি অশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছু হন, সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য দুই একটী গৃহিণীর দৃষ্টান্ত দর্শন করুন্। আমেরিকার একটী ভদ্র মহিলা সংসারের অসচ্ছলতা হইলে তৎপ্রতিকারার্থে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, একখানি প্রকাশ্য পত্রিকায় তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামী দৈবোৎপাতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়, অতি কষ্টে দৈনিক ব্যয় সম্পন্ন হইত। আমি দাস দাসী সমস্ত ছাড়াইয়া দিলাম, নিজে পাচিকা, দাসী ও ধাত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের কারখানায় কতকগুলি লোক কাজ করিত, তাহারা প্রবাসী, বাসা করিয়া অন্যত্র থাকিত, আমি স্বামীর অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে স্থান দিলাম, এবং তাহাদিগেরও রন্ধন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতাম। এইরূপ অতিরিক্ত ও অনভ্যস্ত পরিশ্রম করাতে প্রথমে আমার কিছু কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি স্বাস্থ্যভঙ্গেরও সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে শরীরও সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম হইল। এক্ষণে কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি আহ্লাদের সহিত কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। আমার একটী মাত্র সন্তান, নিকটে বিদ্যালয় না থাকাতে তাহারও অধ্যাপনা করিয়া থাকি। সন্তানটী অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চঞ্চল, এটা কি, ওটা কি করিয়া প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, আমি তাহার সমুদয়গুলির উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত অবসর পাই

না, ইহাই কেবল আমার একমাত্র দুঃখের কারণ।”

আর একটী মহিলা লিখিয়াছেন যে, “সাংসারিক সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা স্বামীকে বিরক্ত করা অনুচিত। সংসারে সচ্ছল অবস্থায় সকল কার্য্য তো সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইবেই, কিন্তু অসচ্ছল অবস্থায় সচ্ছলতা সাধনই গৃহিণীপনা। আমি স্বামীকে এ জন্য কখনই উত্ত্যক্ত করি না। আমি কতকগুলি ছাপার অক্ষর কিনিয়া রাখিয়াছি। গৃহকার্য্য, রন্ধন, শিশুপালন, সূচীকার্য্য, পরিচ্ছদ ধৌতকরণ ও ইস্ত্রিকরণ ইত্যাদি আবশ্যক কার্য্য সকল স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াও প্রত্যহ ২২৫০ অক্ষর সংযোজন করিবার সময় পাই। ১০০০ অক্ষর যোজনার মূল্য আট আনা হইতে বার আনা, এই হারে প্রায় প্রত্যহ দেড় টাকার কার্য্য হয়। আমার বাটীর পার্শ্বেই ছাপাখানা, সুতরাং অক্ষরগুলি “গেলি” সংবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমাদিগের নব্যা মহিলারা এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সংসারের অসচ্ছলতার প্রতিকারে যত্নবতী হন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশীয় প্রাচীনা গৃহিণীর দৃষ্টান্ত আজিও যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন এবং তাঁহাদিগের সদ্‌গুণগুলি যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া লন। “দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।” প্রাচীনাদের অভাব হইলে তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে হইবে।

রমণীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে রমণী জাতি পুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখাইতে পারেন, ইহা অনেকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। দুষ্ট স্বার্থের অনুগমন করিতে গিয়া অনেক গুলি কুসংস্কারসম্পন্ন পুরুষ মহাশয় মনে করেন বিধাতা বুঝি পুরুষ জাতিকেই সকল প্রকার গুণের আধার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, নারীজাতিকে জগদীশ্বর পুরুষের ক্ষমতা ও গুণে বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ এক শ্রেণীর মানবেরা ভাবিয়া থাকেন, পুরুষেরাই জগতের সার ও শ্রেষ্ঠ, এবং পুরুষেরা ক্ষমতা ও দক্ষতায় অদ্বিতীয়; কেবল “হতভাগিনী অবলা নারী জাতি বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তা'ই তাহারা পৃথিবীর কোন কাজেই ক্ষমতা দেখাইতে পারে না।” পাশব ক্ষমতায় পুং জাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে সকল গুণ লইয়া প্রকৃত মানব নামের সৃষ্টি, তাহা নারী

জাতি মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভাব আমরা দেখি নাই। নিম্নের দুই টি অভিনব দৃষ্টান্ত নারী জাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিলে বলা যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী রমণী কুলের মধ্যে যখন এরূপ দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কেমনে বলিব "নারী জাতি কার্য্যদক্ষতা ও মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না।"

প্রথম দৃষ্টান্ত যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে (মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহোদয় নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যশোহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদনন্তর তথা হইতে সস্ত্রীক পলায়ন করিয়া নলডাঙ্গা গ্রামের সন্নিহিত বেত্রবতী নাম্নী ক্ষুদ্রা নদীর উপরিভাগে গুপ্ত আবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময়ে নলডাঙ্গা বনশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত পতিত ভূমির ন্যায় অবস্থিত ছিল, এবং শুনা গিয়াছে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে তৎকালে দস্যুগণ সম্মিলিত হইয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, দস্যুতা ইত্যাদি দানবীয় কুকার্য্য কলাপ সমূহের অনুষ্ঠান করিত। প্রাচীনেরা বলেন, কোন কোন স্থান নলগাছে আবৃত ছিল বলিয়া "নলডাঙ্গা"র বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন স্থান আজিও "হাড়ভাঙ্গা" বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক, এই স্থানে মহারাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন, এবং এই স্থানেই তাঁহার মহিষী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মহারাজার পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা একটি রমণী নরপতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েন এবং (শুনা গিয়াছে) অবশেষে রাজার প্রেমনয়নে পতিতা হইয়া সাধারণ সমীপে মহিষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রমণীর নাম আমরা জানি না এবং তত্রত্য লোকেরাও বলিতে পারেন না। এই রমণী বেত্রবতী নদীর * তীরে এক মন্দির স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, উহা গুঞ্জনাথের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সুবিশাল প্রাচীন মন্দিরটি এক্ষণে নলডাঙ্গার রাজবংশের অধিকারভুক্ত। ঐ মন্দিরে যে মহাদেব মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম গুঞ্জনাথ, তদনুসারে নলডাঙ্গার আদিনাম "গুঞ্জনগর" হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ইষ্টক খসিয়া গিয়াছে। উহার মধ্য দেশে এক্ষণে একটি সুবিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৃক্ষের নাম কেহই জানে না, ইহাকে সহজে চিনা যায় না। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নানা প্রকার পাথরের মূর্ত্তি

* এই নদী "ব্যাঙ্গ" নদী বলিয়া খ্যাত।

দেখা যায়। সে গুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি মনোহর। পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ঐ মন্দিরের অসংখ্য মূর্ত্তি সমূহ রমণী নিজ হস্তে ছয় বৎসর কাল ব্যাপিয়া সম্পন্ন করেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সময় কিম্বা বসন্তের প্রভাতে ঐ স্থানে কিয়ৎ কাল অবস্থান করিলে শরীর শীতল এবং মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বর্দ্ধমান রাজের পরিচারিকা মহাশয়া বেত্রবতী নদীর ঘাট হইতে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত স্বহস্তে একটি প্রস্তরময় বর্ম্ম ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল কার্য্য ৮ বৎসর কাল অধ্যবসায়ের ফল-স্বরূপ। আটবর্ষ কাল এতাদৃশ কষ্ট ও সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া থাকা এক জন রমণীর পক্ষে নিতান্ত অল্প গৌরবের কথা নহে। স্বহস্তে এ গুলি প্রস্তুত করা অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞারও পরিচায়ক।

(ক্রমশঃ)

রাজকুমারী আলেক্‌জাণ্ড্রিণা

উপরে যে সুকুমার বালিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডের প্রাচীন কেন্‌সিংটন রাজ প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর অভ্যুদয়ে ইহাঁর জনক জননীর এবং পরিজনবর্গের প্রাণে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীর অপর লোক তাহার কিছুমাত্র সংবাদ লয় নাই এবং লওয়া আবশ্যকও বোধ করে নাই। এক দেশের রাজার চতুর্থ পুত্রের এক কন্যা জন্মিয়াছে, সে রাজকুমারও সামান্য অবস্থার লোক, ইহাতে আর অপর লোকের চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইবে? শিশুর পিতামহ আপ-

নার বংশের নামানুসারে ইহাঁর নাম জর্জিয়ানা রাখিতে চাহিলেন, ইহাঁর পিতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজ্ঞী এলিবেথের নামে ইহাঁর নামকরণ করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ইহাঁর বড় জ্যেষ্ঠতাত তৎকালীন রুসীয় সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডারের নামানুসারে ইহাঁকে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তিনি পরিবারের মধ্যে অধিক ক্ষমতাপন্ন লোক বলিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে কন্যা "আলেক্‌জাণ্ড্রিণা" নামে আখ্যাত হইলেন। তাহার মাতার নাম বিক্‌টোরিয়া বলিয়া "বিক্‌টোরিয়া আলেক্‌জাণ্ড্রিণা" এই জাঁকাল নাম তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু "ড্রিণা" তাহার আদরের নাম হইল এবং বাল্যকালে "ক্ষুদ্র ড্রিণা" নামেই তিনি পরিজনবর্গের নিকট পরিচিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র ড্রিণা—জগতের অপরিচিতা বালিকা কে? জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে ইনিই এখন জগদ্‌বিখ্যাত মহারাণী বিক্‌টোরিয়া, ভূমণ্ডলব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, বয়সে প্রাচীনা এবং ৫০ বৎসর অতুলন সুখশান্তিময় রাজত্ব করিয়া কোটী কোটী লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের মধ্যে "ক্ষুদ্র ড্রিণারই" সর্ব্ব প্রথম গোবীজে টীকা দান করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে পিতামাতা কন্যাকে লইয়া ডিবন সায়ারের তীরবর্ত্তী সিডমাউথ নামক স্থানে বাস করেন। এখানে এক দুর্ঘটনা হয়। এক শিকারপ্রিয় বালক ক্ষুদ্র পক্ষী শিকার করিবার জন্য বন্দুক ছুড়িতেছিল, তাহার গুলি কুমারী যে গৃহে শয়ান ছিলেন, তাহার সার্সী ভেদ করিয়া মাথার অতি নিকটে গিয়া পড়ে, আর একটু হইলে তিনি আহত হইয়া মারা যাইতেন। এ সময় তাহার পিতা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, জলে ভিজিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, আসিবামাত্র কন্যার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া আর্দ্র বস্ত্রেই তাহাকে দেখিতে যান। ড্রিণার বয়স তখন ৮ মাস মাত্র, সেই বয়সেই তিনি পিতাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন, হাত পা ছুড়িয়া অস্ফুটস্বরে কত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! রাজকুমার কন্যার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কয়েক মিনিট তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ায় তাহার ভয়ানক সর্দ্দি হইয়া গলা ফুলিল এবং সেই রোগেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। ৮ মাস বয়সে ড্রিণা পিতৃহীন হইলেন।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে রাজবধূ লুইসা যে কি সঙ্কটাবস্থায় পড়িলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইংলণ্ডে তিনি সম্পূর্ণ বিদেশী। বিবাহ হইয়া এক বৎসর কাল স্বামীর সহিত জর্ম্মণিতে ছিলেন, কয়েক মাস মাত্র শ্বশুরালয়ে

আসিয়াছেন, রাজবাটীর সকলের সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হন নাই, ইংরাজদের ভাষা, রীতি নীতি কিছুই ভাল করিয়া আজও শিখিতে পারেন নাই। তাহার উপর আর্থিক অবস্থা বড় অসচ্ছল। তাঁহার স্বামী মুক্তহস্ত থাকাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়া যথেষ্ট ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা শোধ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাই করিলেন, ইহাতে আরও অনাটনে পড়িলেন। যাহা হউক কন্যাকে ইংরাজ মহিলার ন্যায় সুশিক্ষিতা করিবার জন্য স্বামীর উপদেশ ছিল, রাজবধূ সেই উপদেশ আপনার জপমন্ত্র করিয়া তৎপালনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদিগের মহারাণী সৌভাগ্যক্রমে সুপিতা ও সুমাতা পাইয়াছিলেন, তাই তাহার বাল্যজীবনেই তাহার চরিত্র মহৎভাবে গঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতা রাজকুমার এডওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, উদারতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার জননী লুইসা বিক্টোরিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পরিণামদর্শিনী রমণী ছিলেন। পিতা মাতা উভয়ের গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া তাহার প্রকৃতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ মহারাণী তাঁহার জ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তাহার মাতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। তিনি ৮ মাস বয়সে পিতহীনা হইলে, তাঁহার পালন ও শিক্ষা বিধান জননীর একমাত্র ব্রত হইয়াছিল এবং তিনি সহস্র ত্যাগ স্বীকার ও সহস্র কষ্ট নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া কন্যাকে মানুষ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টার ফলে মহারাণী "রমণী রত্ন" বলিয়া জগতের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

মাতার সুশিক্ষা গুণে রাজকুমারী আলেক্‌জাণ্ড্রিণার বাল্যচরিত্রে নিম্নলিখিত সদ্‌গুণ সকল লক্ষিত হইয়াছিল। (১) সৌজন্য, (২) সহৃদয়তা, (৩) সত্যনিষ্ঠা, (৪) অধ্যবসায়, (৫) স্বভাবানুরাগ, (৬) মিতব্যয়িতা, (৭) আত্মসংযম, (৮) ধর্ম্মনিষ্ঠা, আমরা ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতেছি। *

তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে অপর লোককে নমস্কার ও অভিবাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সামান্য ভৃত্য বা প্রজা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলে তিনি "আধ আধ" ভাষায় "গুড মর্ণিং" প্রভৃতি সৌজন্যসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেন, কখনও কাহারও নমস্কার পাইয়া প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিতেন না। তিনি যখন পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, তখন একটী ঘটনা হয়, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বয়সী লীয়া নাম্নী একটী বালিকা অল্প বয়সে

* "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া" পুস্তক হইতে অধিকাংশ সঙ্কলিত হইল। বা, বো, স।

বীণা বাজাইতে আশ্চর্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রাজবধূ লুইসা কন্যাকে ও ঐ বালিকাকে একত্র রাখিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খেলনার অর্দ্ধেক লীয়াকে ভাগ করিয়া দিয়া আনন্দ করিতেছেন।

লেজেন নাম্নী একজন উচ্চ বংশীয় মহিলা রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ এক দিন ড্রিণা পাঠে মনোযোগ না করিয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "না, রাজকুমারী আমাকে কেবল একবার মাত্র কিছু বিরক্ত করিয়াছিলেন।" রাজকুমারী এই কথায় শিক্ষয়িত্রীর বাহুস্পর্শ করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন "না লেজেন তুমি ভুলিতেছ—দুইবার।" বালিকার এরূপ সত্যানুরাগ যার পর নাই প্রশংসনীয়।

রাজকুমারী কি অধ্যয়ন কি ক্রীড়া যে কার্য্য একবার আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না, এ বিষয়ে তাহার মাতার কঠোর শাসন ছিল। এক দিবস প্রমোদোদ্যানে শুষ্ক দুর্ব্বাদল লইয়া একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া ক্রীড়ান্তরে দৌড়িয়া যান, তাহার মাতা ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বারা সেই স্তূপ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিয়া লন। অধ্যবসায় গুণ শিক্ষা করিয়া রাজকুমারী ৬ বৎসর কালের মধ্যে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হন।

রাজবধূ ইংলণ্ডের রাজসভা ও তাহার দূষিত ভাব হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন এবং কন্যাকেও অতি যত্নে তাহা হইতে দূরে রাখিতেন। অন্য দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দুহিতার চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বৃক্ষলতা ও স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে তাহাকে লইয়া বেড়াইতেন। রাজকুমারী এই জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষায় অনুরাগিণী হন এবং পুষ্পলতা পাতা লইয়া থাকিতে সর্ব্বক্ষণ ভাল বাসিতেন। ইহা হইতে চিত্র বিদ্যায়ও তাহার সমধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

আলেক্জাণ্ড্রিণা তাহার পকেট খরচের জন্য কিছু টাকা পাইতেন, তাঁহাকে হিসাব করিয়া তাহা ব্যয় করিতে হইত এবং মাতার নিকট হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইত। ইহাতে বাল্য কাল হইতে তিনি মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন। তিনি এক দিবস রাজপরিবারস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে কিছু উপহার দিবার জন্য বাজার করিতে যান। অনেক দ্রব্য ক্রয় করিলেন, কিন্তু শেষ মূল্য হিসাব করিয়া দেখিলেন, একটী অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিবার টাকা তাহার নাই। বিক্রেতা সেটী ধারে বিক্রয় করিতে চাহিল। কিন্তু রাজকুমারী কোন মতেই লইলেন না, বলি-

লেন যদি তুমি জিনিষটী তুলিয়া রাখিতে পার, আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে কিনিতে পারি।" ঋণ করিয়া ব্যয় করা তাহার স্বভাব ও শিক্ষায় বিরুদ্ধ ছিল। ইহাতে তাঁহার আত্মসংযমেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাজকুমারীর ৩টী শিক্ষাগুরু ছিলেন—তাঁহার মাতা লুইসা, শিক্ষয়িত্রী লেজেন এবং পাদ্রি ডেবিস। ইহাঁরা সকলেই তাহার চিত্তে নীতি ও ধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। পাদ্রী সাহেব প্রতিদিন প্রাতে তাহাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতেন এবং তাহার উপদেশ সকল বুঝাইয়া দিতেন। ধর্ম্মপরায়ণা মাতা বাল্যকাল হইতে তাহাকে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, প্রতি সপ্তাহে উপাসনা মন্দিরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। উপাসনালয়ে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া জননীকে দেখাইতে হইত। এতদ্ভিন্ন জীবনের দৈনন্দিন লিপি তাহাকে রাখিতে হইত। রাজকুমারী উপাসনালয়ে আশ্চর্য্য তদ্‌গত হইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এক দিবসের কথা বর্ণিত আছে একটী বোল্‌তা তাহার সুকুমার মুখের নিকট ভন্ ভন্ করিয়া তাঁহাকে হুল ফুটাইতে উদ্যত, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। মাতা তাহার জীবনকে পবিত্র ও ঈশ্বরগত করিবার জন্য একান্ত যত্ন করিতেন, দীনের প্রতি দয়া, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান এবং নিষ্ঠা সহকারে কর্ত্তব্য পালনে প্রবর্ত্তিত করিতেন। ইহাতেই ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাকুমারীর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দয়াধর্ম্ম রাজমুকুট অপেক্ষা তাহার প্রকৃতির শোভা সর্ব্বাধিক বর্দ্ধন করিয়াছে।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র বস্তু এমন কি যাহা সুধু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, এমন ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায় এবং দূরবীক্ষণের দ্বারা অতি দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়। এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে কি উপকার সাধিত হয়, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা ভাল রূপ জানেন। অনুবীণ ও দূরবীণ কি কি উপকারে আইসে, তাহা দেখাইবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হইল না। এই যন্ত্রদ্বয় কিরূপে নির্ম্মিত হয় ও কিরূপে একটী দ্বারা ছোট বস্তু দেখায়, এবং অন্যটী দ্বারা দূরস্থিত বস্তু

বামাবোধিনী পত্রিকার ক্রোড়পত্র
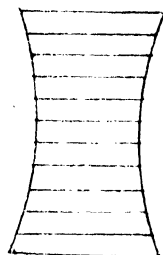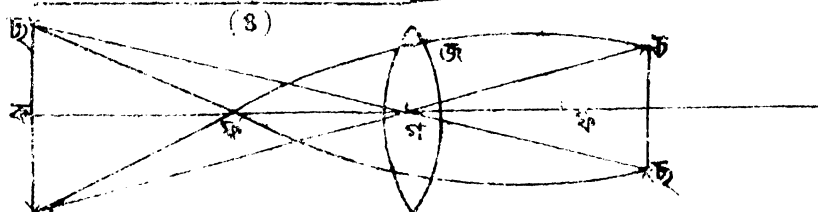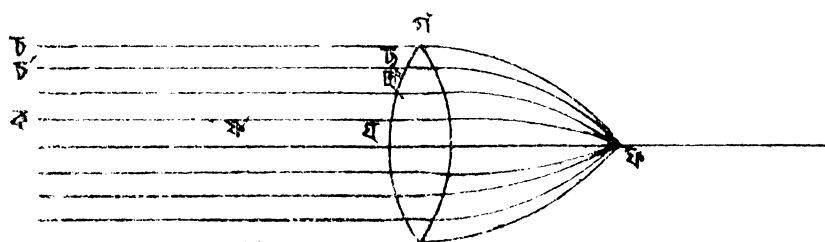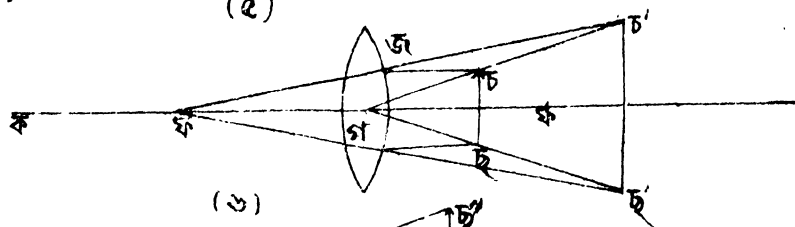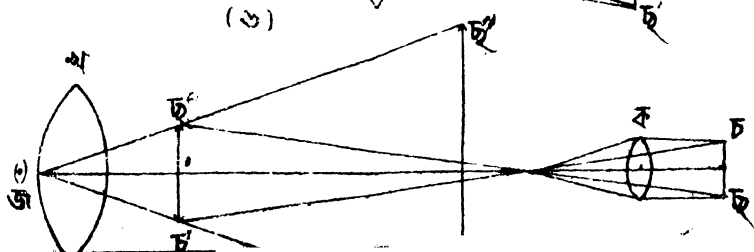
নিকটে দেখা যায়, তাহাই বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই যন্ত্রদ্বয় বুঝিতে হইলে অন্য কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক। একপ্রকার কাচ আছে, তাহাকে ইংরেজিতে লেন্স্ (lense) বলে। ঐ কাচ অনেক রকম আকারের হয়, আমরা কেবল দুই রকম আকারের কাচের উল্লেখ করিব।

ইহাদের এক রকম আকারের কাচ মোচার ন্যায়, কিন্তু কিছু চাপটা, অর্থাৎ চারি দিক্ গোল নহে, উহাকে আমরা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ বলিব, যেমন ক্রোড়পত্রের ১ম চিত্র। এবং অন্য আকারেরটী যেমন ২য় চিত্র, উহাকে আমরা নিম্নপৃষ্ঠ কাচ বলিব। যদিও ২য় চিত্রের কাচ অনুবীণ ও দূরবীণে আবশ্যক নাই, কিন্তু অন্য বিষয় বুঝাইতে উহা আবশ্যক হইবে। এখন ১ম চিত্রের কাচের দ্বারা অর্থাৎ উন্নতপৃষ্ঠ কাচের দ্বারা কি কি কাজ হয়, দেখা যাউক। সূর্য্যের রশ্মি প্রত্যেক বস্তুর উপর সমান্তরভাবে পড়ে। যেমন গ কাচের উপর চছ,ফ ছ...পড়িয়াছে। ক খ রেখা গ কাচের কেন্দ্র (মধ্য বিন্দু) দিয়া যে ভাবে গিয়াছে, ঐরূপ রেখাকে ঐ কাচের প্রধান রেখা বলিব। যদি ঐ কাচ সূর্য্যের দিকে রৌদ্রে ধরা যায়, কাচের অপর দিকে সমস্ত রশ্মিগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। ঐ বিন্দুকে ইংরাজিতে প্রধান (focus) ফোকস্ বলে। আমরা উহাকে, প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু বলিব। ৩য় চিত্রে ফ ঐ কাচের প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু। যেখানে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্রে মিলিত হইল, সেই খানে কোন শুষ্ক দ্রব্য ধরিলে আগুণ ধরিয়া উঠিবে। ওখানে হাত ধরিলে ফোস্কা পড়িবে। কাচের অন্য দিকেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রহিয়াছে। যেমন ফ', এখানে ফ ও ফ' কাচ হইতে ঠিক্ সমান দূরে। যদি একটী বস্তু সূর্য্য যত দূরে রহিয়াছে, তত দূরে থাকে এবং উন্নতপৃষ্ঠ কাচ তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিমূর্ত্তি প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে (কাচের অপর দিকে) হইবে। সুতরাং ফ বিন্দুতে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্র হইয়া যে ক্ষুদ্র গোলাকার আলোক দেখা যায়, উহা সূর্য্যের ক্ষুদ্রতম প্রতিমূর্ত্তি যত সেই বস্তুটী কাচের দিকে আনা যাইবে, ততই কাচের অন্য দিকে প্রতিমূর্ত্তিটী প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে অর্থাৎ কাচ হইতে ক্রমেই দূরে যাইবে এবং বড় হইবে। বস্তুটী ফ এ রাখিলে উহার প্রতিমূর্ত্তি অতি দূর স্থানে হইবে। ফ ও কাচের মধ্যে রাখিলে বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্ত্তি হইবে না, কিন্তু অপর দিক হইতে কাচের নিকট চোক রাখিয়া দেখিলে বড় প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে। এই প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত হইবে না, অন্য গুলি বিপরীত হইবে। প্রতিমূর্ত্তি কোথায় হইবে, তাহা চতুর্থ চিত্রে বুঝাইব।

এই ৪র্থ চিত্রে চছ একটী বস্তু। ফ

(প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু) হইতে দূরে স্থিত।

চজ, কফ এর সমান্তর করিয়া টান। জ ও ফ' সংযুক্ত কর। গ (কাচের কেন্দ্র) ও চ সংযুক্ত কর। চগ ও জ ফ' রেখা দ্বয় বর্দ্ধিত করিয়া চ' বিন্দুতে মিলিত কর। ঐ চ' বিন্দুতে চ এর প্রতিমূর্ত্তি। এইরূপে ছ বিন্দুর প্রতিমূর্ত্তি ছ' এ হইবে। চছ এর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু গুলির প্রতিমূর্ত্তি চ' ছ' এ হইবে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত হইয়াছে।

যদি বস্তুটী প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু ও কাচের মধ্যে থাকে যেমন ৫ম চিত্রের চ ছ। এখানেও ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপে গ চ ও ফ' জ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া যেখানে মিলিত হইয়াছে যেমন চ', সেখানে চ এর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে, কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্ত্তি কাগজ ধরিলে পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিমূর্ত্তি বড় দেখাইবে, কিন্তু বিপরীত নহে। এখন অনুবীণ ও দূরবীণ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। প্রথমে অণুবীণ আরম্ভ করিব।

যষ্ঠ চিত্রে ক ও খ দুই খানি উন্নতপৃষ্ঠ কাচ। ক, খ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। চ ছ একটী ক্ষুদ্র বস্তু। ক, কাচের প্রধান বিন্দু হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ৪র্থ চিত্রের নিয়মানুসারে এই চছ এর বৃহৎ ও বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি চ' ছ' হইবে। আবার খ কাচ এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে চ' ছ', খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যে পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বের ৫ম চিত্রের নিয়মানুসারে চ' ছ' এর বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তি চ'' ছ'' স্থানে, জ এর নিকট চোক রাখিলে দেখা যাইবে। এখন চ'' ছ'', চছ চেয়ে কত বৃহত্তর তাহা ৬ষ্ঠ চিত্র দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ঐ দুই খানি উন্নতপৃষ্ঠ কাচ ঐরূপ ভাবে একটী পিতলের চোঙের মধ্যে রাখিলে অণুবীক্ষণ বা অণুবীণ হইল।

দূরবীণ, অনুবীণ হইতে তত বিভিন্ন নয়, কেবল ক কাচ অত্যন্ত বড় এবং ইহার প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যস্থিত। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে অতি দূরস্থিত বস্তুর বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক কাচের প্রধান বিন্দুতে হইবে। আবার এই প্রতিমূর্ত্তির বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তি ৬ষ্ঠ চিত্রানুসারে দেখা যাইবে। আবার এই দুই কাচের মধ্যে আর একখানা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ দিলে বিপরীত প্রতিমূর্ত্তির বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি হইবে। পাঠিকাগণ একটু মনোযোগের সহিত ছবি দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

কবিতা-স্তবক।

ধ্রুব তারা

চিরকাল চেয়ে আছ
কার দরশনে ?
শ্রান্তি নাই, ঘুম নাই
তোমার নয়নে।
একি ভাবে একি দিকে
আছ চেয়ে যুগ যুগান্তর।
পলক পড়ে না চোখে
গম্ভীর অন্তর।
আছে কি রূপের খনি—
সুধার সাগর
অনন্তের পরপারে
কুহেলী-ভিতর ?

দে'খেছিলে একদিন
নিশা-শেষ ভাগে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম-ঘোরে
আধ আধ জেগে
স্বপনে সে রূপ-ঘটা
মধুর মধুর ?
পরাণে রয়েছে স্মৃতি
অতি দূর দূর ?
জেগে কি রয়েছ চেয়ে
হয়ে আত্ম-হারা ?
বল ভেঙ্গে মর্ম্মকথা
ওহে ধ্রুব তারা !

কুসুম-বাসিনী আমার

এক দিন স্বপনে আমি
দেখেছিনু তারে
ফুটন্ত গোলাপে শুয়ে
আছে চন্দ্র-করে।
এলায়ে রয়েছে কেশ
ঝুলিছে কুসুম-ডালে।
মুদিত কমল-আঁখি
ভি'জেছে শিশির-জলে।
মৃদুল বাসন্ত বায়ে

কুন্তল উড়িছে ধীরে।
খেলিছে চাঁদের রশ্মি
প্রফুল্ল ললাট-পরে।
হাসি নাই, কান্না নাই,
অধর-নয়ন-কোণে।
ঘুমাইছে একাকিনী
গভীর প্রশান্ত মনে।
ফুটন্ত মালতী-রাশি
শুভ্র বক্ষ তার

মৃদুল নিশ্বাস-ভরে
তরঙ্গিত বার বার।
অঙ্গেতে সুবাস ভরা
চন্দন চুয়ার—
রূপ হেরি চমকিত
পরাণ আমার।
কে যেন গাইতেছিল
সুদূরে বাঁশীতে গান।
অদূরে বহিতেছিল
ক্ষুদ্র নদ স্রোতস্বান।
জগতের কোলাহল
কোথা নাহি তার।
বোধ হয়, সেই স্থান
অতীত ধরার।
বাঁশীটী গাইতেছিল,—
"কবিতা-সুন্দরী গো—
কুসুম-বাসিনী আমার!"

বিধিবদ্ধ পাপের উন্মূলন চেষ্টা।

সমাজে অবলাজাতির উপর অনেক প্রকার অত্যাচার হয়, কিন্তু রাজবিধি দ্বারা তাহাদিগের পাপ কার্য্যের পথ উন্মুক্ত করা অপেক্ষা ঘোরতর অত্যাচার আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সর্ব্বোচ্চ পবিত্র কার্য্য প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা, রাজা ধর্ম্মনাশক হইলে পৃথিবী রসাতলে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুসভ্য খ্রীষ্টান বৃটিষ গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা পাপের প্রশ্রয় দান করিতেছেন। এই আইন পাপ আইন ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ইংলণ্ডে এই আইন রহিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার পূর্ণ আধিপত্য। ভারতবর্ষের মধ্যে ৭২টী নগরে আইন-বলে স্ত্রীলোকের দেহ নরকে নিমগ্ন ও পাপের নিকট বিক্রীত করা হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই এই পাপের ক্ষেত্র বিস্তারিত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান্। ভারতবাসিনীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় ভারতসন্তানদিগের চক্ষু উন্মীলিত হয় না, কিন্তু আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইংলণ্ডের কতকগুলি সহৃদয় নরনারী রাজ অত্যাচার নিবারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারতের পবিত্রতা রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাঁরা লণ্ডনে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, এবং বোম্বাই নগরে তাহার এক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাঁরা উপরি-লিখিত বিষয়ের আন্দোলনার্থ কয়েকখানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে প্রচার করিতেছেন, এবং অনেকগুলি পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পার্লেমেণ্টের সভ্য প্রভৃতি প্রভাবশালী লোকও আছেন; সুতরাং ইহাঁদিগের দ্বারা উদ্দেশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবার বিশেষ

সম্ভাবনা। আমরা স্থানান্তরে ইহাঁদিগের প্রেরিত একটী বিজ্ঞাপন সাদরে প্রকাশ করিলাম। ইহাঁদিগের কার্য্যে ভারতবাসীদিগের সহানুভূতি, সহায়তা ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরা আশা করি, ভারতের কল্যাণার্থ এরূপ সাহায্যদানে ভারত সন্তানগণ আনন্দের সহিত অগ্রসর হইবেন, এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা সাধনে আপনারা যত্নপর হইয়া ভারতমাতার মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া বিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য ৬০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

২। মাল্টা দ্বীপে কেবল ফিতা বুনিয়া ৪০০০। ৫০০০ স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এক একজন গড়ে প্রত্যহ ন্যূনকল্পে দশ আনা ৷৷৵ পায়। ফিতার কারবারে দ্বীপবাসীরা খরচ খরচা বাদে বৎসরে প্রায় ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা কি এ লাভের অংশভাগী হইতে পারেন না?

৩। গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনে এক ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে বজ্রাঘাতে কয়েকটী উচ্চ গির্জ্জার চূড়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের বোর্দ্দো সহরে এই ঝড়ের পরাক্রম আরও দেখা যায়। বিস্তর গাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। একখান নৌকা বায়ুবেগে উর্দ্ধে ২০০ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

৪। বোম্বাই গেজেট বলেন ইংলণ্ডেশ্বরী যোধপুরের রাজভ্রাতা সার প্রতাপ সিংহের নিকট ভারত দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় শুনিবার ভুল।

৫। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী হিন্দু বাল-বিধবার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে পুনর্ব্বিবাহ হইয়াছে। বরের বয়স ২৩ ও কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। বালিকা গঙ্গাবাই ৮ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া ১১ বৎসরে বিধবা হয়।

৬। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ইংরাজিতে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের জীবন চরিত সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন।

৭। রুশিয়াতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে ইয়ুরোপের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। ১৮৮৬ সালে রুশিয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলে ছাত্রীসংখ্যা ৭৭৯ হইয়াছিল, তম্মধ্যে ২৪৩ জন দর্শন ৫০০ বৈজ্ঞানিক গণিত

এবং ৩৬ জন গণিত শাস্ত্রাধ্যায়ী। ইহাঁদিগের মধ্যে ৩১ জন মাত্র বিবাহিতা অবশিষ্ট কুমারী। স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশই উচ্চ ভদ্রবংশীয়া। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স সুইটজারলাণ্ড প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক রুশিয় মহিলা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৮। বিবি লিভিট নাম্নী এক মহিলা সুরা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সমুদয় লোককে উত্তেজিত করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

৯। বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধানোৎসাহী বহরমপুর নিবাসী বাবু রামদাস সেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক গুণের আধার ছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্‌সপিয়ারের গল্প ১ম ভাগ, শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত, মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১৷৹ মাত্র। অনুবাদটী বিশুদ্ধ ও মিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ল্যাম্বের গল্প অপেক্ষা মূল সেক্‌সপিয়ারের বর্ণনা অধিক দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানির বাহ্য দৃশ্যও বেশ সুন্দর।

২। আর্য্যশাস্ত্রের মুক্ত দ্বার—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত, প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক শাস্ত্র হইতে তত্বজ্ঞানোৎপাদক শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সকল ব্যাখ্যার সহিত আমরা এক মত হইতে না পারিলেও তাঁহার সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করি এবং তাঁহার পুস্তকখানি পাঠক সাধারণকে পড়িতে অনুরোধ করি।

৩। সঙ্গীত লতিকা প্রথম খণ্ড—সিন্দুরিয়াপটিস্থ পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৷৷৹ আনা। সঙ্গীত গুলি পরমার্থ বিষয়ক, ভাব বিশুদ্ধ, সুললিত ও ভক্তিরস পূর্ণ। একজন স্ত্রীলোক এ গুলি রচনা করিয়াছেন, ইহা বিশেষ সুখের বিষয়।

৪। বসন্ত নির্ণয়—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, দেহতত্বকে অবলম্বন করিয়া কাব্য ভাবে পুস্তক রচিয়াছেন।

৫। আহ্নিক ক্রিয়া—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৴১৹ মাত্র। গ্রন্থকারের জীবন পরীক্ষা পুস্তকের ইহা এক প্রকার উপসংহার ভাগ। ইহাতে দৈনিক কর্ত্তব্য ও বিবিধ অবস্থার কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছে এবং অনেকগুলি হৃদ্য প্রার্থনা আছে। এখানি যুবকদিগের বিশেষ পাঠ্য।

৬। ব্রহ্মচর্য্য ভগিনী ডোরা—এই ধর্ম্মপরায়ণা আদর্শ রমণীর জীবনের কিছু কিছু আখ্যায়িকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অনেক পাঠক পাঠিকাকে চমৎকৃত করিয়াছে। এক্ষণে ইহাঁর সম্পূর্ণ জীবনী সরল ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক বঙ্গরমণীর ইহা এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। পুস্তকের মূল্য ।৶০ মাত্র।

৭। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বামাবোধিনী পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি ;—(১) ইণ্ডিয়ান মিরর, (২) ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, (৩) ইয়ং বেঙ্গল, (৪) ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান্ হেরাল্ড, (৫) ইণ্ডিয়ান পিউরিটী ট্রম্পেট্, (৬) ঢাকা গেজেট, (৭) ইংলিস উওম্যান্স্ রিভিউ, (৮) প্রজাবন্ধু, (৯) এডুকেশন গেজেট, (১০) সঞ্জীবনী, (১১) সময়, (১২) ভারতবাসী, (১৩) তত্ত্ববোধিনী, (১৪) তত্ত্বকৌমুদী, (১৫) পরিচারিকা, (১৬) বঙ্গবাসী, (১৭) ভারতী, (১৮) সারস্বত পত্র, (১৯) সোমপ্রকাশ, (২০) নববিভাকর ও সাধারণী, (২১) সহচর, (২২) সখা, (২৩) সুলভ, (২৪) সুরভি ও পতাকা, (২৫) প্রচার, (২৬) নবজীবন, (২৭) ধর্ম্মবন্ধু, (২৮) সুখসম্বাদ (হিন্দী), (২৯) সংস্কারক (উড়িয়া) (৩০) বান্ধব, (৩১) চিকিৎসা সম্মিলনী, (৩২) অনুসন্ধান, (৩৩) খ্রীষ্টীয় প্রহরী, (৩৪) বিশ্বাসী, (৩৫) ধূমকেতু, (৩৬) পল্লীপ্রকাশ, (৩৭) শ্রীমন্ত সওদাগর, (৩৮) দীপিকা, (৩৯) কর্ণধার, (৪০) কলিকাতা জর্ণাল্ অব্ মেডিসিন, (৪১) নব্যভারত, (৪২) বীণা।

বামারচনা।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারত ভাণ্ডারে রাখি অমূল্য রতন,
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া,
সুমধুর কাব্যোদ্যানে কত লীলা করি,
চলি গেছ স্বর্গধামে বঙ্গ আঁধারিয়া।

তবুও অমর তুমি থাকিতে সংসারে,
বঙ্গভাষা, হে কবীশ, কাব্যের উদ্যানে,
মোহন বীণার তানে গেয়েছ যে গীত,
নিয়ত বাজিছে তাহা বঙ্গবাসী কাণে।

সুললিত পিক-স্বরে সুধার নির্ঝর
বরষি, মোহিলে তুমি বাঙ্গালী জীবন ;
সে পীযূষ পান করি বঙ্গবাসী হায়,
শুধিতে নারিবে ঋণ জীবনে কখন!

মধুর কবিতা বলে কল্পনা তরঙ্গে
ঢালিয়াছ যে অমৃত, কবিকুলধন,
মিটিবেনা তৃষা, পান করি অনুদিন,
ভুলিবেনা বঙ্গভূমি তোমারে কখন।

উজ্বল করেছ তুমি বাঙ্গালার নাম,
বিদ্যার বিমল প্রভা করি বরিষণ,
নিয়ত পূজিবে তোমা হৃদয় মন্দিরে,
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদে বঙ্গবাসীগণ।

যতদিন রবে ভবে বাঙ্গালী জীবন,
তব গুণ শতমুখে করিবে কীর্ত্তন,
বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে
লেখা রবে চিরতরে "শ্রীমধুসূদন।"

শ্রীপ্রমীলা বসু।

প্রকৃতি ও মানুষ।

তমোময়ী অমানিশা জলদ আচ্ছন্ন তায়
সম নভো ধরা,
ক্রোড়স্থিত শিশুমুখ তাও দেখা নাহি যায়
অন্ধকারে ভরা।
এ ঘোর আঁধারে তবু গৃহের মাঝার
স্থিরপ্রভা দীপশিখা আলো দেয় অনিবার
ভেদি অন্ধকার।
কিন্তু হ'লে তৈলহীন অমনি নিবিয়া যায়
জীবন ফুরায়।
আশাতৈল হ'লে গত তবু রহে অব্যাহত
মানব জীবন, কেন নির্ব্বাণ না হয় ?
প্রকৃতি নিয়ম কেন মানুষে না রয় ?

২

বসন্তে নবীন মূর্ত্তি ধরে লতা গুল্মচয়
নব অবতার
যেন হাসিমাখা শিশু সদা কোমলতাময়
সরলতাধার।
সোহাগেতে বরিষায় দিনে দিনে বৃদ্ধিপায়
বল্লরী কুসুম সহ দোলে মৃদু মৃদু বায়
অতুল শোভায়।
বসন্ত বরষা গত হ'লে কে বা ফিরে চায়
সে হীন দশায়।
শীত না আদর করে ভানুর প্রখর করে
অযতনে অপমানে অমনি শুখায়ে যায়
মরম ব্যথায়।
কেনরে মনুজকুল মানহীন হ'লে পরে
জীবনে না মরে।
মর্ম্মাহত সে জীবনে কেন পুনঃ সুখোদয় ?
প্রকৃতি নিয়ম কিরে মানুষেতে নাহি রয় ?

পূর্ণিমানিশাতে শশী গগণে উদিত হয়
বিশদ কিরণে
বিস্তারি বিশাল শাখা তীরতরুচয়
পত্র সুশোভনে।
আমরি ! কেমন শাখী
পাতায় হিমানী মাখি
বায়ু কোলে চন্দ্রকরে
হেলে দুলে খেলা করে
যেন নভো হ'তে শশী বিচূর্ণিত শতধায়
গাছের পাতায়।
এহেন নিশাতে শশী প্রতিবিম্ব বক্ষোপরে
জলনিধি ধ'রে,
যেদিকে ফিরিয়া চায়
শশাঙ্কে দেখিতে পায়
তীর-তরু-পত্রে শশী শশিময় সব জলে
বায়ুর হিল্লোলে।
প্রতি তরঙ্গের পর শোভাপায় কলাধর
শতচন্দ্র দেখি তার হৃদয়ে বিকাশে
উথলে সাগর তাই প্রেমের উচ্ছ্বাসে
হায়রে নির্ব্বোধ মোরা যেদিকে ফিরিয়া
চাই
বিশাল ধরায়,
ঈশ্বরের কীর্ত্তি যত সদা দেখিবারে পাই
(তবু) ঘুচেনা আঁধার।
পরিহরি হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া সংসার ক্লেশ
কেন আমাদের মন চাহেনা পরমধন
জগদীশ প্রেমে কেন উথলিয়া উঠে না
প্রকৃতি নিয়ম কিরে মানুষেতে রহেনা ?

শ্রীকুমুদিনী,
যশোহর।

No 273. October 1887.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৩ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৪—অক্টোবর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,

বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য।০ চারি আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭২ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৪—অক্টোবর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বালবিধবাশ্রম—ভারতহিতৈষী পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার ভারতের বালবিধবাদিগের নানাবিধ দুরবস্থা সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের হিতার্থ স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি এই জন্য হিতৈষী ইংরাজ সমাজকে উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্কট্ সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা অসাময়িক এবং ইহাদ্বারা হিন্দুবিধবাদিগের বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। আমাদিগের মতে আশ্রম স্থাপন দ্বারা ভিন্ন বালবিধবাদিগের সকল দুর্গতি মোচনের উপায় না হইলেও ইহার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে এবং সুবিবেচনার সহিত ইহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিলে কালে ইহাদ্বারা সমাজের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে।

দলীপসিংহ—মহারাজ দলীপসিংহের বড় দুর্ভাগ্য—রুসিয়ার প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ক্যাটকফ্ সাহেব তাঁহার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপোষক হইয়াছিলেন, তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে মহারাজা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন, এদিকে তাঁহার মহারাণী দুই দিনের পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তানগণ একপ্রকার পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড ডফরিণ আগামী ২৭ অক্টোবর সিমলা শৈল পরিত্যাগ করিবেন, তৎপরে অম্বালা হইয়া বেলুচিস্থান যাইবেন। সমস্ত নবেম্বর মাস সীমান্ত প্রদেশ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে কাটাইয়া ১লা ডিসেম্বর রাউলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিবেন। ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবার সম্ভাবনা।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু বিধবা—দাক্ষিণাত্যে হিন্দুয়ানীর আজও পূর্ণ প্রাদুর্ভাব এবং সেই জন্য বিধবাদিগের উপর অত্যাচারও মূর্ত্তিমান্। তথায় বালিকা পাঁচ ছয় বৎসরে বিধবা হইলেও তাহার মস্তক মুণ্ডিত করা হয় এবং তাহাকে অলঙ্কারহীন করিয়া রীতিমত ব্রহ্মচারিণী সাজাইয়া দেওয়া হয়। বিধবা বালিকার মস্তকে কেশ জন্মিলেই আবার মুণ্ডন করা হয়। এই দুর্ভাগিনীদিগের জন্য সমাজসংস্কারকদিগের ভাবিবার ও করিবার অনেক আছে।

মৎস্যবৃষ্টি—সাহারাণপুরে ইতিমধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া মৎস্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রক্তবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও ইহাদের নৈসর্গিক কারণ আছে। ইহার কিছুই অলৌকিক ব্যাপার নহে।

আফ্‌গানস্থানের গোলযোগ—আমীর পীড়িত, তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ ও ঘোর-যুদ্ধ চলিতেছে। এ দিকে ভূতপূর্ব্ব আমীরের বংশধর আয়ুব খাঁ যিনি পারস্যে বন্দী ছিলেন, তিনি তথা হইতে পলাইয়াছেন। কাবুলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

বধূশাসন—হিন্দু গৃহে সৎপ্রকৃতির শাশুড়ী ও ননদ থাকিলেও জটিলা শাশুড়ী ও কুটিলা ননদের অভাব নাই। বঙ্গদেশে শিক্ষিত যুবকগণ ইংরাজ দৃষ্টান্তে আপন আপন পত্নীর প্রতি সমাদর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে অনেকস্থলে বধূর সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, কিন্তু তথাপিও এখন অনুসন্ধান করিলে হিন্দু অন্তঃপুরে বালিকা-বধূর প্রতি শ্বশ্রূ ও ননদ-ঠাকুরাণীর অত্যাচারের বিরাম নাই। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বধূর প্রতি শাশুড়ীর কিরূপ অত্যাচার, তত্রত্য কোন যুবতী তাহার এইরূপ ছবি আঁকিয়াছেনঃ—

"আমি অনেক বধূর কথা জানি তাহারা শাশুড়ীর তাড়নায় কূপ ও পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ কেহ বিষ সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। (১) আমার এক সখীর বয়স যখন বার বৎসর, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে এক পীড়িতা-স্ত্রীলোকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। বালিকা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, শাশুড়ী আসিয়া তদ্দর্শনে কোপজ্বলিত হইলেন এবং একটী চিমটা আগুণে লাল করিয়া তাহার হস্তদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিলেন। বালিকার দ্বিতীয় বার এইরূপ ত্রুটী হওয়াতে বিলক্ষণ প্রহার খাইতে হয়। তৃতীয়বার শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হওয়াতে স্নেহময়ী শাশুড়ী তাহার হাতখানি ভাঙ্গিয়া দেন। আমার সখী তাহার পরদিন দগ্ধ ও ভগ্নহস্ত আমাকে দেখাইয়া-

ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি ভগ্ন করিয়া দেন, ইহাতে হতভাগিনীর জীবনলীলা শেষ হয়। (২) গত মাসে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুকালের উক্তি এই "আমার শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার ফল এই।" (৩) কয়েক মাস হইল একটী পরমাসুন্দরী বালিকা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য একটী উচ্চ-স্থান হইতে লাফাইয়া পড়ে। সে কিছুদিন জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়াছিল। তাহার শাশুড়ী তাহাকে দেখিতে আসিলে বধূ বলিল "আমি তোমার হাত এড়াইয়াছি, তুমি আর আমার নাগাল পাইবে না।" এই কথা বলিয়া রমণী পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইল ও তৎপরেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।"

তিনি আরও কয়েকটী এইরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বালিকা-বধূর জীবনের দুঃখের কাহিনী অনন্ত, কে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিবে?

সম্মিলনীর উৎসব—(১) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজ ভবনে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হয়। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা তাহাতে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আলবার্ট হলে বিক্রমপুর সম্মিলনীর সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে, বাবু অভয়চন্দ্র দাস সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য স্ত্রীলোকদিগের বাল্যবিবাহ নিবারণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ—অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিবার জন্য আমেরিকানেরা বিষম ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যোমযানের ডাক, ব্যোমযানে সমুদ্র অতিক্রম, ব্যোমযানের উপর আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কত কৌশলের পরীক্ষা হইল, পুনঃ পুনঃ বিফল প্রযত্ন হইয়াও তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হন নাই। সম্প্রতি জাতীয় অন্তরীক্ষ ভ্রমণ (National Aerial Navigation Company) নামে এক বণিক-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারা প্রভূত মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্যাবধি অন্তরীক্ষ ভ্রমণের উপায়স্বরূপ যত প্রকার ব্যোমযানের কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আকাশমার্গ সম্পূর্ণরূপে মানবের আয়ত্তাধীন করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। ইহারা অল্প ব্যয়ে প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে আকাশে যদৃচ্ছা ভ্রমণ সম্পন্ন করিবেন!

রাসায়নিক খাদ্য—সাইমেন্ নামক জর্ম্মণ জাতীয় দুইজন বৈজ্ঞানিক সহোদর। একটী ভাই বিদ্যুৎকে দ্রাবী পদার্থের ন্যায় পাত্রজাত করিয়া জগতের অশেষ উপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্য ভ্রাতা ডাক্তার সাইমেন্ রাসায়নিক খাদ্য প্রস্তুত করিতে উদ্যুক্ত হইয়া-

ছেন। তিনি বলেন, রসায়ন শাস্ত্র বৈদ্যুতিক কৌশল সংযোগে মানবের খাদ্য যোগাইবে। ফল, মূল, শস্য, মাংস রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক্‌ কৃত হইলে সারাংশে যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা স্থূল খাদ্যাপেক্ষা বলকর, তৃপ্তিজনক এবং স্বাস্থ্যবিধায়ক। অল্পমাত্রা গ্রহণে অধিক-কাল অনাহারে থাকিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিলেও লোকে অবসন্ন হয় না। ইহা অল্প ব্যয়ে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্বারা উৎকট উৎ-কট পীড়া সকল, অসময়ে বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু নিবারিত হইবে। বৈদ্যু-তিক শক্তিদ্বারা শিল্পযন্ত্রের উন্নতি হইলে শ্রমজীবীদিগের যে পরিমাণে ক্ষতি হইবে, এই অনায়াসলব্ধ দুর্লভ খাদ্য দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হইবে।

নায়াগারা—পাঠিকারা নায়াগারা জলপ্রপাতের কথা শুনিয়াছেন, পৃথি-বীতে এমন অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য আর নাই। অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে প্রবলবেগে জলরাশি উল্লম্ফন দিয়া উপত্যকায় পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার বেগ ৫,০০০০০০ সার্দ্ধ কোটী অশ্ব বেগের সমান অনুমান করেন। এই বেগ ব্যব-হারে আনিবার জন্য,আমেরিকার "নায়া-গারা সুড়ঙ্গ ও বেগ" নামে বণিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা নায়াগারা প্রদেশে শ্রমজীবী নগর স্থাপিত করিয়া নানাবিধ শিল্প যন্ত্র স্থাপন করিবেন এবং বিবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্তু অল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবেন।

কারা তত্ত্বাবধায়িকা—ইংলণ্ডে কারা তত্ত্বাবধানার্থ ৩১৮ জন স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইহারা তৈল কাষ্ঠ, পরিচ্ছদ ও বাসস্থল ব্যতীত বার্ষিক ৪৫ হইতে ৫০০ শত পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকে।

কাগজ কলমের ব্যবহার—কাগজ ও কলমের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারা দেশের শিক্ষারও পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে,আমাদিগের দেশের এরূপ পরিমাণের সুযোগ নাই। ডিমেরেষ্ট ম্যাগেজিন নামক একখানি নিউইয়-র্কের মাসিক পত্রিকায় প্রকটিত হই-য়াছে যে, কেবল ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে বার্ষিক ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত ইউরোপে ইহার দ্বিগুণ মাত্র। কাগজ প্রস্তুত করণের উপকরণ তৃণ, জীর্ণ ছিন্নবস্ত্র, প্রভৃতি সামগ্রী সকল সংগ্রহার্থে প্রতি-বর্ষে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে ৫০ কোটি টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। লোহার কলম (ষ্টীল নিব) ও প্রতিবর্ষে প্রায় এক কোটি টাকার প্রস্তুত হয়, তদ্ব্যতীত হংসপুচ্ছও আছে।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—এবৎসর সভ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণের

ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটী প্রস্তরময় জুবিলি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। পারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে সহস্রপাদ উচ্চ একটী লোহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, ব্রুসেলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী অত্যুচ্চ কাষ্ঠময় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটী উচ্চতম স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার শিখর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বস্‌টন ও ওয়াসিংটন দৃষ্ট হইবে।

হিন্দু শিষ্টাচার।

প্রাচীন হিন্দুদিগের শিষ্টাচার ধর্ম্মমূলক এবং জীবনের সকল বিভাগব্যাপী। যাহাতে সমাজস্থ সকল লোকের চরিত্রোৎকর্ষ হইতে পারে, এই জন্য তাঁহারা নানাবিধ সামাজিকতার পদ্ধতি ও শিষ্টাচারের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, ইতর জীবদিগের প্রতি কর্ত্তব্য, পরলোকবাসীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য এ সকলই ধর্ম্মের মূল সূত্র ধরিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে—কেবল তাহা নহে, বৈষয়িক ব্যাপার এবং যুদ্ধ কার্য্যেও তাঁহারা ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ হিন্দুর সমস্ত জীবন যাহাতে ধর্ম্মময় ও ধর্ম্ম সাধনের সহায় হয় এরূপভাবে আচার ব্যবহার সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামান্য ধর্ম্মসাহস ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু জাতি যে এতকাল পরাধীন ও নানাবিধ অত্যাচারের অধীন হইয়া এত বিকৃত ও অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আজও ইহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায় এবং সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ ইয়ুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা অধিক ভদ্র ও শিষ্টাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মমূলক জাতিগত শিষ্টাচার।

প্রথমতঃ হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা দেখিলে বোধ হয় গৃহকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী করাই ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্ম ও নীতির প্রথম শিক্ষাস্থল গৃহ। পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, সন্তানগণ তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বক্ষণ শ্রদ্ধাবান্ ও অনুগত হইয়া থাকিবে। পিতামাতার

পাদবন্দন সন্তানের সর্ব্বপ্রথম নিত্য কর্ম্ম এবং পিতামাতার সেবা ও সন্তোষ সাধনের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও ক্লেশ বহন করা সন্তানের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সুনিয়ম হইতে সন্তানের মনে ভক্তি, বিনয়, প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্রেক হইত এবং নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে এ সুপ্রথা পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহার কুফল—সন্তানের দুর্ব্বিনীত ও স্বার্থপরায়ণ প্রকৃতি। গুরুজনের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে আত্মার যথার্থ কল্যাণ হয়। বর্ত্তমান সাম্যবাদের কালে ইহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে! "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিত্রা, জনন্যা ভগিনী তথা" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য এবং জ্যেষ্ঠ ভগিনী মাতার তুল্য, হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল। কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকেও জ্যেষ্ঠেরা সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। ইহার সুফল পারিবারিক দৃঢ়বন্ধন ও চির-সৌভ্রাত্র। কেবল সহোদর সহোদরা-দিগের মধ্যে এই সুন্দর প্রীতির ভাব বদ্ধ ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় খুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত, পিসতুত ভাই ভগিনীদের মধ্যেও ইহার আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রত্যক্ষ হইত। হিন্দুরা বহু গোষ্ঠী একগৃহে একান্নবর্ত্তী পরিবার হইয়া যে স্বর্গের দৃশ্য প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র পরস্পরের প্রতি এই প্রীতি ও সদ্ভাবের বিনিময়। বর্ত্তমান স্বার্থপর যুগে স্ত্রী পুরুষে, ও পিতাপুত্রে একত্র সদ্ভাবে বাস করা ভার হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বগণও এক পরিবারভুক্ত হইয়া কিরূপে সুখে বাস করিতেন? তখন পরিবারের মধ্যে যিনি কর্ত্তা বা কর্ত্রী হইতেন, তিনি আপনি না খাইয়া পরিয়া অপরকে খাওয়াইতেন ও পরাইতেন, পরিবারস্থ সকলের উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতেন এবং আপনার মস্তকো-পরি সমস্ত দুঃখভার লইয়া অপর সকলকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করি-তেন। পরিবারের মধ্যে কৃতী ভ্রাতা আপনার উপার্জ্জিত অর্থ সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দিতেন এবং কত সময় আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভ্রাতাদিগের স্ত্রীপুত্র-দিগকে সুসজ্জিত ও সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল সহোদর ভ্রাতা নহে, এক পরিবারে ভুক্ত জেঠতুত, খুড়তুত, পিসতুত ভাই সকলের মধ্যেও এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখা যাইত। ভ্রাতাদিগের ভাব যেরূপ, ভগিনীদিগেরও তদনুরূপ ছিল। অন্যের জন্য কে কত স্বার্থত্যাগ ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে, ইহারই প্রতিযোগিতা হইত। কি স্বর্গীয় ভাব, কি নিঃস্বার্থ দেব-

ভাব!! কেবল আত্মীয়,কুটুম্বগণ নহে, তৎকালে দাস দাসীগণও পরিবারভুক্ত ছিল। তাহাদের কেহ জেঠা, খুড়া, মামা, দাদা, কেহ পিসী, মাসী, দিদি, ঝি, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত, পরিবারের কত স্নেহ সমাদর লাভ করিত, এবং পরিবারের সেবায় তাহারাও কেমন আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিত। এরূপ পরিবার-বন্ধন বর্ত্তমান কালে অসম্ভব, কিন্তু এইরূপ নিঃস্বার্থ সদ্ভাবের শতাংশের একাংশও যদি আধুনিক পরিবারে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেও কত সুখের হয়!

হিন্দু পারিবারিক শিষ্টাচারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করা যায় নাই, তাহার কারণ এই, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বড় একটা শিষ্টাচার প্রদর্শন প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিতে দেখা যায় না। স্বামী স্ত্রী বিবাহ কালে যখন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের বন্ধন-মন্ত্র এই "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক" সুতরাং স্বামী স্ত্রী উভয়ে একহৃদয় এক-প্রাণ, তাঁহারা আর পরস্পরের প্রতি বাহ্য শিষ্টাচার কি প্রদর্শন করিবেন? এস্থলে পাশ্চাত্য দাম্পত্য প্রণয়ের সহিত হিন্দু দাম্পত্যভাবের কিছু অমিল দেখা যায়। পাশ্চাত্য দম্পতির প্রেমের কত পরিচয় বাহিরে, লোক সমক্ষে। দাম্পত্য প্রেমের ভাব অপরের সমক্ষে গোপন করাই হিন্দু দম্পতির শিষ্টাচার। তাঁহাদিগের অন্তরের যে ভাব, তাহা তাঁহাদিগেরই পরস্পরেরই গোচর,অন্যের বিদিত নহে, তাঁহাদিগের পরস্পরের যে প্রেমালাপ তাহা লোক-কর্ণের অগোচর রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা। প্রেম যতই গোপনীয়, তাহাদের মতে তাহা ততই নির্ম্মল ও স্থায়ী।

(ক্রমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর।)

আশা। জীবাত্মা বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন,পরমাত্মা বিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলুন।

পাঠক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি না পড়িয়া কেবল অর্থগুলি বলিয়া যাই, তাহা হইলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে।

যাঁহা হইতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, প্রলয় কালে যাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাঁহাকে

চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। কিন্তু বেদের এই উপদেশ যে, বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন। ইহা পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যাহা তাঁহারা আমাদিগকে কহিয়াছেন। সেই দুর্দ্দর্শ এবং সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে অবস্থিত—সেই পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দরূপে, শান্তিরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি মঙ্গল, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

প্রশ্ন। পরমাত্মা ব্রহ্ম, তাঁহাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবে যোগ কি রূপে হবে?

উত্তর। ব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে।

প্রশ্ন। কিরূপে পরমাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ করিবে?

উত্তর। যিনি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই, শান্ত সমাহিত হন নাই, যাঁহার চিত্ত শান্তি লাভ করে নাই, তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না। ব্রহ্মদর্শন জন্য যোগের প্রয়োজন। স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগ কহে। যোগ কালে প্রশান্ত হইতে হয়। কেননা যোগের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে। অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অধিক আহার করে এবং যে নিতান্ত অনাহারী, যে অনেক নিদ্রাশীল এবং এককালে নিদ্রাত্যাগ করে, তাহার যোগ সাধন হয় না। যে ব্যক্তি উপযুক্তরূপে আহার বিহার করে, এবং কার্য্য সম্বন্ধে যাহার চেষ্টা থাকে—যৎকর্ত্তৃক জাগরণ ও নিদ্রা পরিমিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দুঃখ নাশক যোগ সাধনে সমর্থ হয়।

দক্ষ সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে যোগ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ শ্রবণ কর।

১। যদ্দ্বারা লোক বশীভূত, যদ্দ্বারা আত্মা বশীকৃত যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় বশীভূত হইয়াছে, তাহাকেই আমি যোগ বলি।

২। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক, সমাধি, যোগের এই সকল অঙ্গ।

৩। অরণ্যবাসে বহু গ্রন্থ চিন্তনে অথবা ব্রত যজ্ঞ তপস্যাতেও যোগ হয় না।

৪। পথ্যাশন দ্বারা যোগী হয় না, নাসাগ্র দর্শন দ্বারাও যোগী হয় না, কেবল শৌচ দ্বারাও হয় না।

৫। অভিযোগ অভ্যাস, এবং তাহাতে নিশ্চয়তা পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ ইহাতেই যোগসিদ্ধি হয় অন্য উপায়ে নহে।

৬। আত্মচিন্তারূপ বিনোদ,শৌচক্রিয়া, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা এই সকল দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয়, অন্য উপায়ে নহে।

৭। স্বয়ংতুষ্ট অনন্যমনা হইয়া সন্তুষ্ট আপনাতে সুতৃপ্ত, তাহারই যোগ প্রকৃষ্ট-রূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশ, ৭ম অধ্যায়।

১। হে খাণ্ডিক্য! আমার নিকট যোগ স্বরূপ শ্রবণ কর, মুনি যেস্থানে স্থিত হইলে ব্রহ্মলাভ করিয়া আর বিচ্যুত হয় না।

২। মনুষ্যগণের মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্তি বন্ধের কারণ, অনা-সক্তিই মুক্তির কারণ।

৩। বিজ্ঞানাত্মা মুনি বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া সেই মনদ্বারা পরব্রহ্মকে মুক্তির জন্য চিন্তা করিবে।

৪। চুম্বক প্রস্তর যেমন লৌহকে আক-র্ষণ করে, তদ্রূপ হে মুনে! আত্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্মধ্যায়ী আত্মাকে আত্মভাবে আনয়ন করে।

৫। আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ যে বিশিষ্টা মনো-গতি, সেই মনেরই পরব্রহ্ম সংযোগ হয়।

৬। এই অভ্যস্ত বৈশিষ্টই যোগের লক্ষণ। যাহার যোগ আছে, তাহাকেই যোগী কহে।

৭। যোগযুক্ যোগী প্রথমে সমাধি সম্পন্ন হন, পরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

৮। যোগী নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অপরিগ্রহ, সেবা করিয়া মনের যোগ্যতা লাভ করিবে।

৯। নিয়তাত্মবান্ যোগী, স্বাধ্যায়,শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অবলম্বন করিয়া মনকে পরব্রহ্ম-প্রবণ করিবে।

১০। এই সকল যম নিয়ম পঞ্চপঞ্চ-কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বিশেষরূপে ফল দান করে, এবং নিষ্কামদিগের মুক্তিদান করে।

১১। যতি নানা গুণে সংযুক্ত হইয়া ভদ্রাসনাদি একপ্রকার আসন স্থিরীকৃত করিয়া যম নিয়মদ্বারা যোগ সাধন করিবে।

১২। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভস্থানে চিত্তকে স্থির করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অধ্যায়।

২। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ দহন করিবে। বায়ু, পিত্ত, কফ ইহাদিগকে শারীরিক দোষ কহে। ধারণাদ্বারা পাপ নাশ করিবে। প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সকলকে, ধ্যান দ্বারা স্বামিহীন গুণ সকলকে বিনাশ করিবে।

৪। যোগবিদ্ প্রথমে প্রাণায়াম সাধন করিবে।

১০। হস্তিরক্ষক যেমন মত্ত হস্তীকে বশীভূত করে, তদ্রূপ যোগী সাধন দ্বারা প্রাণাপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ুকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।

১১। যে প্রকার সিংহ শিক্ষিত হইয়া মৃগই বধ করে, মনুষ্য বধ করে না,

তদ্রূপ বায়ু সাধিত হইয়া যোগীর দোষ নষ্ট করে, কিন্তু দেহ নষ্ট করে না।

১৬। হে রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধির জন্য আদরপূর্ব্বক সাধন করিবে। অতি শীত, অতি উষ্ণ, অতি বায়ু এরূপ স্থানে সাধন করিবে না

(ক্রমশঃ)

নারীচরিত।

ওপি।

(২৬৬ সংখ্যার ৩৪১ পৃষ্ঠার পর।)

ওপি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল সাধারণভাবে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন। পরনিন্দার প্রতি নানা উপায়ে বিরাগ প্রদর্শন করিতেন। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "উপাসনার কি শক্তি! অনন্তদেব আমাদিগের উপাসনা শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট বাক্যস্ফুরণ করিবার ক্ষমতা, কি অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে! অপরাধ-ভারাবনত পাপীও তাঁহার সিংহাসন সমীপে পতিত হইয়া অন্তরের অন্তরতম ভাব গুলি খুলিয়া বলিবার অধিকারী, ইহার অপেক্ষা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট প্রীতির নিদর্শন আর নাই। হে প্রিয় সুহৃৎ! উপাসনালাভে ইহ জগতেই মোক্ষফল লাভ করিবে এবং তোমার সমস্ত অভাব মোচন হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" তিনি বাল্যাবস্থায় জননীর সহিত মনোরম গ্রীষ্মকালে* ক্রোমার নামক স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই হেতু পরেও তিনি ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। তাঁহার প্রথম রচনাবলির মধ্যে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাতার স্মরণার্থে রচিত কবিতা একটি। তাহাতে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে, সন্তান কখনও তাঁহাদিগের স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না এবং কাল কুত্রাপি পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও অপত্য স্নেহ বিকৃত করিতে সক্ষম হয় না।" সংসারের পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে যাঁহারা তাঁহার নেতা ও সঙ্গী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। তরুণাবস্থায় মাতৃপ্রদত্ত উপদেশ গুলির বিষয় তিনি সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন। সামান্য বিষয়ে মনোনিবেশ ও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে আস্থাপ্রদর্শন সামাজিক সুখের অন্যতম প্রধান উপা-

* গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে বসন্তকাল যেরূপ, হিমপ্রধান ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল সেইরূপ মনোরম।

দান; ইহা দ্বারাই তাঁহার আপনার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্নবান্ হইও" যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে সতত তৎপর, পরের পরিতোষের জন্য তাহার অন্তঃকরণ যত্নশীল। অধিকন্তু তিনি কাহাকেও কোনরূপে মনোবেদনা দিতেন না। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক একদা কোন ব্যক্তিকে "বুড়া" বলিয়া ডাকেন, ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন "কাহাকেও বুড়া বলিও না, ইহাতে নীচতা প্রকাশ পায় এবং লোকের মনঃ কষ্ট হয়। আমার মা আমাকে ছেলে বেলায় এই কথাটি ছাড়িতে শিখাইয়াছিলেন।" আমাদের দেশে ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, অনেক বৃদ্ধ লোকেও বুড়া বলিয়া কাহাকে ডাকিতে বা তামাসা করিতে বিন্দুমাত্র দোষ বলিয়া ভাবেন না! সন্তানের মনোবৃত্তির স্ফুরণ এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিকাশের উপর চক্ষু রাখা পিতামাতা ও শিক্ষয়িতার প্রথম কর্ত্তব্য। "পিতা মাতার সম্মান করিবে" এই আদেশটি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। তাঁহার মতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুচিত ভাব বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব রূপ মহাপাপের নিষ্কৃতি নাই।

ইউরোপ মহাদেশ বিশেষতঃ ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস্ নগরী পরিদর্শন করিতে ওপির বহুদিবসাবধি ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ঐ বৎসর ২০এ অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার পর ইনি সুবিখ্যাত উপন্যাসবেত্তা সর ওয়াল্টর্ স্কটের জন্মভূমি আবটস্ফোর্ড দেখিতে যান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি পুনরায় ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বৎসরের শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই তাঁহার শেষ পর্য্যটন। ইহার পর তিনি বাটি হইতে দীর্ঘকাল কোনস্থানে অবস্থিতি করেন নাই; কেবল লণ্ডন ও নরউইচের নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। এই সময় কাস্‌ল মেডো নামক স্থানে স্থায়ী হন। ইহাঁর জীবনের শেষ দশায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল স্বগৃহে সমাগত বন্ধুদিগের সহিত চিঠি পত্রাদি লেখায় ব্যয়িত হইত। নরউইচে যিনি আসিতেন, তিনিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন এবং তিনিও সকলের সহিত হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার চিঠি পত্রাদির সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সে সমস্ত লিখিতে আনন্দানুভাব না করিলে কখনও লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না। টীকা টিপ্পনী ব্যতীত তিনি প্রত্যহ গড়ে ছয়খানি করিয়া পত্র লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার ভগিনী ব্রিগ্‌সের মৃত্যু হয়। শেষ-দশা পর্য্যন্ত তিঁনি এই আত্মীয়ের সহবাস ভোগ করিতেন, সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তপ্তা হন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি একস্থানে লেখেন,—এবম্বিধ পরীক্ষায় দীর্ঘায়ু প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তিান মঙ্গলময়, যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য করিবেন। কাহারও বিষয়ে মন্দ ভাবিতে তাঁহার মনে ব্যথা লাগিত। তিনি যেমন অন্যের সৎকার্য্যে প্রীত হইতেন, তেমনই অসৎকার্য্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। স্নেহ দৃষ্টিতে পরের দোষ ও দৌর্ব্বল্য দেখিতেন; কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বিশ্বাস করিতেন না। কাহারও নিন্দা বা বিরুদ্ধ কোনও কথা কেহ রটাইলে তিনি অত্যন্ত অস-ন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ১৮৫২ অব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে তিনি বাতরোগে পঙ্গু হইয়া দুইমাসকাল শয্যাগত থাকেন। যদিও ইহার পর কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু কঠিন পীড়ার নিঃশেষ হইল না, ইহাতেই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের ২রা ডিসে-ম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। মৃত্যু শয্যাতেও তাঁহার কোনরূপ বৈল-ক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পরিজনবর্গকে দেখিয়া সুখী হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও হৃদয়ের প্রফুল্লভাব। পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বরে এখনও অটল বিশ্বাস ও নির্ভর। এই সময় একদিন বলেন "এখন আমি প্রতিদিন তাঁহার নব নব করুণা সম্ভোগ করি-তেছি। আমি কিয়দ্দিবস হইতে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।" শুধু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একটু স্মরণ-শক্তির হ্রাস, কথা বার্ত্তার বিশৃঙ্খলতা ও আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার অপারগতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাকেই বলে "জপতপ কর কি মর্‌তে জান্‌লে হয়।" সাধু জীবনের এইরূপই পরিণাম। যে জীবন পরকীয় দুঃখে কাতর, পরম কারুণিকের সেবায় সমর্পিত, সে জীবন যে তাপে তপ্ত হইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। মৃত্যু তাঁহার নিকট পরম প্রিয়বন্ধু। ইহারই দ্বারা তিনি কারামুক্ত হইয়া প্রিয়তমের নিকট অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে কাহারও পীড়া হইলে গ্রামস্থ প্রাচীনারা নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া তাহা আরাম করেন। তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেও জানেন। কিন্তু আধুনিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। বাটীর কাহারও একটু মাত্র পীড়া হইলে তাঁহারা বিশেষ চিন্তাকুল হন, এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য লন। চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া যে কত ব্যয়সাধ্য, তাহা যিনি একবার সাহায্য লইয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপ অবগত আছেন। যাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আপনারা আরাম করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল। ভরসা করি, স্বদেশীয় ভগিনীগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

ছোট ছোট ছেলেদের জ্বর হইলে তাহাকে বালসান বলে। ছেলের জ্বর হইলে প্রসূতির আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, কারণ সন্তান তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পান করে। সামান্য জ্বর হইলে প্রসূতি দুই বেলা ভাত খাইতে পারেন। কিন্তু যদি জ্বর অধিক হয়, তাহা হইলে একবেলা নিরামিষ খাইবেন, এবং অপরাহ্ণে খই, বাতাসা, অথবা মিছরী, কিম্বা পাঁউরুটী অথবা গরম দুগ্ধ খাইবেন। ২.১ দিবস অন্তর স্নান করিবেন, তৈল না মাখিয়া গাত্রধৌত অথবা স্নান করিবেন না।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বালসায় সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইয়া থাকেন।

১। গাছের শিকড় ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়াইয়া থাকেন।

২। নই বা কালনী বাছুরের চোনা (ঐ বাছুরের বয়স যত কম হয়, ততই ভাল, কিন্তু যেন চারি মাসের অধিক না হয়)।

৩। ইশার মূল নামক একপ্রকার লতার ৩টী পাতা ২॥টী গোল মরিচ সহিত বাটিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। ইহাতে রস পরিপাক হয়।

৪। বিল্বপত্র ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়ান, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ছেলেদের কোষ্ঠ সাফ না হইলে জ্বর হয়, এবং পেটে কৃমি হয়। এই রোগ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব সাবধানতা আবশ্যক। আলুই প্রস্তুত করিয়া প্রতি সপ্তাহে স্তনদুগ্ধ অথবা গাভীর দুগ্ধের সহিত এক একটী বড়ী গুলিয়া খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

কালমেঘ নামক একপ্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়।

গ্রামের সকল স্ত্রীলোকেই প্রায় তাহা জানেন। তাহার পাতা জোয়ান, রাধুনী, মৌরী, লবঙ্গ ও এলাচের (বড় অথবা ছোট) খোসার সহিত একত্রে বাটিয়া মটরের ন্যায় বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আলুই প্রস্তুত হইল। আলুই প্রস্তুত করিবার সময় যত পাতা দিবে, প্রত্যেক মসলা তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে দিবে, কেবল এলাচের খোসা তাহার সিকি অংশ এবং লবঙ্গ আরও কম দিতে হইবে। আলুই খাইতে অত্যন্ত তিক্ত লাগে।

প্রসূতির পীড়া হইলে অর্থাৎ জ্বর অথবা অম্বল প্রভৃতি হইলে সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে দিবেন না। যদি সন্তান ক্রমাগত স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে চায়, তাহাহইলে জলে আলুই গুলিয়া সেই জল অথবা নিম পাতা বাটিয়া স্তনে মাখাইয়া রাখিবে। স্তন্য পান করিতে গেলে তিক্ত লাগার কারণে আর পান করিতে চাহিবে না। অনেক স্ত্রীলোকে কুইনাইন জলে গুলিয়াও দিয়া থাকেন।

যদি শিশুর সর্দ্দি হয়, তাহাহইলে গরম দুগ্ধে ছোটপলার একপলা আন্দাজ গাওয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। তাহা হইলে ঐ সর্দ্দি মলের সহিত বাহির হইয়া যাইবে, এবং আর সর্দ্দি থাকিবে না। খাঁটী মধুও সর্দ্দির এক প্রধান ঔষধ। শিশুর মুখে অঙ্গুলি দ্বারা মধ্যে মধ্যে খাঁটী মধু খাওয়াইয়া দিলে তাহার সর্দ্দি কাশী প্রভৃতি হইতে পারে না।

শিশুর সর্দ্দি হইলে তাহার জননী গুড় অম্বল খাইবেন না।

সর্দ্দি বুকে বসিয়া গেলে ঘুঙ্‌ড়ী হয়। ঘুংড়ী একটী ভয়ানক পীড়া। বালকদিগের ঘুংড়ী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত। গৃহ চিকিৎসার উপর নির্ভর করিবে না।

যে শিশুর সর্দ্দি হইয়াছে, যদি তাহার জননী গুড় খান, তাহা হইলে সর্দ্দি বুকে বসিয়া যায়। শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে সর্দ্দি হয় এবং সর্দ্দির সময় শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে ঐ সর্দ্দি বুকে বসিয়া যায়। অতএব সন্ধ্যার সময়ে শিশুকে উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়াইবে। একটা পাতলা কাঁসার বাটী ও গোটা কতক শুষ্ক নারিকেলের পাতা গৃহে রাখিলে সকল সময়েই দুগ্ধ গরম করা যায়। নারিকেল পাতা না থাকিলে প্রদীপেও দুগ্ধ গরম করা যায়।

পেটের অসুখ—ছেলেদের সর্দ্দির সময় যদি পেটের অসুখ হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ খাওয়াইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ সর্দ্দি সকল মলের সহিত নির্গত হইলেই সর্দ্দি ও পেটের অসুখ একেবারে আরাম হইয়া যায়।

যদি পেট গরম হইয়া অসুখ হয়, তাহা হইলে টাট্‌কা জলে কিঞ্চিৎ

মিছরী ভিজাইয়া তাহার জল এক ঝিনুক আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে।

পেটের অসুখে দুগ্ধের সহিত বেল-সুঁটো খাওয়াইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি কাঁচা বেল খোসা শুদ্ধ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গৃহে রাখিবেন, ইহাকেই বেল সুঁটো বলে। কাঁচা বেলের সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে বেল সুঁটো করিলেই সংবৎসর চলিতে পারে।

ছেলের পেটের অসুখের সময় প্রসূতি কেবল মাত্র মাছের বা তরকারীর ঝোল ও ভাত খাইবেন, এবং একটু সামান্য দুগ্ধও খাইতে পারেন।

শিশু সন্তানদিগের আহার এবং স্নান সম্বন্ধে বিশেষরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহাদের শীঘ্র পীড়া হয় না।

ছোট ছোট ছেলেদের প্রায়ই পাঁচড়া ও গরল প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। শরীরের রক্ত খারাপ হইলেই প্রায় এই সকল পীড়া হয়। কোন একজনের পাঁচড়া হইলে ক্রমে ক্রমে সেই বাটীর সমস্ত পরিবারের পাঁচড়া হয়। অনাবৃত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অপরিষ্কৃত স্থানে বাস ইত্যাদি নানা কারণে গরল প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। বাটীর একটী বালকের পাঁচড়া অথবা গরল হইলে, অপরাপর বালকগণকে বিশেষরূপ সাবধানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় না রাখিলে তাঁহাদের ঐরূপ রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহার পাঁচড়া হইবে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র শয্যা ও কাপড় রাখিবে। সে যেন কখনও অপরের শয্যায় শয়ন না করে এবং অপরের কাপড় অথবা গামছা ব্যবহার না করে। কারণ এই ছোঁয়াটিয়া রোগ এই প্রকারে সমস্ত পরিবারের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে অত্যন্ত যাতনা দেয় পাঁচড়ার ঔষধ নানা প্রকার। যে কয়েক প্রকার ঔষধে শীঘ্র আরাম হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে ;—

১। শরীরের যে যে স্থানে পাঁচড়া হয়, সাবান দ্বারা সেই সেই স্থান উত্তম রূপে রগড়াইয়া ধৌত করিয়া তাহাতে কর্পূর মিশ্রিত নারিকেল তৈল গরম করিয়া দিলে পাঁচড়া ভাল হয়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকেরা সাবান দিয়া রগড়াইবার যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না; তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধে খুব উপকার হইবে।

২। যে স্থানে পাঁচড়া হইবে (হাতে হইলে সুবিধা হয়) সেই স্থানে ভিজা কাপড় (ন্যাক্‌ড়া) বাঁধিয়া রাখিবে। কাপড় যেন শুষ্ক হইয়া না যায়; শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলেই তাহা পুনরায় ভিজাইবে। ৪।৫ ঘণ্টা পরে ঐ ভিজা কাপড় খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পাঁচড়াগুলি সব সাদা হইয়া গিয়াছে এবং ভিজিয়া অত্যন্ত নরম হইয়াছে। তখন নিমপাতা সিদ্ধ করা গরম জল করিয়া সেই জলে আস্তে আস্তে সেই পাঁচড়াগুলি ধুইয়া পরিষ্কার

করিবে। পরিষ্কার করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, কারণ পাঁচড়াগুলি জলে ভিজিয়া অত্যন্ত নরম হইয়া আছে। ধৌত করা হইলে পাঁচড়া বেশ পরিষ্কার হইবে। তখন তাহাতে খাঁটী শরিষার তৈল লাগাইয়া দিবে। এই প্রকরণে ২।৩ দিবসে পাঁচড়া আরাম হয়।

৩। বেণের দোকানে কস্তুরো বিচি নামক এক প্রকার বিচি পাওয়া যায়। সেই বিচি কতকগুলি নারিকেল তৈল দ্বারা বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

৪। শরিষার তৈল ও কলিচুণ একত্রে ফেনাইয়া, রৌদ্রে গরম করিয়া তাহার পর পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও ভাল হয়।

পাঁচড়া যত পরিষ্কার করা যায়, তত শীঘ্র আরাম হয়। অপরিষ্কার লোকদের পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হয় না, তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। পাঁচড়ার সময় দুই বেলা ভাত খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে সকল দ্রব্য খাইলে রস হয়, তাহা খাইবে না। অপরাহ্নে রুটী খাইবে।

গরলের ঔষধ।

গরল নানা প্রকার আছে এবং তাহার ঔষধও নানা প্রকার। কিন্তু একটী সাধারণ ঔষধ আছে যাহাতে সকল প্রকার গরল শীঘ্র আরাম হয়। ঐ ঔষধে নালা ঘা পর্য্যন্ত আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

পানমরিচ নামে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর ধারে পাওয়া যায়। উহার পাতা সরু এবং লম্বা। একটা পিতলের বাটী করিয়া কতকটা ঘৃত আগুণে চড়াইবে। যখন সেই ঘৃত ফুটিবে, তখন তাহাতে কতকগুলি পানমরিচের পাতা ফেলিয়া দিবে। ঐ পাতাগুলি যখন ঘৃতে ভাজা হইয়া চুঁইয়া যাইবে, তখন সেই ঘৃতের বাটী আগুণ হইতে তুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িলে পাতাগুলি গুঁড়াইয়া ঘৃতের সহিত মিশিয়া যাইবে, সেই ঘৃত প্রতি দিবস ৩ বার করিয়া গরলে লাগাইয়া দিবে। যখন ঘৃত লাগাইবে, তখনই গরম করিয়া লাগাইবে। (ক্রমশঃ)

বার্জিনিয়ার ইতিবৃত্ত।

বামাবোধিনীতে জর্জ ওয়াসিংটনের জননীর আখ্যায়িকাতে বার্জিনিয়া প্রদেশ তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রদেশের ইতিবৃত্ত অতি আশ্চর্য্য। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সার ওয়াণ্টার র‍্যালি এখানে উপনিবেশ স্থাপনার্থ প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। এই

ভূমি-খণ্ডের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ তিনি স্বজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অনেককে তথায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সংস্থাপিত উপনিবেশের উন্নতি হইল না। বার্জিনিয়ার আরণ্য ভূমিতে বাস অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এক সময় আদিম-নিবাসীরা তাহাদিগকে সমূলে হত্যা করে। ইংলণ্ড হইতে যখন সাহায্য আসিল, তখন শিশু উপনিবেশ ধ্বংসাবশেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের অসমাহিত অস্থি সকল প্রান্তর ছাইয়াছিল; শূন্য গৃহ সকলে বন্য হরিণ সকল চরিত। আর একবার উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। অধিবাসীদের কি হইল, অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই।

সার ওয়াল্‌টার র‍্যালি লণ্ডন দুর্গে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য বন্দী হইয়া "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিতেছিলেন এবং আপনার ভাগ্য ও উপনিবেশের ভাগ্য স্মরণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন। যাহাহউক তাঁহার আশা সফল হইবার উপক্রম হইল। ১৬০৬ সালে ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌স সনন্দপত্র দিয়া এক কোম্পানি স্থাপন করিলেন—উপনিবেশ সংস্থাপন তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিলেন।

কোম্পানি ৩ খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া বার্জিনিয়াতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মানসে একদল লোক পাঠাইলেন। ইহাদের সংখ্যা ১০৫ জন। ইহাদের অর্দ্ধেক লোক দেউলিয়া, কতকগুলি ব্যবসায়ী, অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্য। তাহাদের মধ্যে কৃষি, শিল্পী প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। নূতন দেশ পত্তনের জন্য যেরূপ লোকের প্রয়োজন, সেরূপ লোক নাই, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়—তিন খানি জাহাজ যেন ইংলণ্ডের জঞ্জালে পূর্ণ হইয়া আমেরিকার অরণ্যে সার যোগাইবার জন্য প্রেরিত

বার্জিনিয়ার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই সকল হতভাগ্য লোকদের সহিত একজন সুযোগ্য লোক যাইতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে শাসন ক্ষমতায় বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার নাম জন স্মিথ। এই ব্যক্তি যথার্থ বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরেরও কম, তিনি একজন দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, প্রশস্তহৃদয় যুবা পুরুষ। বাল্য কাল হইতে তিনি রণ ব্রতে দীক্ষিত, সাহসিক কার্য্যের অনুসন্ধানে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন উপনিবেশ স্থাপনের প্রবৃত্তি সাধারণের মনে বলবতী, তিনি তৎক্ষণাৎ উৎসাহসহকারে বার্জিনিয়াযাত্রীদিগের দলভুক্ত হইলেন। নিজের অনিচ্ছা এবং

সহযাত্রী অনেক ব্যক্তির ঈর্ষ্যাভাব সত্ত্বেও তিনি উপনিবেশীদিগের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইলেন। যে প্রণালীতে প্রাচীন কালে একজন লোক রাজপদ লাভ করিতেন, স্মিথ সেই প্রণালীতে এই উচ্চতম পদ অধিকার করিলেন।

হীনচরিত্র এই লোকমণ্ডলী পোতারোহণে জেম্‌স নদী বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তীরে নামিয়া দেশের রাজার নামে "জেম্‌স নগর" বলিয়া সেই স্থানের নামকরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে নগর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকাতে এই প্রথম উপনিবেশ পত্তন। উপনিবেশীরা এই স্থানের জল বায়ু ও অরণ্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইলেন।

কিন্তু দেশটী এখনও অরণ্যময়। অরণ্য পরিষ্কার না করিলে আহারোপযোগী কোন শস্য উৎপাদনের আশা নাই। নির্ব্বাসিত ভদ্র লোকেরা জঙ্গল কাটিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসুবিধা ভয়ানক। কুড়ালী ধরিয়া তাঁহাদিগের হাতে ফোস্কা পড়িতে লাগিল, অনেক সময় দুই ঘা মারিয়া তাঁহারা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে শপথ করিতে লাগিলেন, যে তৃতীয় আঘাতের ধ্বনি আর কর্ণগোচর হয় না। স্মিথের কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ গণিবার উপায় করিলেন এবং রাত্রিকালে প্রত্যেক শপথের জন্য এক কড়া করিয়া জল তাহাদিগের হস্তে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ চিকিৎসায় শপথ করা রোগের প্রতীকার হইল এবং সকলে অধিক সহিষ্ণু হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

উপনিবেশীরা বসন্তকালের প্রথমে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, রৌদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ হইল, উত্তাপ অসহ্য। খাদ্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন, অনেক সময় উপবাসব্রত অবলম্বন করিতে হইল। এই সময় স্মিথ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমরা আহার পান হইতে যেরূপ বিরত হইয়াছি, পাপ হইতে যদি সেইরূপ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা পুণ্যাত্মা শ্রেণী মধ্যে স্থান পাইতে পারিতাম।" উপনিবেশীরা পীড়িত হইয়া মরিতে লাগিল। কুড়ালী ধরা তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, ক্ষত হস্ত হইতে তাহা স্খলিত হইতে লাগিল। শরৎকাল আসিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক লোক গতাসু হইল। কিন্তু বার্জিনিয়ার যে প্রচণ্ড সূর্য্য এত জীবন নাশের কারণ হইল, সেই সূর্য্য অবশিষ্ট জীবিত লোকদিগের জন্য রোপিত শস্য পাকাইয়া তুলিল এবং তাহাদের আহার ক্লেশের অনেক লাঘব হইল। শীতকালে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইল এবং বন্য পক্ষী ও মৃগ প্রচুর পরিমাণে পাইবার সুবিধা হইল।

উপনিবেশীদিগের অবস্থা যখন এক প্রকার নিরাপদ হইল, তখন স্মিথ কতকগুলি সঙ্গী সমভিব্যাহারে দেশের অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্কারে যাত্রা করিলেন। আদিমবাসীরা সঙ্গিসহ তাঁহাকে ধৃত করিল। তাঁহার সঙ্গিগণকে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে হত্যা করিল। ঘোর বিপদেও স্মিথের মনের শান্তভাব বিচলিত হইল না। তিনি পকেট হইতে কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বাহির করিলেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া অসভ্যদিগের মনে কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিলন। তিনি তাহাদের সমক্ষে এক খানি পত্র লিখিলেন, তাহা দেখিয়া তাহারা যার পর নাই চমৎকৃত হইল। তাহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিল না এবং একটী অদ্ভুত জীব বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ বন্য লোকদিগের নিকট প্রদর্শন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগের বোধের অগম্য, অমানুষিক জীব। তাঁহার দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, এখনও স্থির করিতে পারিল না।

অনেক চিন্তার পর তাহাদিগের নিকট যে উপায় বিজ্ঞোচিত বলিয়া বোধ হইল, তাহারা তাহাই অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইল। এ আশ্চর্য্য জীব হইতে মঙ্গল হইবে কি না অনিশ্চিত, কিন্তু বিপদ যে হইবে না, কে তাহার প্রতিভূ হইবে? এই ভাবিয়া তাহারা স্মিথকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া মাটীর উপর ফেলিল এবং এক খণ্ড প্রস্তরের উপর তাহার মস্তক স্থাপন করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহার মাথা চূর্ণ করিবার জন্য এক বৃহৎ মুদ্গর উত্তোলিত হইল কিন্তু স্মিথ সকলেরই প্রিয় ছিল। ঐ অসভ্য জাতির রাজার কন্যার নাম পোকাহণ্টাস, তাহার বয়স ১০ বা ১২ বৎসর মাত্র। এরূপ প্রিয়দর্শন সাহেবটী হত হইবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। স্মিথ যখন শয়ান হইয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, বালিকা তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল এবং উদ্যত মুদ্গরের নিম্নে আপনার ক্ষুদ্র মস্তক স্থাপন করিল। অসভ্যেরা আর তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না এবং রাজকন্যার আবদারে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

৫ বৎসর পরে জন রোল্‌ফ নামে এক সুবোধ ধার্ম্মিক ইংরাজ যুবার অনুরাগ দৃষ্টি এই বালিকার উপর পতিত হইল। কিন্তু অসভ্য শাপগ্রস্ত জাতির কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে কিরূপে যুক্ত হইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ঘোরতর আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা বালিকাটী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, জেম্‌স টাউনের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরে তাহার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে তিনি তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে ইংরাজ যুবা তাহার

পত্নীকে লইয়া ইংলণ্ডে যান। যুবতীর আকৃতি সুন্দর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ঈশ্বরনিষ্ঠা অকপট এবং ব্যবহার সকল সরল বন্য ভাবের পরিচায়ক। ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ 'বনের প্রথম ফল' বলিয়া ইহার বিশেষ সমাদর করেন। অসভ্য আমেরিক ও সভ্য ইংরাজ এই উভয় জাতির যোগে বড় শুভ ফল হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। এই যুবতী অবিলম্বে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ইহাঁ হইতে বার্জিনীয় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের উৎপত্তি হয়। এই রমণী আমেরিকার ইণ্ডিয়ান বংশের একটী সমুজ্জ্বল সুন্দর ছবি। তাহাদের কুল সমুজ্জ্বলকারী এরূপ রত্ন আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দুঃখের বিষয় তাহার ভাগ্যে স্বদেশ পুনর্দর্শন ঘটিল না। মৃত্যু তাঁহার স্বামিপুত্র হইতে অকালে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিল।

স্মিথ যখন বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন উপনিবেশটী বিনষ্টপ্রায়। ৩৮টী মাত্র লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিল। স্মিথের প্রত্যাগমনে সেই নিরাশ লোকদিগের মনে আশাজ্যোতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধ্যক্ষের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইংলণ্ড হইতে নূতন উপনিবেশীর আগমনে তাহারা সমধিক উৎসাহিত হইল।

নবাগত লোকেরা চরিত্র বিষয়ে পূর্ব্বতন লোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। উপনিবেশীদিগের অধিকাংশ এখনও দুশ্চরিত্র হতশ্রী ভদ্রবংশীয় লোক। স্বদেশে থাকিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত বলিয়া তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার খ্যাতি কিরূপ বলা বাহুল্য, এই জন্য এখানে নির্ব্বাসিত না হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে কেহ কেহ অধিক পসন্দ করিল এবং তাহারা সেইরূপ দণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এইরূপ লোকদিগকে শাসনাধীন রাখিয়া স্মিথ যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন,তাহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু হঠাৎ বারুদে আগুণ লাগিয়া তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। উপনিবেশে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না, স্মিথকে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইল। উপনিবেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ পীড়া উপস্থিত হইল। স্মিথ যাত্রাকালে ৫০০ লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে তাহা হ্রাস হইয়া ৬০ টী মাত্র হইয়া যায়। ইহারা জাহাজ চড়িয়া স্বদেশে পুনর্যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় তাহাদের নূতন গবর্ণর লর্ড ডেলাওয়েয়র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপনিবেশটী আর একবার রক্ষা পাইল।

অল্পে অল্পে উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, উৎকৃষ্টতর প্রকৃতির লোক সকল ক্রমশঃ তথায় আসিতে লাগিলেন। ১৬৮৮ সালে বার্জিনিয়ার লোকসংখ্যা ৫০ হাজার হইল; তাহাদের জন্য লিখিত ব্যবস্থা সকল প্রণীত হইল এবং তদনুসারে তাহারা শাসিত হইতে লাগিল।

মহারাষ্ট্রীয় বীরের কীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হইয়া দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে উদ্যত হন। এই সময় মহারাষ্ট্রের মহাবীর শিবজী সম্রাটকে যথাসাধ্য বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল তেজস্বিতায় ও অসামান্য বিক্রমে সম্রাট স্তম্ভিত হন। শিবজীর একজন সেনাপতি উপস্থিত সমরে যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। এই বীর পুরুষের নাম তন্নজী।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাজেম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিবজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের হস্তগত হইয়াছে। মোগল পক্ষের অনেক রাজপুত সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত, মোগলের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বীরশ্রেষ্ঠ আজ এই উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, নীরবে গম্ভীর ভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গ রাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত, উহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। একদিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বপ্রান্তে সিংহগড়। উত্তর ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকৃতি। উহার মধ্য ভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে।

যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষ লতা পরিশোভিত

শ্যামল তটদেশ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তর দিকে পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনা-নগরী দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈল-মালা সুনীল বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এইদিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবজীর সেনাপতি তন্নজী ঐ দুর্গম দুরারোহ গিরিদুর্গ অধিকর করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মাঘমাস। দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুরন্ত শীত আপনার দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তন্নজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধি-কার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথ গুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয় নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী আপনার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল, ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা সঙ্কেত প্রাপ্তি মাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে এক জন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই করিয়া দিলেন। শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অব-লম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ শব্দ হইল। এ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া, যে দিক্ দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। একজন সৈনিক ঘটনা কি জানিবার জন্য অগ্র-সর হইয়াছে, অমনি একজন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্র-সর হইতে লাগিল। তন্নজী তখন বিপুল সাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্যক দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করি-লেন। মাওয়ালিগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদিগের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তন্নজী প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। তখন মাওয়ালী সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার পন্থা দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে তন্নজীর ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্য্যজী যুদ্ধ-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে মাওয়ালীদিগকে' কহিলেন, "কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে

ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।" সূর্য্যজীর এই তেজঃপূর্ণ বাক্য মাওয়ালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আবার "হর হর মহাদেব" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। এ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিয়া পর্ব্বত কন্দর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এবার মাওয়ালীগণ এরূপ বেগে দুর্গরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই সে আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সাহসী সৈনিক পুরুষ মাওয়ালীদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয়পতাকা সুদূর গগনে উড়িতে লাগিল। এই বিজয়-বার্ত্তা শিবজীর নিকটে পৌছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তন্নজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, "সিংহের আবাস গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল; আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায় তন্নজীকে জন্মের মত হারালাম!!"

খোকার জয়।

নরেশ বাবু কোন ধনীর একমাত্র সন্তান। পিতা মাতার অশেষ যত্নে পালিত। জ্ঞানোপার্জ্জনে নরেশের আন্তরিক ব্যাকুলতা হইল, তাহার উপর অর্থ সাহায্যে যাহা কিছু হইতে পারে, তাহারও ত্রুটি ছিল না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাসনানুরূপ জ্ঞান লাভ দ্বারা পিতা মাতার সন্তোষবর্দ্ধনে সমর্থ হইলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা সদ্বংশসম্ভূত একটী সুন্দরী বালিকাকে পুত্রবধূ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। নরেশের সুখেই জনক জননীর সুখ। পুত্রের আনন্দেই গৃহ আনন্দময়। নরেশও বাল্যকাল হইতে এক দিনের জন্যও পিতা মাতাকে মনঃপীড়া দেন নাই। পিতা পুত্রে যে যোগ থাকিলে গৃহ শান্তিময় হয়, নরেশ ও তৎপিতার সেই মধুময় যোগ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। মাতার চরিত্রে মহত্ব দেখিলে সন্তান আপনা হইতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, নরেশেরও তাহাই হইয়াছিল। গুণবতী জননী স্নেহ ও চরিত্রের মহত্বগুণে বিনা আয়াসে সন্তানকে সাধুতার দিকে আকৃষ্ট করিয়া সকল প্রলোভন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া

আসিতেছিলেন। ধনীর একমাত্র পুত্র, চারি দিকে কত প্রলোভন! কিন্তু একমাত্র মাতার গুণে বাইশ বৎসরাবধি সেই যুবক স্বীয় নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধুরতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হঠাৎ এ কি হইল, ধার্ম্মিকা মাতা সপ্তাহ পীড়া ভোগ করিতে না করিতে ইহ-লোক ছাড়িয়া গেলেন! দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পিতাকে আর গৃহে ফিরিতে হইল না!! এইরূপে নরেশের সুখের দিন ফুরাইল, একাকী অতুল ধনের অধিকারী হইয়া সেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও জনক জননীর অভাবে তাঁহাকে নিতান্ত ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিতে হইল। কতিপয় বৎসর এইরূপে যাইতেছে, ক্রমে অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল। তোষামোদপটু স্বার্থপর সহচরগণ সরল আত্মপ্রত্যয়ী যুবক নরেশকে আপনাদিগের আয়ত্তে আনিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হইল। হায়! চাতুরী কাহাকে বলে, কপটতা কি যে জানে না, সে কিরূপে এই মুখ-মধু বন্ধুদের কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিবে? যথার্থ বন্ধু ভাবিয়া নির্ব্বোধ যুবা ক্রমে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনুপযুক্ত পাত্রে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে যে সকল কুফল ঘটিয়া থাকে, ক্রমে সে সমস্তই দেখা দিল। সুরা যাহার উপর আন্ত-রিক ঘৃণা বশতঃ নরেশ কখনও স্পর্শ করেন নাই, কুসঙ্গের দোষে ক্রমে তাহা প্রধান পানীয়রূপে পরিগণিত হইল, এবং তৎসঙ্গে আর যাহা কিছু একে একে সবই আসিয়া যোগ দিল। গৃহে সতী লক্ষ্মী পত্নী নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলেন। সম্মুখে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কোন কথার উল্লেখ করিলেই রাগ করিয়া বলেন "অমন করিলে আর বাড়ি আসিব না, বাগান বাড়ীতে থাকিব।" এইরূপে প্রায় প্রতি দিনই কিছু না কিছু অশান্তির কারণ হয়। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া নরেশকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিল। সাধ্বী রমণী স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনে মনঃক্লেশে দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগি-লেন। কি করিলে আবার সেই সুখের দিন আসিবে, সেই মধুময় প্রীতি যাহা লাভ করিয়া জীবন সুখময় ও গৃহ আনন্দে পূর্ণ ছিল, আবার কিসে আসিবে, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করেন, কিন্তু হায়! যাহার জন্য এত চেষ্টা, সে কি আর প্রকৃতিস্থ আছে যে পত্নীর মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া তাহার সান্ত্বনার জন্য অগ্রসর হইবে? কতিপয় বৎসর এই রূপে কাটিল। নরেশের পত্নীও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নরেশের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই— ইচ্ছা হয় ত বাড়ী আসেন, কখন কখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায়—"বাবু" বাগান বাড়ীতে আছেন, দাসীর

নিকট হইতে এই মাত্র সংবাদ পত্নীর কর্ণগোচর হয়।

নরেশের পুরাতন দাসী এক দিন প্রাতে নরেশের নিকট সংবাদ লইয়া গেল যে গত রাত্রি বধূমাতার একটী সুকুমার হইয়াছে। বাড়ীর দেওয়ান দাসীকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। যখন দাসী সংবাদ লইয়া আসে, নরেশ বাবু তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। এত অধিক অত্যাচার হয়, যে তিন দিন আর বাটী আসিতে পারেন নাই। এদিকে বাটীতে নব-কুমারের সমাগমে মহা ধুমধাম কিন্তু হায়! সূতিকাগারে প্রসূতির মুখ মলিন। স্বামীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দুই চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হই-তেছে। নির্দ্দোষ সুকুমার শিশুর মুখ দেখিয়া শোক যেন দ্বিগুণ হইয়া প্রসূতির প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে!

চতুর্থ দিবসে নরেশ বাবু বৃদ্ধ দেওয়ানের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া খোকাকে একবার দেখিতে আসিলেন, অল্পক্ষণ পরে আবার চলিয়া গেলেন।

একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল "বাবু" পশ্চিম যাইবেন। নানা প্রকার আয়োজন আড়ম্বরের পর সত্য সত্যই নরেশ বাবু পশ্চিম গেলেন। এক বৎসর পরে বাটী ফরিলেন। আর সে শ্রী নাই, সে স্নেহময় ভাব নাই। অত্যাচারে চক্ষু কোটরে প্রবেশ করি-য়াছে, উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়াছে, দেহ ক্ষীণ, অবসন্নমুখে আর সে প্রফুল্লভাব নাই। অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে বাটী প্রবেশ করিতেছেন, হঠাৎ দ্বারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র বাগানে হাস্যধ্বনি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, ফিরিয়া দেখেন দাসীর কোলে একটী শিশু স্বীয় সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া হাত তালি দিতেছে ও হাসিতেছে। প্রভুকে দেখিবামাত্র দাসী অগ্রসর হইয়া খোকাকে প্রভুর কোলে দিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু শিশুর অপরিচিত মুখ দেখিয়া একটু গম্ভীর হইয়া দাসীর কোলে মুখ লুকাইল। শিশুর পবিত্র স্বর্গীয় মধুরতা নরেশের হৃদয়ে কি এক ভাব আনিয়া দিল, তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পত্নীর মলিন বিষণ্ণ ভাব দর্শনে কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন আমার বাড়ীতে কি ভাত নাই যে এত রোগা হইয়াছ? এই বলিয়াই বাহিরে গেলেন। পত্নী নীরবে চক্ষুর জল মুছিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় কেহ নাই যে সান্ত্বনা করে। নরেশ বাবু বাহিরে যাইবার কালে দেখিলেন খোকাকে বাটীর ভিতর আনিতেছে। নরেশ বাবু চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাগানে গিয়া কিছুক্ষণ থাকিতে না থাকিতে ইচ্ছা হইল একবার খোকাকে দেখি। সে সুন্দর মুখখানি মনকে কেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, যে সঙ্গীদিগকে বিদায়

দিয়া বাটী আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কি মনে হইল চলিয়া গেলেন। প্রায় সপ্তাহ কাল এই প্রকার ঘর ও বাহির আসা যাওয়া চলিল, একদিন ভৃত্য আসিয়া বলিল "বাবু বাটীর ভিতর আহার করিবেন।" সেই রূপ আয়োজন হইল। বাবু আহারে বসিয়াছেন পাশের ঘরে আধ আধ স্বরে খোকা 'বাব্বা' 'বাব্বা' করিয়া খেলা করিতেছে। নরেশ বাবুর কর্ণে সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল—অজানিত ভাবে কে যেন বলিয়া দিল "ঐ শিশুকে দেখ, উহাকে যত্ন কর, আর পাপের দাস থাকিও না।" নরেশ বাবু ভাল রূপে আহার করিতে পারিলেন না। পাপ অত্যাচারে জীবন ঘোর কলঙ্কিত হইয়াছিল—অসাড় হইয়াছিল, হঠাৎ স্বীয় সন্তানের নির্দ্দোষ স্বর্গীয় পবিত্রতা দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি প্রাণে উদিত হইয়া বিপরীত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিল। পিতা মাতার লুপ্ত স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, এত দিন কি ভাবে জীবন যাপিত হইয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া প্রাণকে আকুল করিল।

কয়েক দিন বড়ই অশান্তিতে গেল। শিশুকে দেখিলেই আর দূরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না, কি আকর্ষণে যে পাষণ্ড পিতার প্রাণকে আকৃষ্ট করিল, তাহা কেহ জানে না। নরেশ বাবু ক্রমে কুসঙ্গ ছাড়িলেন। প্রেমময়ী পত্নীর কথা তখন মনে পড়িল, তাঁহার কোমল প্রাণে কত আঘাত দিয়াছেন, বিনা অপরাধে কত যন্ত্রণায় তাহাকে দগ্ধ করিয়াছেন, শিশু গুরু হইয়া আজ তাহা বুঝাইয়া দিল। শিশু যেন মধ্যস্থ হইয়া পিতা মাতার মধ্যে প্রেমবন্ধন কোমল হস্তে পুনরায় বাঁধিয়া দিল। পাপের নরককূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পাপীকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করিল

বাস্তবিক শিশুর পবিত্র জীবন কিনা করিতে পারে? যদি মনোযোগের সহিত দেখা যায় শিশুর সারল্য, শিশুর পবিত্রতা যে কত মধুময়, কত শান্তিপ্রদ, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কত শিশু জগতের পাষণ্ড দুরাচারকে স্বীয় পবিত্রতার গুণে পুণ্যের পথে আনয়ন করিয়াছে। কত গৃহ শিশুর আগমনে শান্তির আলয় হইয়াছে, কত শুষ্ক হৃদয় শিশু প্রেমে বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? স্বর্গীয় কুসুম শিশুর জীবন বিনাড়ম্বরে মানব প্রাণে সৌরভ বিস্তার করিয়া আপনার দিকে সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই বলি কেহ শিশুকে অনাদর করিও না, শিশু বড়ই আদরের সামগ্রী। এই পাপময় স্বার্থপর সংসারে যদি কেহ চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গের ছবি ধরিয়া দেয়, তবে সে শিশু। যদি কেহ হৃদয়ের কুটিল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে পুণ্যের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দেয়, সে এই কোমল-প্রাণ শিশু। শিশুর নির্দ্দোষ সারল্যময় জীবনের সহিত পৃথিবীর কোন পদার্থের তুলনা হয় না।

গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা।

১০৯ সংখ্যক বামাবোধিনীতে "মাতৃ-গর্ভ ও গর্ভস্থ শিশু" নামক প্রস্তাবে আমরা গর্ভস্থ শিশুর নানা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্দ্ধন বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু কিছু বিবরণ "প্রসব তত্ত্ব" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল, আশা করি, ইহা পাঠিকাগণের কৌতূহলজনক হইবে।

১ম মাসে। ভ্রূণ পিপীলিকার ন্যায় ১/৩ ইঞ্চি লম্বে, ওজনে ২০ গ্রেণ। মস্তকের দিক স্থূল, চরণের দিক সূক্ষ্ম, ভাবীমুখ স্থলে একটী বিভক্ত চিহ্ন, ভাবী চক্ষুর্দ্বয় স্থলে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন এবং হস্তপদ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চাংশ দেখা যায়।

ছয় সপ্তাহে। দৈর্ঘ্য ॥—১ ইঞ্চি, ওজন ৪০—৭৫ গ্রেণ। বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক এবং করোটী হইতে মুখ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণের ছিদ্র দেখা যায়। হস্ত পদ অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হয়। নাভিরজ্জু এবং ফুল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

দুই মাসে। দৈর্ঘ্য ১॥ ইঞ্চি, ওজন ২।৫ ড্রাম। জননেন্দ্রিয় ও হস্তপদ স্বতন্ত্র দেখা যায়। ওষ্ঠ, নাসিকা এবং অক্ষি পুটের অঙ্কুর উদয় হয়। গুহ্যদ্বার স্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুস্ ও প্লীহার অঙ্কুর দেখা যায়।

তিন মাসে। ২—৬ ইঞ্চি, ১—৩ ঔন্স। জননেন্দ্রিয় স্পষ্ট, লিঙ্গ নির্ণয় হইতে পারে। ফুল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চারি মাসে। ৪॥—৮॥ ইঞ্চি, ৩—৪ ঔন্স। মুখ বড়, চর্ম্ম লাল আভাযুক্ত এবং কিছু কঠিন, নখর বাহির হইতে থাকে।

পাঁচ মাসে। ৬—১০॥ ইঞ্চি, ৫ ঔন্স হইতে ১ পৌণ্ড (অর্দ্ধসের)। মস্তক শরীর অপেক্ষা বড়। নখর স্পষ্ট, মস্তকের কেশ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড ও মূত্রযন্ত্র বৃহদাকার। পিত্তাশয় স্পষ্ট। স্থায়ী দন্তের অঙ্কুর দেখা যায়।

ছয় মাসে। ৮—১৩ ইঞ্চি, ওজন ১ পৌণ্ড ২ ঔন্স। অক্ষিপুটদ্বয় একত্রিত, বৃহৎ অন্ত্রে প্রথম মল থাকে।

সাত মাসে। ১১—১৬ ইঞ্চি, ওজন ১ সের হইতে ২ সের চর্ম্ম ঈষৎ লাল, বসাবৎ দ্রব্যে আচ্ছাদিত। কেশ দীর্ঘ, নখর অঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত আইসে না। অক্ষিপুট স্বতন্ত্র।

আট মাসে। ১৪—১৮ ইঞ্চি, ওজন ১॥ সের হইতে ২॥ সের। চর্ম্ম গোলাপের বর্ণ, লোমবিশিষ্ট, নখর অঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত আইসে।

নয় মাসে। দৈর্ঘ্য ১৬—২০ ইঞ্চি, ওজন ২॥ সের হইতে ৩॥ সের, মস্তকের চুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শিশু পূর্ণাবয়ব হয়।

গর্ত্তপূর্ণ হইলে ১৭—২৬ ইঞ্চি, গড়ে ১৯ ইঞ্চি। ওজন ২ পৌণ্ড ৬ ঔন্স হইতে ১৬ পৌণ্ড। (/১।॰ সের হইতে /৮ সের পর্য্যন্ত)। সচরাচর পৌনে চারি সের।

ভূমিকম্প।

অধ্যাপক হক্সলী প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে ভূ-পৃষ্ঠে শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবী কথঞ্চিৎ তাপভাগ পরিত্যাগ করিলে, ইহার ব্যাস সঙ্কুচিত হয়, এবং সঙ্কুচিত স্থানবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও উপকূল প্রদেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ভূমিকম্পের উৎপত্তি। গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ কেরোলিনায় চার্লেষ্টন প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়াছিল। তদবধি তত্রত্য উপকূলস্থ তরঙ্গলেখা প্রায় ৮ ইঞ্চি পরিমাণ হ্রাস বা নিম্ন হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় পৃথিবীর উক্ত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিউজিলণ্ড, চিলী ও সুইডেনের উপকূলস্থ ভূমি সকল ভূ-কম্পন দ্বারাই উন্নত হইয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদের দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, ইহাতে যে সকল খাল ও উপনদী ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল তৎসমুদয়েরই প্রবাহ সংযত হইয়াছিল। ভূ-পৃষ্ঠে সকল স্থানেই ভূমিকম্প-জাত পরিবর্ত্তন সকল সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোথাও বা প্রবল আন্দোলনে পৃথিবী আলোড়িত হইয়া পর্ব্বত সকল স্থানচ্যুত, নদীস্রোত বন্ধ, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত এবং গ্রাম ও নগর সকল বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রলয়ের কাণ্ড সমুপস্থিত করে, কোথাও বা নিঃশব্দে সজন নগরও শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন গহন চকিতের মধ্যে অবনীগর্ভে সমাহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যখন বসুন্ধরা সমধিক পরিমাণে তাপ উদ্গীরণ করিয়া ভূ পৃষ্ঠের সাতিশয় শৈত্য উৎপাদন করিবে, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবিচ্ছিন্ন বিশাল পর্ব্বত শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন হইবে। সমতল ভূমির অসদ্ভাবে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হইলে ভাবী মানব সন্তানদিগের সমূহ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রের উন্নতির দ্বারা তখন মানব-শক্তি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প উত্তুঙ্গ পার্ব্বতীয় প্রদেশ সমতল পরিণত এবং গভীর কন্দর ও উপত্যকা সকল পরিপূর্ণ করিয়া সিন্ধুজলের প্রয়োজন মত পরিবেশন দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবে।

দ্যু-লোকের মানচিত্র।

সম্প্রতি পারিস নগরে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের একটী মহতী সমিতি হইয়াছিল। তথায় দেশীয় বিদেশীয় খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত দূরদূরান্তর হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রজনীযোগে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক তারকের ফটোগ্রাফ বা অবিকল প্রতিমূর্ত্তি লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে মস্তকোপরি ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কদিগের আকার প্রকার গতি বিধি ও ব্যবস্থার বিশেষ নির্ণয় করা হইবে এতদর্থে দ্বাদশ বৎসর সময় লাগিবে। এই প্রকার মানচিত্র ২০০০ দুই সহস্র খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, ইহাতে সার্দ্ধ দুই কোটী নক্ষত্রের সচিত্র পূর্ণ নির্ঘণ্ট থাকিবে। প্রত্যেকের নিরূপিত স্থান ও মার্গ, আকৃতি, বিস্তৃতি ও প্রবণতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই বিবৃত থাকিবে। এই সকল ফটোগ্রাফের নাম-জিলেটাইন ব্রমিয়র (Gelatine bromure)। এপর্য্যন্ত কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দ্যু-লোকের যে সকল মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও বিশ্বাসজনক হইবে। ইহাতে যে কেবল গ্রহনক্ষত্রদিগের চিত্র অবিকল চিত্রিত থাকিবে তাহা নহে, অসীম আকাশের গভীরতাও অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেদ হইবে। ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইল ফিট্‌জ জেমস্‌ ও ব্রায়েন নামক একব্যক্তি এই মত প্রচার করেন, যে চন্দ্রমার ফটোগ্রাফ লইলে ইহার অনেক গুহ্য প্রদেশসকল বিশদরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই ফটোগ্রাফ তন্ন তন্ন বিশ্লেষ করিলে ইহার সমস্ত প্রদেশ এরূপ পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইবে যেন আমরা চন্দ্রলোকের কয়েক পাদ মাত্র দূরে অবস্থিতি করিতেছি। প্রথমে যখন এই মত প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য লোকে প্রলাপের বাক্য বলিয়া তখন উপহাস করিয়াছিল, কিন্তু অধুনা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ মণ্ডলী যখন আবার সেই মতের প্রতিপোষকতা করিতেছেন, তখন আর প্রলাপ বাক্য বলিতে এক্ষণে আর কাহারও সাহস হয় নাই। তাঁহারা অনুমান করেন যে ফটোগ্রাফ দ্বারা তাঁহারা জ্যোতিষ্কদিগের গঠন উপাদান ও উপরিস্থ অবস্থা সকল সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন যে যে সার্দ্ধ দুই কোটী নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ লওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকই এক একটী সূর্য্য প্রত্যেকেরই গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত সৌরজগৎ আছে। এই সার্দ্ধ দুই কোটী সৌরজগৎও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিজ্ঞাপক নহে। এই সার্দ্ধ দুই কোটী জগৎকে যদি সার্দ্ধ দুই কোটী গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন নিরূপণ হয় না।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২১২ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নারিকেলের ডাল্‌না—নারিকেলের (শাঁস বেশী শক্ত না হয়, একটু নরম হইলে ভাল হয়) শাঁসের খোসা ছাড়াইয়া কুচি করিয়া আলু ভিজা ছোলার সহিত একত্রে ভাজিয়া রাখিবে। হলুদের জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা, গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, অল্প ময়দা এবং পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তৈল অথবা ঘৃতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে। নামাইবার সময় কিঞ্চিৎ ঘৃত এবং গরম মসলা দিয়া নামাইবে।

মোচার * ঘণ্ট—প্রথমে মোচা কুটিয়া জলে ভালরূপ ধৌত করিয়া পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে মোচাগুলি নিংড়াইয়া তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে এবং ঐ জল ফেলিয়া দিবে। একটু লঙ্কা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, কিঞ্চিৎ ময়দা, কিঞ্চিৎ গুড়, মোচার পরিমাণ মত লবণ, নারিকেল কোরা, মটরডালের বড়ী ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া একত্রে মাখিয়া তৈলে তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে। সম্বরাইবার সময় কেবল কাটি দিয়া নাড়িবে। না নাড়িলে ধরিয়া যাইবে, কেননা তাহাতে অতিঅল্পই রস থাকে। বেশ ঘন হইলে এবং মসলাদি ফুটিয়া গেলে ঘৃত দিয়া নামাইবে।

অনেকে মোচার ঘণ্ট আহার করেন না, কেননা সকল মোচা মিষ্ট নহে। কোন কোন মোচা তিক্তরসবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এমন উপায় আছে, যাহাতে তিক্ত রস বিশিষ্ট মোচার তিক্ততা নষ্ট করা যায়। সাধারণতঃ মর্ত্তমান, চাঁপা ও ডউরে কলার মোচা ভাল হইয়া থাকে; কাঁচকলার মোচা তিক্ত হয়, কাঁটালি কলার মোচাও সময় সময় তিক্ত দেখা যায়, এক একপ্রকার মোচা এত তিক্ত যে, মুখে করা যায় না। মোচা কিনিবার সময় তাহার খোলা খুলিয়া ভিতরের একটা ফুল চিবাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। যদি তিক্ত লাগে, তাহা হইলে জানা যাইবে, সেই মোচা তিক্ত।

যদি তিক্ত মোচার ঘণ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে মোচার ঘণ্ট খাইবার পূর্ব্ব দিবস মোচা কুটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন জল হইতে তুলিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তেঁতুল ও লবণ দিয়া চট্‌কাইয়া উত্তমরূপে মাখিবে। তাহার পর উত্তমরূপে মোচাগুলি ধৌত করিবে। এইবারে মোচার সব তিক্ত রস গেল; যাহা একটু রহিল, তাহা সিদ্ধ হইবার সময় যাইবে।

মোচার ডাল্‌না—ডউরে কলার মোচা হইলে তাহার কচি কচি কলা-

---

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা মোচাকে ভোড়া অথবা কলার ফুল বলিয়া থাকেন।

গুলি ছাড়াইয়া লইয়া চাকা চাকা করিয়া কুটিবে, তাহার পর সেইগুলিকে জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে কলাগুলি তুলিয়া লইয়া ভিজা ছোলা ও আলুর সহিত একত্রে ভাজিবে। তাহার পর হলুদ গোলার জলে উহাদিগকে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া, লঙ্কা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, অল্প গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরাইবে; সম্বরা হইলে ঘৃত দিয়া নামাইবে। একটু রস থাকিতে থাকিতে যেন নামান হয়।

নূতন সংবাদ

১। লক্ষ্ণৌয়ের বৃদ্ধ নবাব যিনি অযোধ্যা হারাইয়া এতদিন মুচিখোলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ইহাঁর কিরূপ মনের ভাব ছিল,তাহা এই গানে প্রকাশিত :—

"কোম্পানি বাহাদুর জুলুম কিয়া,
মেরে লক্‌নাউ সহরা সব লুঠ লিয়া,
দিল্লীমে আলতান, কাবুলমে মুলতান
মেরে মাল মুলুক সব মুল দিয়া।"

২। ইংলণ্ড আজি কালি ভারতবাসীর ঘর কন্নার স্থান হইয়াছে। এদেশীয় কেবল পুরুষ নয় স্ত্রীলোকেরাও সন্তানগণ সহ ইংলণ্ড দর্শনে যাইতেছেন। গত মেলে বাবু মনোমোহন ঘোষ সস্ত্রীক কন্যাগণ সহ তথায় পৌছিয়াছেন, তাহার সহযাত্রী সুশীল কুমার রায়, ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বোম্বাই লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকটী লোক গিয়াছেন

৩। বোম্বাই ও কলিকাতায় গত দুই বৎসর যে জাতীয় "কনগ্রেস" সভার অধিবেশন হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে মান্দ্রাজে তাহার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। মান্দ্রাজবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া এজন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

৪। আহারার্থ গাভী ও মহিষী বধ করাতে এ দেশের চাষ বাস প্রভৃতির বড় অনিষ্ট হইতেছে অতএব আইন দ্বারা তাহা রহিত করিবার জন্য বোম্বাইর কর্সটজী সোয়াবাজী জসাওয়ালা নামক এক সম্ভ্রান্ত পারসী গবর্ণর জেনারলের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। সকল ভারতবাসীর সমস্বরে এই আবেদনের পক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক।

৫। গত ২৩এ আশ্বিন মান্দ্রাজে প্রবল ঝঞ্ঝা হইয়া কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অক্ষয়চরিত—বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের বিস্তৃত জীবন চরিত, বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি নূতন কথা আছে, যাহাতে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। তত্ত্ববোধিনী সভা বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে জন্মদান করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিবৃত আছে।

২। কুমাররঞ্জন—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। বালকদিগের শিক্ষোপযোগী কবিতামালায় এই পুস্তকখানি গ্রথিত। ইহার কবিতাগুলি নীতি ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ, ইহা পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

চারুশীলা ও সুশীলার কথা।

চারুশীলা সুশীলা যে বোসেদের মেয়ে,
উঠে বসে বোন দুটি সুপ্রভাত পেয়ে।
চারুশীলা সুশীলা সে নামেও যেমন,
একপ্রাণ দুটি বোন কাজেও তেমন।
দশ বছরের চারু, সুশীলা আটের,
সর্ব্বদাই হাসি মুখ, দুইটি বোনের।
জানেনাক দ্বেষাদ্বেষি কন্দল ঝকড়া,
করেনাক ছুটাছুটি এ পাড়া ও পাড়া।
যে যা বলে তাই শোনে সরলা এমন,
জানেনাক আপ্তপর তাহারা দুজন।
মা বাপের কথা তারা কখন ঠেলেনি,
দুর্ব্বাক্য তাদের কেউ কখন বলেনি।
এমনই ভালবাসা আছে পরস্পরে,
কাছছাড়া হয়নাক তিলেকের তরে।
একটি জিনিস যদি দুটি বোনে পায়,
আধাআধি ভাগ করে তবে তারা খায়।
এক সঙ্গে শোয় তারা উঠে এক সঙ্গে,
দেখিয়ে সকাল বেলা উঠে ঘুম ভেঙ্গে।
তুলিল বিছানাগুলি, দিল ছড়া ঝাঁট,
মুখ ধুতে গেল তারা খিড়কীর ঘাট।
মাজিয়ে বাসনগুলি মা রাখিয়েছিল,
বয়ে বয়ে দুটি বোন, বাড়ীতে আনিল।
ছোট ছোট ঘড়া দুটি নিয়ে দুটি বোন,
জল আনে ধীরে ধীরে, শকতি যেমন।
স্নান করে কাজ কর্ম্ম যা পারে তা করে,
ভাত খেয়ে পাঠশালে যায় পড়িবারে।
ছুটি হলে বাড়ী এসে জল কিছু খেয়ে,
মায়ের সাহায্য করে অবকাশ পেয়ে।
খেলাঘরে খেলাতরে সমযুটি মেলি,
খেলা করে বোন দুটি লয়ে কাদা ধূলি।
গিন্নী, কর্ত্তা, বৌ,ঝী, মা, ছেলে মেয়ে হয়ে,
মিছার সংসার পাতে আনন্দে মাতিয়ে।
খাওয়া দাওয়া ঘর কন্না হলে পরিষ্কার,
কথকের কথা হবে, সভা হল তার।
রাত্রে মার কাছে চারু সাবিত্রীর কথা,
শুনেছিল আজ তাই হবে কথকতা।
কথক হইয়ে চারু মাঝখানে বসে,
শ্রোতা হয়ে মেয়েগুলি,বসে আশে পাশে।
আরম্ভ করিল চারু কথকের পাঠ,
এক মনে শুনে তাই যত মেয়ে হাট॥

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৪ সংখ্যা | কার্ত্তিক ১২৯৪—নবেম্বর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিকের প্রারম্ভে ৩০ জন বালিকা বি এ এবং বি সায়েন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেকে উচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কুমারী মেরি ম্যাডেলিন এডামসন্ অনেক পুরুষকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ড—ইহার গোলযোগের শান্তি হইতেছে না। হোমরুল বিলের প্রতিবাদ করিয়া মহারাণীর নিকট এক খানি আবেদন করা হইয়াছে। আবেদন খানি ১৪২ হাত লম্বা, আলষ্টার নগরের ৩০০০ হাজার স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত।

স্ত্রী কাপ্তেন—হারলেমের বিবি সেরি ই কূন্স রীতিমত কাপ্তেন হইয়াছেন। তিনি দিগ্‌দর্শন পরিচালন ও সমুদ্রপথের নিয়ম অবগত আছেন পৃথিবীর মধ্যে এখন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী-কাপ্তেন।

বায়রণ পৌত্রীর সদ্‌গুণ—লর্ড বায়রণের পৌত্রী লেডী এন ব্লণ্ট ইংলণ্ডের মধ্যে একজন বিচক্ষণ মহিলা। তিনি গ্রন্থরচয়িত্রী, সঙ্গীত ও সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শিনী, পূর্ব্বদেশীয় রাজ-নীতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। সিংহল দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তিনি তাহাদিগের ভাষায় পত্রালাপ করিয়া থাকেন।

গৃহিণীপনায়ও বিশেষ নিপুণ। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার অধ্যাপনাকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিরোভূষণের ব্যয়—স্ত্রীলোকেরা মস্তকের শোভা সম্পাদনার্থে সুন্দর পক্ষীর পালক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা হইতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার পালক ইংলণ্ডে আনীত হয়, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রতি বৎসর ২৫০০০০ হমিং পক্ষী ক্রয় করা হইয়া থাকে। যদি পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল দেশের বিবরণ প্রকাশ হইবার সুবিধা হইত, জানা যাইত এই সামান্য শোভা সংবর্দ্ধনার্থ অগণ্য পক্ষীর উচ্ছেদ সাধন হইতেছে।

গ্রহতত্ত্ব—অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর ন্যায় উপাদানে গঠিত কিনা, উল্কাপিণ্ডের দ্বারা কতকটা অনুমিত হইতে পারে। উল্কাপিণ্ড সকল যে ভিন্নগ্রহ স্খলিত বা আগ্নেয় উৎপাতে পতিত, তাহা এখন অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে পৃথিবীর ন্যায় লৌহ (nickel), তাম্র, ও অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কানসালে একটী বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। উহা উষ্ণ থাকিতেই তিন পোয়া আন্দাজ ভাঙ্গিয়া গালান হয়। উহাতে শতকরা ২০ ভাগ স্বর্ণ, ৬৪ ভাগ লৌহ, ১১ ভাগ তামা, এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধাতু। সমস্ত উল্কাপিণ্ড পরিমাণে ৫ টন সুতরাং উহাতে প্রায় ১ টন বা ২৮ মণ স্বর্ণ আছে। কয়েক বৎসর হইল উল্কাবর্ষণে প্রবাল খোলা পতিত হয়, ইহাতে অনুমিত হইতে পারে যে, যে গ্রহ হইতে উহা পতিত হইয়াছে তাহাতেও আমাদের পৃথিবীর ন্যায় উষ্ণ লবণ সমুদ্র আছে এবং প্রবাল কীটের দ্বারা দ্বীপ সকল গঠিত হইয়া থাকে। যদি অপর গ্রহে পৃথিবীর ন্যায় সমুদ্র, দ্বীপ ও দেশ, পর্ব্বত প্রস্তর ও স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের ন্যায় যে কোন বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক তাহাতে বসতি করে, তাহার অসম্ভাবনা কি? বিশ্বপতি তাঁহার অনন্ত বিশ্ব সাম্রাজ্যে যে কত জীবের বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

উপনিবেশ প্রতিষেধ—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ উপনিবেশ প্রথা রহিত করিবার একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেক উপনিবেশীর উপর ৩০০ ডলার বা ৭৫০ শত টাকা করনির্দ্ধারণ করিতেছেন, সুতরাং দুঃখী ও বদমায়েস লোক আর তথায় থাকিতে পারিবে না। সাধু ও বিদ্বান ব্যক্তির উপনিবেশে তাহাদিগের আপত্তি নাই।

স্ত্রী বিদ্যালয়—বরদায় বয়স্থা রমণীদিগের শিক্ষার্থে দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, একটী হিন্দু ও

অপরটী মুসলমান মহিলাদিগের জন্য। কুমারী শিবাস্তী বাই নাম্নী এক মারহাট্টা যুবতী প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। বিদ্যালয়দ্বয়ের সমুদায় ব্যয় গুইকুমার রাজসরকার বহন করিবেন।

মুক্তিফৌজ—ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। সম্প্রতি দুইটী যুবতী কলিকাতায় প্রচারার্থে আসিয়াছেন! ইহাঁদের পরিধেয় সামান্য জাকেট ও গৈরিক শাড়ী। অনেক হিন্দুগৃহে ইহাঁরা আদৃত হইতেছেন।

বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী স্ত্রী-সম্মিলন—শারদীয় অবকাশের সময় বঙ্গমহিলা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু তাঁহার স্বামী অনরেবল আনন্দমোহন বসুর সহিত উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়াছিলেন। লাহোরে ইহাঁর আগমনে এক বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে অনেকগুলি পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী রমণী একত্র হইয়া বিশ্রাম্ভালাপে সুখী হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত যত দেখা যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

মাদক নিবারণ—বুথ নামে এক সাহেব ৭ বৎসর কাল পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১০ লক্ষের অধিক লোককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন যে তাহারা সুরাপান করিবে না।

বিদুষী রমাবাই—ইনি এখনও আমেরিকায়। তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাশ্রমের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা তুলিয়া পুনাতে এক আদর্শ আশ্রম স্থাপন করিবেন, কলিকাতায়ও এইরূপ আশ্রম স্থাপনার্থ বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। আমরা রমাবাইয়ের সাধু চেষ্টার সফলতা কামনা করি!

পুরীরাজের মৃত্যু—পুরীর চলৎদিব্য সিংহ হত্যাপরাধে বন্দী হইয়া আন্দামান দ্বীপে ছিলেন; ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৫এ আগষ্ট মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—ইহার ক্রমশঃই উন্নতি দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। দ্বারভাঙ্গার মহারারাজ ২ বৎসরের জন্য বার্ষিক ৫ হাজার করিয়া টাকা ইহার সাহায্যার্থে দান করিবেন। জুবিলী উপলক্ষে এই ফণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে ৪,৭৮,১৬৫ এবং ইংলণ্ড হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

সৎকার্য্যে দান—(১) বিখ্যাত ডাক্তার কোয়েন লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কলেজে ৭৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। (২) পুঁটিয়ার বর্ত্তমান রাণী হেমন্তকুমারী বোয়ালিয়ার কাঙ্গাল দুঃখীকে পয়সা ও বস্ত্রে ছয় হাজার টাকা বিতরণ করিয়াছেন। ইনি ইহাঁর স্বর্গীয়া শাশুড়ীর ন্যায় সদ্গুণের পরিচয় দিয়া যশস্বিনী হউন্।

কুচবিহার মহারাণী—আমরা শুনিয়া সুখী হইতেছি মহারাণী বিলাতের সকল শ্রেণীর নিকট আদৃত হইতেছেন। সম্প্রতি ডিবনসায়ার উদ্যানে ব্যায়াম চর্চ্চাকারীদিগের পুরস্কার বিতরণ তিনি স্বহস্তে সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সৌজন্য ও ব্যবহারে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন।

রুক্মাবাই—তাঁহার খুড়শ্বশুর তাঁহার নামে যে মানহানির মোকর্দ্দমা আনিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিচারকের মতে খুড়শ্বশুর যথার্থই ভাল চরিত্রের লোক নহেন। রুক্মার পক্ষ সমর্থনার্থ অনেক টাকা উঠিয়াছে, হোলকার মহারাজও সাহায্য করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতানুরাগ—মহারাণী আপন গৃহে ভারতবর্ষীয় ভৃত্য রাখিয়াছেন। তিনি নিজে হিন্দী ভাষা শিখিয়া তাহাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। যোধপুর রাজভ্রাতা প্রতাপসিংহের সহিত তিনি হিন্দীতে আলাপ করিয়াছিলেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার উপাধি পরীক্ষায় পুরুষদিগের ন্যায় ইংলণ্ডবাসিনী স্ত্রীলোকেরাও প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন, এমন নিয়ম হইয়াছে।

কোলাহল।

এ সংসারে কি একটু নিস্তব্ধতা নাই? সুধুই কোলাহল? নিস্তব্ধতার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গেলেও কোলাহল কোথা হইতে সেখানে উপস্থিত। নিস্তব্ধতার জন্য কোথায় না গেলাম, কিন্তু কোন স্থানে তাহা পাইলাম না! জনশূন্য কান্তারে একাকী যাইয়া দেখিয়াছি তবুও কোলাহল। সংসারের বাহ্যিক কোলাহল না থাকিলেও অন্তরের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কোলাহল করিয়া উঠে। জ্যোৎস্না-বিধৌত নিস্তব্ধ নিশায় একাকী বসিয়াছি—অনিমেষ নয়নে বিশুদ্ধ মনে সুধাকরের ঘুমভাঙ্গা ঢুলু ঢুলু সুধা-ভাব দেখিয়াছি—নিস্তব্ধ নিশার অসংখ্য তারাবলীর প্রশান্ত ও সুবিমল হাসি দেখিয়াছি, তবুও কোলাহল—তবুও যেন সেই তারাবলীর কেমন অস্ফুট হাসিমাখা-কি জানি কি সঙ্গীত গুলির মধ্যে মন অস্থির হইয়াছে—হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। নির্জ্জন নদীকূলে গিয়াছি—নদীর জলে অসীম আকাশের ছায়ায় দেখিয়াছি—তাহার কুল কুল কত কি ভাবপূর্ণ সঙ্গীত, শুনিয়াছি—তাহাকে কত রঙ্গে নাচিতে নাচিতে যাইতে দেখি-

য়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যেও হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। কে বলিয়াছে গভীর নিশায় তারকাফুটিত আকাশের নীচে একাকী বসিলে কোলাহল থাকে না?—কে সেই নিশাকে নিস্তব্ধ বলিয়াছে? যেখানে বাহ্যজগতের কোলাহল ডুবিয়া যায়, সেখানে অন্তর্জ্জগতের কোলাহল ভাসিয়া উঠে। এ জীবন কোলাহলময়!

যখন আমরা বাহ্যিক কোলাহল হইতে অবসর পাইয়া সেই গভীর নিশাতে আকাশের পানে তাকাই,—যখন সেই সংসারের, পাপ-তাপ-মোহ-মায়া-বদ্ধ আমাদের মনে কেমন এক বৈরাগ্য ও পবিত্র ভাব উদয় হয়, তখন কি আমরা চঞ্চল হই না!—তখন কি আমাদের সেই পাপ তাপ ইত্যাদি পবিত্রতার জ্বলন্ত ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে না?—ঘোর কোলাহল করে না? আবার যখন সেই নির্জ্জন নদীকূলে যাই—যখন সেই কুল কুল সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন কি আমাদের কত পুরাতন কথা মনে পড়ে না? সেই মনুষ্য-জীবনের বিষাদপূর্ণ সঙ্গীত গুলি উদাস ভাবে কুল কুল স্বরে গীত হইতে শুনিলে কে সেই গান গুলিতে অন্তর্ভেদী সঙ্গীতের তান না মিশাইয়া থাকিতে পারে?—কে সেই অবিরাম অবিশ্রান্ত সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনীকে সংসার-চিন্তা সার মনুষ্যের মোহ নিদ্রার স্বপ্নগুলি জাগরণে গাইতে শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারে?—কাহার হৃদয়ের পরস্পর সংসৃষ্ট তারগুলি বাজিয়া না উঠে? মনুষ্যের কোলাহলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইয়া সুদৃঢ় স্থানে কূল পাইতে ছুটিয়া যাই, কিন্তু সেখানে নিজেই কোলাহল করিয়া উঠি—সেখানে নিজের হৃদয়ের গূঢ় গূঢ় ভাব গুলি—অন্তর্নিহিত কত পুরাতন কথাগুলি জাগিয়া কোলাহল করিয়া উঠে, আমরা নিজের কোলাহলে নিজেই ডুবিয়া যাই। তাই বলি এ সংসারে একটু নিস্তব্ধতা নাই।

বাহ্যিক কোলাহলে কাণ ঝালা পালা করে, চোকে মুখে একটু বিরক্তি-কর ভাব—বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য জড়িত কেমন একটু কর্কশতা ভাসিয়া উঠে, কিন্তু নির্জ্জন বাহ্যিক কোলাহলশূন্য স্থানে অন্তরের ভাবগুলি কোলাহল করিয়া প্রাণ চমকাইয়া দেয়, শরীর শিহরিয়া উঠায়, নয়নে ধারা প্রবাহিত করে।

বাহ্যিক কোলাহল তরঙ্গের মত নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়, মন তাহাতে কখন বিরক্ত হয়, কখন বা তাহাতে মাতিয়া উঠিয়া তাহার সঙ্গে কোলাহল করে। বাহ্যিক কোলাহল ঐকতান ঘোর ঘোর, অন্তরের কোলা-হলে অনৈক্য। বাহ্যিক কোলাহল ঘুমন্ত স্বপ্ন, অন্তরের কোলাহল জাগ্রত সত্য। তবে কেন বাহ্যিক কোলাহলে ডুবিয়া থাকি না?—তবে কেন অন্ত-

রের অতি গূঢ় ভাবগুলিকে বাহিক কোলাহলে নিবাই না? অসন্তুষ্ট মনে তাপিত প্রাণে নির্জ্জনে ছুটিয়া যাই কেন? ঘুম ভেঙ্গে গভীর নিশিতে জগতের নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের পুরাতন স্বপ্নগুলিকে জাগাইয়া মর্ম্ম-ভেদী কোলাহল শুনি কেন? আর সেই নদীকূলে বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে যাই কেন?

আমরা যখন সেই অন্তরের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, তখন দেখিতে পাই উহার মধ্যে কেমন একটু অনুতাপ আছে—সংসারের মোহিনী নিদ্রাবসানে ক্ষুদ্র জীবনের বৃথাতিবাহিত অংশটুকুর জন্য কেমন একটু অনুতাপ আছে—সেই অনুতাপের সহিত নির্ম্মলতা, নিস্তব্ধতা, পবিত্রতা জড়িত আছে—অবশিষ্ট জীবনের সৎপথ প্রদর্শনকারিণী আশা আছে, সেই আশার ভিতর কেমন একটু শান্তি আছে—আবার সেই শান্তির ভিতর কেমন একটু বিমল সুখ আছে। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম আশা, শান্তি সুখটুকু কয়জন লোক অন্য কষ্টের মধ্যে অনুভব করিতে অগ্রসর হয়েন?—সংসারের উন্মাদক আমোদ ও কোলাহল ছাড়িয়া সেই সূক্ষ্মতম বিমল সুখটুকুর জন্য কয়জন লালায়িত হয়েন?

নেশা ভাঙ্গিয়া সহজাবস্থা—ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগ্রতাবস্থা, ঘুমের মুগ্ধকর স্বপ্ন ছাড়িয়া জাগ্রতের গভীর এবং আশু-কর্কশ—সত্য পাইতে কয়জন ইচ্ছা করেন? কিন্তু এই ক্ষুদ্র সুখটুকু চিরকালই কি ক্ষুদ্র থাকে? না, তাহা নহে। যতই নিস্তব্ধতায় অন্তরের কোলাহলের সহিত আমাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে—যতই সংসারের অন্য কোলাহল হইতে নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে অন্তরের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, ততই আমরা উহার তলদেশে অধিক সুখ অধিক শান্তি দেখিতে পাই—সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা, ভালবাসা লাঞ্ছনা শোক বিরাগ পূর্ণ ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে নিবিয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাব জ্বলিয়া উঠে—অন্য কোলাহল ক্ষান্ত করিয়া সেই পবিত্র ভাবই কোলাহল করিয়া উঠে এবং সেই কোলাহলে সুর মিলাইয়া পবিত্র সুখ ও শান্তি গাহিয়া উঠে। সংসারের উন্মাদক কোলাহলে যখন বিরক্ত হইয়া নির্জ্জনে যাই, তখন অল্পক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া অন্তরের পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলির ভীষণ কোলাহলে ভীত হইয়া আবার আসিয়া সেই সংসারের কোলাহলে মিশিয়া যাই। অন্তরের কোলাহলে আশু কষ্ট পাইয়া অধিক ডুবিতে ইচ্ছা করি না। যখন অন্য কোলাহল নিবিয়া যাইয়া শুধু সেই পবিত্র কোলাহল অন্তরে জ্বলিতে থাকিবে, তখনই বাস্তবিক সুখ ও শান্তি। কিন্তু এ সংসার কোলাহল-

ময়—কোলাহল ছাড়া জীবন কোথায়? তবে কি না কোলাহল ভিন্ন প্রকারের; কেহ ভাল স্বরে কোলাহল করেন, কেহ কর্কশ স্বরে কোলাহল করেন। যাঁহারা ভাল স্বরে—পবিত্র জীবনে জাগ্রতাবস্থায়—জীবন্ত সত্যের কোলাহল করিবেন, তাঁহাদেরই স্বর ভাল হইবে—সেই স্বরেই বিশ্বের গান—সেই কোলাহলে জীবন্ত কোলাহল থাকিবে। তাই বলি সকলেই ভাল স্বরে একতান সঙ্গীতের কোলাহল করুন। কোলাহল যখন জীবন ছাড়া নাই, তখন ভাল স্বরেই কোলাহল করাই ভাল। বাহ্যিক কোলাহল ছাড়িয়া অন্তরের কোলাহলে ডুবিতে শিখুন।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদজগৎ।

উদ্ভিজ্জ জগতে যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহা উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন করিতেও অসমর্থ। যেমন প্রকাণ্ড হস্তী হইতে অণুকায় মশক, দীর্ঘকায় তিমি হইতে ক্ষুদ্রতম মৎস্যের পোনা প্রভিন্ন, সেইরূপ কালিফর্ণিয়ার দ্বিশত হস্ত উচ্চ সুবিস্তীর্ণ বনস্পতি হইতে উদ্ভিজ্জাণুও সম্যক্ বিভিন্ন। সুবিশাল বনস্পতির প্রকাণ্ড কাণ্ড দর্শন করিয়া মন যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকে, সমীরণসঞ্চালিত অলক্ষ্য আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জাণু সকল, বনশোভন কমল, বিবিধ কুসুমিত চম্পক, মুকুলিত চ্যুত প্রভৃতি নানাবিধ ফলপুষ্পবিশিষ্ট ও বিচিত্র পত্র সমন্বিত পাদপরাজী দর্শন করিয়া মনে যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, সেইরূপ গোপাদপ, পথিক বন্ধু, পিষ্টক বৃক্ষ প্রভৃতি প্রকৃত কল্পতরু সকল প্রত্যক্ষ করিলেও মোহিত হইলে হয়। বিশ্বপাতা প্রাণীগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সংসাধন জন্য যে কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কল্পনায়ও অনুধ্যান করিবার সম্ভাবনা নাই। লজ্জাবতী ক্ষুদ্র বৃক্ষের বিষয় অনেকে অবগত আছেন, স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সকল আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। "মক্ষিকা পাশ" নামে আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদিগের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও পতঙ্গদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নিজ সকাশে আকর্ষণ করে, এবং তাহারা পত্রে সংলগ্ন হইবামাত্র আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে সংবদ্ধ হয় এবং পত্র সংঘর্ষণে পেষিত হইয়া জীর্ণ হয়। মক্ষিকাভুক

বৃক্ষ সকল দেখিতেও অতি সুন্দর। এমন কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদের একটী মাত্র রাত্রিকালে জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরেৎপাদন পূর্ব্বক ভাবীবংশের বীজ নিহিত করিয়া প্রভাতে বিলীন হইয়া যায়। অপর দিকে প্রকাণ্ড বট বিটপী, পলিত য়ূ (yew) প্রভৃতি অক্ষয় বনস্পতি সকল যুগযুগান্তর বর্ত্তমান থাকিয়া জগতের ইতিহাস সংকীর্ত্তন করিতেছে। ভারতীয় অক্ষয়বট রামচন্দ্রের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এবং অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া দেশের দুর্দ্দশা দর্শন করিতেছে। নয় শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, ইংলণ্ডের প্রাচীন য়ূ বৃক্ষটী অদ্যাপি জীবিত আছে, ইহার তরুণ অবস্থায় বিজয়ী উইলিয়ম ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ইহার মূলেই প্রথমে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নগরের পর নগর, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, রাজার পর রাজা, জাতির পর জাতি—জগতে কত ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, প্রাচীন প্রাণী জাতির বিলোপনে নূতন জাতির উৎপত্তি হইতেছে, সজন পল্লী বিজন গহনে, সজল জলধি উষর মরুভূমে এবং সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ অগাধ জলরাশিতে পরিণত হইতেছে, অক্ষয় বনস্পতি ব্যতীত যুগান্তরের সাক্ষী আর কোন পদার্থই নাই। প্রভু পরশুরামের আশ্রমপদস্থ পিপ্পল কাণ্ড অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ত্রয়-যুদ্ধ-দর্শী উডুম্বর বন অদ্যাপিও ত্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে এবং জেথ্‌মেনের উদ্যানস্থ জলপায়ী পাদপ ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্টের মৃত্যুর যন্ত্রণা বিজ্ঞাপন করিতেছে।

দেশ ও কাল ভেদে জীবগণের ন্যায় পাদপ সকলেরও আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। বিষুবরেখান্তিক গ্রীষ্মপ্রধান হইতে তুষার ধবলিত হিমমণ্ডল এবং উর্ব্বরতম ভারতবর্ষ হইতে অনুর্ব্বর সাহারা প্রভৃতি সকল দেশেরই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ আছে। কতকগুলি গুল্ম জীবন্ত বৃক্ষের ত্বক্ হইতে উৎপন্ন হয়। মিজলটো, ডডার আলোক লতা প্রভৃতি লতা সকল জাতির অন্তর্গত। কোন কোন জাতীয় লতা বৃক্ষমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শুভ্র ধবল নালাগ্রে কোমল কুসুমরাজী অতীব মনোহারী। শব হইতেও একপ্রকার পুষ্প উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যথায় কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগাধ সিন্ধুতলেও অশেষবিধ সুন্দর সামুদ্রিক বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশস্ত হ্রদ ও বেগবতী স্রোতস্বতী গর্ভে যে কত প্রকার জলজ দাম উৎপন্ন হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? গভীর ভূগর্ভে অন্ধকারময় খনি মধ্যে এক প্রকার কৌঁড়ক উৎপন্ন হয়, তাহার শোভা অনির্ব্বচনীয়। ইহার বর্ণ যেরূপ নবীন-তুষারনিভ ধবলোজ্জ্বল,

গঠনও সেইরূপ অনুপম সুকোমল। ইহারা ভূপৃষ্ঠস্থ উদ্ভিজ্জ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্ববিধাতা যে অচিন্ত্য অভিপ্রায়ে জ্যোতিষ্কগণের বিকাশ দ্বারা অমানিশার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই নিগূঢ় কারণেই অন্ধকারপ্রধান স্থানে এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাণী সৃষ্টির ন্যায় উদ্ভিজ্জের উৎপাদন ও উন্নতির নিমিত্তও কতক পরিমাণে তাপের প্রয়োজন, কিন্তু শীতপ্রধান হিমমণ্ডলে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম উদ্ভিজ্জাণু সকল পর্য্যাপ্তপরিমাণে সুচির-নিহারমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। দুঃসহ হিমানীই যেন ইহাদিগের জন্ম ও বর্দ্ধনের কারণ। ইহাদিগের সমুজ্জ্বল লোহিত লাবণ্যে ধবল তুষারশিখর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। হিমমণ্ডল আবিষ্কারী উত্তর কেন্দ্রচারী যাত্রীরা যে শুভ্র ধবল হৈমশিলাশিখরে গাঢ় রক্তিম ছটার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল এই কারণেই সমুৎপন্ন।

পশ্বাদি জন্তুশরীরেও অনেক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানব দেহও ইহার ব্যতিরেক স্থল নহে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ সাহায্যে ক্ষত স্থানে এক প্রকার উদ্ভিজ্জের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, ইহা মাংস শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াথাকে। কণ্ঠ মধ্যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জের আবির্ভাবেই ডিপথিরিয়া নামক কাশ রোগ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষ প্রভাবে বর্ত্তমান কালে উদ্ভিজ্জমূলক অনেক ব্যাধির নির্ণয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কালসহকারে আরও যে কত প্রকার আবিষ্কার হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? উদ্ভিজ্জ আমাদিগের প্রধান উপজীব্য, সুতরাং রক্ত মাংস অস্থি সকলেতেই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাণু সকল বর্ত্তমান আছে। এই সকল উদ্ভিজ্জাণু দূষিত ও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া যে দেহজ ব্যাধির কারণ স্বরূপ হইবে,তাহাতে আর বৈচিত্র কি? ব্যাধি প্রতীকারক ঔষধসকল প্রায় সমস্তই উদ্ভিজ্জজাত। এই কারণে উদ্ভিজ্জ বিদ্যার সহিত ভৈষজ্য বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে সকল উদ্ভিজ্জাণু হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া সচরাচর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে একটী ক্ষুদ্র সূচীরও রন্ধ্রদেশ অপেক্ষা আয়তনে অধিক হয় না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম পদার্থের এমনি শক্তি যে অতি বলবান মানব দেহও তৎপ্রভাবে অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু হইতে আমাদিগের গৃহসামগ্রীরও সামান্য অপচয় হয় না। ছাতা ও মসি-অঙ্ক—যাহা দ্বারা আমাদিগের পরিধান বস্ত্র সকল অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, তাহাও এই উদ্ভিজ্জাণু। অণুবীক্ষণ সহযোগে সূক্ষ্ম

এবং অন্যান্য পানীয়ের সারভাগে এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর স্তর দৃষ্ট হয়। কতকগুলি সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ আমাদিগের শ্রমফল বিফলকারী অপকারক এবং কতকগুলি ব্যয়সায়ানুকূল্যকারী প্রতিপোষক। তালরস, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি সুমিষ্ট বৃক্ষ নির্যাস সমস্ত এই উদ্ভিজ্জাণু সহযোগেই বিকৃত হইয়া উত্তেজক ও মাদক শক্তি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিজ্জবিদ্ পণ্ডিতেরা লক্ষাধিক উদ্ভিজ্জ জাতি গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সামান্য একটী ক্ষেত্রে কত প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দ্বিবর্গ পাদ পরিমিত স্থানে ত্রিংশৎ প্রকার উদ্ভিজ্জ দৃষ্ট হইয়াছে।

ফোয়ারা।

আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে ফোয়ারা দেখেন নাই। আজ আমরা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় ফোয়ারা কাহাকে বলে, উহা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং কি কারণে উহা কার্য্যকারিণী হয়, সে সমস্ত সরল ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ফোয়ারা কাহাকে বলে এক কথায় বুঝান সুকঠিন, সুতরাং আমরা অগ্রে ফোয়ারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিব। ফোয়ারা দুই প্রকারের,—অনবরত কার্য্যকারী চিরস্থায়ী ফোয়ারা অর্থাৎ যাহা একবার কার্য্য করিলে প্রতিনিয়তই কার্য্য করিবে এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী ফোয়ারা। আমরা দ্বিতীয়টী সহজ বলিয়া উহাই বুঝাইব। প্রথমতঃ আমরা একটী চিত্র আঁকিয়া দেখাইব। পাঠিকাগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া দেখিলে বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অতিরিক্তের ১ম চিত্রে ক ও খ দুইটী কাঁচের হাঁড়ী। চ ছ একখানি পিতলের প্লেট বা রেকাবী, কিন্তু উহার মধ্যে জল ধরিতে পারে এইরূপ খোবরাল। ঐ রেকাবীর মধ্যে দুটী ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রে গ ও ঘ দুটী কাঁচের নল এমন ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে যে উহার পাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না (Air-tight)। ঐ রেকাবী বা প্লেট কাঁচের হাঁড়িতেও ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে অর্থাৎ উহার কোন স্থান দিয়া (নল দুটী ব্যতীত) বায়ু গমনাগমনের পথ নাই। ঘ, নলটী খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আবার পূর্ব্বোক্ত মতে সংযুক্ত করা যাইতে পারে। গ, নল প্লেট বা রেকাবী হইতে হাঁড়ীর ভিতর দিয়া তলা ভেদ করিয়া খ কাঁচের হাঁড়িতে আসিয়া মিশিয়াছে। ঘ নলটী ক হাঁড়ীর প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। খ হাঁড়ীর প্লেট ভেদ

দ্বিতীয় চিত্র
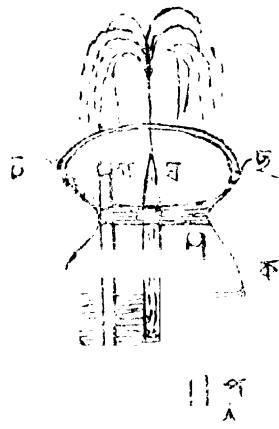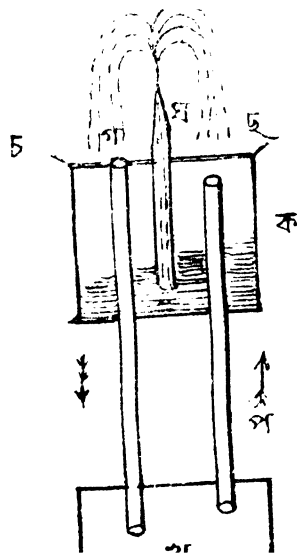
করিয়া—প, নল আবার ক হাঁড়ীর তলা ভেদ করিয়া—প্রায় উহার গলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এখানে সমুদায় সংযোগ স্থান খুব আঁটাসাটা (Air-tight) অর্থাৎ তাহার আশপাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না। যন্ত্রত প্রস্তুত হইল, এখন কিরূপে জল উর্দ্ধে উঠে—তাহাই দেখাইতে হইবে। ঘ, নলটী বিযুক্ত করিয়া ক হাঁড়ী জলে অর্দ্ধ পূর্ণ করুন। আবার ঐ নলটী পূর্ব্বের মত করিয়া সংযোগ করুন। চ ছ প্লেট ভরিয়া জল দিউন। এখন ঘ, নল বহিয়া জল উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইবে। এই উর্দ্ধোত্থিত জলকে ফোয়ারা বলে। ক ও খ হাঁড়ীর দূরত্ব অধিক হইলে জল অধিক বেগে উত্থিত হইবে। এখন এই জল উর্দ্ধে উত্থিত হয় কেন তাহার কারণ দেখা যাউক। যখন চ ছ প্লেটের উপর জল দেওয়া গেল, তখন ঐ জল গ, নল বহিয়া নীচের খ হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল, সুতরাং খ হাঁড়ীস্থ বায়ু প, নল বহিয়া ক হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল। ক হাঁড়ীতে বায়ু ঘনীভূত হইয়া উহার মধ্যস্থিত জলের উপর চাপ (Pressure) দিল। ঘ, নল ভিন্ন জল নির্গমনের পথ আর নাই, সুতরাং ঐ নল হইতে জল উর্দ্ধে উত্থিত হইবে।

কাঁচের হাঁড়ী ও নল এবং পিত্তলের প্লেট না হইলে যে হইবে না এমত নহে। যে কোন পাত্র যাহা হইতে বায়ু বাহির হইতে কিম্বা যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এমত পাত্র লইলেই হইবে। সহজে প্রস্তুত করিতে হইলে আমরা পাঠিকাদিগকে এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। বিস্‌কিটের বাক্স কিম্বা চা'র বাক্স অনেকে সদাসর্ব্বদা পাইতে পারেন। তাহার ছুটী বাক্স লইয়া একটীর উপরে জল থাকিতে পারে এরূপ কোন উপায় করিবেন এবং তাহাতে ছুটী ছিদ্র করিবেন। টীনের ছুটী নল প্রস্তুত করিয়াও লইতে পারেন, তাহা গ, ঘ (১ম চিত্র) এর পরিবর্ত্তে স্থাপন করিবেন। এগুলি খুব ভাল করিয়া যোড়া ও সংযোগ করা চাই—যেন কোন প্রকারে উহার মধ্য হইতে বায়ু না বাহির হয়। এই উদ্দেশে আমরা দ্বিতীয় চিত্র দিলাম। ১ম চিত্রের নিয়মানুসারে এই চিত্র অঙ্কিত হইল।

মাতৃষোড়শী।

গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হিন্দুরা বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের এক একটী ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার ব্যবহারে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। গয়ার পিণ্ডদান স্থল যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা

দেখিয়াছেন, গদাধরের পাদপদ্মের অতি নিকটেই মাতৃষোড়শী নামক একটী স্থান আছে, সেখানে মাতার উদ্দেশে ষোলটী পিণ্ড দান করিতে হয়। এই মাতৃষোড়শী মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি উদ্দীপনের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। মাতৃগর্ভই আমাদিগের প্রত্যেকের প্রথম বাসস্থান—সেখানে জীবনের সঞ্চার ও এক একটী অঙ্গ করিয়া সমগ্র দেহের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে।* মাসে মাসে সন্তানের দেহ বর্দ্ধনের সঙ্গেসঙ্গে জননীর দৈহিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং গর্ভস্থ সন্তানের কুশলের জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পরে প্রসবের সময় কি ভয়ঙ্কর সময়, এই সময় কত জননীর প্রাণাত্যয় উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রাণে বাঁচেন, তাঁহারা যে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সন্তানের ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য মাতার এই দুঃসহ ক্লেশ। তাহার পর মাংসপিণ্ডবৎ সন্তানকে অসহায় শৈশবে লালন পালন করিয়া মানুষ করিবার জন্য মাতাকে যে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? দিবানিশি মাতার প্রাণ সন্তানের প্রতি, অনাহার অনিদ্রা শরীরের উপর দিয়া কত যায়! সন্তানের পীড়ায় মাতাকে পীড়িতের ন্যায় ঔষধ সেবন করিতে হয়, এবং পীড়িতের অপেক্ষায় অধিক যন্ত্রণায় দিন কাটাইতে হয়। সন্তানের মল, মূত্র, বমন মাতার অঙ্গের আভরণ। সন্তানের জন্য মাতা কি না করেন, আর কি না করিতে পারেন? আবার সেই ক্লেশ বহনে কত উৎসাহ, আগ্রহ ও আনন্দ! মাতা আপনার শরীরের রক্ত সন্তানের যে দেহ গঠনের জন্য দান করিয়াছেন, সেই দেহ পোষণের জন্য তাহাই আবার বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রদান করেন। সন্তানের যাবজ্জীবন সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ বিমোচনের জন্য মাতার যে চিন্তা, অনুরাগ, প্রয়াস ও কার্য্যকারিতা, তাহার পরিমাণ কে করিবে? বস্তুতঃ মাতার ঋণ চিরঋণ, তাহা কাহারও পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। মাতৃস্তন্যের এক ধারার অভাবে সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হইত, সেই এক ধারার ঋণও সন্তান যাবজ্জীবনে পরিশোধ করিতে পারেন না—মাতৃকৃত সমুদায় উপকারের ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য। হিন্দুদিগের শাস্ত্রমতে এই পরমগুরু মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করা সন্তানের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করা একটী প্রথম নিত্য কর্ম্ম; তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার নিত্য শ্রাদ্ধ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কত সন্তান বয়স্ক হইয়া, কৃতী হইয়া, স্ত্রী পুত্র বৈবাহিক কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পূর্ব্বাবস্থা এবং জননীর

* মাতৃগর্ভে দেহ বর্দ্ধনের ক্রম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গত সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সহিত আপনার জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ভুলিয়া যান, সুতরাং মাতৃহেলনরূপ মহা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন। জননী ঈশ্বর প্রেমের উজ্জ্বল জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁহাকে যত স্মরণ হইবে, তাঁহার প্রতি যত ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইবে, তাঁহার সেবা ও সন্তোষসাধনের জন্য প্রাণের যত আগ্রহ হইবে, ততই মনুষ্য-জীবন ঈশ্বরপ্রেমাস্বাদন ও তাঁহার সেবার আনন্দের অধিকারী হইয়া ধন্য বে।

মাতৃষোড়শী কি সুন্দর পবিত্র ভাব পূর্ণ! সন্তানকে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া মাতার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়। যে ষোলটী মন্ত্র পড়িয়া মাতার উদ্দেশে ষোলটী পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহার এক একটী পাঠে হৃদয়তন্ত্রী তাড়িতাহত হয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা অর্থ সহিত শ্লোক কয়েকটী নিম্নে প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব করিব। ইহার সহিত প্রত্যেক সন্তান নয়নের অশ্রু ও হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া মাতৃচরণে উপহার দিন।

মাসি মাসি কৃতং কষ্টং যাতনা প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১

গর্ভাবস্থায় মাসে মাসে জননী কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, পরে প্রসবের যাতনা, এই সকলের পরিশোধ জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড দান করিতেছি।

গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু র্মৃত্যুং নৈব প্রযচ্ছতি,
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ২

গর্ভাবস্থায় মাতার সর্ব্বদা গা ভাঙ্গিয়া কত অঙ্গের কত কষ্ট প্রকাশ করিয়াছে, কিছুতেই তাঁহার শরীরের সচ্ছন্দ ছিল না, তাহার পরিশোধ জন্য আমি এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতু র্দুঃখকৈব সুদুস্তরং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৩

গর্ভাবস্থায় সন্তানের পদ তাড়নাদ্বারা মাতার কত অসহ্য কষ্ট হয়; তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পূর্ণেচ দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৪

দশ মাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দুষ্কর গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমি বর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫

গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জননীর যে অসহ্য ক্লেশ হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

শৈথিল্যং প্রসবেচৈব মাতুরত্যন্ত দুঃসহং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৬

প্রসব হইবার বিলম্ব হইলে মাতার যে অত্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহার জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শুষ্যতে দেহঃ ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

অগ্নিসেকে দেহ শুষ্ক করিয়া এবং

তিন রাত্রি অনাহারে থাকিয়া মাতার যে ক্লেশ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুদ্রব্যাণি দুঃখানি বিবিধানি চ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৮

ঝাল প্রভৃতি কটু দ্রব্য সকল সেবনে মাতার কত প্রকার ক্লেশ হয়, তাহার নিষ্ক্রয়ণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

দুর্লভানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৯

সুখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পরিত্যাগে যে কষ্ট হয়, তাহার পূরণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

রাত্রৌ মূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১০

রাত্রে বিষ্ঠা মূত্রে মাতৃশরীর যত ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার পূরণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পুত্রে ব্যাধি সমাযুক্তে মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১১

পুত্র ব্যাধি-পীড়িত হইলে দিন রাত্রি মাতার ভাবনা ও কষ্ট, তাহার প্রতিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১২

পুত্র আহার না পাইলে মাতার কত শোক, তাহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৩

পুত্র ক্ষুধায় বিহ্বল হইলে মাতা তাহাকে নির্ভর স্তন দান করেন, ইহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

দিবারাত্রৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪

স্তনদান হেতু দিন রাত্রি মাতার পুনঃ পুনঃ শরীরের কত শোষণ হয়, তাহার পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫

পুত্র যত দিন বালক থাকে, মাতা অল্পাহার করিয়া পুত্রের শরীর নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার এই ত্যাগের জন্য মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৬

পাছে সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এজন্য জননীর কত চিন্তা ও কত শোক, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

মৃতবৎ অবস্থায় জীবন ধারণ

দীর্ঘকাল মৃতবৎ থাকিয়া পুনর্ব্বার জীবনসঞ্চার জীবরাজ্যের অদ্ভুতব্যাপার হইলেও অবিরল নয়। উদ্ভিজ্জরাজ্যে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল কোন বনস্পতি বা ওষধি অথবা তাহার বীজ মৃতবৎ পতিত থাকিয়া পুনর্ব্বার রসসংযোগে জীবিত হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন, প্রাচীন মিসরবাসীরা শব রক্ষা করিত, ইহাকে "মমি" বলে, অদ্যাপিও কোন কোন কবরে মমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মমির এক দেশে রত্ন কাঞ্চন যব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বিন্যস্ত থাকে। মমিগুলি তিন সহস্র বর্ষেরও অধিক হইবে। সম্প্রতি এই সকল মমিস্থ যব বপন করিয়া ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে।

নিকৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে এরূপ জীবন-সঞ্চারের দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে বায়ুদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকি, তাহা অসংখ্য অলক্ষ্য জীব পরমাণুতে পরিপূর্ণ। ইহারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া শত শত বৎসর বায়ুমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে, উপযুক্ত তাপ, রস ও আধার প্রাপ্ত হইলেই প্রাণীরূপে অবতীর্ণ হয় এবং অদৃশ্য কৌশলে পুনর্ব্বার অণুরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই, এক জাতীয় ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা প্রথমতঃ ধবল রেণুর ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া দেখিতে দেখিতে লোহিতবর্ণ পিপীলিকার আকার ধারণ করিয়া লোকদিগের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃহদাকার ধারণ করে, এবং ক্রমে পক্ষবিশিষ্ট হইয়া গগন ছাইয়া উড্ডীন হয়, এই সময়ে কাক, চটক প্রভৃতি পক্ষী সকল ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করে; "বাদল পোকা" সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা পক্ষবিশিষ্ট হইলে যে আর জীবিত থাকে, তাহার প্রমাণ নাই। পক্ষ ইহাদিগের চরমকালেই উঠিয়া থাকে, তজ্জন্যই এই প্রবচন প্রচলিত;—

"পিপিড়ার পালক উঠে মরিবার তরে।"

ইহাদিগের বংশরক্ষার কার্য্য পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

রোটিফর (Rotifer) নামে একজাতীয় অদৃশ্য আণুবীক্ষণিক জীব আছে, ইহারা শম্বুক ও কর্ক্কট জাতির মধ্যবর্ত্তী। ইহাদিগের গতিক্রিয়া তৃণাবৃত্ত সূক্ষ্ম রোমাবলীর দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাদিগকে বারম্বার মৃত ও জীবিত করা যাইতে পারে। অনেক জাতীয় পতঙ্গ জলনিমজ্জনে গতাসু হইলেও ক্ষণেক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়া থাকে। ছয় সাত

দিন পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়াও পুনর্ব্বার বাঁচান গিয়াছে।

বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে তন্মধ্যেও একপ্রকার ঊর্ণনাভ দৃষ্ট হই- য়াছে। নিরেট প্রস্তর মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রস্তরের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ- বীজ তন্মধ্যে নিহিত থাকা সম্ভব। বৃক্ষ- মূল ছেদন করিয়া ও নিরেট পাষাণ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে ভেক দৃষ্ট হইয়াছে। (Blois) ব্লুই নগরের একটী কূপ খনন করিতে করিতে একটী বৃহৎ ভেক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সে স্থান তাহার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। খননকারীদ্বয় সেই স্থান দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ইহাকে দেখিতে পায়। ইহা তখনও স্থির ছিল, ইহার চক্ষে আলোক পতিত হওয়াতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, বরং আগন্তুকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। খননকারী তাহার পুর্ব্ববৎ বাসস্থানে মাসাবধি রক্ষা করিয়া পরিশেষে পারিসের বিজ্ঞান- সভায় ইহা পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু তথায় বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও অল্প দিনেই গতাসু হয়। কি প্রকারে পাষাণ মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে, ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। হয় ইহা পাষাণের পাষাণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অগ্রে তথায় অবস্থিত ছিল, নতুবা ভূকম্পে পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হইবার সময় তন্মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া এইরূপে আবদ্ধ আছে। তাহার কলেবর বৃদ্ধির সহিত আকারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন একটী রোমীয় আখ্যায়িকায় প্রচলিত আছে যে রোমে নূতন খৃষ্টী- য়ানদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যা- চার অনুষ্ঠিত হইলে কয়েকজন ধর্ম্মভ্রাতা একটী গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল একজন মাত্র আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ জন্য রজনীতে তথা হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে রোমীয় সম্রাটের আদেশে গহ্বর দ্বার গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্মভ্রাতারা তন্মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন এবং তথায় জীবিতা- বস্থায় কবরস্থ হইলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, এই প্রকারে খৃষ্টিয়ানদিগের উচ্ছেদসাধন করেন। ইহাঁরা বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া অচেতন- ভাবে তথায় অবস্থিতি করেন, পরে প্রথম খৃষ্টীয় সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া এই সকল গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত করিলে ইহাদিগকে জীবিত দৃষ্ট হইয়াছিল। একদা তাহারা সচেতন হইয়া একজনকে পর্য্যবেক্ষণে প্রেরণ করিলে তিনি নগরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং কত কাল আবদ্ধ ছিলেন জানিতে পারিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

সাধারণে যাহাকে সমাধিস্থ অচেতন (catalemy) বলে, ইহাও জীবন্মৃত অবস্থা। ইহাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে মৃতকল্প হইয়া থাকে, অঙ্গের অবিকৃত অবস্থা ব্যতীত মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়, অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও অন্যবিধ বিবেচনা করিতে পারেন না। এতদবস্থাতে অনেক লোক জীবিত থাকিয়াও কবরস্থ হইয়াছে। বোঁর্দোর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ডান সাহেব বাল্যকালে একদা এইরূপ জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে রক্ষা পাইয়া তিনি ফ্রান্সে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে শব সমাধিস্থ হইবে না।

পোলিনেসীয় স্ত্রীজাতি।

(উদ্ধৃত)

আমেরিকা মহাখণ্ডের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে পোলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ বিরাজিত। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি তাহিতীয়; ফ্রেণ্ডলী দ্বীপপুঞ্জ, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি টঙ্গা; কেরোলীন; মেরিয়েল; পিলু; মার্কুইস্; হার্বি, কিঙ্গস্‌মেল; বর্ব্বর দ্বীপ; সামোয়া; ইষ্টার দ্বীপ; এবং নবজীলণ্ড, যাহার অধিবাসীদিগের উপাধি মাওয়ারি; এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

এই সমস্ত দ্বীপবাসী দেখিতে সুশ্রী, ইহাদিগের অবয়ব দীর্ঘ, শরীর দৃঢ় ও সবল। ইহাদিগের নারীগণ পরমসুন্দরী, কিন্তু সমস্ত অসভ্য জাতি মধ্যেই যেমন স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক, ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ।

এতদ্দেশীয় সীমন্তিনীগণ পীতবর্ণ কুণ্ডল ভাল বাসে, এজন্য তাহারা প্রবালভস্ম দ্বারা কেশ বিন্যাস করে। ইহারা নানাবিধ নৈপুণ্য সহকারে বিবিধরূপে বেণী বন্ধন করে। এই সমস্ত দ্বীপবাসীরা পীত গৌর বর্ণ; কিন্তু ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ভালবাসে এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা আপনাদিগকে মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত করে। ইহারা উল্‌কি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করে।

ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে ইহারা বল্কল দ্বারা বসন প্রস্তুত করিত। মৎস্য ইহাদিগের প্রধান আহার। ইহারা অল্প পরিমাণে কৃষি কার্য্যও করে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য বর্ব্বর জাতির ন্যায় নিষ্প্রভ নহে। ইহারা সুবোধ ও সুকৌশলসম্পন্ন।

অন্যান্য বর্ব্বর জাতির স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট যেরূপ মন্দ, তাহাদিগকে যেরূপ শারীরিক শ্রম করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহৃত হয়,

পোলিনেসীয় নারীগণের ভাগ্য তদপেক্ষা কিছু ভাল। কিন্তু পরিবার মধ্যে ও সমাজে তাহাদিগের স্থান নিকৃষ্ট। ইহাদিগের ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীজাতি অপবিত্র। ইহারা পুরুষদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে পারে না। ইহাদিগের আহারের কুটীর পৃথক্, অন্নপাকের চুল্লি পৃথক্ এবং অন্নাধার পৃথক্। পুরুষদিগের অন্ন ও অন্নাধার পবিত্র, তাহা স্ত্রীলোকে স্পর্শ করিলে কলুষিত হয়।

কিন্তু এ দেশে নারীজাতির সম্ভ্রমও আছে, তাহারা রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারে। নবজীলণ্ড দ্বীপে নারীগণ শাসনকর্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হাওয়াই এবং কিংসমিল প্রভৃতি দ্বীপে নারীগণ পুরুষের সহিত একত্রে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া থাকে। সামোয়া রমণীরা বিগ্রহকালে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, সহস্র বিপদ সত্ত্বেও স্বামীদিগকে আহার প্রদান ও তাহাদের শুশ্রূষা করে।

সে কালের হিব্রু জাতির ন্যায় এ জাতির মধ্যে যুদ্ধে পুরুষ বন্দী গৃহীত হয় না। বিজিতদিগের নারীগণ জেতৃগণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহারা স্বেচ্ছানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ করে।

পোলিনেসীয় পুরুষগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি দেয়, কিন্তু স্ত্রীদিগের কেবল মাত্র হস্ত ও মণিবন্ধ উল্‌কি দ্বারা শোভিত করা হয়। মাওয়রি পুরুষেরা বিম্বাধর ভাল বাসে না, এজন্য তত্রত্য নারীগণ সবুজ রং দ্বারা অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করে।

পোলিনেসিয়ায় সচরাচর অল্প বয়সে বিবাহ হয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অল্প বয়সে, এমন কি শৈশবে পরিণয় হইয়া থাকে। এদেশীয় লোকের বাসনাবায়ু অতীব প্রবল। এখানে নিরাশ প্রেমিকদিগের আত্মহত্যা অবিরল নহে। মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত নাই, যুবতীরা ইচ্ছানুরূপ সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এ দেশে কন্যাবিক্রয় অথবা বরের পণ নাই। তাহিতীয় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদানের পর কন্যা পিতৃভবনে সুবেষ্টিত উত্তুঙ্গ কুট্টিমে বাস করে। তাহার আহারাদি তথায় আনিয়া দেওয়া হয়; এবং স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে পিতা অথবা মাতা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ কোন ক্রমেই একাকী বিচরণ করিতে পারে না।

বিবাহের সময়ে আমোদ প্রমোদের সীমা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে গীত ও ভোজের ধুম পড়িয়া যায়। বিবাহের দিন কন্যাকর্ত্তার গৃহে একটী বেদী নির্ম্মিত হয়। কন্যার পূর্ব্বপুরুষদিগের অস্ত্র শস্ত্র, কঙ্কাল, মাথার খুলি প্রভৃতি তাহার উপর রক্ষিত হয়। এই স্থানে কন্যার পিতা মাতা ও উপস্থিত

স্বজনগণ কন্যাকে বৈবাহিক উপঢৌকন-স্বরূপ শুভ্র বসন প্রদান করেন। রাজ-বংশের সহিত বর কি কন্যাপক্ষের সম্বন্ধ থাকিলে তাহিতীয়দিগের প্রধান দেবতাদ্বয় ওরো ও তনোর প্রকাশ্য মন্দিরে উপাসনা হয়, নতুবা পারিবারিক ভজনালয়ে ভজনার্চ্চনা হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বর কন্যা স্ব স্ব বস্ত্র ত্যাগ করতঃ বৈবাহিক নববস্ত্র পরিধান করে। তৎপরে বরপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে?" বর উত্তর দেয় "না"। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিবে?" সে উত্তর দেয় "না"। ইহার পর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহা-দিগের মঙ্গলার্থে দেবার্চ্চনা করা হয়। তৎপরে আত্মীয় স্বজন বৃহৎ এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র আনয়ন করিয়া মন্দিরমধ্যে বিস্তার করে। বর কন্যা তাহার উপর উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ করে। পূর্ব্বপুরুষদিগের মাথার খুলি আনিয়া তাহাদিগের সম্মুখে রক্ষিত হয়; কারণ, তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ সমস্ত খুলীর পূর্ব্বস্বামী-দিগের আত্মাগণ গৃহদেবতার ন্যায় তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তৎপরে কন্যার আত্মীয়গণ এক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড লইয়া পবিত্র মিরো বৃক্ষের শাখা দ্বারা বেষ্টন করতঃ বরের মস্তকে স্থাপন করে এবং পরিশেষে উহা উভয়ের মধ্যস্থলে রক্ষা করে। পরে বরের আত্মীয়গণ কন্যার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে। কুটুম্বিনীগণ ও বরকন্যার মাতা-গণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা স্ব স্ব মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে শোণিত নির্গত করিয়া একখানি বসন সিক্ত করে এবং ঐ বসন কন্যার পদমূলে রাখে। উভয় পরিবারের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকিলে ইহা দ্বারা তাহা দূরীভূত হয়। সর্ব্বশেষে আর এক খণ্ড শুভ্র বসন বরকন্যার উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই-রূপে বিবাহ শেষ হইলে উভয় পক্ষ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আড়ম্বর সহকারে ভোজন করে।

সাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জে বিবাহপ্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র বর কন্যার উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই বিবাহ সমাধা হয়।

নবজিলণ্ডে স্ত্রীরত্নলাভ জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। একই কন্যার প্রতি দুই ব্যক্তির অনুরাগ জন্মিলে উভয়ে মল্লযুদ্ধ করে এবং যে জয় লাভ করে প্রজাপতি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। কিন্তু এখানে দাম্পত্যসম্বন্ধ কষ্টলব্ধ হইলেও অতীব শিথিল। সামান্য কলহ হইলেই স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করে। অনেক দ্বীপবাসী যে কোনও কারণে স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে।

পোলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ বহু দার পরিগ্রহ করে। এই প্রথার প্রতিশোধস্বরূপ রমণীরা

বহুস্বামী প্রতিগ্রহ করিতে পারে। তাহিতীয় প্রভৃতিদিগের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী উচ্চবংশীয়া হইলে শেষোক্ত প্রথা অনুসারে রমণীরা যতগুলি ইচ্ছা স্বামী গ্রহণ করে।

সামোয়া ও তঙ্গা দ্বীপের রাজগণ অনেক স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা ভার্য্যা নির্ব্বাচন করে। প্রতিনিধি কন্যার সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজার রূপ গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। কন্যা রাজাঙ্গনা হইতে স্বীকৃত হইলে উভয় পক্ষের পিতারা পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয় করে। পরে বালিকা সুরম্য পরিচ্ছদে ভূষিতা, তৈলাক্তা ও কাঞ্চন রঙে রঞ্জিতা হইয়া পল্লীর ময়দানে আনীতা হয়। তথায় রমণীগণ তাহার রূপ গুণের স্তুতিসূচক গান করিতে থাকে। যদি পল্লীবাসিগণ তাহাকে রাজ্ঞীর উপযোগিনী বলিয়া মনোনীত করে, তবে প্রথমে পুরুষেরা, পরে স্ত্রীগণ নৃত্য করে এবং তদ্দারা বিবাহ পরিসমাপ্ত হয়।

সামোয়া প্রভৃতি কয়েকটী দ্বীপের আইনানুসারে তত্রত্য অধিবাসীগণ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে, এবং বিবাহের পর হতভাগিনীদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারে। এ দেশে স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং আইনানুসারে তাহাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত হইতে না পারিলেও বিদূরিতা ভামিনীগণ স্বেচ্ছানুরূপ পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বামীর তাহাতে কিছুমাত্র লোকাপবাদ বা গ্লানি হয় না। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে বিবাহ করে, তব পুনর্ভূ ভর্ত্তার সহিত পূর্ব্ব স্বামীর ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে।

এ দেশে পরস্ত্রীহরণের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণদণ্ড। তাহিতী দ্বীপে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় ভ্রাতা ও একপরিবারস্থ পুরুষগণ কখন কখনও আপনাদিগের স্ত্রী বিনিময় করে এবং কোনও ব্যক্তির বনিতা তাহার বন্ধুরও বনিতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে ভ্রূণহত্যা প্রচলিত ছিল। সন্তান জন্মিবামাত্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম পিতা মাতা অথবা অন্য কেহ, স্বহস্তে এই অমানুষ লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিত। দেশাচারের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে স্বহস্তে শিশুবধ করিয়াও পিতা মাতার মনে অণুমাত্র শোক সন্তাপের উদয় হইত না, বরং পামরগণ এই পৈশাচিক ব্যাপারে গৌরব প্রকাশ করিত। পুত্রাপেক্ষা কন্যাসন্তানদিগের দুরদৃষ্টে এই প্রথা সাধারণতঃ প্রবর্ত্তিত হইত। (সুরভি ও পতাকা।)

দেশ ভ্রমণ।

পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার বড় ইচ্ছা। হাবড়ায় আসিয়া বেলা ১২টার গাড়ী চড়িয়া যাত্রা করিলাম। যে বন্ধুরা রওনা করিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে চলিল। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত লোকের কিছু ভিড়। ক্রমে আর প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার গাড়ীতে সবই হিন্দুস্থানী। বর্দ্ধমানে রাত্রির উপযোগী সমস্ত খাদ্য ক্রয় করিয়া লইলাম। রাণীগঞ্জের নিকট আসিয়া কাল মেঘের মত অনেক দূরে দেখিতে পাইলাম। তখনই উহা পর্ব্বত জানিলাম, কারণ আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদিগের নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলাম। সেই পর্ব্বত প্রথমে যত দূরে বোধ হইতেছিল, তাহার দূরত্ব যেন সমানই থাকিল। রাণীগঞ্জে কয়লার আগুণ জ্বলিতেছিল। সেই সন্ধ্যার সময় মন যে কি হইল তাহা বলিতে পারি না। যতই গাড়ী চলিতে লাগিল, ততই জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মাঠ দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। সেই মাঠের মধ্যে তাল বৃক্ষ দল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া যেন ধ্যান করিতেছে। মাঝে মাঝে খোলার ঘর—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলার ঘর পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। আমাদের পল্লীগ্রামে যেমন খেজুর গাছ, এ দেশে তেমনি কেবল তালগাছ। ভোরে ৬টার সময় বাঁকিপুর আসিয়া গাড়ী থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া মুরাদপুর আসিলাম। কিছু দিন বাঁকিপুর দেখিলাম। এখানে বিখ্যাত কিছুই দেখিলাম না। কেবল এক গোলঘর আছে। গোলঘর প্রকাণ্ড উচ্চ। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইহার মধ্যে চাউল রাখা হইত। ইহা গুম্বজাকারে অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইদিগে উঠিবার সিঁড়ি আছে।

দিন কয়েক পরে গণ্ডকের পুল দেখিতে যাইব ঠিক্ করিলাম। শোণপুরের জমিদার আমাকে ও দুটী বন্ধুকে পুল দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাঁকিপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে তাঁহার ষ্টীমার আইসে। দুইটী বন্ধু ও আমি প্রত্যুষে সেই ঘাটের ধারে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে যাইয়া সেই জমীদারের সহিত দেখা হইল। তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ দেখাইলেন। আমরা ষ্টীমার আসিতে বিলম্ব জানিয়া নিকটবর্ত্তী বেতিয়ার মহারাজার স্নানাগার দেখিতে গেলাম। এই দালানের উঠান পুরাতন গঙ্গা হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। সেস্থান যে কি মনোরম তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পার্শ্বেই

পুঁটীয়ার রাণীর স্নানাগার। সেটীও পুরাতন গঙ্গা হইতে গ্রথিত এবং দেখিতে মন্দ নয়। পুরাতন গঙ্গায় বর্ষাকালে জল থাকে, শীত কালে শুকাইয়া যায়। নূতন গঙ্গা অনেক উত্তরে সরিয়া গিয়াছে। আমরা আবার সেই ষ্টীমারের ঘাটে আসিলাম। সেই ঘাটে একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একজন মোহন্ত আছেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তাঁহার কথা বার্ত্তায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহার প্রতি একটু ভক্তি হইল। এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময় ষ্টীমার আসিয়া উপস্থিত। আমরা সকলে যাইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার বাষ্পোদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল। যেস্থানে গণ্ডক গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানে ষ্টীমার হইতে চারিদিকে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। চারিদিকে সুধু তরঙ্গের খেলা—সেই কুল কুল গাইতে গাইতে ষ্টীমারে আসিয়া আঘাত করিতেছে—চারিদিকে তাকাইলে কেবল জল। আর ধারে বৃক্ষগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে গণ্ডকের ধারে হাজিপুরে পৌঁছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এ দেশের লোকে নেপাল ছাউনি বলে। মন্দিরটী বেশ বড়। মন্দিরের প্রকাণ্ড চূড়া পিত্তলে মণ্ডিত। মন্দিরটী ত্রিতল। তাহার চতুঃপার্শ্বের কাষ্ঠেতে কত রকম মূর্ত্তি খোদা রহিয়াছে। কতকগুলি অতি কুরুচিপূর্ণ। মন্দিরের মধ্যে কাল পাথরের শিব ও শাদা পাথরের গণেশ রহিয়াছে। মন্দিরটী নেপালরাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাকে নেপাল ছাউনি বলে।

হাজিপুরে কদর্য্য কিছু মিঠাই ও আম খাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বিকালে গণ্ডকের পুল দেখিতে গেলাম। গণ্ডকের এক ধারে হাজিপুর, অন্য ধারে শোণপুর। আমরা পুল হাঁটিয়া পার হইলাম। পুলটী লম্বে নিতান্ত মন্দ নয়। দুই ধারে মনুষ্য গমনাগমনের পথ এবং মাঝে রেলের রাস্তা। পূর্ব্বোক্ত শোণপুরের জমিদার ৪০০০ টাকা দিয়া ঐ পুলটী এক বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। পুল পার হইয়া দেখিলাম আমাদের জন্য একখানা টম্‌টম্ অপেক্ষা করিতেছে। টম্‌টমে উঠিয়া সেই জমিদারের বাড়ী গেলাম। সেই জমিদারের যত টাকা, সেরূপ তাঁহার বাড়ী নয়। তাঁহার অনেক হাতী ঘোড়া, ষ্টীমার আছে, কিন্তু নিজের পোষক ও বাড়ী দেখিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না। তাঁহার কাপড় অত্যন্ত অপরিষ্কার। বাড়ীও দেখিলাম তদ্রূপ। সাধারণতঃ হিন্দুস্থানীরা বড় অপরিষ্কার।

জমিদারের বাড়ী অনেকক্ষণ বসিয়া

আমরা হরিহর নাথ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটী শিবমন্দির। মন্দিরটী মন্দ নয়। এই হরিহর নাথের মেলার জন্য শোণপুর বিখ্যাত। একমাসের অধিক মেলা থাকে। এই মেলার সময় কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে দোকান আইসে। পাটনা বিভাগের সমস্ত জেলার কাছারি স্কুল কিছুদিন বন্দ হয়। এই মেলা অগ্রহায়ণ মাসে হইবে। অনেক হস্তী এই মেলায় আইসে। আমরা আবার সেই টম্‌টমে উঠিয়া শোণপুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুটী বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু ও অন্য একটী বাবু আমাদিগকে খুব যত্ন করিলেন। যথাসময়ে ওখান হইতে রওনা হইয়া আবার দিঘাঘাট পার হইয়া রেলপথে বাঁকিপুর পৌঁছিলাম এবং তার কিছুদিন পরে পাটনা সহরে যাইবার মনস্থ করিলাম।

বেলা প্রায় ৩৷৷৹ টার গাড়ীতে রওনা হইয়া আমরা পাটনায় গেলাম। বাঁকিপুরের কিছু দূর ছাড়াইয়া রেল পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিলাম। দুই ধারে সেই প্রাচীর অনেক দূর বিস্তৃত। পাটনা ষ্টেশন হইতে আমরা (আমি ও একটী বন্ধু) সহরে ঢুকিলাম। সহরের মধ্যে অনেক সেকেলে বাড়ী দেখিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ও দোকান। আমরা প্রথমতঃ নানকের মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরের বহির্ভাগ শ্বেত পাথরে অনেক কারুকার্য্যের সহিত প্রস্তুত হইতেছে। ফটকের উপরে পাটীয়ালা, বেরার ও ফরিদকোটের রাজাদিগের ব্যয়ে ও কার্ক্‌ড্‌ সাহেবের (পাটনার জজ) তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইতেছে। নানকের মন্দিরের গায়ে দুর্গা ও কালীর মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে! আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র ২।৩ জন শিখ আমাদিগকে মাথায় কাপড় দিতে বলিল। আমরাও অগত্যা চাদর মাথায় দিলাম। মন্দিরের ভিতর দুই যোড়া কাষ্ঠ-পাদুকা দেখিলাম। এক যোড়া শ্বেত ও অন্য যোড়া রক্ত চন্দনের। শুনিলাম নানক ও তাঁহার পুত্রের পাদুকা। ২খানি প্রকাণ্ড ঢাল ও দুইখানি তরবারি ঐ পাদুকার সহিত যত্ন ও ভক্তির সহিত রাখা হইয়াছে। মন্দিরের একপাশে একজন কি এক প্রকাণ্ড পুঁথি পড়িতেছেন। মন্দিরটী দেখিয়া মনে যে কি পবিত্র ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। মন্দির হইতে আমার যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমার মনে হইল বাস্তবিকই যেন আমরা নানকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। মনে হইল যেন হিন্দু মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া আমরা নানকের সেই গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছি। ওখান হইতে বাহির হইয়া ছোট পাটন্ দেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। মধ্যে ক্ষুদ্র

সান বাঁধান উঠান ও চতুর্দ্দিকে দালান। তাহার একটীর মধ্যে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। এই কালীকে এখানকার লোকেরা "ছোট পাটন্ দেবী" বলে। এখান হইতে বাহির হইয়া বাজারে কিছুক্ষণ ঘুরিলাম। নবাবের নাম যেরূপ, সেরূপ বাড়ী নয়। এক স্থানে অনেকগুলি কবর দেখিলাম। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে যে সকল লোক মরিয়াছিল, শুনিলাম তাহাদের অনেকে ঐ কারাগারে শায়িত আছে। সেখানকার ফটক বন্ধ থাকায় আমরা ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না। এখানে আসিয়া অবধি আমার বড় এক্কায় চড়ার সাধ। আজ সেই সাধ মিটাইব ঠিক্ করিলাম। দুই জনে আমরা এক্কায় চাপিলাম। আমিত ছটফট করিতে লাগিলাম। শেষে বড় পাটন্ দেবীর মন্দিরে আসিলে নামিয়া একটু আরাম পাইলাম। এ মন্দিরটীও মন্দ নয়। বলা অধিকন্তু, এখানেও কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অনন্যোপায় হইয়া সচরাচর এক্কায় উঠিলাম। অতি কষ্টে এক্কায় বসিয়া থাকিলাম। পাটনা হইতে বাঁকিপুর চারি ক্রোশ। এই সমস্ত পথের দুই ধারে দোকান। যেস্থানে সেদিন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ছোট রকম যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা দেখিলাম। বাঁকিপুর পৌঁছিলে এক্কা হইতে নামিয়া নাকে খোয়াত দিলাম যে আর কখনও এক্কায় চড়িব না। আমার মাথা ব্যথা ৩।৪ দিন ছিল।

(ক্রমশঃ)

-*:*-

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২১৩ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর।)

রন্ধনাদি সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল স্থূল উপদেশ।

আহারের জন্য সকল সময়ে উত্তম দ্রব্য সকল নির্ব্বাচন করিবে। ভাল দ্রব্যের মূল্য মন্দ দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও মন্দ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় না করিয়া ভাল দ্রব্য অল্প পরিমাণে ক্রয় করিবে। ভাল দ্রব্য অল্প আহারে যেরূপ তৃপ্তি হয়, মন্দ দ্রব্য অধিক খাইলেও সেরূপ তৃপ্তি হয় না। আহারীয় দ্রব্য বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পাক করিতে হইবে। রন্ধন গৃহও পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। ব্যঞ্জনে মসলা অধিক দিবে না, এবং মসলার মধ্যে লঙ্কার পরিমাণ যত কম হয় ততই ভাল; মসলা সকলকে অতি সুন্দররূপে বাটিবে, বাটা মসলা ব্যঞ্জনে দিবার সময়ে তাহা জলে গুলিয়া উপরের মসলা গোলা জলটুকু তরকারীতে ঢালিয়া দিবে। যেন তলার গুঁড়াগুলি

তরকারীতে না পড়ে। এইরূপে ২। ৩ বার জল দিয়া গুলিয়া দিলেই মসলার জল ব্যঞ্জনে পড়ে এবং তলায় যে গুলি থাকে সে গুলি ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় বাটিয়া লইবে। অনেক গৃহিণী সে গুলি ফেলিয়া দেন। ফেলিয়া না দিয়া সে গুলি পুনরায় বাটিলে মসলা ব্যয় অনেক কম হয়। সকল গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে এইরূপ মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

কি কি দ্রব্য রন্ধন করিতে হইবে, কোন কোন ব্যঞ্জনে কি কি আবশ্যক এবং তাহা গৃহে আছে কি না এগুলি রন্ধনের পূর্ব্বে আয়োজন করিতে হইবে। নতুবা কোন উপকরণ যদি গৃহে না থাকে এবং রন্ধনের পূর্ব্বে যদি তাহার অভাব না জানা থাকে, তাহা হইলে বড় অসুবিধা হয়। যেমন কলাইএর ডাল পাক করিতে হইবে। পাক হইতেছে, ডাল সিদ্ধ হইল, তখন পাচিকা মউরী আনিবার জন্য গৃহিণীকে অনুরোধ করিল, গৃহিণী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে গৃহে মউরী নাই। এখন কি করিতে হইবে? হয় বিনা মউরীতে ডাল পাক করিতে হইবে, নতুবা পাচিকাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এই উভয়ই অসুবিধা জনক। সুতরাং রন্ধনের অগ্রে সমুদায় বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আবার যাঁহার হস্তে ভাঁড়ার ঘরের ভার থাকিবে, তাঁহাকে এরূপ সুনিপুণ হইতে হইবে যে ভাঁড়ার ঘরের সমস্ত দ্রব্য তাঁহার দৃষ্টির উপর থাকিবে। কোন্ দ্রব্য কত আছে এবং কত দিন চলিবে, কোন্ দ্রব্য নাই, কোন্ দ্রব্য কত ক্রয় করিলে কত দিবস চলে, কোন্ দ্রব্য অধিক খরচ হয়, কি পরিমাণ দ্রব্যে কত লোকের আহারীয় প্রস্তুত হয়, এ সকল তাঁহার জানা আবশ্যক, এ সকল জানা থাকলে যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তাহার পূর্ব্বেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং বাটীর পরিবারগণের সংখ্যানুসারে রন্ধনের ঠিক পরিমাণ মত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিলে দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। যিনি পাকা গৃহিণী, তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না বরং তিনি অল্প ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর রূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অপরে সেরূপ পারে না।

সামান্য সামান্য দ্রব্যের ব্যবহার।

আমরা অনেক সময়ে অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দিই। কিন্তু যদি আমরা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে সেই সকল অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি এবং সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আমাদের আপনাদের ও দরিদ্র প্রতিবেশীদিগেরও অনেক সাহায্য করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ছেঁড়া কাপড় নষ্ট করিয়া থাকেন, কাপড়ের দ্বারা যদি বিশেষ কার্য্য সাধন হয়, তাহা হইলে প্রদীপ জ্বালিবার সলিতা প্রস্তুত অথবা ডাল ভাতে দিবার জন্য ও রন্ধন গৃহ পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহা দ্বারা বালকদিগের জন্য আবশ্যক মত ২। ১ খানা কাঁথা প্রস্তুত করিয়া ইহার সদ্ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে।

পাখার ঝালর—বাজারে রঙ্গিন কাপড় দেওয়া যে সকল পাখা বিক্রয় হয় তাহা ক্রয় করা উচিত নহে। যে সকল পরিত্যক্ত কাপড় বাজারে বিক্রয় হয় সেই সকল কাপড় কাচিয়া রং করিয়া ঐ সকল ঝালর প্রস্তুত হয়। নানা প্রকার সংক্রামক রোগীর কাপড়ও তাহাতে থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত ঐ সকল পাখা তত মজবুদ্‌ও নহে। কাপড়ে রং করিয়া সেই কাপড় দ্বারা প্রথমে পাখার ধার গুলি সেলাই করিয়া দিলে সেই পাখা বেশ মজবুদ্ হয় এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। আর যদি কেহ ঝালর লাগাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাতে ঝালর লাগাইয়া দিলেই চলিতে পারে।

সাদা কাপড়ে পাড় লাগান—যে সকল কাপড়ের পাড় অতি সুন্দর, অল্প দামে সদা সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য সেরূপ কাপড় পাওয়া যায় না। তখন সেই কাপড় গুলি পুরাতন হইয়া অব্যবহার্য্য হইলে তাহার পাড় গুলি রক্ষা করিতে হইবে। পাড় ওয়ালা কাপড় অপেক্ষা সেই প্রকারের থানের কাপড় সস্তা পাওয়া যায়,থান কাপড় কিনিয়া তাহাতে ঐ পুরাতন পাড় মিহি সুতায় সেলাই করিয়া দিলে অতি সুন্দর হয়। হঠাৎ সেলাই বলিয়া জানিতে পারা যায় না এবং ঐ নূতন কাপড় যত দিন ব্যবহার করা যায় ঐ পাড়ও তত দিন থাকে।

ছেলেদের ছোট ছোট ঘাঘরার হাতায় এবং জামার হাতায় ঐরূপ পাড় লাগাইয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায়।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার মহৎকীর্ত্তি।

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূল স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতার মূল বিদ্যা ও বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরাই কেবল ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূলেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। আর্য্য-জাতি যখন স্বাধীন ছিলেন তখনই তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চা হইয়াছিল। বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বলে যে তাঁহারা স্বাধীনতা

লাভ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরাধীন ইংরাজ জাতির বিদ্যামত্তা যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির অপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। তথাপি স্বাধীন হইলেই যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে একথাও আমরা বিশ্বাস করি না। ভূমণ্ডলে অনেক স্বাধীন বর্ব্বর জাতি আছে, কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে অদ্যাপিও তাহাদিগের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ভারতের ভীল, কোল, সাঁওতাল ও আণ্ডামানিস প্রভৃতি অসভ্য জাতি সকল আর্য্যজাতির অভ্যুদয়ের সময় যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিল, বোধ হয় অধুনা তাহার অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক উন্নতি তরঙ্গে এক সময় সমস্ত জগৎই পরিপ্লাবিত হইবে, একথা সত্য হইলেও, কবে যে সেই কল্পিত সময়ের অভ্যুদয় হইবে তাহা অনুমানেও স্থির করা যায় না। সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহারাও বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া জগতের আদরণীয় হইতে পারে, হঠাৎ আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। জঙ্গম ও কণ্টকী বৃক্ষ সত্ত্বে উর্ব্বর ভূমিতে যে উপাদেয় সুশস্য প্রস্তুত হয় না, ইহা আমাদিগের স্থির বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে অনেক স্বাধীন জাতি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আধুনিক আমেরিকান্‌দিগের ন্যায় বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসুতার জন্য অতি অল্প লোকই প্রসিদ্ধ। ইহারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান-প্রভাবে জগতে কত অদ্ভুত ঘটনার অভিনয় করিতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ ইহাদিগের অনুগত ভৃত্য। ইহা তাহাদিগের শকট টানিতেছে, গৃহে আলোক দিতেছে, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তরে নিমেষ মধ্যে বার্ত্তা লইয়া যাইতেছে, দূর হইতে দূরান্তরে এক জনের গুপ্তকথা অপরের কর্ণকুহরে চুপে চুপে বিজ্ঞাপন করিতেছে এবং দেশ কাল অনপেক্ষিত হইয়া এক জনের প্রতিমূর্ত্তি অপরের দৃষ্টিপথে ধারণ করিতেছে। স্বয়ং সূর্য্যদেব তাহাদিগের পাক্‌কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং বিবিধ বর্ণের কাচ ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া উৎকট উৎকট পীড়া সকল নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপূর্ব্ব প্রদীপের সাহায্যে আলাউদ্দিনের প্রাসাদ এক দেশ হইতে অন্য দেশে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আরব্যোপন্যাসে আমরা এই অদ্ভুত গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ বিজ্ঞান প্রভাবে বড় বড় অট্টালিকা সকল ভিত্তির সমেত কৌশলে উৎপাটন করিয়া ভিন্ন স্থানে আরোপণ করিতেছেন। গৃহস্থ লোকদিগের অণুমাত্র ও অসুবিধা হইতেছে না। অল্পদিন হইল বস্‌টন্ নগরের একটী বৃহৎ

হোটেলকে কয়েক হস্ত অপসারিত করা হইয়াছে। হোটেলের পার্শ্বস্থ রাজপথটীকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিবার আবশ্যক হয়। হোটেল গৃহটীও প্রকাণ্ড এবং বহু ব্যয়ে সুসজ্জিত—ভঙ্গ করিলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এই জন্য ইহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও তের-দিনের মধ্যে এই বিপুল কর্ম্ম সমাধা হইয়াছে। ভিত্তি সমেত এত বড় অট্টালিকা স্থানান্তরিত করিতে অণুমাত্রও বিঘ্ন হয় নাই। গৃহটী পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং লোকে পরিপূর্ণ। গৃহস্থ লোকদিগের সহিত পরিচালিত হয়, কেহই অসুবিধা অনুভব করে নাই। এমন কি, সার্সিতে ভগ্ন কাচের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে কাগজের আবরণ ছিল, তাহারও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল একটী বৃহৎ প্রদর্শণী উপলক্ষে আকাশে ব্যোমযানের গৃহ রচনা করিয়া ব্যোমযানের সাহায্যে তথায় যাতায়াত করা হইয়াছিল। অদ্যাপিও ব্যোমযানের ডাকে ৬০ ষাইট ঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আণ্ডিজ পর্ব্বত শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া পানামা যোজক খাল খনন দ্বারা প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের সংযোগ করা হইতেছে। এই যোজক ব্যাপিয়া একটী মহান্ রেলপথও হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সচরাচর রেলপথে মানব ও দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ শকটই পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু এই রেলপথে বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত বা জাহাজ সকল পরিচালিত হইবে। কেবল মাত্র পাইল ভরে মহাসমুদ্রে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সচরাচর গমনাগমন করে তাহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। ইহাদিগের দৈর্ঘ্য কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গার প্রশস্ততার সমান, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ হস্ত, গুণবৃক্ষ মাস্তুল সকল ও তদপেক্ষা উচ্চ। এক একখানি জাহাজ এক একটী সহরের ন্যায়, আরোহী, নাবিক প্রভৃতি জনগণ ব্যতীত এক এক খানি জাহাজে লক্ষ মণেরও অধিক দ্রব্য বোঝাই হইয়া থাকে। এরূপ জাহাজ সকল কৌশলে উত্তোলন করিয়া শত ক্রোশেরও অধিক পথ রেলযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মহাসমুদ্র হইতে অন্য মহাসমুদ্রে নীত হইবে।

সমুদ্রের স্রোত পরিবর্ত্তন কল্পে বেলদ্বীপ পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহা দ্বারা হিমসাগরের তুষার প্রবাহ নিবারণ এবং মেক্সিকোপসাগরের উষ্ণ প্রবাহ সংরক্ষিত হইয়া দেশের সমূহ ইষ্ট সাধন হইবে।

নায়েগেরা জল-প্রপাতের বিপুল বেগ কৌশলে পরিচালিত করিয়া শিল্প

যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস হইতেছে স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রকলেন সেতু গজাকৃতি দারুময়ী রঙ্গ ভবন আমেরিকানদিগের বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। আমরা বারান্তরে ইহাদিগের বিশেষ সমালোচনা করিব।

নূতন সংবাদ

১। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে এখন ২৩টী যুবতী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে ৫ জন এম বি ও এল্ এম্ এস্ পাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুবতীদিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দিবার জন্য ৪টী বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে।

২। বগুড়ার জমিদার সৈয়দ আবদাস সোবান চৌধুরী মিউনিসিপালিটীর সংশ্রবে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিবার জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। যে সকল স্ত্রীলোক বিলাতে ডাক্তারী শিখিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসা চালাইবেন, তাঁহাদের শিক্ষার সাহায্যের নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল এসোসিয়েসন ২৫০৲ টাকা করিয়া দুইটী বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৪। জাপানে একটি বালিকা ১২ বৎসর ৫ মাস বয়ঃক্রমকালেই ৮ ফুট উচ্চ হইয়াছে। এবং প্রায় ২৭০ পাউণ্ডের ও অধিক ভারি। তাহার হাত ৯ ইঞ্চির উপর এবং পা ১৫ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইবে।

৫। সম্প্রতি লেডী ডফারিন কপূর্রতলার রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন স্ত্রীলোকগণ শ্রীমতী ডফরিণকে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ফণ্ডে একহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। প্রসিদ্ধ মলম বিক্রেতা হলওয়ে সাহেবের অর্থে বিলাতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটী কলেজ হইয়াছে। এই কলেজে ১৫টা ৫০ পাউণ্ডের বৃত্তি আছে। যে কোন দেশের ১৭ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্কা রমণী এই বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইতে পারেন। প্রত্যেক ছাত্রীর কলেজের খরচ প্রতিবৎসরে ৯০ পৌণ্ড হইবে।

৭। এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ৫ই মার্চ্চ সোমবারে ইংরেজী, ৬ই গণিত ৭ই দ্বিতীয় ভাষা, ৮ই ইতিহাস ও ভূগোল হইবে। এফ্ এ পরীক্ষা ৫ইমার্চ্চ ইংরেজী, ৬ই গণিত, ৭ই দ্বিতীয় ভাষা, ৮ই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ৯ই ইতিহাস ও লজিক হইবে।

৮। ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল এসোসিসনের অনরারী সেক্রেটারী মিস্ ম্যানিঙ্গ শ্রীমতী রমাবাইয়ের সঙ্কল্পিত বিধবা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদার খাতা খুলিয়াছেন।

৯। বজ্রাঘাতে রমণী অপেক্ষা পুরুষ বেশী মরে। ১৮৫৪ অব্দ হইতে একটি এরূপ মৃত্যুর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে ২২ হাজার ১২ জন পুরুষ ও ৬২০ জন রমণী বজ্রাঘাতে মরিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অঞ্জলী—শ্রী ইন্দুভূষণ রায় প্রণীত, মূল্য ॥৵০ আনা। পুস্তকখানি কবিত্ব পূর্ণ। কবি ইহার অনেক স্থানে যেরূপ হৃদয়োচ্ছ্বাস ও গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তৎপাঠে মোহিত হইতে হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, বৈরাগ্য, প্রেম এ সকলের ভাবে কবি নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

২। ধাত্রী-শিক্ষা সংগ্রহ—শ্রীহরনাথ রায় এল, এম্ এস্ প্রণীত। এখানি ৩০০ শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত ও বাঁধাই করা। প্রসূতির নানাবিধ অবস্থা, অবস্থা বিশেষে কর্ত্তব্য, নানাবিধ পীড়া ও তাহার চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। ধাত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই ইহাতে আছে এবং মুষ্টিযোগ, ঔষধপ্রয়োগ ও চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ আছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, পাঠিকারা আপনা-আপনি পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিবেন। সকল স্ত্রীলোকেরই পক্ষে এ পুস্তকখানি বিশেষ পাঠ্য।

বামারচনা।

সাবিত্রী কথা।

অশ্বপতি নামে ছিল এক রাজা,
মেয়ে হল নাম সাবিত্রী তার।
যেমন সুবোধ তেমনি সুন্দরী,
সংসারে তুলনা নাহিক যার॥
সেই মাত্র মেয়ে মা বাপের প্রাণ,
সখীদের সনে সতত খেলে।
বনেতে একদিন, দেখিতে হরিণ,
গেলেন সাবিত্রী খেলার ছলে।
বনশোভা যত দেখিলেন কত,
সত্যবান নামে ঋষির ছেলে,
দেখে শেষে তারে সাবিত্রী সুন্দরী.
বিবাহের তরে মায়েরে বলে।
দৈবে সেই দিন এলেন নারদ,
সাবিত্রীর কথা শুনিয়ে সার,
বলেন সে বরে হবেনাক বিয়ে,
একটী বছর প্রমাই তাঁর।
বছরের পরে হবে গো মরণ,
সত্যবানে বিয়ে দিওনা রাণী,

হবে গো বিধবা মেয়েটি তোমার,
গেলেন নারদ বলে এ বাণী।
কিন্তু নৃপবালা করেছেন পণ,
বিনে সত্যবান অন্যেরে বিয়ে,
না করিবে কভু সত্যবানে বরি,
বরঞ্চ রবেন বিধবা হয়ে।
কি করেন আর দুঃখে রাজা রাণী,
এনে সত্যবানে বনেতে গিয়ে,
এক বই আর ছিল না ত মেয়ে,
কত ঘটা করে দিলেন বিয়ে।
সত্যবান সঙ্গে সাবিত্রী সুন্দরী,
গেলেন বনেতে বিয়ের পরে,
কত মত সেবা শ্বাশুড়ী শ্বশুরে,
করেন সাবিত্রী ভকতি করে।
এমনি করিয়ে কাটিল বছর,
সত্যবান আয়ু হইল শেষ;
করিলেন ব্রত সাবিত্রী, সাবিত্রী,
মরণের দিন হল প্রবেশ।
বিকালের বেলা যান সত্যবান,
মা বাপের তরে আনিতে ফল,
সাবিত্রী, অমনি যান সাথে সাথ,
মুছিতে মুছিতে চোখের জল।
বনের ভিতর গেলেন দুজন,
সত্যবান ফল পাড়েন ধীরে,
অকস্মাৎ মাথা করে গো কেমন,
যেন শত বিছা দংশিল শিরে।
সত্যবান দশা দেখিয়ে সাবিত্রী,
উরুদেশে তাঁর রাখিয়ে মাথা,
রহিলা বসিয়ে, গালে দিয়ে হাত,
কতক্ষণে হল আশ্চর্য্য কথা—
এলো যম দূত বিকট আকার,
নিতে সত্যবানে যমের পুরে,
কিন্তু কার সাধ্য যায় তাঁর কাছে,
ভয়েতে তাহারা দাঁড়াল দূরে।
সতীত্বের তেজ তাদের কাছেতে,
জ্বলন্ত আগুণ সমান জ্বলে,
পলাইল দূত পেয়ে বড় ভয়,
যমরাজে গিয়ে সকলি বলে।
যমরাজ ফের পাঠালেন দূত,
তারাও আবার পলাল ভয়ে,
না দেখি উপায় নিজে যমরাজ,
আসিলেন তথা কুপিত হয়ে।
সতী তেজ দেখি তাঁরো লাগে ভয়,
বিদ্যুতের মত জ্বলিছে তথা,
হল না সাহস, নিকটে যাইতে,
দূরে থাকি ধীরে বলেন কথা।
যমরাজ ধীরে বলেন সাবিত্রী,
দাও সতী সত্যবানে,
মরেছেন ইনি, আর কেন রাখ,
এখন আমারি স্থানে
থাকিবার কথা, আমি যমরাজ,
সত্যবানে যাব নিয়ে,
তুমি যাও ঘরে, আর কেন ভাব,
রাত্রি হল দেখ চেয়ে।
বলেন সাবিত্রী করে নমস্কার,
"কি ভাগ্য ছিল আমার,
তাই আপনার পেয়েছি দর্শন,
ভয়ে ভয় নাই আর।
কত মতে পরে করিলেন স্তব,
যম তুষ্ট হয়ে কন,
সত্যবান প্রাণ ছাড়া অন্য বর,
চাও সতী যাতে মন।

বলেন সাবিত্রী করি যোড় হাত,
যদি পিতঃ দিবে বর,
শ্বশুর আমার দুটি চক্ষু হীন,
চক্ষু দান তাঁরে কর।
যমরাজ শুনে বলেন "তথাস্তু"
চাও ফের অন্য বর,
কিন্তু সত্যবান, প্রাণ, চাহিও না,
এ কথাটি মনে কোর
বলেন সাবিত্রী হাত যোড় করে,
এই বর দেহ তবে,
শ্বশুর আপন রাজ্যপান ফিরে,
তাঁর কষ্ট দূর হবে।
পুনরায় যম কন, লও বর,
তুষ্ট আমি তোমা প্রতি,
হয়েছি গো বড়, তোমার চরিত্রে,
যাহা ইচ্ছা মাগো সতী।
বলেন সাবিত্রী, দাও এই বর,
পুত্র হীন মোর বাপ,
শত পুত্র তাঁর হোক সদাচারী,
তা হলে ঘুচিবে তাপ।
বারে বারে যম, তুষ্ট হয়ে অতি,
কন্ ফের চাও বর,
বর নিয়ে সতি, দাও সত্যবানে,
যাও আপনার ঘর।
সাবিত্রী অমনি সুযোগ বুঝিয়ে,
কন্ যদি দিবে বর,
সত্যবান হতে, হোক শত ছেলে,
পাঁচ, পাঁচ, বর্ষান্তর।
"তথাস্তু" বলিয়ে ত্বরাকরি যম
সত্যবানে লয়ে যান,
পিছে পিছে সতী, যান দ্রুতগতি,
অন্য দিকে নাহি চান।
ফিরে চেয়ে যম, বলেন তোমার,
এ কর্ম্ম উচিত নয়,
জীয়ন্ত শরীরে, যেতে যমপুরে,
কার সাধ্য নাহি হয়।
মরেছে গো স্বামী,ঘরে গিয়ে তুমি,
সৎকার্য্য কর গে তার,
হবে তাতে পুণ্য, রেখো সতী ধর্ম্ম,
তবেই হবে উদ্ধার।
বলেন সাবিত্রী,একি কথা পিতঃ!
এই বর দিলে তুমি,
সত্যবান হতে, হবে শত ছেলে,
তবে কেন লও স্বামী।
ভেবে মিথ্যা কথা, মনে পাই ব্যথা,
আমার কপাল দোষে,
ধর্ম্মরাজ হয়ে, মিথ্যা দোষে দোষী,
হতে কি হল গো শেষে।
এ কথায় যম, লজ্জা পেয়ে কন,
সাবিত্রী! সাবিত্রী তুমি,
তোমা তুল্য কেউ, হবে নাক আর,
বাঁচালে গো মরা স্বামী,
দুই কুল তুমি, করিলে উদ্ধার,
আমারে করিলে জয়,
তোমার নামেতে পাপ দূর হবে,
ধন্য ধন্য জগন্ময়।
এ কথা বলিয়ে, সত্যবানে দিয়ে,
যম যান নিজ ঠাঁই,
সাবিত্রীর কথা হল গো সমাপ্ত,
হরি হরি বল ভাই।

শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী
মুন্সীঘাট বেনারস।

No 275. December 1887.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৫ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯৪—ডিসেম্বর ১৮৮৭। { ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

পুরাতন ২০ বৎসরের বামাবোধিনী—১২৭৪ সাল হইতে ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপ বাঁধান অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ	॥০	স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	৵১০
ঐ ২য় ভাগ	৸০	চিত্তবিনোদিনী	।০
বামারচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	৸০	ধর্ম্ম সাধন ১ম ভাগ	।০
ঐ (কাগজের মলাট)	॥০	ঐ ২য় ভাগ	॥৵০
কারাকুসুমিকা—	।৵০	ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	।৵০
বেদিয়া বালিকা—	৵০	কৃষক বালা	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি-বিষয়ক প্রস্তাব	⁄১০	সতীবিলাপ কাব্য	।৵০

অক্ষয়-চরিত

অর্থাৎ

মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের সচিত্র ও সমূলক জীবন বৃত্তান্ত।

মূল্য ।৵০, ডাঃ মাঃ ৵১০ আনা।

কলিকাতা।—যোড়াশাঁকো, ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়; ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মেডিকেল লাইব্রেরী; কলেজ ষ্ট্রীটে ক্যানিং লাইব্রেরী; মোহিনী মোহন মজুমদারের নিকট ও সোম প্রকাশ ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

আমরা এ পুস্তকের সর্ব্বত্র প্রচার বাঞ্ছা করি।

সোমপ্রকাশ।

অর্দ্ধ মূল্যে **গার্হস্থ্য কোষ** বিক্রয়।

বা

ডিমাই ৮ পেজী **উপহার** ৫০০ পৃষ্ঠার পুস্তক

সময়ের সৎব্যবহার ও চরিত্র সংশোধনের জন্য ব্যবহার্য্যণীয়।

সন ১২৯৪ সালের দৈনিক হিসাব জমা খরচের খাতা, খতিয়ান, ধোপা, গোয়ালা, খাবারওয়ালার হিসাব ও (লেটার রিসিভ এণ্ড ডেস্প্যাচবুক) মিমোবুক, নোটবুক সম্বলিত বৃহৎ ডায়েরী গার্হস্থ্য কোষ। পূজার মধ্যে কেবল ২০০ খণ্ড অর্দ্ধমূল্য ।৵০ আনাতে দেওয়া যাইবে। মূল্য বা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা না পাইলে পুস্তক মফঃস্বলে পাঠান হইবে না। ভিঃ পিঃ কমিশন গ্রহীতার দেয়।

পি, এন, বিশ্বাস, ৪৭নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৭৭ ও ৬৮নং কলেজ ষ্ট্রীট ও জুবিলী স্কুল ঢাকায় অনুসন্ধান করিলে উপহার পাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শান্তি-জল।

(অশান্ত চিত্তের শান্তি।)

সাংসারিক সকল অবস্থায় সান্ত্বনা।

নরনারী সকলেরই প্রয়োজনীয়।

ইংরাজি ও বাঙ্গলা প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সমালোচিত হইয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ), রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বঙ্গীয় বিদ্বান্মণ্ডলী এতৎ সম্বন্ধে সন্তোষ জনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণের সুবিধার জন্য—

মূল্য ভাল বাঁধা (স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা) আট আনা
" " (সুন্দর কাগজের) ছয় আনা।
" " কাগজের মলাট পাঁচ আনা।

মফঃস্বলে ডাকমাশুল অর্দ্ধ আনা অধিক।

এই সঙ্গে বিনা মূল্যে এক এক খানি যুবিলি যৌতুক উপহার দেওয়া যায়, কেবল অতিরিক্ত অর্দ্ধ আনা মাশুল দিতে হয়।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বসু
৮ নং হরিশ্চন্দ্র দত্তের গলি,
গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মা ও ছেলে।

মূল্য ॥৵০ নূতন ধরণের গৃহপাঠ্য পুস্তক গল্পচ্ছলে পরিবারের ভিতর দিয়া শিশু পালনের সদুপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর নিকট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৫ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯৪—ডিসেম্বর ১৮৮৭। { ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) এ বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩টী যুবতী-প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন। এটী একটী শুভলক্ষণ।

(২) আগামী বর্ষ হইতে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকগণ ডাক্তারী শিখিতে পারিবেন, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। যে সকল স্ত্রীলোক প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যে শিক্ষিতা অথবা অন্যূন ১৬ বর্ষ বয়স্কা, তাঁহারা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কতকগুলি বৃত্তি ও পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড় গাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে আনা হইবে। শ্রেণীর সম্মুখভাগে অথবা আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্রস্থলে তাঁহাদিগের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে। ব্যবচ্ছেদ প্রণালী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে। ইঁহাদিগকে হাঁসপাতালে দিবাভাগে আসিলেই হইবে, রাত্রিকালে আসিতে হইবে না। আমরা আশা করি ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট হইবে।

জাতীয় সমিতি—আগামী ২৮, ২৯, ৩০শে এই তিন দিবস মান্দ্রাজে এই মহা সমিতির অধিবেশন হইবে। কলি-

কাতার দেশহিতোৎসাহী সুবক্তাদল তথায় যাইতেছেন। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগর হইতে প্রতিনিধি সকলও নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে পরীক্ষাদির অসুবিধা হয়, এজন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এলাহাবাদে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি চিহ্ন—বঙ্গের কবি চূড়ামণি মাইকেলের কবরোপরি কোন স্মৃতি-চিহ্ন না থাকাতে তাঁহার দেহাবশেষ শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা। এই দুর্ঘটনা নিবারণার্থে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন নিমিত্ত একটী কমিটী হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন ইহার ধনাধ্যক্ষ। আমরা আশা করি শিক্ষিতা রমণীগণও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু কিছু দান প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি—সারজন্ লরেন্স জাহাজে যে সকল স্ত্রী যাত্রীর অকালমৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ কয়েকটী ইংরাজ মহিলা হাবড়া পুলের নিকট খোট্টাঘাটে একটী সুন্দর প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী শরৎসুন্দরীর পুত্রবধূ অতি দক্ষতাসহকারে জমীদারী চালাইতেছেন। স্বামীর বিবাহকালীন ঋণ ২৫ হাজার টাকা ইতিমধ্যে শোধ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঋণ শোধ না হইলে দত্তক গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইঁহার সৎকার্য্যে ব্যয়ও আছে।

দলীপের মন্ত্রণা—হাইদ্রাবাদের নিজাম অযাচিতভাবে গবর্ণমেণ্টকে ৬০ লক্ষ টাকা দিতে চাহাতে দলীপসিংহ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন "ভ্রাতঃ ইংরাজ তোষামোদের ফল সিংহাসন খোয়ান, সাবধান হইও।"

গুজরাটী সাহিত্য—সামুয়েল স্মাইলস্ তাঁহার "চরিত্র" নামক পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে মাতার চরিত্রগুণে কিরূপে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয় তাহার আলোচনা করিয়াছেন; সুরাটের শ্রীমতী মহালক্ষ্মী কালাবাই উক্ত পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ গুজরাটী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং লর্ড রিপণের নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ অধ্যায়গুলি অনুবাদিত হইলে এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

তান্তিয়া ভীল—মধ্য প্রদেশের সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু তাঁতিয়া ভীল পুনরায় নিমাজ জেলায় উপস্থিত হইয়া অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে।

এবার একটী ডাকাইতি করিতে গিয়া দুইটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া একজনের নাক কাটিয়া দিয়াছে। কিন্তু শুনা আছে, কোন গুরুতর কারণ না ঘটিলে ডাঁতিয়া স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলে না।

উদাসীনের চিন্তা

•স্বার্থপরতা যেমন মানব প্রকৃতির কলঙ্ক, স্বার্থহীনতা তেমনই ইহার সৌন্দর্য্য। স্বার্থ রাহিত্য মানব চরিত্রের দেবত্ব, স্বার্থপরতা পশুত্ব। স্বার্থ বিনাশই নৈতিক জীবনের আদর্শ। এই জন্য প্রাচীন আর্য্য নীতি শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন "পুণ্যঞ্চ পরোপকারঃ পাপঞ্চ পর পীড়নং" [পরোপকার স্বার্থহীনতারই বিকাশ, পরোপকার স্বার্থের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ বিশ্বজনীন প্রেমের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যদি ভোগ স্পৃহারূপ বিষাক্ত কীট এই বীজ ধ্বংস না করে, তাহা হইলে ইহা অনুক্রমে বিকশিত হইয়া সুফল প্রসব করিতে থাকে। জ্ঞানময় বিশ্ব নিয়ন্তার রাজ্যে এই বীজ বিস্ফুরণের সকল আয়োজনই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি মানুষকে স্বর্গ হইতে এক নির্জ্জন নিবিড় কাননে নিক্ষেপ করেন নাই। মানুষ পারিবারিক জীব, মানুষ সামাজিক জীব, মানুষ মানব জগতের জীব। পরিবারে মানুষ প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত সমাজে প্রত্যেক সভ্যের সহিত এবং মানব জগতে প্রত্যেক মানবের সহিত সম্বন্ধ। সর্ব্বপ্রথমে মানব জননীর নিকট স্বার্থত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। জননীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষতঃ যেই সময়ে তাহার মন অতি কোমল এবং শিক্ষার বিশেষ উপযোগী থাকে, সেই সময়েই জননীর সহিত তাহার বিশেষ সংযোগ, তাই জননীর চরিত্র সন্তান চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। জননী চরিত্রে যতটুকু স্বার্থত্যাগ সচরাচর সন্তান চরিত্রেও তাহা অঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা। আক্ষেপের বিষয় এই যে, জগতের অতি অল্প সংখ্যক জননীই স্বার্থবিবর্জ্জিত বিশ্বজনীন প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ডের একজন লেখক রহস্যপূর্ব্বক লিখিয়াছেন "রমণীর উত্তর সীমা স্বামী, পূর্ব্ব সীমা সন্তানবর্গ, দক্ষিণ সীমা পিতা মাতা এবং পশ্চিম সীমা যদি বৃদ্ধা শ্বশ্রু থাকেন তাহা হইলে তিনি।" উল্লিখিত লেখক রহস্যপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল দেশের রমণীদিগের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ জননীগণ স্বার্থত্যাগ করিতে যাইয়াও আপনাকে ভুলিতে পারেন না, আপনার উপর এক চোখ রাখিয়া আর এক

চোখে যতদূর দেখিতে পারেন ততদূরই তাঁহার প্রেমের সীমা, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। এইরূপে মায়ের চরিত্রের ছায়া সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই সমাজে আমরা বিশ্বজনীন প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি না। কেবল মাত্র যাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রেমের বৃত্তের পরিধি কেবল তাহাদিগের উপরই পড়িতেছে। ভারতবর্ষে একান্নভুক্ত পরিবার বহুদিন হইতে বর্ত্তমান, কিন্তু এখানেও দেখিয়াছি জননীগণ নিজ নিজ বৃত্ত অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না। অনেক স্থলে তাঁহারাই পরিবার বিশ্লেষণের কারণ হইয়া পড়েন। অপরকে প্রেম করিতে যাইয়া ও যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না তাঁহাদিগের সেই প্রেমকে স্বাভাবিক সংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ স্বার্থবিবর্জ্জিত পর-প্রেমে ইচ্ছার রাজত্ব বর্ত্তমান। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পর-প্রেমে বিগলিত হন, তাঁহার প্রেম কেবল দুই চার জনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ঘোর সাংসারিকতা, ঘোর স্বার্থপরতা; ঘোর ভোগতৃষ্ণার মধ্যে স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পশুত্ব ভাব বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু কোথায়? বরং তাহার বিপরীত ঘটনাই অহর্নিশি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ সঙ্কটকালে জননীগণ প্রকৃত স্বার্থত্যাগের আদর্শ হউন। কেবল সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা হইবে না। তাহা পশুতেও আছে। সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে সন্তান প্রেমেরই অনুকরণ হইতেছে, ইহা আরও বিপদের কারণ। আমাদের মানবীয় ইচ্ছা দ্বারা যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করি তজ্জন্য আমরা দায়ী। তাই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাণাঘাট ও পালচৌধুরী বংশের আদি বৃত্তান্ত।

এ দেশের কোন গ্রামেরই প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থা, কিম্বদন্তী প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। তদনুসারে, রাণাঘাট যে অনধিক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্যাদির উপযোগী হইয়াছিল এরূপ বোধ হয়। চূর্ণি বা মাতাভাঙ্গা নাম্নী একটী নদী অদ্যাপি এই গ্রামের পশ্চিম উত্তর

কোণে বেগে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামের নিকটস্থ নদী, তত্তদ্ গ্রামে বাণিজ্যাদি প্রবল হইবার একটী প্রধান কারণ। রাণাঘাটের ইতিহাস সম্বন্ধে অতীতকালের নিবিড় অন্ধকার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষণিক আলোক দৃষ্ট হয় মাত্র, তাহাতে তৃপ্তি হয় না; কেবল কৌতূহল-শিখা প্রজ্জলিত হয়।

রাণাঘাটের পূর্ব্ব প্রান্তে "জড়ানে তলার বিল বা পুকুর" বলিয়া একটী ক্ষুদ্র তড়াগ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি এই গ্রাম হইতে গোপালনগর পর্য্যন্ত যে রাজ-পথ গিয়াছে, ঐ পথের দ্বারা উক্ত পুকুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ পুকুরের উত্তর ধারে পূর্ব্বকালে কতকগুলি দস্যু বাস করিত। উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঐ স্থানে জন-নিবাসের কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। উহার চারি দিকে জঙ্গল, পশ্চিমের জঙ্গলে পরস্পর কাছাকাছি দুইটী পুকুর (জানা যায় না কাহার খাত) ছিল; "দো-সতিনা" নামে ঐ দুটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণের জঙ্গল মধ্য দিয়া একটী অল্প পরিসর নদী প্রবাহিত ছিল; যদিও কালসহকারে উহার গর্ভ প্রায় সম-ভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে, তথাপি বর্ষাকালে উহা অদ্যাপি প্রকৃত নদীরূপেই প্রতীয়মান্ হয়। ঐ নদীর নাম হাঙ্গর। রণা নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত দস্যু দলের অধ্যক্ষ ছিল। এই সময়ে রাজা রঘুরাম রায় নদীয়ার রাজা ছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও ২০০ শত বৎসরের মধ্যে রাণা-ঘাট নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। জড়ানে-তলার পুকুর, রণার গৃহ পুষ্করিণী ছিল। রাণাঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আনুলিয়া এবং ২।৩ ক্রোশ পূর্ব্বে শঙ্করপুর নামক যে দুইটী গ্রাম আছে, শুনা যায় রণার সময়ে ঐ দুটী গ্রামের বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল।

রণার বাটী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর পশ্চিম চূর্ণি নদীর পূর্ব্ব অনতি-দূরে একটী বহু বিস্তৃত দুর্গম অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যই রণার ঘাটি ছিল; রণা স্বদলের সহিত ঐ বনে মিলিত হইয়া দস্যু বৃত্তির পরামর্শ করিত, অধিক সময় ঐ বনে আপনাদিগকে লুক্কায়িত রাখিত। ইহা দ্বারাই অনু-মিত হইতেছে, ঐ বনটী কীদৃশ ভয়াবহ। ঐ বনে রণার আশ্রয় গৃহ সকল মৃত্তি-কার নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ অন্য প্রকার জন-শ্রুতি আছে। দস্যুর আশ্রয়, ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। বোধ হয়, রণারঘাটি হইতেই রাণাঘাট নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে রণা দস্যুর বিনাশ ও দলভঙ্গ হইল, কিরূপে কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ জাতি আসিয়া ইহাকে জনস্থান করিয়া তুলিল; কোন্ কোন্ সোপানে পদবিক্ষেপ করিয়া রাণাঘাট বর্ত্তমান

অবস্থায় উপস্থিত হইল; তাহার সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে খুব পরিশ্রমের সহিত দেখিয়া আসিলে রাণাঘাটের কঙ্কাল অথবা প্রাচীন ছায়ার অস্পষ্ট দর্শন, অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একালে আমাদের সে উদ্দেশ্য নহে।

যেরূপেই হউক, রণার বিনাশ হইল; গ্রামের নাম রাণাঘাট হইল। অনেক লোক আসিয়া এখানে আবাস গ্রহণ করিল; চূর্ণি নদী, অধিবাসীগণকে কারবারে সাহায্য দিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে আবাদ আরম্ভ হইল; এমন কি বর্ত্তমান রাণাঘাটের যে অংশ পাল-চৌধুরী ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহা ১২২১ সাল পর্য্যন্ত আবাদি জমি ছিল। ঐ অংশের মধ্যস্থ বন (এই বনের মধ্যেই রণারঘাটি ছিল) হইতে সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী শ্যামা মূর্ত্তির আবিষ্কার হইল। ঐ আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে একটী রমণীয় আখ্যান প্রথিত আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ক্রমে ক্রমে তৎকালীন গ্রাম বাসিগণ দেখিলেন, যে, প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী দুগ্ধবতী গাভী ঐ নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ঠিক্ এক সময়ে বহির্গত হয়। যে বনে লোকের চলাচল নাই। অন্যবিধ গ্রাম্য পশ্বাদিও যায় না; সেই বনে উপরি উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, ঐ বন মধ্যে একটী পরিস্কৃত স্থান আছে; গাভীটী সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং তাহার স্তন হইতে স্বতঃ নিসৃত পয়োধারায় সেই স্থানটী অভিসিক্ত হইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে গাভীটী বন হইতে বহির্গমন করে। পরে সেই স্থান হইতে এক শ্যামা মূর্ত্তি বহির্গত হইল। গ্রামবাসিগণ মহা যত্নে তাহার প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাই বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী। এই শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, রণার গুপ্তাশ্রয় মাটীর মধ্যে ছিল এবং ঐ প্রতিমা তাহারই প্রতিষ্ঠিতা "দস্যু-কালী"।

যখন রাণাঘাটে অনেক লোকের বাস হইয়াছিল, রণাডাকাতের শ্মশান কালী, গ্রাম্য সিদ্ধেশ্বরী হইয়াছিলেন, তখনও নদীর নিতান্ত তীরবর্ত্তী মণ্ডপ-তলা নামক স্থানে একটী নিবিড় বন ছিল। ঐ বনে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তৎকালের গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পরম জ্ঞানী বলিয়া জানিত। অনেকে সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিত। সেই সন্ন্যাসীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঘাটির অনেক রহস্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী কি রণার একজন সঙ্গী নহে? পূর্ব্ব বাসস্থানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া ছদ্মবেশে ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। যেহেতু এরূপ শ্রুতিও

আছে যে, রণার বিনাশের পর আর এক জন দস্যু তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিল। অথবা ঐ সন্ন্যাসী রণার সময় হইতেই ঐ স্থানে বাস করিতেছিল। এই জন্যই ঐ বনের অনেক খবর বলিতে পারিত। বর্ত্তমান কালে যে স্থানে মণ্ডপতলার ষষ্ঠীতলা, উপরি উক্ত বন সেই স্থানে বিদ্যমান ছিল। মণ্ডপ শব্দে আশ্রয়, সন্ন্যাসীর আশ্রয় ছিল বলিয়া ঐ স্থান মণ্ডপতলা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

রাণাঘাটের অবস্থা যখন কিয়ৎ-পরিমাণে ভাল হইয়াছিল, অনেক লোকের বাসস্থান হইয়াছিল, রাণা-ঘাটের নাশড়া নামক পল্লীতে কায়স্থ জাতীয় যে সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবার বাস করিতেছেন, শুনা যায় ঐ ঘোষেরা এবং বশস্ত বটীতলার এক ঘর ব্রাহ্মণ এখান-কার আদিম নিবাসী। পরে কারবা-রাদির সুবিধা হইতে লাগিল, তখনই নানা স্থান হইতে কারবারী লোকেরা এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে তিলি জাতিই সর্ব্ব-প্রধান। হিন্দু জাতির প্রধান প্রধান কয়েকটী বর্ণ ছাড়া, অবশিষ্ট সমুদায় "নবশাখ" (১) বলিয়া খ্যাত। তিলি ঐ নবশাখের অন্তর্গত। বোধ হয়, তিলাদি শস্যের ব্যবসায় হইতেই তিলি শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যখন সর্ষপ হইতে তৈল উৎপাদনের নিয়ম প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন, কত শস্য হইতে কত তৈল হইবে এই তুলা অর্থাৎ পরিমাণ, যাঁহারা নির্ণয় করিলেন, তাঁহাদের উপাধি তৌলিক হইল। ঐ তৌলিক, অপভ্রষ্ট হইয়া তিলি হইয়াছে। তেলের সহিত সংশ্রব ছিল বলিয়া পশ্চিমের তিলিরা কাল-সহকারে কলু হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিলি জাতি প্রথম হইতেই নানা দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, ব্যবসায় করিতে হইলেই সর্ব্বদা তুলা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইতেই তৌলিক, তৌলিক হইতে তিলি হইয়াছে। এই তিলি জাতি সর্ব্ব প্রথমে কোন্ স্থানে বাস করিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহারা যে, ব্যবসায়ী, ইহাদের পরবর্ত্তী বাসস্থান ও শাখা ভেদ সকলের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। ইহারা, ক্রমে ব্যবসায়সূত্রে চারিটী স্থানে বাসস্থান করিতে বাধ্য হয়। সেই চারিটী স্থান, যথা—(১) বেতনা, (২) মামুদোবাজ, (৩) সাতগাঁ, (৪) সোণার গাঁ।

তিলি জাতি যে ব্যবসায়সূত্রে ঐ চারিটী স্থানে বাস করে, তাহা ঐ স্থান কয়টীর অবস্থা দর্শনে প্রতিপন্ন হইতেছে। সাতগাঁ অথবা সপ্তগ্রাম, যে স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী হওয়াতে বাণিজ্য প্রধান ও ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছিল, প্রথমোক্ত গ্রামটী সেই স্বরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী, অতএব ওটীও

(১) নাপিত, কুমার, কামার, মালাকর, বণিক, তিলি, তাম্বলিক, মোদক, সদ্‌গোপ্।

যে সাতগাঁর ন্যায় না হ‍ই একটী বাণিজ্যের স্থল ছিল তাহা খুব সম্ভব। মাম্‌দোবাজ বেহুলা নদীর তীরবর্ত্তী। বেহুলা নদী কোন সময়ে বহু সংখ্য বাণিজ্যতরী ভাগীরথীতে বাহিত করিত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণ আছে। সপ্তগ্রাম ও স্বর্ণগ্রাম এই নগরদ্বয়ের যথাক্রমে বাণিজ্য বিষয়িণী খ্যাতি ও কোন সময়ে বাঙ্গালার মধ্য ও পূর্ব্ব প্রদেশের রাজধানীরূপে মনোনীত হওয়ার বিষয় বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব এখন সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিলি জাতি উপরি উক্ত চারি স্থানে বাস নিবন্ধন চারি নামে বা শাখায় বিভক্ত হইলেন। যথা,—(১) বেতনাই, (২) মাম্‌দোবেজো, (৩) সাতগাঁই, (৪) সোণারগাঁই। কেহ কেহ বেতনাই নাম উৎপত্তির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু, তিলি জাতির অন্যান্য শাখার নাম, যখন বাসস্থান বা ব্যবসায় বিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন একমাত্র বেতনাই নামের উৎপত্তির কারণ অন্যবিধ কিরূপে সম্ভবে? তাহারা যে সকল কারণে এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনে বাধিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যবসায়ের সুবিধা অসুবিধাই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ব্যবসায়সূত্রে বা অন্যবিধ কারণে কালসহকারে তাঁহারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাসস্থান বিস্তৃত করিলেন নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান। যথা

	স্থান	জিলা
	মেদ্‌গাছী	হুগলী
	বাঁশবেড়ে	ঐ
	ভবনগর	নদীয়া
	শ্যামখুড়	ঐ
	শিবনিবাস	ঐ
	আসাননগর	ঐ
	মেটিরি	ঐ
	শ্রীনগর	ঐ
	কৃষ্ণনগর	ঐ
১০	দোগেছে	ঐ
১১	শান্তিপুর	ঐ
১২	উলো	ঐ
১৩	বেলপুকুর	ঐ
১৪	দৌলতগঞ্জ	ঐ
১৫	ভাজুরী	(?)
১৬	শ্রীরামপুর	হুগলী
১৭	মৌড়ী	ঐ
১৮	বৈদ্যপুর	ঐ
১৯	রাণাঘাট	নদীয়া।

এই সকল গ্রামে যেমন তাঁহাদিগের বাসস্থান বিস্তৃত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শাখা ভেদও হইতে লাগিল। যথা,—

১ লুনে
২ তুঁষকোটা
৩ একাদশ
৪ দ্বাদশ ইত্যাদি।

নুনে ও তুঁষকোটা কিরূপে হইল তাহা সহজেই বোধ হয়; কিন্তু একা-

দশ ও দ্বাদশের হিসাব], বোঝা গেল না। নদীয়া জেলার সকল তিলিই যে, বরাবর বেতনা প্রভৃতি চারিটী মূল স্থান হইতে একেবারে ঐ সকল স্থানে আসিয়াছে, এমন বোধ হয় না; তাহারা নদীয়া জেলার মধ্যে আসিয়াও স্ব স্ব ইচ্ছা ও অসুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। রাণাঘাটে বেতনাই ও লুনে এই দ্বিবিধ তিলি দৃষ্ট হয়। প্রামাণিক, পাল, মাণিক, কুণ্ডু, নন্দী, সরকার, দে, রাণাঘাটস্থ বেতনাই তিলিদিগের এই কয়প্রকার উপাধি। সীতারাম প্রামাণিক নামক কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করে। তিলিদিগের মূল উপাধি নন্দী, কুণ্ডু, পাল, সীতারামের বংশীয় ৬।৭ ঘর প্রামাণিক অদ্যাপি রাণাঘাটে বর্ত্তমান আছে।

নদীয়া জেলার মধ্যে তিলি জাতির প্রধান বাসস্থান বলিয়া যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার কোন কোন গ্রামে তিলির সংখ্যা খুব হ্রাস হইয়াছে; হয়ত কোন কোন স্থান এককালে তিলি শূন্যই হইয়াছে। তিলির বাসস্থান বলিয়া পূর্ব্বে যে ভবনগরের উল্লেখ করা গিয়াছে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্য শাসনের শেষ সময়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপের রাজা ছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে, তিলি জাতীয় পাল উপাধিধারী কোন ব্যক্তি সেই ভবনগর হইতে রাণাঘাটে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন তাঁহার নাম সহস্ররাম, কেহ বলেন সহস্ররাম তাঁহার পুত্র। সহস্ররামের রাণাঘাটে আসিবার সময় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়।

রাণাঘাটের উত্তর সীমায় হিজুলি নামে একটী পল্লী আছে। তত্রত্য কোন ব্রাহ্মণ সহস্ররামের পুরোহিত ছিলেন। সহস্ররামের তৎকালীন দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার পৌরহিত্য ত্যাগ করেন। রাণাঘাটস্থ রমাই পণ্ডিত ঐ পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন। রমাই পণ্ডিতের সময় বঙ্গদেশ বর্গীর ভয়ে কম্পিত ছিল। বর্গীর হাঙ্গাম, আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বের শেষভাগে সংঘটিত হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতি, ইহা সপ্রমাণ করিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে সুখ ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালীরা নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দুই প্রহরের পর আহার করিতেন। তখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া পাগড়ী বাঁধার প্রথা ছিল না। আহারের অব্যবহিত পরে দুর্ব্বহ চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া আত্ম-কার্য্য করা বা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান অধিকার পূর্ব্বক নাসিকাধ্বনি করিয়া "ভুক্ত্বারাজবদাচরেতের ও" তত বাহুল্য ছিল

না। তখন আহারের পর প্রকৃত বিশ্রাম ছিল, আমোদ ছিল। পল্লী-গ্রামস্থ প্রাচীনবর্গ আহারের পর একত্রিত হইয়া পল্লীস্থ কাহার চণ্ডী-মণ্ডপে বা বৃক্ষ-ছায়ায় পরিষ্কৃত শষ্প-শয্যায় উপবেশন করিতেন। আগুনের মালসা এবং ডাবা হুঁকার বন্দোবস্ত কিছু বিশেষ রূপেই হইত। নিশ্চিন্তে মন খুলিয়া আমোদের চূড়ান্ত বকামি হইত। বকামিতে কি আমোদ, বকা ভিন্ন কে বুঝিবে? লোকে বলে, যে বকা, সে নিষ্কর্ম্মা; কিন্তু আমি যে অভিধান পড়িয়াছি তাহাতে বকার অর্থ সুখী। রমাই পণ্ডিত একদিন সদলে বৃক্ষতলে বসিয়া ঐরূপ সুখ সম্ভোগে আসক্ত ছিলেন। হঠাৎ অশ্বের ভয়ঙ্কর চীৎকার তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। যেই কর্ণগোচর,—সেই পলায়ন, একেবারে গৃহপ্রবেশ ও দ্বার রোধ। দলের কে কোন্ দিকে গেল তাহার ঠিক নাই; পা ঠেকিয়া হুঁকার মালসাও গড়াইয়া গেল। পরে অব-গত হইলেন, তিনি যে অশ্বের চীৎকার শুনিয়াছিলেন, তাহা একজন ভিক্ষার্থী ফকীরের। তখন সগর্ব্বে গৃহবহির্গত হইয়া ফকিরকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন; সে ফকির,—ফকুরে ঘোড়াকে বর্গীর ঘোড়ার মত ডাকাইবে কেন?

সহস্র রাম এখানে আসিয়া প্রথমে যেস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই নাই। অনেকে অনুমান করেন এখন সেস্থান নদীর অপর পারে গিয়া পড়িয়াছে। কাল সহকারে অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন তাহার কোন কোন অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং বাবু ব্রজনাথ পাল চৌধুরীর অন্তঃপুরের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সহস্র রামের তিন পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ও রামনিধি। এই কৃষ্ণচন্দ্রই সুবিখ্যাত কৃষ্ণ পান্তী। ইনিই লর্ড ময়রা বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ সরকার হইতে চৌধুরী-উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হন ও রাণাঘাট পাল চৌধুরী পরিবারের সৃষ্টি করিয়া যান। চরিতাষ্টক নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে ইঁহার অপূর্ব্ব চরিত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে।

সে দিনের কথা।

নহে বহু দিন,—সে দিনের কথা!
তবু কত দূরে গিয়াছে স'রে,
ঘটনার পাতা—সময় গ্রন্থেতে
উলটিল কত তাহার পরে ॥ ১

জীবনের পটে,—আসার ছবিতে
নিরাশার কালী পড়েছে কত,
কতগুলি ছবি বিস্মৃতির জলে
গিয়াছে মুছিয়া জনম মত ॥ ২

সে দিনের কথা,—তবু পুরাতন !
ভাল ক'রে মনে মনে না আসে,
স্বপনের কথা মিলায় নিদ্রায়
দু' একটী রহে স্মৃতির পাশে ॥ ৩

সুখ দুঃখ-স্রোত সদা বহমান
ভেসে যায় তাহে পুরাণ কথা,
দু' একটী তার আঘাতিয়া কূলে
রাখে চিহ্ন, দিয়া দারুণ ব্যথা ॥ ৪

তাই যাহা কিছু রয়েছে মনেতে,
অন্য সবগুলি গিয়াছে ভেসে,
ঘুম ঘোরে যেন বিষাদের গান
হাসির মাঝারে উঠে গো হেসে ॥ ৫

তাই বসে ভাবি—সে দিনের কথা—
সে দিনের হাসি কোথায় এবে ?
সে দিনের অশ্রু গিয়াছে শুকা'য়ে,
কেন বা চমকি সে সব ভেবে ? ৬

সে দিনের কথা—ছিলাম দাঁড়ায়ে
পথহারা হ'য়ে সংসার বনে।
সে দিনের কথা—ছিলাম একাকী
ঘুরি যথা তথা উদাস মনে ॥ ৭

সে দিনের কথা—সংসার বিরাগী—
অতৃপ্ত হৃদয়ে বিশুষ্ক হাসি।
সে দিনের কথা তাচ্ছিল্য জীবনে,
সে দিনের মিছে ভাবনা রাশি ॥ ৮

তবু মনে নাই—সে দিনের কথা
অদৃশ্য, বিস্মৃতি আঁধার কোলে।
জোনাকের মত দু' একটী তার
থাকি থাকি যেন উঠিছে জ্বলে ॥ ৯

কালিকার কথা আজ মনে নাই,
আজিকার কথা রবে না কাল।
"কাল" শুনি সব "আজে" পরিণত
"আজ" শুনি সব বিগত কাল। ১০

যাবে কত দূরে এইরূপে সব,
গিয়াছে বা কত কি আছে মনে ?
সে দিনের কথা গেছে কত দূরে
ফিরিবে কি কভু আর জীবনে ? ১১

উদ্ভিদ বিজ্ঞান।

(২৭৪ সংখ্যা, ২০২ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসূন ও অপ্রসূনবতী বৃক্ষ।

সমুদয় উদ্ভিজ্জ পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, ১ম প্রসূনবতী বা সপুষ্পক অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ্যে পুষ্প প্রসব করে, ২য় অপ্রসূনবতী বা অপুষ্পক যাহাদিগের পুষ্পোদ্গম হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম জাতীয় উদ্ভিদগণের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। * উপবন, ক্ষেত্র ও উদ্যানে

* বা, বো, ২২১ সংখ্যা ৪৮ পত্রাঙ্ক দেখ।

আমরা কেবল এই জাতীয় উদ্ভিজ্জই দেখিতে পাই। কাহারও কাহারও নয়নতৃপ্তিকর বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প দর্শনে মন বিমোহিত হয়, এবং কাহারও কাহারও অদৃশ্য মুকুল গন্ধে নাসারন্ধ্র পুলকিত হইয়া থাকে। প্রথম জাতীয় সকল বৃক্ষই কুসুম প্রসব করে। কতকগুলির মুকুল হরিদ্বর্ণ, ইহারা যখন পলিত পত্র মূল বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরাকারে উদ্ভূত হয়, অনভিজ্ঞ চক্ষু তখন তাহাকে নবপত্রোদ্গম বলিয়াই স্থির করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা মুকুলব্যতীত আর কিছুই নহে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত অনায়াসে তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। সামান্য দুর্ব্বাদলও মুকলিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের মুকুল সকল সচরাচর হরিদ্বর্ণ এবং এত সূক্ষ্ম যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যান্য মুকুলাপেক্ষা ইহার অস্তিত্বও অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তজ্জন্যও দুর্ব্বামুকুল দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমাদিগের আর্য্য কবিরা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী হইলেও দুর্ব্বামুকুলের বিষয় কাহাকেও উল্লেখ করিতে শুনা যায় না, কিন্তু হিব্রু কবিরা ইহা জানিতেন। এক ব্যক্তি মানব জীবনের অনিত্যতা প্রকাশচ্ছলে বলিয়াছেন যে মানবের শক্তি ও সৌন্দর্য্য "দুর্ব্বাকুসুমের" ন্যায় চকিতে বিলীন হইয়া থাকে।

নগরের দগ্ধ মৃত্তিকা ও কৃত্রিম শোভায় অভ্যস্ত নেত্র জঙ্গমপূর্ণ পল্লীগ্রামের নিসর্গ শোভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইলেও তৎপ্রতি তাহার আনুরক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই নাগরিকেরা সাবকাশ পাইলেই পল্লী অভিমুখে প্রধাবিত হন। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের এমন এক মোহন আকর্ষণ আছে, যাহাতে অনভিজ্ঞ বর্ব্বরও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ সমাসযুক্ত আভিধানিক নাম সকল অপরীক্ষিত থাকিলেও সামান্য ব্যক্তিরা সামান্য নামে অভিহিত করিয়া বৃক্ষ সকলের কত গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় জাতীয় অপ্রসূনবতী উদ্ভিজ্জেরা অতি সূক্ষ্ম, প্রায় নগ্ন চক্ষে দৃষ্ট হয় না। অণুবীক্ষণ সাহায্যেই ইহাদিগের বিষয়ে অভিজ্ঞান জন্মে। উদ্ভিজ্জ বিদ্যার এই শাখা অতীব দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য, সুতরাং প্রসূনবতী বৃক্ষাপেক্ষা ইহাদিগের অনুশীলনে অল্পই ঔৎসুক্য হইয়া থাকে।

ছাতা, চিতি, শৈবাল, কোঁড়ক, মসিঅঙ্ক প্রভৃতি সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাদিগের দ্বারা আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ব্যাধি উৎপাদক, উত্তেজক এবং ক্ষয়কারী। কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু সলিল হিল্লোলে ভাসমান হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে (Diatoms

and Dismids) রোমশাণু ও হরিদণু বলিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত জাতির রোমাবৃত ছাল আছে, তজ্জন্য পূর্ব্বে ইহা সূক্ষ্ম শম্বুক জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইত। হরিদণু অতি সূক্ষ্ম, দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, ইহারা হরিৎবর্ণ এবং ইহাদিগের সূক্ষ্ম রস-কোষ সম দুই অংশের সমন্বয় বলিয়া বোধ হয়।

শৈবাল অনেক প্রকার আছে, ইহারা কেবল শৈত্যপ্রধান স্থানেই উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই প্রায় ছায়াপ্রিয়, যে স্থানে রৌদ্রতাপের সংস্রব নাই, তথায় ইহারা পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এক জাতীয় শৈবাল বৃক্ষ মূলে উৎপন্ন হয়। ইহারা বৃক্ষ মূলের উপর ভাগেই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে রৌদ্রের যেরূপ প্রচণ্ডতা উত্তরে তাহার কিছুই নাই, সুতরাং এইদিক আশ্রয় করিয়াই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বনবিহারী শিকারীরা দুর্গম জঙ্গম পথে ইহাদিগের নিদর্শনানুসারে দিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। ইহারা শুভ্র, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত ইহাদিগের গঠন কাগজের ন্যায় অতীব কোমল এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্তরে স্তরে বিশ্লেষ করা যাইতে পারে।

অপর এক জাতীয় শৈবাল নগমূলে উৎপন্ন হয়। ইহারাও অতি সূক্ষ্ম শুভ্র অঙ্করেখা বা গাঢ় হরিদ্বিন্দুবৎ মসৃণ নগ শরীর সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জের আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন নবদূর্ব্বাদলের শ্যামল লাবণ্যে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন সদ্যোজাত আলোক স্পর্শে প্রথম পুষ্পদল বিকসিত হয় নাই, ইহারা তখনও নগ শরীর আশ্রয় করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিল; অদ্যাপিও ইহাদিগের সেই বর্দ্ধনশালী ক্রিয়ার বিরাম নাই। পর্ব্বতের স্তরে স্তরে ইহাদিগেরই অসাধারণ শক্তির রেখা সকল সংন্যস্ত রহিয়াছে।

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব।

সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মাতার চরিত্রের যেরূপ প্রভাব এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ যেরূপ ফলদায়ক এমন আর কিছুই নহে। সন্তান উভয় পিতা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পিতা অপেক্ষা মাতার চরিত্রের দোষ গুণ সন্তানে অধিক বর্ত্তে। আবার মাতার নিকট হইতে সন্তান বাল্য-কালে যে শিক্ষা ও উপদেশ পায়, তাহা জীবনের উপর চিরকাল কার্য্য করিয়া থাকে। জর্জ্জ হার্বার্ট নামক একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এক

শত শিক্ষকে যাহা করেন, এক সৎ মাতায় তাহা করিতে পারেন। বড় বড় লোকের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্বের জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের মাতার নিকটই অধিক ঋণী। সভ্যজাতিদিগের ইতিহাসে দেখা যায় যে ক্রম্ওয়েল্, পিট্, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, স্কট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রধানতঃ স্ব স্ব মাতার গুণেই বড় হইতে পারিয়াছিলেন। জন রেণ্ডলফ্ নামক মার্কিন দেশীয় একজন রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে যদি তাঁহার মাতা বাল্যকালে প্রত্যহ তাঁহাকে তাঁহার জানুর উপর বসাইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে না শিখাইতেন তাহা হইলে তিনি নাস্তিক হইয়া গিয়া মহা দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতেন। ক্রম্ওয়েলের মাতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি অতি নম্র, সহিষ্ণু, তেজস্বিনী এবং উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণা রমণী ছিলেন। তিনি এমনি পরিশ্রমশীলা ছিলেন যে নিজে একাকী পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে তাঁহার পাঁচটী কন্যাকে খুব বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি অতি সৎস্বভাবা ও স্নেহশীলা ছিলেন। এমন রমণীর সন্তান যে ক্রম্ওয়েলের ন্যায় অসাধারণ লোক হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শেফার নামে জার্ম্মেণীর একজন প্রধান চিত্রকর বলেন যে তাঁহার মাতার উপদেশ ও শিক্ষা না পাইলে তিনি জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে কুত্রাপি সমর্থ হইতেন না। শেফার যখন পারিসে বাস করিতেন তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পত্র দ্বারা উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সৎপথে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতার স্নেহমাখা উপদেশ শেফারের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যাইত এবং তিনি ইচ্ছা হইলেও সে সকল উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না। নেপোলিয়নের মাতা অতি তেজস্বিনী ও দৃঢ়মনা রমণী ছিলেন। নেপোলিয়নের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে তাঁহার সাহস উদ্যম ও অধ্যবসায় তাঁহার মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। বুলওয়ার লিটন্ নামে ইংলণ্ডের একজন প্রধান উপন্যাসকার ছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার শিক্ষিতা মাতার যত্ন ও উপদেশের গুণেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিতে শিখিয়াছিলেন—বাল্যকালে মাতার শিক্ষা না পাইলে তিনি কখনই অত বড় গ্রন্থকার হইতে পারিতেন না। স্কচ্ কবি বরন্‌সের মাতা অতি কাব্যপ্রিয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার কল্পনা শক্তিও অল্প ছিল না। বরন্‌স্ মাতার নিকট হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। কেনিং নামে ইংলণ্ডে একজন সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ

ছিলেন। ইঁহার মাতার বুদ্ধিশক্তি অতি প্রখর ছিল—কেনিং তাঁহারই বুদ্ধিশক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আয়ারলণ্ড দেশীয় দেশহিতৈষী করান্ বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কেবল তাঁহার মুখশ্রী পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার উন্নত মানসিক বৃত্তিগুলি পাইয়াছেন। ফাউয়েল বক্সটন্ তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন "তুমি বাল্যকালে আমার হৃদয়ে যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছিলে—আমি যখন কার্য্য করি তখন তাহারই প্রভাব অনুভব করি।" কবি পোপের মাতা তাঁহাকে জীবনের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, পোপ সর্ব্বদা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেন। জার্ম্মেন্ দেশীর মহাকবি গেটে তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার অতুল প্রতিভা প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে সন্তানের চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব যেরূপ বলবান পিতার প্রভাব তদ্রূপ নহে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে পিতার প্রভাব অপেক্ষা মাতার প্রভাব যে অধিক তাহার কারণ এই, যে পিতা অপেক্ষা মাতা সন্তানের পক্ষে নিকটতর। সন্তান দশমাসকাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়া মাতার দোষ গুণ গভীরতর রূপে প্রাপ্ত হয়। আবার ভূমিষ্ট হইবার পর সন্তান পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ ও যত্ন অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাতার শিক্ষা ও উপদেশ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হয়। ভারতের প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্র ও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে মাতা যে দশ মাস কাল সন্তান বহন করেন, সেই দশমাস কাল তিনি শরীর, মন ও আত্মা যেরূপ অবস্থায় রক্ষা করেন, সন্তানের শরীর, মন, ও আত্মা সেই অবস্থাপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় যে রমণী শরীরের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া স্বীয় শরীরকে পূর্ণ সুস্থাবস্থায় রাখেন, অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা স্বীয় মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালনা করেন, এবং ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ধর্ম্মকথা শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাঁহার সন্তান সুস্থকায়, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উপায়ে এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে যত দিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহাকে সৎশিক্ষা প্রদান দ্বারা মাতা যেমন সন্তানকে উন্নত করিতে পারেন, পিতা সেরূপ কখনই পারিবেন না।

সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা অপেক্ষা মাতার প্রভাব অধিক বলিয়া স্ত্রীজাতির কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে এই জন্য যে জাতির স্ত্রীজাতি

যেমন উন্নত, সে জাতি তেমন উন্নত; এবং যে জাতির স্ত্রীজাতি যত অবনত সে জাতিও তত অবনত। বাঙ্গালীর ন্যায় পতিত জাতির উন্নতির জন্য বাঙ্গালী স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়।

কৃপণের জীবন।

প্রত্যেক কৃপণ ব্যক্তিই যে আমাদিগের অবজ্ঞাভাজন তাহা মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনেকে পরোপকার করিবার জন্য কৃপণ হইয়া থাকে; তাহাদিগের কৃপণতা কি দূষণীয়? কৃপণদিগের দয়ালুতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন লণ্ডন নগরে বেথেলাম্ হাঁসপাতাল নামক চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন লণ্ডনের পূর্ব্ব পল্লী নিবাসী একজন বিখ্যাত কৃপণ হাজার টাকা অকাতরে দান করেন। যে কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে তাঁহার ভৃত্য একটী দেশলাইয়ের কাটি বৃথা অপব্যয় করাতে তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। উক্ত কৃপণ ব্যক্তি দানের টাকা দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে সৎকর্ম্মে হাজার টাকা ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর নহে, কিন্তু একটী দেশলাই মিছামিছি ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী মারগেলি নগরে গর্ণো নামে এক জন কৃপণ ছিলেন। চিরজীবন তিনি অত্যন্ত কৃপণ ভাবে ক্ষেপণ করেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অতি নীচমনা বলিয়া জানিত, এবং কৃপণতার জন্য তাঁহাকে বড়ই ঘৃণা করিত। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি মারগেলি নগরের দরিদ্রগণের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই কৃপণ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে উচ্চ বংশীয় লোক ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃপণের সংখ্য কম—কিন্তু ইহা ভ্রম। ডিউক্ অব মারলবরো খুব উচ্চ বংশীয় লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি কৃপণ ছিলেন। চারি আনা পয়সা বাঁচাইবার জন্য তিনি ঝড় বৃষ্টির সময় হাঁটিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইতেন না। তিনি মরিবার সময় এক কোটী টাকা রাখিয়া যান।

কৃপণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াও দুই পয়সা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। বেণ্ডিল নামক ফরাসীস্ কৃপণ ব্যক্তি একটু রুটী ও

একটু দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন—কেবল শনিবার দিন একটু অল্প মূল্যের মদ্য পান করিতেন। মৃত্যুকালে এই ব্যক্তি ৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

অনেক স্থলে কৃপণ ব্যক্তি আপনার নীচপ্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে না। এক কৃপণ অন্য কে ব্যক্তিকে যদি কৃপণতা করিতে দেখে' তাহা হইলে তাহার অত্যন্তই আনন্দ হয়। ডিকিউনস্ নামক একজন ইটালীয় অতি কৃপণ ছিলেন—বহু কালের কৃপণতার বলে ইনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। যতই ইহাঁর মৃত্যু-কাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি তাঁহাকে কোন আবশ্যক বিষয়ের জন্য একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এক ইঞ্চ পরিমিত কাগজে লেখা কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে লেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তাহা একখানি দীর্ঘ পত্র। আত্মীয়ের কৃপণতার এরূপ পরিচয় পাইয়া ডিকিউনস্ পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকেই স্বীয় অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পদে বরণ করিলেন।

কৃপণ ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বুবরি নগরের পাদ্রী জোনস্ সাহেবের দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মৃত্যুকালে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইনি চল্লিশ বৎসর বুবরি নগরীতে ধর্ম্ম যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল একটী লোককে একবার মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি কখনও ভৃত্য রাখেন নাই এবং কঠোর শীতের সময়ও বাটীতে একদিনের জন্যেও অগ্নি ব্যবহার করেন নাই। ইনি একাকী আপনার সমস্ত কাজ করিতেন।

অর্থের প্রতি কৃপণের এমনি মায়া যে, সে ধন কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, তাহা স্থির করিতে পারে না। লৌহ সিন্ধুকে রাখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ভেন্সার নামক এক ইংরাজ কৃপণ ছিলেন। ইনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন ইহাঁর বাটী অন্বেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ইনি ২৫ হাজার টাকা মাটীর নীচে, ৫ হাজার টাকা একটী পুরাতন জামার পকেটের মধ্যে, ৬ হাজার টাকা একটা পান পাত্রের মধ্যে, দশ হাজার টাকা ঘোটক শালার ছাদের মধ্যে গর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এই প্রকার কৃপণ ব্যক্তিগণ অতি দুর্ভাগা জীব। ইহারা এক প্রকার ক্ষিপ্ত। কোন কোন লোক এক বিষয় লইয়া পাগল হইয়া থাকে, তাহারা সেই বিষয়েই পাগলামী প্রকাশ করে, অন্যান্য সকল বিষয়ে সহজ লোকের ন্যায় কথা-

বার্ত্তা কহে ও বিবেচনা করিতে পারে। যাহারা ঘোর কৃপণ তাহারা ধন লইয়া পাগল। কৃপণের পাগলামি যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ শোচনীয়।

ইয়োরোপের বিবাহ প্রথা।

এই প্রস্তাবে আমরা ইয়োরোপ-খণ্ডের নানা দেশের বিবাহ প্রথা ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। প্রথমে জর্ম্মণীর বিবাহ নীতির কথা বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে জর্ম্মণী দেশে বিবাহ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন নিয়মাদি ছিল না, কেবল বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেই বর কন্যার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যে সকল যুবক যুদ্ধে নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে বিবাহ যোগ্য মনে করা হইত না। পুরুষের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না করা গৌরবের বিষয় বিবেচিত হইত। পুরাকালে জর্ম্মণীতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি স্ত্রীর স্বামী হওয়া লোকে খুব গৌরব-জনক বলিয়া মনে করিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রথা চলিত ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ইহা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মধ্যকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের সময় বর কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য কতকগুলি বন্ধু বান্ধবকে তাঁহার বাটীতে প্রেরণ করিতেন। বর-পক্ষীয়েরা কন্যার আলয়ে গিয়া কন্যা ও কন্যাকর্ত্তা সহ বরের গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। তৎপরে কন্যা-কর্ত্তা কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করিতেন। তৎপরে ভোজ হইত। সেই ভোজে বর কন্যাও আহার করিতে বসিতেন। আহার সমাধা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ দম্পতীর স্বাস্থ্য ও সুখ-সৌভাগ্য কামনা করিয়া মদ্য পান করিতেন। তৎপরে কন্যার সহচরীগণ কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া বাসর ঘরে লইয়া যাইতেন। কন্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য। বর কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। বাসর ঘরে যাইবার সময় বর ও কন্যার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি আলোক লইয়া যাওয়া হইত। এই প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে জর্ম্মণীর কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা ধার করিবার নিয়মও বর্ত্তমান ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের দিন বর কন্যাকে চাবের

জন্য এক জোড়া বৃষ, গাড়ীর জন্য একটী ঘোটক; একটী তরবারি ও একটী বড়শা উপহার দিতেন। এই প্রথার অর্থ এই যে, কন্যা আলস্যে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না—তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। এই রীতি উঠিয়া যাইবার পর কিছুকাল এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক কিম্বা কোন মূল্যবান্ গহনা উপহার দিতেন। এই রীতি এক সময়ে ধনী দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, পরে উহা কেবল ধনী সম্প্রদায় রক্ষা করিয়া চলিতেন।

জর্ম্মণীর কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, বিবাহের পর কন্যার উপর তাহার পিতৃ পরিজনের কাহারও কোনরূপ দাবী থাকে না—কন্যা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয় কুটুম্বগণেরই আত্মীয় হয়েন। জর্ম্মণীর কোন কোন প্রদেশে কন্যা বিবাহের সময় ক্রন্দন না করিলে তাহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সকলে সন্দেহ করে। এই রীতি প্রচলিত হওয়াতে কন্যাপক্ষীয়গণ অনেক সময় চক্ষু হইতে যাহাতে অশ্রু নিঃসৃত হয় তাহার একটা না একটা উপায় কন্যাকে বলিয়া দিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে জর্ম্মেণীতে এইরূপ নিয়ম ছিল, যে যখন বর ও কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন তখন কন্যা তাঁহার জুতা খুলিয়া সহচর ও সহচরীগণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন, সে জুতা পাইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত। কেননা এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যে জুতা পাইবে, তাহার শীঘ্র বিবাহ হইবে। বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বিবাহ ভোজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিছু কিছু অর্থ দান করিতে হইতে, এই নিয়মও অনেককাল প্রচলিত ছিল। বিবাহ মণ্ডপের মধ্যভাগে একটী স্বর্ণপাত্র রক্ষিত হইত—নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ তন্মধ্যে ইচ্ছামত মুদ্রা নিক্ষেপ করিতেন। যে সকল বিবাহে এই নিয়ম রক্ষিত হইত না তাহাতে বর পক্ষীয়গণ বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী সেক্সনি প্রদেশে প্রথা আছে যে, কোন ধনী ব্যক্তির বিবাহ সময়ে তাঁহার প্রতিবেশীগণ অনাহূত হইয়াও তাঁহার বৈবাহিক ভোজে উপস্থিত হয়েন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হয়েন।

জর্ম্মণী রাজ্যে বহুকাল হইতে অদ্যাবধি একটী সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে যে সকল দম্পতী পঁচিশ বৎসরকাল সদ্ভাবে একত্রে ক্ষেপণ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করেন। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই

দ্বিতীয় বিবাহে তাহার পুনরনুষ্ঠান করা হয়। এই বিবাহকে "রৌপ্য বিবাহ" বলে। আবার যে সকল দম্পতী পঞ্চাশ বৎসরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা তৃতীয়বার বিবাহ পদ্ধতির পুনরনুষ্ঠান করেন। এইরূপ তৃতীয়বার বিবাহকে "স্বর্ণ বিবাহ" কহে। জর্ম্মণীর রৌপ্য বিবাহ ও স্বর্ণ বিবাহ প্রথা ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটী রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে।

জর্ম্মণীতে মর্গানেটিক বিবাহ (Morganatic marriage) নামে এক প্রকার বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কোন উচ্চ বংশীয় পুরুষ কোন নিম্ন বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিলে, স্ত্রী স্বামীর কোন বিষয় সম্পত্তির উপর কিছুমাত্র দাবী করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ বিবাহে যে সকল সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা উপাধি ধারণ করিতে পারিবে না। এইরূপ বিবাহ রুষিয়া রাজ্যেও প্রচলিত আছে।

বিবাহের সময় অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি জার্ম্মেনদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়। ধর্ম্মযাজক কন্যার হস্ত বরের হস্তে অর্পন করিলে পর, বর স্বীয় অঙ্গুরী কন্যাকে অর্পন করেন এবং কন্যা তাঁহার অঙ্গুরী বরকে অর্পন করেন।

প্রুশিয়ায় এইরূপ নিয়ম আছে যে, নব বিবাহিত পুরুষের বাটীর সম্মুখে কন্যা বা বরের বন্ধু বান্ধবগণ বিবাহের পর দিবস ভাঙ্গা বাসন রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া যায়। এই প্রথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, কিন্তু অদ্যাবধি ইহা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

টাইরোল্ প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বিবাহের পর বর ও কন্যা একত্রে মিলিত হইয়া একটী গাছ রোপন করিবেন।

ফ্রাঙ্কনিয়া প্রদেশে নিয়ম আছে যে, বর দুই পার্শ্বে দুইজন বন্ধু লইয়া পদব্রজে উপাসনালয়ে বিবাহ করিতে যান; তাঁহার পশ্চাতে বাদ্যকরগণ গমন করে। ভজনালয়ে উপস্থিত হইলে পর কন্যা সম্মুখে কয়েক জন সঙ্গীতকারিণী রমণী ও পশ্চাতে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারিণী সহচরীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া উপাসনালয়ে গমন করেন।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু সদাচার।

২য় প্রস্তাব—গুরুলোকের সম্মাননা

হিন্দু শাস্ত্র মতে পিতা, মাতা এবং আচার্য্য এই তিনজন মহাগুরু। ইহাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন ধর্ম্মের প্রথম ও প্রকৃষ্ট

সোপান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতা জন্মদাতা এবং আমাদিগের জীবন রক্ষা ও সকল মঙ্গলের কারণ। তাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া সন্তানকে পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই ঐশ্বরিক ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিলে ধর্ম্ম সাধন স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়। পিতৃ হেলন ও মাতৃহেলনে ধর্ম্মহেলন হয়। আচার্য্য জ্ঞানোপদেশ দ্বারা দ্বিতীয় জন্মদান করেন, তিনিও জ্ঞানদাতা গুরু, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এজন্য আচার্য্যও পিতা ও মাতার ন্যায় পূজনীয়। যথাযথ ভাবে পিতা মাতা ও আচার্য্যকে সেবা ভক্তি করিতে অভ্যাস করিলে মনুষ্য সহজে ও সুপ্রণালীক্রমে ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হইবে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই তিনজনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সকল কর্ত্তব্য সাধন হয় বলিয়াছেন।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং।
গুরু শুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমাশ্নুতে ॥

মনু ২৩৩, ২অ।

মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ স্বর্গলোক এবং গুরু শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্যচ সর্ব্বদা।
তেষেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতেঃ ॥

মনু ২২৮, ২অ।

পিতা মাতা এবং আচার্য্যের সর্ব্বদা হিতসাধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবেক। যেহেতু ইঁহারা তিনজনে সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফলই পাওয়া যায়।

ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥

মনু ২৩৭, ২অ।

ইঁহারা তিনজনেই উত্তমরূপে সেবিত হইলে পুরুষের সমুদয় কর্ত্তব্যই সমাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই পুরুষার্থ পরম ধর্ম্ম বলা যায়। অন্য ধর্ম্ম কার্য্য সকল উপধর্ম্ম। নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

মনু ২৩৪, ২অ।

যিনি পিতা মাতা ও আচার্য্যের সমাদর করেন তাঁহার সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয়, আর যিনি এই তিনের অনাদর করেন তাঁহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে পিতা মাতা ও আচার্য্য যতদিন জীবিত থাকিবেন প্রতিদিন তাঁহাদিগের পাদ বন্দন ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহারা পরলোকগামী হইলে তাঁহাদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

গুরুলোকের প্রতি কিরূপে সম্মাননা করিতে হইবে তাহারও বিশেষ বিধি আছে।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরু সন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষু´বিষয়েন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥

মনু ১৯৮, ২অ।

গুরুর নিকটে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্ব্বদা নীচ করিতে হইবে, আর গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে শিষ্য যখন উপবেশন করিবেন, তখন তাহাতে চরণ প্রসারণাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন না।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্যস্য প্রাঞ্জলি স্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখং॥
মনু ১৯২, ২অ।

শরীর বাক্য বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন সংযমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে, অনুমতি ব্যতিরেকে উপবেশন করিবেন না।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্ত তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্যত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্ত ধাবতঃ॥

গুরু আসনস্থ হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তদভিমুখে যাইয়া এবং গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিবেন।

গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শিষ্যের প্রতি শাসনের যদিও কিছু আতিশয্য দেখা যায় কিন্তু শিষ্যের নম্রতা উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং সেই নম্রতা শিক্ষা হইলে শিষ্য আপনা হইতেই যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

গুরুর প্রতি করণীয় আচরণ সকল গুরুলোকের প্রতি করিবার বিধি আছে।

বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥
মনু ২০৬, ২অ।

উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরুকে, পিতৃব্যাদিকে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধকারককে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেষ্টাকে উক্ত প্রকার গুরুর ন্যায় আচরণ করিবেক।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবেনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥
মনু ১১৯, ২অ।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা, বা আসন আপন নির্দ্দিষ্ট রূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবেক না আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে বিদ্যাবয়ঃ কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবেক।

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রমেন্তি যুনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥
মনু ১২০, ২য় অ।

বয়োবিদ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ আগমন করিলে অল্প বয়স্ক যুবার প্রাণ যেন দেহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করে, অতএব আগন্তুক বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রত্যুত্থান অভিবাদন করিলে ঐ প্রাণ সুস্থ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই, যে আগত বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধধর্ম্ম।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশোবলং।

যে যুবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সতত প্রণাম ও অভিবাদন ও তাঁহার সেবা করে তাঁহার পরমায়ু বিদ্যা যশ ও বল এই চারি পরিবর্দ্ধিত হয়।

উপরিউক্ত শ্লোক গুলির উদ্দেশ্য এই যে কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠদিগের নিকট সর্ব্বদা অবনত থাকিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ।

গুরু কোন জাতিতে বদ্ধ নহেন, বিদ্যা ধর্ম্ম সদাচার প্রভৃতি সকলেরই নিকট শিক্ষা করা যায়, তদ্বিষয়ে মনু এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

মনু ২৩৮ ২য় অ।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা শুদ্র হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং মোক্ষের উপায় আত্মজ্ঞানাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতি হইতেও গ্রহণ করিবেক এবং নীচ কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥

মনু ২৩৯, ২অ।

বিষ হইতে অমৃত, বালকের নিকট হইতে হিতবাক্য, শত্রু হইতেও সদনুষ্ঠান এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণ গ্রহণ করিবেক।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

মনু ২৪০ ২য়ঃ

স্ত্রীরত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতবচন ও বিবিধ শিল্প কার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে।

গুরু ও মান্যমান ব্যক্তদিগের মধ্যে কাহার প্রতি কিরূপ সম্মাননা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা এই :—

লৌকিকং বৈদিকংবাপি তথাধ্যাত্মিক মেব চ।
আদদীত যতে জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥

মনু ১১৭ ২যঃ

অনেকানেক মাননীয় লোক থাকিলেও যাঁহাদিগের নিকটে অর্থশাস্ত্রের বেদ শাস্ত্রের, অথবা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের শিক্ষা পাওয়া যায় তাঁহাদিগকেই ক্রমে অভিবাদন করিতে হইবে, তাঁহারা তিনজনে একত্রে থাকিলে প্রথমে ব্রহ্ম জ্ঞানের গুরু, পরে বেদ শাস্ত্রের গুরু, পরিশেষে অর্থ শাস্ত্রের গুরুকে অভিবাদন করিবে।

বিত্তংবন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরং॥

মনু ১৩৬ ২যঃ

ন্যায়ার্জ্জিত, ধন, পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ, বয়োধিকতা, শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম, বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপবিদ্যা, এই পঞ্চ সম্মানের কারণ, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর অধিকতর সম্মানের কারণ জানিবে। অর্থাৎ ধন হইতে বন্ধু, বন্ধু হইতে বয়স, বয়স হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে বিদ্যা॥

সমধিক মান্য। এক স্থানে বিদ্বান্, ক্রিয়াবান, বয়োজ্যেষ্ঠ, বন্ধু ও ধনী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্বানের ও সর্ব্বপশ্চাৎ ধনীর সম্মান করিবেক।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধনকে সম্মানের নিকৃষ্ট স্থান এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের সামান্য বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥
মনু ১৩৭, ২য় অধ্যায়।

উপরি উক্ত পঞ্চ সম্মানের অধিক সংখ্যক এবং অধিক পরিমিত কারণ যাহাতে দৃষ্ট হইবে তিনি অন্য অপেক্ষা মাননীয় অর্থাৎ একজনের যদি বিদ্যা প্রভৃতি দুই তিন চারি বা পাঁচ গুণ থাকে এবং অন্যের কেবল বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত মাননীয়। এক জনের যদি অধিক বিদ্যা ও অন্যের অল্প বিদ্যা থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অধিক মাননীয়। শুদ্র বৃদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণাদিরও মাননীয়।

বিদ্বান ও ধর্ম্মজ্ঞ বালক অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ অপেক্ষাও পূজনীয়।

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥
মনু ১৫১ ২য় অঃ

যিনি উপনয়ন দেন এবং বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি বালক হইলেও ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধেরও পিতা হয়েন। অর্থাৎ তিনি পিতার ন্যায় মাননীয়।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥
মনু ১৫৪ ২ অং

বয়োধিক হইলেই, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ক হইলেই, বিপুল ধনশালী হইলেই অথবা পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ থাকিলেই যে মহৎ হয় তাহা নহে; যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, তিনিই মহৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, ঋষিদিগের এই মত।

ন তেনোবৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥
মনু ১৫৬ ২ অং

মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই বৃদ্ধ হয় না। যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

(ক্রমশঃ)

পিপীলিকা।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু ইহাতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্তি হওয়া যায়, তাহাতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, বৃহৎকায় হস্তী প্রভৃতি প্রাণিগণে—এমন কি সংসারের শ্রেষ্ঠ মানবেতে—কখনও কখনও তাহা দৃষ্ট হয় কি না, সন্দেহ। পরমেশ্বর সকল প্রাণীকে স্ব স্ব স্বভাব ও অভাব অনুসারে আকৃতির

ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব দিয়া স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে সুখী ও আত্ম রক্ষণোপযোগী করিয়াছেন। মনে কর, যদ্যপি তিনি অণ্ডজকে স্তন্যপায়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, এবং স্তন্যপায়ীকে অণ্ডজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিতেন, তাহা হইলে কি হইত? জগতে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল অচিরে উপস্থিত হইত—জীবগণ মুহূর্ত্তেরও জন্য জীবিত থাকিতে পারিত না। পিপীলিকাগণের জীবনের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিবার উপযুক্ত আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়াছে। ইহাদিগের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণী আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার ভিন্ন ভিন্ন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে। এক জাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহাদিগকে ভাষায় কাঠ পিঁপড়া বলে। ইহারা আম জাম প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষে থাকে। ইহাদিগের আকার পরিমাণ প্রায় ডেও পিঁপড়ার ন্যায়; গাত্রবর্ণ ঈষৎ লাল। বৃক্ষে অনেক প্রকার শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং করুণাময় বিশ্বপতি ইহাদিগকে পিপীলিকা জাতীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বিষের আধার দিয়াছেন। শত্রুকে দংশন করিয়াই ইহারা পশ্চাদ্ভাগ বক্র করিয়া হুল দিয়া ক্ষত স্থানে এক বিন্দু বিষ নিক্ষেপ করে। এইরূপে কতকগুলির দংশন জ্বালায় শত্রু অস্থির হইয়া পলায়ন করে। এক এক জাতীয় পিপীলিকার এই প্রকার এক এক স্বতন্ত্র আত্মরক্ষার উপায় আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় ও আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন বিধায় সেগুলির বিস্তৃত ও পৃথক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

বালক বালিকারা প্রথম পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছে যে, পিপীলিকা সাতিশয় পরিশ্রমী ও ভবিষ্যৎদর্শী। বস্তুতঃ ইহার শ্রমশীলতা ও ভবিষ্যৎদর্শিতা মনুষ্যের পক্ষে উদাহরণ স্থল। ইহারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এবং সেই সময়ের জন্য আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, যখন তাহা পাওয়া সুকঠিন। বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য কৌশল! পিপীলিকাদের সামান্য সামান্য কার্য্য দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদিগকে সারি গাঁথিয়া যাইতে দেখা কি কৌতুকাবহ! ইহারা যখন এইরূপে যায়, তখন দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় যে, যেন একটিকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। নেতা যেদিকে গমন করে, সৈন্য ব্যূহ সুড় সুড় করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নেতা-পিপীলিকা যে সূক্ষ্মভূমি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে, অনুচর-পিপীলিকা তাহাতে পদার্পণ করিবেই করিবে—এক পা এদিক বা ও দিক হইবে না। এমন কি, দূরবর্ত্তী যূথভ্রষ্ট পিপীলিকাগণও তাহা পরিত্যাগ করিবে না। কিরূপে

তাহারা এরূপ কার্য্যে সমর্থ হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; বোধ হয় ঘ্রাণে। আবার দেখ, কতকগুলি অনভিজ্ঞ স্থানে যাইতেছে, কতকগুলি তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; পথি মধ্যে আগত ও প্রত্যাগত উভয়ে বা অনেকে অনেকবার সম্মুখীন হইয়া যেন কি বলাবলি করে। ভাবে বুঝা যায়, আগত প্রত্যাগতকে প্রত্যাগত আগতকে যেন কোন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, উভয়ে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া চলিয়া যায়। অপিচ, পথিমধ্যে দুর্ঘটনাবশতঃ কোনটির মৃত্যু সংঘটিত হইলে কিম্বা একের লইয়া যাইবার ক্ষমতাতীত আহার দ্রব্য পাইলে তিন চারিটি মিলিয়া সেগুলি টানিয়া লইয়া যায়। কে বলিবে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ক্ষীণবুদ্ধি মনুষ্য সমাজ-বন্ধন ও যুদ্ধ শাস্ত্র পিপীলিকা হইতে শিক্ষা করে নাই?

সর্‌জন লুবক বলেন, "যখন আমরা পিপীলিকাদিগের কার্য্যপ্রণালী, সামাজিক নিয়মাবলী, সাম্প্রদায়িকতা, বন্ধু নিচয় ও ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব—এই বিষয় গুলি পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন সহসা স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমত্তাসম্বন্ধে ইহারা ঠিক্ মানুষের নিম্ন স্থান অধিকার করে।" আহত ও রুগ্ন পিপীলিকা তাহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও নিরাপদ স্থানে আনীত হয়। কোন একটী পিপীলিকা ঐ দুঃস্থ পিপীলিকার সন্তানকে আক্রমণ করিলে অন্য একটি পিপীলিকা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। অনেক দিনের পর মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না, কিন্তু ইহারা স্বজাতিকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারে। উল্লিখিত মহাত্মা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহারা চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত, এমন কি, আরও বেশি দিন বাঁচিয়া থাকে।

সহধর্ম্মিনীর দুঃখ।

সত্য যদি, প্রিয়তম, উন্নতির পথে তব
বাধা আমি, কর আজ্ঞা, আর পথে নাহি রব।
দেখাবনা পাপ মুখ, চাহিব না ভালবাসা,
সাধো একা লক্ষ্য তব, পূর্ণ হোক যত আশা।
তোমারি গৌরবে গর্ব্ব, তোমারি সুখেতে সুখ,
তোমারি বিষাদে নাথ, ভাঙ্গিয়া যাইবে বুক।
তোমার হৃদয়ে শান্তি, তুমি ভালবাস তাই
আমার প্রাণের তৃপ্তি, অন্য আকাঙ্ক্ষিত নাই;
তাই যদি নাহি পাই, যাও চলে, প্রিয়তম!
ফেলে যাও—দলে যাও তুচ্ছ এ হৃদয় মম

নিষ্প্রভ নয়ন তব, শান্তি সুখ নাহি মনে
বল কভু—"গৃহ ছাড়ি সাধ হয় যাই বনে
পঙ্কে নিমগন পদ উঠিবারে যত চাই,
পড়িয়া গভীরতর আবার ডুবিয়া যাই।"
প্রিয়তম,আমি কি সে সুদুস্তর পঙ্ক তব?
বাধা আমি? যাও ছাড়ি, পদপ্রান্তে নাহি রব।
শৈশবে দোঁহারে লয়ে বেঁধে ছিল হাতে হাতে,
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে!
জ্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হলে অগ্রসর,
অজ্ঞানের অন্ধকারে, বদ্ধ আমি নিরন্তর।
শৈশব গিয়াছে চলি,কৈশোর পেয়েছে লয়,
কবে পরিণয় হ'ল, কবে হ'ল পরিচয়।
তোমাতে আমাতে মিশ আলোকে আঁধারে যত,
তাই কি মলিনমুখে,ভ্রম দুঃখে অবিরত?
কিবা গূঢ়তর দৃষ্টি লভিয়াছে আঁখি তব
ভূতলে গগনে হের, যত কিছু অভিনব
কোন দূর আকরের সন্ধান পেয়েছ যেন,
আমার ঐশ্বর্য্য যাহা, তুচ্ছ তারে কর হেন।
কি দৃষ্টি সে লভিয়াছ, পেয়েছ সে কি রতন,
উপেক্ষা করিছ যাহে আমাদের ধন জন?
কতবার সাধ যায় বসি তব পদতলে
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র, যাহার মোহনবলে
ধনী হ'তে ধনী তুমি,যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি,আঁখি দুটি অন্ধসম।
বৃথা আশা। আর দাসী চরণকণ্টক হয়ে
চাহে না ভ্রমিতে সাথে, থাকুক আঁধার লয়ে,
সাঁতারিতে নারি সাথে, কেন আপনার ভারে
ডুবাইব প্রাণাধিক, তোমারেও এ পাথারে।

কৌতুক-কণা।

শিক্ষিত কৃষক পুত্র—বিলাতে কোন ধনশালী কৃষকের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। একদা পুত্র পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাটী আসিয়াছিল। রাত্রিকালে, তাহাদের নৈশ ভোজনের জন্য, টেবিলের উপর দুইটী কুক্কুট স্থাপিত হইলে, শিক্ষাভিমানী পুত্র বলিল "আমি ন্যায় ও গণিতের সাহায্যে দুইটী কুক্কুটকে তিনটী প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।" বৃদ্ধ কৃষক বলিল "সে কিরূপ? বুঝাইয়া বল, আমরা মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।" পুত্র বলিল "কেন? এই দেখ—একটি, আর এই দেখ—দুইটী;

সকলেই জানে, দুইও একে তিন হয়" (২ + ১ = ৩)। পিতা কহিল "বেশ বলিয়াছ; উহার প্রথম কুক্কুটী তোমার মাতা খাইবেন; দ্বিতীয়টী আমি খাইব; এবং তৃতীয়টী, তোমার অগাধ বিদ্যার পুরস্কারস্বরূপ, তুমি ভক্ষণ কর।"

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ—কোন এক ব্যক্তি হস্তে একখানা দর্পণ লইল এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া দর্পণ খানি স্বীয় মুখের সম্মুখে ধরিল। গৃহস্থিত অপর এক ব্যক্তি তাহার ঈদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,সে উত্তর, করিল "কেন ভাই, নিদ্রিতাবস্থায় আমার মুখাকৃতি কিরূপ দেখায়, আমি মুদ্রিতনেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

অনন্তকালের অর্থ—ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে মূক ও বধীর দিগের শিক্ষার্থ যে বিদ্যালয় আছে, তথায় কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিল "অনন্ত কাল কি?" একটী বালক তৎক্ষণাৎ এই সুন্দর উত্তরটী প্রদান করিল "ঈশ্বরের জীবন কাল।"

একে একে—ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী কোনও একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার অভিবাদনার্থ বহুলোক সমবেত হইলে, তদুপলক্ষে তত্রত্য প্রধান মাজিষ্ট্রেট একটী অতি দীর্ঘ বিরক্তিকর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ঠিক্ সেই সময়ে, নিকটে একটী গর্দ্দভ বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা সেই উচ্চ নিনাদী পশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া, অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মহাশয়গণ, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, একে একে—।"

দীর্ঘাকৃতি মুখ—বিলাতে, কোন এক ভদ্রলোকের মুখাকৃতি অপরিমিত দীর্ঘ ছিল। একদা তিনি এক বিদ্যালয়ের নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছেন, এমন সময় ঐ বিদ্যালয়ের জনৈক বালক পার্শ্ববর্ত্তী বয়স্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ভাই রে, দেখিয়াছ তো, ঐ ভদ্রলোকের মুখ উহার জীবন হইতেও দীর্ঘ।" ভদ্রলোক, বালককৃত সেই অদ্ভুত মন্তব্যের রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অশ্ব রজ্জু সংগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলেন "বাপু হে, তোমার কথার অর্থ কি?" বালক বলিল "মহাশয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে কিনা, আমি বাইবেল গ্রন্থে পড়িয়াছি, মনুষ্য জীবনের পরিমাণ অর্দ্ধহস্ত মাত্র, (A man's life is but a span) কিন্তু আপনার মুখাকৃতি দেখিতেছি উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ হইবে।" ভদ্রলোক আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেননা এবং বালকের পুরস্কারার্থ ছয় পেন্স ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুন্সেফ বাবু ও ক্ষৌরকার—মফঃস্বলে কোন এক মুনসেফ ক্ষৌরী

হইবার কালে নাপিতকে বলিলেন "আমাদের বাটীতে শ্যালক, সম্বন্ধী বা তামাসার পাত্র আর কোন ব্যক্তি আসিলে, 'কে হে নাপিত আসিয়াছ' কে হে 'পরামাণিক আসিয়াছ' এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকি। আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা কিরূপ করিয়া থাক?" চতুর নাপিত বলিল "কেন, আমরা এইরূপে অভ্যর্থনা করি—'কেও, ডিপুটী বাবু আসিয়াছ,' 'কেও মুন্‌সেফ বাবু আসিয়াছ? আস্‌তে আজ্ঞা হউক।' বস্‌তে আজ্ঞা হউক" (পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ ডিপুটী বাবুর বা মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী থাকেন, তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা এই গল্পটী স্ব স্ব স্বামীকেপড়িয়া না শুনান। কেননা তাহা হইলে তাঁহারা বামাবোধিনী লওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন।)

শিথিল দন্ত—কোন এক ভদ্র মহিলা বড় মুখরা ছিলেন। একদা তাঁহার সমস্ত দন্ত গুলি শিথিল হইয়া পড়িলে, তিনি এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক উত্তর করিলেন "মহাশয়া, আপনার জিহ্বা দ্বারা আপনি নিরুপায় দন্ত গুলিকে প্রতিনিয়ত যে গুরুতর তাড়না করিয়া থাকেন, এ তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।"

সারসের এক পা কি দুই পা?—বিলাতে কোন এক ভৃত্য তাহার প্রভুর আহারের জন্য একটী আস্ত সারসপক্ষী ভাজিতেছিল (roasting)। তাহার স্ত্রী ঐ সারসের কিয়দংশ খাইতে ইচ্ছাকরায়, সে উহার একটী পা স্ত্রীর জন্য কাটিয়া রাখিয়া দেয়। তৎপর পক্ষীটী টেবিলের উপর স্থাপিত হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অপর পা কি হইল? ভৃত্য উত্তর করিল "সারসের কখনও একপা বই দুই থাকে না তৎশ্রবণে প্রভু অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু ভৃত্যকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে, তখন কিছু না বলিয়া, পরদিবস তাহাকে লইয়া শিকারার্থ বহির্গত হইলেন, কোন এক মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি সারস, তাহাদের অভ্যাসবশতঃ, প্রত্যেকে এক পায়ে ভরদিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে ভৃত্য অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু করতালি প্রদান করিবামাত্র, সারসগুলি অপর পদ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল তখন ভৃত্য বলিল, "মহাশয়! গত কল্য ভোজনের সময় আপনি করতালি দেন নাই, যদি দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সারসটীর অপর পদ দেখিতে পাইতেন।"

পত্র লেখক—"ও কি ভাই, অমন বড় বড় অক্ষরে কি লেখা হচ্ছে?" "অরে দাদা, তাও জাননা? আমার মা কিনা বড় কালা তাই তাঁর কাছে, মোটা মোটা হরফে, এই এক খানি

জমিদার ও নিরন্ন কবি—কোন বড় মজলিসে, এক প্রকাণ্ডকায় জমিদার, স্বীয় লম্বোদর বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক হীনবেশ নিরন্ন কবি আসিয়া বাবুর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দূরে উপবেশন করিল। তদ্দর্শনে জমিদার রোষ কষায়িত নেত্রে বলিল "বাপু হে, তোমাতে আর গর্দ্দভে কত অন্তর?" কবি উত্তর করিল "খুব বেশী নয়, অনুমান অর্দ্ধহস্ত হইবে।"

চক্ষুরোগের চিকিৎসা—বিলাতে কোন এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তাঁহার স্ত্রী চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে, তিনি এক চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। চিকিৎসক বলিল "আপনার স্ত্রীকে প্রতিদিন ক্ষুদ্র একগ্লাস ব্রাণ্ডি দ্বারা চক্ষু ধৌত করিতে বলিবেন।" কিছু দিন পর, ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, আপনার স্ত্রী আমার ব্যবস্থানুসারে চলিয়াছেন তো?" ভদ্র লোক বলিলেন মহাশয়, "বলিতে কি আমার স্ত্রী আপনার আদেশ পালন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি, একদিনও গ্লাসটি স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়ের উর্দ্ধভাগে তুলিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

একটী সদুপদেশ—কোন জাহাজে এক নাবিকের সহিত এক আরোহীর কথোপকথন চলিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে আরোহী অবগত হইলেন, নাবিকের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—সকলেই সমুদ্রে মরিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "তবে তোমার সমুদ্রে আসা কর্ত্তব্য হয় নাই।" নাবিক জিজ্ঞাসিল "মহাশয়, আপনার পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ কোথায় মরিয়াছেন?" আরোহী বলিলেন "কেন, তাঁহারা সকলেই শয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।" শুনিয়া নাবিক বলিল সাবধান, "তবে আপনি কখনও শয্যায় শয়ন করিবেন না।"

নূতন সংবাদ

১। বরদার বালিকাবিদ্যালয়ে এখন প্রায় পাঁচ শত বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বরদারাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকায় ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

২। মধ্য ভারত হইতে "সুগৃহিণী" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী। ইনি রতলম রাজমহিষীর শিক্ষয়িত্রী।

৩। মহারাণীর এক্ষণে ৩০টি পৌত্র পৌত্রী আছে; এবং ৪টি প্রপৌত্র প্রপৌত্রী আছে।

৪। আফ্‌গান কমিসনের সমস্ত লোক হিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সকলেই সুস্থ আছেন।

৫। মান্দ্রাজ মেয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনা বেতনে বক্তৃতা শুনিতে পায়।

৬। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রসায়ণ প্রবর্ত্তিত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হয় নাই।

৭। মগের মেয়েরাও ধাত্রী বিদ্যা শিখিবে। ব্রহ্মের পেগু মিউনিসিপালিটী মগী ছাত্রীর জন্য দুইটী মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বামারচনা।

আমার পরিণাম

এত দিন শৈশবের অঘোর নিদ্রায়—
ছিলাম, নিদ্রিত স্বপ্ন দেখিতাম তায়,
উঠিয়া গগণে চাঁদে পাড়িয়া এনেছি;
সুখের স্বরগাসন ধরায় পেতেছি;
আশার মোহিনী বীণা মধুর ঝঙ্কারে
কত কি বলিত তার শ্রবণ বিবরে;
সাজাতাম কত সাজে আশা কুহকীরে,
ধুইতাম পদ তার আনন্দাশ্রু নীরে;
নীহারিকা চিক্ করি দিতাম গলার
হইত কবরী ফুল-নক্ষত্র মাথার;
সুন্দর সিন্দুর ফোঁটা ভালে পূর্ণ ইন্দু,
কটীতে মেখলা তার রত্নাকর সিন্ধু;
হৃদয়ের হাসি দিয়া নির্ম্মিয়া বসনে
পরাতাম সযতনে নীবি সন্নিধানে;
কিন্তু সে বাল্যের ঘুম ভেঙ্গেছে এখন
জেনেছে ত্রিদিবে আঁছে ত্রিদিব-আসন;
যথাকার নীহারিকা তথায় রয়েছে
স্বস্থানে নক্ষত্রকুল আভা প্রকাশিছে;
গগণে উদিত হয়ে গগণ রতন
বিতরিছে সুধা জাল জীবের সদন;
সাগর-বসনা ধরা আছে সেই মত;
সেই মত মেরুদণ্ডে ঘুরে অবিরত;
ছিঁড়িয়া সে আশা মম হাসির বসন
বীণাটী ফেলিয়া করিয়াছে পলায়ন,
হতাশ পরাণ, তবু বীণাটী লইয়া
সাধিলাম সকাতরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বাজ্‌রে বাজ্‌রে বীণা মধুর নিনাদে
বাজ্ বাজ্ একবার শুনি মন-সাধে।
গাওরে আশার সেই মোহন সঙ্গীত,
আর একবার মোরে কর আনন্দিত
শুনি নাই কত দিন সুমধুর গান
তাই আজ সাধে তোরে পিপাসিত প্রাণ,
আর একবার এই জন্মের মতন
মম প্রাণে কর বাঁশী সুধা বরিষণ।

সাধিতে সাধিতে হায়! করকশ স্বরে
বাজিল তখন বীণা নিরাশার করে,
বলে বীণা বুঝ নাই নিজ পরিণাম?
বুঝ নাই মর্ত্ত্য কভু নহে স্বর্গধাম?
উঠিয়াছে ভূমি ভেদি তৃণ তরুবর,
রহিবেক কিছুদিন স্থাণুর শোষর,
সময় হইলে পড়ি যাইবে আবার
জীবনের পরিণাম সেরূপ তোমার।"

শ্রীকুমুদিনী—
মহীমনগর

সতীত্বের জয়।*

কি দেখিনু আজ অই সমাধি আসনে,
সতী রমণীর উচ্চ সতীত্ব দর্শন
সমাধিস্থ পতি পার্শ্বে চারু আবরণে
সুরক্ষিত গুটীকত কুসুম রতন।
"প্রেম স্মৃতি", লেখা তায় অতি সুযতনে
পতিপ্রাণা রমণীর প্রেম পরিচয়,
যতন নির্ম্মিত কারু সুস্বচ্ছদর্পণে
কহিতেছে অই স্থানে "সতীত্বের জয়।"
"সতীত্বের জয়" কহে বিলাতী রমণী
বসিয়া জনম ভূমে সাগর বেলায়,
পতি শোকাতুরা নারী সতীর জীবনী
আজি কি অপূর্ব্ব ভাবে জগতে দেখায়।
সপ্তসিন্ধু ব্যবধান সতীর প্রদেশে
কহে বিলাতীয় নারী "সতীত্বের জয়"
অশ্রুমাখা ফুল কটী রচিত আয়াসে
"সতীত্বের জয়" বার্ত্তা সকলেরে কয়।
কোথা সমাধিস্থ স্বামী কোথা সে রমণী
অতিক্রমি সিন্ধু বারি, গিরি ব্যবধান,
আজি এ সমাধি ক্ষেত্রে সতীর জীবনী
রহে স্বামী সহ তাঁর স্বামীগত প্রাণ।
পতির বিচ্ছেদ নাই সতী রমণীর
আত্মার সম্বন্ধে চির পবিত্র বন্ধন,
চির বর্ত্তমান তাহা—নশ্বর শরীর,
সময়েতে হয় শুধু তাহারি পতন।
আদর্শ রমণী—সীতা, সাবিত্রী জীবন
দেখায়েছ আজ পূত চরিত্রে তোমার,
আজি এই দৃশ্যে তব সব ভগ্নীগণ
দেখুক জগতে পূজ্য সতীত্ব কেমন।
আদর্শ জীবন এই সতী ভগিনীর
দেখ অয়ি ইংলণ্ডের অঙ্গনা নিচয়,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দাম্পত্য প্রীতির
কহে পৃথ্বীময় আজ "সতীত্বের জয়"।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর—দরভাঙ্গা।

* সমস্তিপুরস্থ গণ্ডক নদীর উপরে ইংরাজদিগের একটী সমাধি-ক্ষেত্র আছে। ঐ সমাধি ক্ষেত্রে বিলাত হইতে জনৈক ইংরাজ মহিলা তাঁহার সমাধিস্থ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ গুটীকতক কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত পুষ্প রচনা করিয়া তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ফুল কয়েকটীতে অক্ষর সংযত করিয়া ইংরাজিতে "Loving remembrance" লিখিত আছে। পদ্যটী এই বিষয় অবলম্বনে লিখিত হইল।— সুঃ—

No 276. January 1888.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৬ সংখ্যা } পৌষ ১৯৪—জানুয়ারি ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,

বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৬ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৪—জানুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ২৮, ২৯, ও ৩০ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজে মহাসমারোহে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ছয় শতের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। প্রথমে রাজা সার টি মাধবরাও সভাপতি হইয়া একটী হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপক বক্তৃতা দ্বারা প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন, পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মুসলমান বারিষ্টার টায়াবজী সভাপতি পদে বৃত হইয়া তিন দিবস কার্য্য সম্পাদন করেন। হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী সকল জাতীয় ভারতসন্তান একত্র হইয়া একহৃদয়ে একপ্রাণে ভারতের কল্যাণার্থ বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাবনা করিয়াছেন। এইরূপ সম্মিলন ভারতের ভাবী মঙ্গল ও উন্নতির একমাত্র নিদান। বিধাতা ইহার সহায় হউন।

লর্ড ডফারিণ—ভারতের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

মহারাণী সুনীতি—কুচবিহারের মহারাণী বিলাতের সম্রাজ্ঞী হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট সুযশ লাভ করিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল করিয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে একখানি

পত্র লিখিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন।

বারাণসী ডফরিণ সেতু—লর্ড ডফরিণ কাশী দিয়া আসিবার সময় গত ১৬ই ডিসেম্বর এই সেতু খুলিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৫১৮ ফিট এবং ইহা নির্ম্মাণে ৪২,৮২৪ টাকা পড়িয়াছে। সেতু খুলিবার সময় এক দুর্ঘটনা হয়, ক্লার্ক নামে এক সাহেব সেতু হইতে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়াছেন।

এম এ পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইংরাজিতে ১৬, মনোবিজ্ঞানে ১৪, সংস্কৃতে ৩, পারস্যভাষায় ২, গণিতে ৬, ইতিহাসে ২ এবং বিজ্ঞানে ১৩ জন উত্তীর্ণ। উচ্চতম পরীক্ষায় অনেক দিন আর আমরা কোন মহিলাকে উপস্থিত দেখিতেছি না। এক কুমারী চন্দ্রমুখীই কি মহিলা এম এর প্রথম ও শেষ হইবেন?

দান ও পরহিতৈষণা—(১) রুসিয়াস্থ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া বারণ হির্স শিক্ষা ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২॥ কোটী টাকা দান করিয়াছেন। (২) রাজা দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্‌ট্ চারিটেবল সোসাইটী ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে এক সহস্র টাকা কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য জন্য ব্যয়িত হইবে, অবশিষ্ট টাকার সুদে নগরস্থ গরিবদিগের সাহায্য হইবে। উক্ত রাজা মেয়ো হাঁসপাতালেও ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। (৩) আমেরিকার রিচমণ্ড নগরের এক খৃষ্টীয় মহিলা একটী উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করিতেন, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় ২॥ হাজার টাকা বাঁচাইয়াছেন। এই টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ধনাঢ্য লোকেরা আপনাদের বিলাসিতা একটু কমাইলে কত সহস্র সহস্র লোকের উপকার অনায়াসে সাধন কারতে পারেন!

ইয়োরোপীয় দুঃসংবাদ—রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করাতে অষ্ট্রীয়া ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মণি ও ইটালী যোগ দিয়াছেন, ইংলণ্ডেরও দেওয়া সম্ভব।

দীর্ঘ রাজত্ব—ইংরাজ রাজাদিগের মধ্যে মহারাণী বিক্টোরিয়া ব্যতীত আরও তিন জন পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উৎসব উপভোগ করিয়াছেন। প্রথম তৃতীয় হেনরি, নবম বৎসর বয়সে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্বোৎসব সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় এডওয়ার্ড, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং তৃতীয়,

বিক্টোরিয়ার পিতামহ ৩য় জর্জ্জ, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সংঘটিত হয়। ইনি বহু দিন অবধি মানসিক রোগগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন সুতরাং নিজে উৎসব ব্যপার উপভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিক্টোরিয়াই কেবল যথাসময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া একাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ও প্রকৃতিস্থ মনে অবস্থান পূর্ব্বক উৎসবের পূর্ণ সুখ উপভোগে সমর্থা হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণী এলিজাবেথ আদর্শ ভূপতিরূপে প্রবল প্রতাপে ৪৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন, মহারাণী বিক্টোরিয়া অনেকগুণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড ৫০ বৎসর ১৪৭ দিন রাজত্ব করেন, গত ১৫ই ডিসেম্বর বিক্টোরিয়ার সেকাল পূর্ণ হইয়াছে।

মার্কিন বিদুষী—(১) কুমারী মেরী হার্কী নিউইয়র্ক কলম্বিয়া কলেজের প্রথম "লেডি বেচিলর।" ইহাঁর বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে ইনি কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, স্বীয় পিতার নিকট নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতেন, কেবল উচ্চ শ্রেণীর গণিত শিক্ষার্থ এক জন শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। তিনি কলম্বিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ ও রসায়ন প্রভৃতি (২০) কুড়িটী পরীক্ষা প্রদান করেন। রসায়নবিদ্যায় ৪টী বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমন্বিত ৮টী পৃথক্ ভাষা সমেত ত্রিশটী বিষয়ে পরীক্ষা দেন। তিনি এই সমস্ত ভাষায় কেবল আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। চিত্র, শিল্প, কারুকার্য্য এবং সঙ্গীত ও বাদ্য শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ নিপুণা। গৃহস্থালী ও পাককার্য্যেও তিনি বিশেষ তিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। উপাধি প্রদান সময়ে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষতঃ উ স্থিত বিদ্বমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। (২) ওয়েলসলি কলেজের অধ্যক্ষ (Lady President) এলাইস ফ্রিম্যান এবং (৩) প্রত্নতত্ত্ব ও উপন্যাস লেখিকা এমিলা এডওয়ার্ডস কলম্বিয়া কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য বিশারদ (Doctors of Letters) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৪) ভাসার কলেজের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ (Lady Director) আইন বিশারদ (Doctor of Laws) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৫) ইউনাইটেড ষ্টেটসে দুইটী যুবতী মাষ্টার অব ডোমেষ্টিক ইকোনমি (M. D. E.) অর্থাৎ গৃহিণী চূড়ামণি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের এক জন ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটী আয়োয়া ষ্টেট বিশ্বদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রী।

বিক্টোরিয়ার জন্মলিপি— সম্প্রতি পারিসে ইংলণ্ডেশ্বরীর পিতা

ডিউক অব্ কেণ্টের একখানি হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১৮১৯ সালে অর্থাৎ বিক্টোরিয়ার জন্মের কিছু দিন পরেই লিখিত হয়। ইহাতে বিবৃত আছে ;—

বিক্টোরিয়ার তাঁহার প্রথম নাম আলেকজাণ্ড্রিণা,বিক্টোরিয়া ইহার মাতার নাম,এই নামে ইহাকে বাড়িতে ডাকা হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার ইহার ধর্ম্ম পিতা হওয়াতে তাঁহার নামেই ইহার প্রথম নামকরণ হইয়াছে। ইহার আকৃতিতে আমাদিগের উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। মুখশ্রী ও কেশ তাঁহার মাতার অনুরূপ আর সকলেই বলে যে তাঁহার চক্ষু ও নাসিকা আমারই চক্ষু ও নাসিকার মত।

চটক নিপাতবিধি—নিউইয়র্কে একটী অদ্ভুত বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে যে ব্যক্তি চড়ুইকে আহার বা আশ্রয় দিবে, তাহার অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইবে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এখানে চড়ুই পক্ষীর নামও ছিল না, কেবল কয়েকটী নিউইয়র্কের চিড়িয়াখানায় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি হইতে এক্ষণে ইহাদিগের বংশ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহাদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহারা শস্যের বীজ ও বৃক্ষের অঙ্কুর আহার করিয়া থাকে। কৃষকেরাও ইহাদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ধৃতকারীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া থাকে। চড়ুই পাখীর উপদ্রব সর্ব্বত্রই আছে,তবে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে চটক মাংসের পিষ্টক উপাদেয় বলিয়া আহারার্থে ব্যবহৃত হওয়াতে তথায় ইহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্ট হয়।

দ্রুতলিখন—পাঠিকাদিগের অনেকে টাইপ রাইটার (লিখিবার কল) দেখিয়া থাকিবেন, ইহাতে মিনিটে সচরাচর ৫০।৬০ কথার অধিক লেখা যায় না, সম্প্রতি নিউইয়র্কে ইহার প্রতিযোগিতা সংঘটন হয়। কুমারী গ্রাণ্ট চারি মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে ১৮৪ কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় অত্যন্ত নিপুণ ব্যক্তিও এ পর্য্যন্ত এত অধিক লিখিতে পারেন নাই।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর তিন জন প্রধানতম ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রতি এক জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাঁর নাম ফ্রেডরিক ক্রুপ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিষমার্কের মন্ত্রণা, সংগ্রামকুশল ভন মোলটকীর সামরিক সুশৃঙ্খলতা এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ী ক্রুপের প্রসিদ্ধ কামান হইতেই জর্ম্মণেরা সিদানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইদানীন্তন উন্নতাবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যষ্টি বৎসর পূর্ব্বে ক্রুপ এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা পিতা পুত্রে দুই জন সহচর কর্ম্মচারী লইয়া কামান নির্ম্মাণের ব্যবসা চালাইতেন। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তাঁহার কামান নির্ম্মাণ কারখানায় ১৫০০০ সহস্র লোক কর্ম্ম করিতেছে

পুষ্প।

কে তুমি পত্রাবরণ হইতে আস্তে আস্তে উঁকি মারিয়া কচি মুখে সরল হাসি হাসিতে হাসিতে দেখা দেও বল দেখি? দেখিতে দেখিতে তোমার আধ-হাসি মুখ খানি হাসিতে ভরিয়া যায়, আর তুমি হেলিয়া দুলিয়া কত কথা অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত কর কে তুমি বল না? তোমার মানসমোহিনী সন্তাপহারিণী ভাবোদ্দীপনী হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কাহার পানে অনিমেষ চাহিয়া থাক, তুমি কে? আবার হাসিতে হাসিতে মনের কথা মনেই থাকিতে থাকিতে—মনের সাধ, মনের বাসনা মনে লয় পাইতে না পাইতে এক এক দলে কে তুমি ঝরিয়া পড়? তোমারে কত স্থানে কতবার কত আকারে মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি—কতদিন অসময়ে বৃন্তচ্যুত হইয়া কচি শিশুর হস্তে দেখিয়াছি; সেই সময় একবার তাহার দিকে ও একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক বা বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছ। তোমাকে রমণীর কবরীর ভূষণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গিয়াছে—তোমার হাসি হাসিতে না হাসিতে থামিয়া গিয়াছে, তোমার মধুর সঙ্গীত গীত হইতে না হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে, তুমি আস্তে আস্তে মলিন মুখে ঢলিয়া পড়িয়াছ, তাই তোমাকে দেখিয়া মনে কত ব্যথা পাইয়াছি। কে তুমি বলনা আমায়? যদিও তোমার স্বরূপ জানি না, তবুও তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। তোমাকে যখন পত্রের মধ্যে একবার লুকাইতে আবার বাহির হইতে দেখিয়াছি—সেই শিশিরের হার পরিয়া নাচিতে দেখিয়াছি—আর পবন তোমার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া তোমার সুগন্ধ চুরি করিয়া ছুটিয়াছে আর তুমি তাহার সোহাগে ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিয়াছ—তখন তোমার সেই মানসমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া—তোমার হাসির সহ হাসি মিলাইয়া মনের সাধে আমিও কত না ঢলিয়াছি! তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। শৈশবাবধি—তোমাকে আমি ভাল বাসি। যখন শিশু ছিলাম, তখন তুমি আমার বন্ধু ছিলে—তখন তুমিও আমার মত চিন্তাশূন্য হাসি হাসিতে; যেই বড় হইতে লাগিলাম তোমার হাসি—সেই সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের হাসি হইয়া আসিল। তোমাতে যুগপৎ সরলতা ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তোমাকে জ্যোৎস্নাময়ী নিশার কৌমুদী-মাখান মুখ খানি লইয়া গভীর ভাবে অনিমেষ আঁখিতে আকাশের কোলের ফুটন্ত তারকার দিকে চাহিতে দেখি—

এবং তাহাদের সহিত বিশ্বের নীরব অস্ফুট সঙ্গীতে তাল মিলাইতে শুনি, তখন আমার মনে যে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহা তোমার গাম্ভীর্য্যের হাসি। তোমাকে এই স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে দিব্য সঙ্গীত গাইতে শুনিয়া কত দিন মনের কত জ্বালা জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া গিয়াছে, কত দুঃখ কষ্ট সন্তাপ উঠিতে উঠিতে লয় হইয়া গিয়াছে, তাই তোমাকে বড় ভাল বাসি। তোমাকে পুষ্প, কুসুম, ফুল কিছু বলিয়া মনের তৃপ্তি হয় না, যেন মনের সমস্ত ভাব তোমার প্রাণের একটী কথা উহাতে ব্যক্ত নাই, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে;—তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে? তোমাকে আরও কেন ভালবাসি জান?—একদিন আমার প্রাণের কত আশা, কত সাধ, কত বাসনা তোমার বাল্যকালের দলগুলির মত প্রাণের সাথে জড়াইয়া উঠিয়াছিল—তোমার যৌবনের দলগুলির মত আমার আশা ও সাধ গুলি হাসিয়াছিল—কত মলয় পবন তাহাদের কাণে কাণে কত কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারাও তোমার দলগুলির মত কত নাচিয়াছিল, কিন্তু আবার তোমার দলগুলির মত সমুদয় ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আবার তুমি কত আকারে ফুট, কত সোহাগে নাচ এবং হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িয়া যাও, আমারও আশা বাসনা গুলি কত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া হাসিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি। আরও তোমায় ভাল বাসি কেন জান?—ঐ যে তুমি হাসিতে হাসিতে বিশ্বের সঙ্গীত গাইতে গাইতে অনন্ত নীলিমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ঝরিয়া পড়, উহাতে আমার কত কথা মনে হয়—জীবনের কত কথা,—সংসারের চিন্তাচ্ছন্ন অন্তরের কত গভীর ভাব জাগিয়া উঠে। আমার অন্তশ্চক্ষু তোমার মত কাহার দিকে অনিমেষ তাকাইতে চায় এবং বিশ্বের গানে সুর মিলাইয়া আমার আশা ভরসা সমস্তই গাইতে ইচ্ছা করে। তোমার তাপজ্বালাশূন্য শান্তিদায়িনী হাসি প্রাণ ভরিয়া হাসিতে এবং সংসারের মহাবৃক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে ঝরিয়া পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই তোমার ঐ মনভুলান ভাব আমি বড় ভাল বাসি। তুমি যে নিশার তারাবলীর দিকে অনিমেষ চাহিয়া তাহাদের হাসির সহিত হাসি মিশাইয়া কি গান গাইতে গাইতে ঝরিয়া পড়—চিরদিনের তরে বিভুর বিরাট ছবি অনন্ত আকাশের কোলে তাহাদের মত ফুটিয়া জগৎ পিতার নীরব সঙ্গীতে রত হইবে বলিয়া ঝরিবার সময়ও তোমার হাসি ফুরায় না, ইহাতে আমার মনে কত আশার সঞ্চার হয়। তাই তুমি যেই হও, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। আমি আবার

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে আমাকে বলনা? স্বর্গের ভাব তোমাতেই প্রস্ফুটিত, তুমি চিন্তাশূন্য অথচ কি গভীর ভাবপূর্ণ—তুমি সরলতা ও গাম্ভীর্য্যের হাসি—তুমি ধরার নক্ষত্র—তুমি মনুষ্য জীবনের অভিনেতা অথচ সংসারের কোন ধার ধারনা, তাই তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে মনের তৃপ্তি হইবে বলনা আমাকে?

লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড।

রণ-পোতাধিপ সার্ ফ্রান্সিস্ বোফোর্ট কে, সি, বি, এফ, আর, এস, একজন উচ্চবংশোদ্ভব খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড ইহাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোফোর্টের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে ষ্ট্র্যাংফোর্ড ভগিনী সমভিব্যাহারে আসিয়া খণ্ডে পর্য্যটন করিতে যাত্রা করেন। ১৮৬০ সালে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুই খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অচিরে সাধারণের নিকট আদৃত ও অনেকবার মুদ্রিত হয়। ইহারই বলে তিনি সংস্কৃত প্রভৃতি বহুবিদ্যাবিশারদ বাইকাউন্ট ষ্ট্র্যাংফোর্ডের নিকট পরিচিতা হন। ১৮৬২ সালে তাঁহার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ৬৯ সালে স্বামীর মৃত্যু হইলে, ইনি অনেক দিন দুঃখে নির্জ্জন বাসে থাকিয়া স্বদেশের হিতব্রতে ব্রতী থাকেন। হাঁসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষা কার্য্য ইহাঁর জীবনের এক প্রিয়তম কার্য্য। এই সাধু কার্য্যে ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য মহা নগরী লণ্ডনের অন্যতম হাঁসপাতালে কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহারই যত্নে "National Association for Providing Trained Nurses" অর্থাৎ সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব মোচনার্থ জাতীয় সমিতি নামে সভা সংগঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে হত্যাকাণ্ডের সময় বুলগেরীয় কৃষকদলের দুঃখ মোচনার্থ অর্থ সংগ্রহ করা লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ডের মহতী কীর্ত্তি। এই বিষম ব্যাপারে বিব্রত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তথাচ তিনি অবসাদ অনুভব করেন নাই। পরবৎসর রুষ তুরস্ক যুদ্ধে যখন সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত, তখন আহত ও পীড়িত তুরুস্কবাসীগণের নিমিত্ত তিনি বিস্তর টাকা তুলিলেন। তাহাদিগের কষ্ট নিবারণার্থে এই সংগৃহীত অর্থ তাঁহার তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হইত। আহতদিগকে স্থানান্তরিত করিতে কষ্ট ও কালবিলম্ব হইত, তন্নিমিত্ত তিনি ধাত্রীগণ সমেত রণ-ক্ষেত্র সম্মুখে অসঙ্কুচিত চিত্তে অগ্রসর এবং তথায় দুঃখী লোকদিগের সেবায় রত হইতেন।

যুদ্ধকালে তিনি রুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন।' ৮২ সালে তিনি "St. John's Ambulance Association" সেণ্ট জন্স আম্বুলান্স আসোসীয়েসন নাম্নী সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কেরো নগরে গমন করিয়া পীড়িত ও আহতদিগের জন্য তথায় বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল খুলিলেন। রাজকুমার কনটের ডিউক, টেকের ডিউক, লর্ড উলজি, লর্ড ডফরিণ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই হাঁসপাতালের অনেক প্রশংসা করেন। ইহাতে অবস্থিতি করিয়া অনেক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষ জীবন রক্ষা করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়া অর্থ দান করেন। লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করেন এবং তখনকার নব প্রবর্ত্তিত রেড ক্রশ নামক সম্মানসূচক উপাধি দানে তাহাকে সম্মানিতা করেন। অল্প দিন হইল ইনি এমিগ্রেশ্যন অর্থাৎ দেশান্তর বাস বিষয়ে মনোনিবেশ ও অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। বিবি ব্লানকার্ড এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করেন। ৮২ সালে ইহাঁরা উভয়ে মিলিয়া "Women's Emigration Society" স্ত্রীলোকদিগের দেশান্তর বাস সভা নামে সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভা দ্বারা ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে অবগত ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ও বড় বড় লোকদিগের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন। শব্দশাস্ত্র ও ভূগোলে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থে এই দুই বিষয়ে তিনি হারো কলেজে বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া যান। পোর্টসেডে পরিশ্রমাধিক্য তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। অবশেষে গত ২৪এ মার্চ্চ তারিখে (১৮৮৭) তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর মাত্র। আক্ষেপের বিষয় ইহাঁর কোন সন্তান সন্ততি নাই।

পরোপকারে যে জীবন অতিবাহিত না হয়, সে জীবন জীবনই নয়। যে ক্ষেত্র শস্য উৎপাদন করিয়া শত শত লোককে প্রতিপালন না করিল, সে ক্ষেত্র ক্ষেত্রই নয়, তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; নচেৎ তাহার মৃত্তিকার উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়া ক্ষেত্রপালের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুণ্যবারি সিঞ্চন কর, জ্ঞান-সার দাও, ও ধর্ম্মবীজ রোপণ কর। দেখ দেখি শস্য উৎপাদন হয় কিনা? এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। ক্ষেত্রের অনেক শত্রু আছে, অনেক কুগাছা হইবে, তাহাদিগকে উন্মুলিত করিতে হইবে। অনেক দুষ্ট জীব জন্তু আছে, তাহাদিগকে সুদূরে রাখিতে দৃঢ় বৃতি দ্বারা ক্ষেত্র

বেষ্টিত করিতে হইবে; তবে শস্য পাইবে—জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু শুধু আপনার মঙ্গল কামনা ও স্বার্থের জন্য উদ্যম করিলে হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রপালেরও মঙ্গল কামনা করিতে হইবে, তাঁহাদিগেরও যাহাতে উন্নতির সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে; নচেৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে না। এই অনিত্য সংসারে তোমার মঙ্গল অন্যের মঙ্গলের সহিত এরূপ একত্রীভূত যে তুমি একটিকে ফেলিয়া অপরটি গ্রহণ করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। আপনার স্বার্থ সাধন ও সুখ সম্বর্দ্ধন পশুতেও করে, হে মানব! যদ্যপি মানব বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত কর, উদার হও, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর কর। দেখ লেডী ষ্ট্র্যাংফোর্ড কেমন নারী ছিলেন। ইনি পর দুঃখে কাতরা, পরহিতে তৎপরা, শেষে কিনা পরের জন্য অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন। ইংলণ্ডের ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে তাঁহার মত মহিলা অতি বিরল। ইঁহার জীবন কি ভারত রমণীদিগের অনুকরণীয় নহে?

চিন্তা, কথা এবং কার্য্য।*

কথিত আছে, তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ ছিল, এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে সংশয় স্থান পায় নাই। জোরোস্তার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল গোচর্ম্মের উপরি লিখিত হইয়া স্তাখর পাপকানের রাজপুস্তকাগারে যত্নে রক্ষিত ছিল। মিসর দেশে অবস্থান কালে, সেকন্দর বাদসাহ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ভস্মীভূত করেন। অতঃপর ইরাণ বা পারস্য রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা, সংশয় এবং মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিল, বিসম্বাদী ধর্ম্মমত এবং বিভিন্ন আইন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল।

বর্ণিত আছে যে এই সময়ে মনীষিবর্গ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মন্ত্রপূত নিদ্রোৎপাদক পানীয় প্রদান পূর্ব্বক চক্ষুর অগোচর লোকান্তর দর্শনার্থ প্রেরণ করিবেন, তিনি প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবেন। আর্দাবিরাফ নামক এক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মনোনীত হইলেন।

তখন সমাগত ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ তিনটি সুবর্ণপাত্র সুরা এবং বিঙ্গাস্প নামক ঔষধে পূর্ণ করিলেন, এবং প্রথম

* অনুবাদিত।

পাত্রের উপর "সাধু চিন্তিত" দ্বিতীয় পাত্রের উপর "সাধু উক্ত" এবং তৃতীয় পাত্রের উপর "সাধু অনুষ্ঠিত" এই বাক্যত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিরাফকে পান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

বিরাফের যোগ নিদ্রাকালে পুরোহিতগণ এবং সপ্তকুমারী পূজার অগ্নি সংরক্ষণ এবং শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত রহিলেন। সপ্তম দিবসে বিরাফের আত্মা দেহে প্রত্যাগত হইল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি সুষুপ্তির পর গাত্রোত্থান করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সাধু চিন্তা এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জনৈক সুলেখক বিরাফের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক, তাঁহার বাক্য সকল স্পষ্টাক্ষরে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরাফ বলিতেছিলেন ;—

"সাধু চিন্তার সহিত প্রথম পদ, সাধু উক্তির সহিত দ্বিতীয় পদ এবং সুকৃতির সহিত তৃতীয় পদ অগ্রসর হইয়া, আমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি প্রথম পদ নক্ষত্র পথে স্থাপন করিয়াছিলাম। তথায় সাধু চিন্তা সাদরে অভ্যর্থিত হয়। দেখিলাম সেই স্থানে সাধুদিগের আত্মা নক্ষত্রবৎ দীপ্তি পাইতেছে, সে দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে।

আমি অতরো নামক দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই প্রদেশের কি নাম এবং যাহাদিগকে দেখিতেছি ইহাদেরই বা পরিচয় কি ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ইহার নাম নক্ষত্র পথ, আর যাঁহাদিগকে তুমি দর্শন করিতেছ ইহাঁরা পৃথিবীতে দেবতার অর্চ্চনা করেন নাই, মন্ত্রপাঠ করেন নাই, ইহাঁরা পদ প্রভুত্বেরও অধিকারী ছিলেন না। তথাপি অন্য সুকৃতিফলে ইহাঁরা আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন।'

'আমি তৎপরে স্থানান্তরে উপস্থিত হইয়া, উদারচেতাদিগের আত্মা দর্শন করিলাম, ইহাঁরা আপনাদিগের প্রভায় অপর সকলকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এ দৃশ্য আমার চিত্ত মুগ্ধ করিল।

'দেখিলাম সত্যবাদী এবং মহানুভবগণের আত্মা অপূর্ব্ব তেজঃ সমাবৃত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এ দৃশ্য কি মহান্!

'এক মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কৃষিজীবিগণের আত্মা ক্ষিতি, বারি, পশু ও বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদিগের আরাধনা করিতেছে। এই কৃষিজীবিগণের সিংহাসনও উচ্চ। এই দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইল।

'কারুকার্য্য-শোভিত সিংহাসনোপরি শিল্পীগণের আত্মাও সন্দর্শন করিলাম।

'বিশ্বাসী, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং তত্ত্বান্বেষীদিগের আত্মা দেখিলাম। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

'আর দেখিলাম, প্রিয়কারী শান্তি-সংস্থাপক মধ্যস্থদিগের আত্মা পুণ্যবশাৎ ...

ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-শ্রী হইতেছে এবং অনুক্ষণ আনন্দ সহকারে আলোকধামে বিহার করিতেছে।

'আমি ধর্ম্মপরায়ণদিগের নিবাসভূমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকও দর্শন করিয়াছি। মহিমাপূর্ণ—অনন্ত আনন্দপূর্ণ সে আলোক হইতে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহে না।'

কৃষ্ণা গৌতমী।

শ্রাবস্তি নগরে কৃষ্ণা গৌতমী নাম্নী একটি বালিকার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশুটি যখন সবে চলিতে শিখিয়াছে, আধ আধ স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। বালিকা সেই মৃত শিশু বক্ষে করিয়া নেত্র জলে ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঔষধ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলিল, "দেখ, বাছা আমার কেমন হইয়া পড়িয়াছে। কত খেলা করিত, কত হাসিত; আজ হাসি নাই, খেলা নাই, মুখে স্তন্য দান করিতেছি, পান করিতেছে না, মুখখানি মলিন হইয়াছে, ক্ষুদ্র শরীর শীতল এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা দয়া করিয়া আমার বাছাকে ঔষধ দাও।"

তাহাকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া, অনেকেই তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিল। কিন্তু জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার শিশুটিকে আরোগ্য করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমি একজন চিকিৎসকের কথা জানি, তিনি ইহার চিকিৎসা করিলে করিতে পারেন। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে ঔষধ প্রদান করিবেন।" কৃষ্ণা গৌতমী অবিলম্বে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, কাতর স্বরে বলিল, 'আমার শিশুটি যাহাতে আরোগ্য লাভ করে, এমন কোন ঔষধ জানেন কি?" বুদ্ধ বলিলেন, "জানি।" বালিকা কহিল "সে ঔষধ কি?" বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, "আমাকে এক মুষ্টি কৃষ্ণ সর্ষপ আনিয়া দাও, তদ্দ্বারাই ঔষধ প্রস্তুত হইবে, কিন্তু দেখিও, যে বাটীতে কখন, পিতা মাতা, সন্তান, স্বামী, দাস বা দাসী মরে নাই, এমন বাটী হইতে এই সর্ষপ আনিবে, নচেলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।" বালিকা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মৃত শিশু বক্ষে করিয়া সত্বর সর্ষপ আনয়নার্থ প্রস্থান করিল। মুষ্টি পরিমেয় সর্ষপ চাহিবামাত্র সকলেই সর্ষপ আনিয়া দিল, কিন্তু বালিকা যখন

জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধো! এ গৃহে কখন সন্তান, পিতা, স্বামী অথবা ভৃত্য মরে নাইত?" তখন তাহারা বলিল "ভদ্রে তুমি কি বলিতেছ? জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা অগণ্য।" তখন সে আবার অন্যান্য স্থানে গিয়া সেইরূপ প্রশ্ন করিল। কেহ বলিল, "আমি পুত্র হারাইয়াছি," কেহ বলিল "আমার জনকের মৃত্যু হইয়াছে।" অবশেষে কৃষ্ণা গৌতমী ভাবিল, হায় "আমি কি অসম্ভব কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়াছি। এ সংসারে আমিই কেবল পুত্র হারাইয়াছি, এমন নহে। এই শ্রাবস্তি নগরে অহরহ পিতা মরিতেছে, পুত্র মরিতেছে।" বালিকা তখন মৃত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ দেবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। বুদ্ধ বলিলেন, "ভগিনি! মুষ্টি পরিমাণ কৃষ্ণ সর্ষপ পাইলে কি?" বালিকা বলিল "দেব, আমি তাদৃশ সর্ষপ কোথায়ও পাইলাম না। নগরস্থ সকলেই কহিল, জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যা বহুল। আমি এমন গৃহ দেখিলাম না যেখানে কাহারও পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, দাস দাসী মরে নাই। দেব! সে সর্ষপ আমি কোথায় পাইব? মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার কোথায়?"

অতঃপর বুদ্ধের উপদেশে কৃষ্ণা গৌতমীর তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইল।

কমন্স সভা।

যে মহাসভা দ্বারা ইংরাজ সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে তাহার নাম পার্লিয়ামেণ্ট, ইহা আমাদিগের অধিকাংশ পাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন। এই সভার দুই শাখা—একটীর সভ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিনিধিগণ ও অপরটীর সভ্য সাধারণ লোকের প্রতিনিধিগণ। প্রথমটীর নাম হাউস্ অব লর্ডস বা কুলীন সভা ও শেষোক্তটীর নাম হাউস্ অব কমন্স বা প্রজা সাধারণ সভা। কমন্স সভার সভ্যগণ ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের সাধারণ লোকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

পার্লিয়ামেণ্ট বাটীর এক সুবিস্তীর্ণ গৃহে হাউস অব কমন্সের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

কমন্স সভার যিনি সভাপতি তাঁহাকে (Speaker) স্পিকার বলা হয়। গৃহের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে ইনি উপবিষ্ট হন। সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদের সময় কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া কোন অযথা ব্যবহার বা গোলমাল করিলে সভাপতি মহাশয় তাহাকে শান্ত করেন, কিম্বা তিনি তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাকে শাস্তি দেন। বিবাদের সময় ইনি যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাই সকলকে অব-

নত মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। যখন কোন আইনের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হয় তখন সভাপতি মহাশয়কে কোন মত দিতে হয় না, তবে যদি উন্নতিশীল* ও রক্ষণশীল দুই দলের সভ্যগণের সংখ্যা কোন সময়ে সমান হয়, তাহাহইলে স্পিকারকে কোন না কোন পক্ষে মত দিতে হয়। স্পিকারের দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রীগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে তাঁহাদের দলীয় সভ্যগণ উপবিষ্ট হন। স্পিকারের বাম পার্শ্বে বিপক্ষ দলের বড় বড় সভ্যগণ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ঐ দলের অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট হন।

কমন্স সভায় এক জন পাদ্রী নিযুক্ত আছেন। ইনি প্রত্যহ সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন। এক জন সার্জ্জন সভাস্থলে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। কোন সভ্য স্পিকারের অবাধ্য হইলে সার্জ্জন সাহেব স্পিকারের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কমন্স সভা গৃহের পার্শ্বে একটী পুস্তকালয় আছে। সভ্যগণ তথায় অবসরকালে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

যখন কোন সভ্য কোন নূতন আইন করিবার বা কোন পুরাতন আইনের কোন ধারা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা সভার নিকট প্রকাশ করেন। সভার অধিকাংশ সভ্য তাঁহার ইচ্ছা অনুমোদন করিলে, তিনি কোন্ দিন তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁহার প্রস্তাব সভার সম্মুখে পাঠ করেন। যদি অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব মুদ্রিত হয় এবং উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক সভ্যকে প্রদান করা হয়। সভ্যগণ এই পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁহার যাহা কিছু বলিবার থাকে, সভার সম্মুখে তিনি তাহা ব্যক্ত করেন। এইরূপে ঐ বিষয় লইয়া সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদের পর যদি অধিকাংশ সভ্য বিবেচনা যোগ্য বলিয়া দেন, তাহা হইলে উহা সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটীর বিচারার্থ অর্পিত হয়। এই কমিটী পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ছত্র বিচার করিয়া দেখেন এবং যেরূ-

* পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ দুইটী প্রধান দলে বিভক্ত—একটীর নাম (Liberal) উদার বা উন্নতিশীল, ইহাঁরা নূতন পরিবর্ত্তনের এবং সাম্যমতের অধিক পক্ষপাতী, অন্যটীর নাম (Conservative) রক্ষণশীল, ইহারা প্রাচীন প্রথা এবং উচ্চশ্রেণীর উচ্চাধিকার রক্ষার অধিক পক্ষপাতী। পূর্ব্বকালে এই দুই দল হুইগ ও টোরী বা অন্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে দল যখন প্রবল হন, তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন।

পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করেন। কমিটীর মতামত ও পাণ্ডুলিপি পুনরায় সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং সভার সম্মুখে তৃতীয়বার পঠিত হইলে যদি অধিকাংশ সভ্যের মত হয়, তাহা হইলে উহা লর্ডস সভায় পাঠান হয়। উক্ত সভার অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদিত হইলে উহা মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয় এবং তিনি অনুমোদন করিলে উহা আইনে পরিণত হয়। ইংলণ্ডের এই প্রকার সকল আইনকে "মহারাণীর আইন না বলিয়া—'Act of Parliament' বা পার্লিয়ামেন্টের আইন বলা হয়।

কমন্স সভা বুধবার দিবস মধ্যাহ্ন কালে ও অন্যান্য দিবস অপরাহ্ণ চারিটার সময় বসিয়া থাকে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবস কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সমূহ বিবেচিত ও বিতর্কিত হইয়া থাকে।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বৎসরের সমস্ত কাল চলে না। প্রায় ছয় মাস কাল সভা বন্দ থাকে। এইরূপ বন্দের সময় সভ্যগণ লণ্ডন নগরের রাজনৈতিক সভা সমূহে ও ইংলণ্ডের নগরে নগরে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

সেলাই শিক্ষা।

বহু ছিদ্র নমুনা।

আট ঘরে নমুনা হয়; সুতরাং ৪৮ অথবা ৫৬ ঘর লইলেই ছেলের সুন্দর মোজা হইবে।

১ম সারি—দুইটা ঘর এক সঙ্গে বুন; সামনে সূতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; সাম্‌নে সূতা আনিয়া চারিটা সোজা। ক্রমশঃ এইরূপ।

২য় সারি উল্টা। ৩য় সারি—দুইটা সোজা; সামনে সূতা আনিয়া দুইটা এক সঙ্গে দুইবার; দুইটা সোজা। ৪র্থ সারি—উল্টা। ৫ম সারি তিনটা সোজা; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে দুইবার; একটা সোজা। ৬ষ্ঠ সারি উল্টা। ৭ম সারি—চারিটা সোজা; সামনে সূতা আনিয়া; দুইটা এক সঙ্গে দুইবার। অষ্টম সারি উল্টা। নবম সারি—দুইটা সোজা; দুইটা এক সঙ্গে, সাম্‌নে সূতা আনিয়া, দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা সোজা। দশম সারি উল্টা।

১১শ সারি—একটা সোজা; দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া দুইটা একসঙ্গে; সাম্‌নে সূতা আনিয়া একটা; দুইটা সোজা। ১২শ সারি—উল্টা।

এই নমুনায় ছেলের বেনিয়ানও হইতে পারে।

মাদুর নমুনা।

৪ ঘরে নমুনা হয়। প্রথমতঃ

সাম্‌নে স্থতা আনিয়া, বাম কাটির একটা ঘর ডান কাটিতে তুলিয়া লইবে, অতঃপর তিনটা সোজা বুনিয়া, যেটা তুলিয়া লইয়াছিলে সেটা তাহাদের উপর দিয়া আনিয়া ফেলিয়া দিবে। দ্বিতীয় সারি—উল্টা।

ক্রোশে এজিং।

(কামিজ, বডিস, পাজামা, কাঁথা ইত্যাদির পার্শ্বে লাগাইবার জন্য)। পাঠিকাগণ চেইন, ষ্টিচ্, সিঙ্গল্ ষ্টিচ্, এবং লঙ্ ষ্টিচ্ কাহাকে বলে, জানেন, অনুমান করিয়া উহার অর্থ লেখা হইল না। এ সকল কথার বাঙ্গালা নাম তত ভাল শুনাইবে না, এবং যাঁহারা এই ষ্টিচ্ গুলি না জানেন, তাঁহারা বাঙ্গালা নাম, বা ইংরাজী নামের ব্যাখ্যার সাহায্যে, হাতে করিতে না দেখিয়া, অথবা পরিষ্কার ছবি না দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।)

যত খানি ইচ্ছা লম্বা চেইন করিয়া স্থচীর মুখে স্থতা নিয়া তুইটা চেইনের অন্তরে লংষ্টিচ কর। যখন লাইন (সারি) শেষ হইবে, তখন স্থতা ঘুরাইয়া নিয়া, প্রত্যেক ছিদ্রের ঘরে তুইটী কিম্বা তিনটা করিয়া লংষ্টিচ্ করিবে।

সহজ স্থন্দর কাজ।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে অবসর কালে অল্পায়াসে অনেক স্থন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন। অনেকে স্বামী পুত্রের জন্য অনেক মূল্য দিয়া মেরিনোর গলাবন্ধ ক্রয় করেন। এক গজ মেরিনো এবং কিঞ্চিৎ রেসম ক্রয় করিলে অনেক গুলি গলাবন্ধ তৈয়ার করা যায়। ক্ষীর রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম, তদ্ভিন্ন আর সকল রঙ্গের কাপড়ে সাদা রেশম ব্যবহার করিতে হয়। কপিশ রঙ্গের কাপড়ে ঐ রঙ্গের রেশম ব্যবহার করিলে সাদা রেশমের কাজের চেয়ে আরও ভাল হয়। বয়স্থদিগের জন্য কাল, ধূসর, এবং কপিশ রঙ্গের গলাবন্ধ ভাল।

আড়াই গজ, তিনগজ আন্দাজ মেরিনো কিনিয়া তাহার, তুই কোণ অথবা চারি কোণে কাপড়ের রঙ্গের রেশম দিয়া—এক একটি নক্সা বুনিয়া লইলে অতি স্থন্দর গাত্র বস্ত্র হইবে।

অবশ্যই এসকল জিনিষ তৈয়ার করিতে হইলে, স্থচী স্থতায় যত রকম ফোঁড় হয়, তাহা অগ্রে শিখিতে হইবে।

কতকগুলি ফোঁড়ের নামঃ—ষ্টিচ্ (বকেয়া), হেরিং বোন্ ষ্টিচ্, ফেদার ষ্টিচ্, ক্রুয়েলওয়ার্ক ষ্টিচ্ সাটিন-ষ্টিচ।

চাহিবেনা ফিরে ?

পথে দেখে ঘৃণা ভরে, কত কেহ গেল স'রে
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে,
কেহবা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনা রাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া, যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব তরে, নাহি কি গো এসংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার, চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে, চাহিবেনা ফিরে?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলে ছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া করে তুলিবেনা হাতে ধরে
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবেনা ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

হিন্দু সদাচার।

৩—স্ত্রী-সম্মাননা।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি প্রাচীন আর্য্যদিগের যেরূপ সম্মাননার ভাব ছিল, তাহা অতি অল্প জাতির মধ্যে লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বর্ত্তমান সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি যে শব্দে মান্য স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া থাকেন তাহা (Lady) লেডী বা রুটী-রক্ষিকা অর্থাৎ রুটীর ভাণ্ডার রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান সম্মানের কার্য্য। কিন্তু সংস্কৃতে মহিলা অর্থে পূজনীয়া বুঝায়। স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহাদিগের মহৎ গুণের জন্যে পুরুষদিগের পূজার্হা আর্য্যেরা অনেক শব্দ দ্বারা তাঁহাদের এই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সভ্য জাতি স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ সমাদর ও সম্মাননা সভ্যতার প্রধান চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সম্মাননা অনেক স্থলে আত্মসুখের জন্য। স্ত্রীলোককে যেরূপে

বেশ ভূষা পরাইলে লিখিতে পড়িতে বাজাইতে নৃত্য গীত করিতে শিক্ষা দিলে আপনাদিগের মনোরঞ্জন হয়, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সেইরূপে গঠন করেন। নারীদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদান করিতে অদ্যাপি তাঁহারা কুণ্ঠিত। প্রাচীন হিন্দুজাতি স্ত্রীকে যথার্থই অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। মানব শাস্ত্রকার মহাত্মা মনু বলিয়াছেনঃ—

যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ৩অ, ৫৬।

যে গৃহে স্ত্রীলোকে পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে স্ত্রীগণের অনাদর, সেখানে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।

মনু ৩অ, ৫৭।

যে কুলে পত্নী, ভগিনী কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অন্ন বস্ত্রাভাবে দুঃখিনী হয়, সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে স্ত্রীলোকদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না, সে কুল সর্ব্বদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং॥

মনু ২অ, ৬০।

যে কুলে পত্নী স্বামীতে ও স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয় সর্ব্বদাই কল্যাণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছেঃ—

পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি,
অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী।

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করে, পদে পদে তাহার কল্যাণ হয়। আর যে পুরুষাধম মূঢ় স্ত্রীলোককে অবমান করে, পার্ব্বতী সতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। এজন্য বিবাহ সময়ে সপ্তপদী গমন কালে কন্যাকে এইরূপে সম্বোধন করা হয়ঃ—

সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং।
দেবরেষু সাম্রাজ্ঞী ননন্দৃষু দ্বিপদে বা চতুষ্পদে।

হে কন্যে! পালন গুণ দ্বারা শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ এবং গৃহের যাবতীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদের উপর সম্রাজ্ঞী হও অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার কর। ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মাননার অধিক ভাব আর কি প্রকাশিত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

ঘণ্টা ও ঘণ্টানাদ।

ঘণ্টা মাঙ্গলিক বাদ্য, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মাঙ্গলিক ও পবিত্র কার্য্যোপলক্ষেই ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে ইহার সমধিক আদর ছিল। বর্ব্বর জাতিরা ইহাকে সচেতন বোধে ইহার ঘোর নাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইত এবং অমানুষিক শব্দ বিবেচনা করিয়া কত তর্ক বিতর্ক করিত। কি প্রকারে যে এরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে,ইহা তাহাদিগের অশিক্ষিত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিত না।

কোন্ সময়ে ঘণ্টা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। তবে ভারতবর্ষে যে ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় এখানেই ইহার প্রথম সৃষ্টি। চীনদেশেও বহু কালাবধি ঘণ্টা প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রসকলে ঘণ্টানাদের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। কেবল মঙ্গল কার্য্যে নয়, যুদ্ধ বিগ্রহেও আর্য্যজাতিরা ঘণ্টা ব্যবহার করিতেন। কত সৈন্য নাশ করিয়া বিজয়ী একবার "বীরঘণ্টা নাদ" ও "মহাঘণ্টা নাদ" করিতেন, তাহা পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। পূজা অর্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞে ঘণ্টা ধ্বনি না হইলে তাহা সিদ্ধ হইত না। অভিবাদন, আহ্বান ও সঙ্কেতার্থেও ঘণ্টা ব্যবহৃত হইত। বাইবেলে প্রধান যাজকের পরিচ্ছদ বিষয়ে মুশার উক্তি আছে, তাহাতে ঘণ্টা সংযুক্ত করিতে হইবে, ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়া লোকেরা তাঁহার আগমন অবগত হইতে পারিবে।

এক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে আহ্বানার্থ ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে এতৎ পরিবর্ত্তে কেবল এক প্রকার বংশীধ্বনি ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বকালের ঘণ্টা সকল অন্য প্রকারের ছিল। ইহাদিগের আকার যেরূপ বৃহৎ,শব্দও সেইরূপ উচ্চ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থ স্থানে ও প্রধান প্রধান নগরে এরূপ ঘণ্টা অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। চীন দেশে ঘণ্টার একতান বাদ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ বিবিধ আকারের ঘণ্টা (বোধ হয় পেটা ঘড়ী) সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মুদ্গরদ্বারা আঘাত করিলে প্রত্যেকটী হইতে এক এক প্রকার নিনাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দূর হইতে সকলগুলির ঐকতানিক ধ্বনি শুনিতে অতি মনোহর হয়। ইউরোপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘণ্টার প্রথম প্রচলন হয়। ইহা কেবল ধর্ম্মালয়ে ও দেবালয়েই ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডে ইহার অনেক পরে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল। বিজয়ী উইলিয়ম করফিউ ঘণ্টার নিয়ম করেন। সন্ধ্যার

ক্ষণেক পরেই ৮টার সময় ইহার নিনাদ হইত; ইংলণ্ডবাসীরা ইহার বিকট ধ্বনি শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থ আলোক ও অগ্নি নির্ব্বাণ করিত।

ইউরোপে ঘণ্টা বাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কুসংস্কারের কথাও শুনা যাইত। অশিক্ষিত লোকেরা ইহার উক্ত নিনাদ শ্রবণে ইহাতে দৈবশক্তি আরোপ করিত। তজ্জন্য দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগের উদকসংস্কার (Baptise) করিতে হইত। অনেকে বিশ্বাস করিত যে সকল ঘণ্টা এইরূপে সংস্কৃত না হইয়া দেবালয়ে দোলিত হইত, তাহারা আবদ্ধ রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া হয় জলাশয়ে ঝম্প প্রদান নতুবা কোন উপাসনালয়ে আত্ম নাশ করিত। একটী অসংস্কৃত ঘণ্টার বিষয়ে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে এই বৃহৎ ঘণ্টা রজ্জু ছিন্ন করিয়া একটী হ্রদের মধ্যে পতিত হয়। লোকে ইহা জানিতে পারিয়া একটী ডুবরিকে তাহার উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করে। ডুবরি একটী রজ্জু লইয়া জলমগ্ন হয়। রজ্জু ঘণ্টাবদ্ধ করিয়া সে সঙ্কেত করিলেই লোকেরা তাহা টানিয়া তুলিবে। কিন্তু সঙ্কেত প্রদানের পর রজ্জু টানিয়া তোলা হইলে ঘণ্টার পরিবর্ত্তে সেই দুর্ভাগ্য ডুবরীর মৃত দেহ তাহাতে সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেল।

ভূত, প্রেত, দানা পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতারাও ঘণ্টা শব্দে বিরক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, ইহাও অনেকে বিশ্বাস করিত। কথিত আছে এক জন পাটনী একটী নদী কূলে পর্ণকুটীরে বাস করিত। একদা রজনীকালে হঠাৎ তাহার দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হওয়াতে সে শয্যা হইতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া একটী মার্জ্জার দেখিতে পাইল। সে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় শয়ন করিতে গমন করিল। কিন্তু ক্ষণেক পরে, পুনরায় এরূপ ঘোর আঘাত হইতে লাগিল যে তাহার তৃণকুটীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে সভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একগাছি লাটী হাতে করিয়া আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অস্ফুট চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল যে অসংখ্য বামন মূর্ত্তি ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বিকট বদন চন্দ্রালোকে আরও বিকট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহাদিগের নেতা দ্বিপাদ-পরিমিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর স্বরে অগ্রসর হইয়া পাটনীকে তাহাদিগকে শীঘ্র পার করিয়া দিতে বলিল; সে তজ্জন্য বিলক্ষণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে অঙ্গীকারও করিল। পাটনী ইতস্তত করিয়া রাত্রিতে পার হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে নেতা বলিল যে সম্প্রতি নিকটস্থ দেব মন্দিরে একটা ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার শব্দে তাহারা আর তথায় ক্ষণ-

মাত্রও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। পাটনী তাহার টুপি উন্মোচন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে পার করিয়া শেষে দেখে যে তাহার টুপির মধ্যে বহু রত্ন রাজী নিহিত রহিয়াছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে সে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সুখে জীবন যাপন করিয়াছিল!!

পূর্ব্বে অনেক দেশে ঝঞ্ঝাবাত্যা ও বজ্র নিবারণ উদ্দেশেও ঘণ্টা বাদ্য প্রচ ছিল। অধুনা বিজ্ঞানালোকে সকলেই অবগত আছেন যে ঘণ্টা যে ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা তাড়িত অপরিচালক না হইয়া বরং তাড়িত পরিচালক, সুতরাং তদ্দ্বারা বজ্রপাত নিবারণ না হইয়া বরঞ্চ বজ্রপাত হইবারই সম্ভাবনা। প্রুসিয়াধিপতি মহান্‌-ফ্রেডারিক্ এই বিজ্ঞান রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন।

ঘণ্টা উপলক্ষে দেবমন্দিরেরও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহা সংরক্ষিত হয়, তাহা ভাস্কর ও কারুর সুন্দর শিল্পকার্য্যে পরিশোভিত। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন নগরে "ঘণ্টা ঘর" নির্ম্মিত আছে। অধুনা ঘণ্টা ঘরে ক্লকঘড়ি স্থাপিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তথায় কেবল ঘণ্টাই রক্ষিত হইত।

ইংলণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা ওয়েষ্ট মিনিষ্টর সমাধিক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, ইহার নাম বিগ বেল বা বৃহৎ ঘণ্টা। মস্কাউ নগরে বোলাসয় বা দৈত্য ঘণ্টা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছিল। ইহার ভার ১৩০,০০০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৩৫৭৫ মণ। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ঘণ্টা অপেক্ষা ইহা নয় গুণ বড়। ইহা স্থান চ্যুত হইয়া পতিত হয়। দ্বিতীয়বার পতিত হইয়া ভগ্ন হইলে অন্যান্য ধাতু যোগে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার নাম ঝার কলোকল অর্থাৎ ঘণ্টা-সম্রাট। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাও কথঞ্চিৎ ভগ্ন হয়, কিন্তু তাহা আর অদ্যাপি সংস্কৃত হয় নাই। ভগ্ন ক্রেমলিন প্রাসাদের পুরোভাগে ইহা পতিত ছিল, এক্ষণে ইহাকে উত্তোলন করিয়া একটি রক্ত প্রস্তর বেদীর উপর স্থাপিত করা হইয়াছে এবং ধর্ম্মমন্দির কল্পে উপাসনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ধারের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা তোরণ দ্বারের কার্য্য করিতেছে।

জর্ম্মণীর এরফোর্ট নগরে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে, ইহার পরিধি ৮ মিটারেরও অধিক অর্থাৎ প্রায় ১৮ হস্ত।

প্রধান প্রধান ঘটনা সকল ঘণ্টা দ্বারা প্রচারিত হয়। এই ঘণ্টা বাদনের কৌশলও আছে। প্রথম আঘাত অত্যন্ত বল সহকারে করিতে হয় এবং দ্বিতীয় আঘাত ঈষৎ মৃদু, বোধ হয় যেন প্রথমের প্রতিধ্বনি। ইহা দূর হইতে শুনিতে যেমন গম্ভীর, তেমনি শ্রুতি-সুখকর।

লিসবন নগরের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় ভূ-কম্পের বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম মন্দিরের ঘণ্টাসকল স্বতঃ বাজিয়া উঠে, ইহাতে নগরবাসীরা অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাসকল কিছুকাল বাদ্য করিয়াই আপনাদিগের মৃত্যু ঘণ্টানাদ জ্ঞাপন করিল এবং দেবালয় সমেত ভূমিসাৎ হইল।

কোলন নগরের বিখ্যাত কেথিড্রলে (ধর্ম্ম মন্দিরে) সম্প্রতি মহা সমারোহে একটী ঘণ্টা ঝুলান হইয়াছে। ঘণ্টাটি বড় সাধারণ নয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হাত এবং বেড় ৮ হাত, পরিমাণ ২৬ টন ১৩ হন্দর অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ মণ। নুড়ীটী ওজনে ১৬ হন্দর অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩ মণ। বাইসটা বৃহৎ কামান গালাইয়া এবং তদুপযুক্ত টিন মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম কাইসোর গ্লোক অর্থাৎ সম্রাট ঘণ্টা। "জর্ম্মাণ সম্রাট গত ফ্রাঙ্কো প্রুসীয় যুদ্ধের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ লুণ্ঠনলব্ধ ২২টী কামান গলাইয়া এইপ্রকাণ্ড ঘণ্টা নির্ম্মাণ করিয়াছেন" এই মর্ম্মের লেখা ইহাতে খোদিত আছে। ইহার এক দিকে ধর্ম্মমন্দিরের অধিষ্ঠাতা সেণ্ট পিটারের প্রতিমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে মধ্যকালোচিত ভাষায় একটী চতুষ্পদী শ্লোক লিখিত আছে। অপরদিকে সড়ম্বর সমন্বিত সম্রাটের বিজয় ঘোষণা-ব্যঞ্জক একটী জর্ম্মণ সঙ্গীত খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে আরও দুইটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে। একটীর নাম (Pretiosa) প্রিসিয়সা অর্থাৎ অমূল্য ও অপরটীর নাম (Spaciosa) স্পেসিয়সা অর্থাৎ সুন্দর।

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

বনগ্রামের যেস্থানে এখন মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের ষ্টেসন হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে একটী যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বাস করেন। বার্ষিক প্রায় তিন শত টাকা উপস্বত্ব হয়, এরূপ ভূসম্পত্তিও তাঁহাদের আছে। সেই বংশের একটী পুরুষ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বীর নগরে টোল প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রামেশ্বরের চারিটী পুত্র, এক মাত্র কন্যা। কন্যার নাম ব্রহ্মময়ী। এই কন্যার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কন্যাপ্রসবের পর সপ্তাহ মধ্যেই

তাঁহার জননী সূতিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পিতা সদ্যঃ-প্রসূতা তনয়াটী লইয়া অতিশয় বিপন্ন হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠের সহধর্ম্মিণীকে বন্ধ্যা বলিয়াই সকলের বিবেচনা হইয়াছিল। এই সংসারে আসিয়া সন্তানের জননী হইতে পাই-লেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদের সীমা ছিল না। গৃহিণীর পঞ্চত্ব হইলে জ্যেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সূতিকা দ্বারে উপস্থিত হইয়া অচিরজাতা তনয়ার অলৌকিক রূপ দর্শনে কহিলেন, "মা ব্রহ্মময়ী, তোমার মনে এই ছিল ?" সেই অবধি সকলে কন্যাটীকে ব্রহ্মময়ী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। চিরজীব-নের মধ্যে তাঁহার আর ব্রহ্মময়ী নামের পরিবর্ত্তন হইল না। যাহাহউক, নিরপত্যতা নিবন্ধন কনিষ্ঠা বধূমাতাকে নিরন্তর বিষাদিনী দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে কন্যাটী সমর্পণ করি-লেন। কনিষ্ঠাগৃহিণী ব্রহ্মময়ীকে পরম যত্নে ও পরমানন্দে পালন করিতে লাগিলেন। দৈবের গতি দুজ্ঞেয়! ব্রহ্মময়ীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই কনিষ্ঠা গৃহিণী গর্ভধারণ করিয়া একটী কন্যা প্রসব করিলেন। ব্রহ্মময়ীর কল্যাণে ছোট গৃহিণীর বন্ধ্যা দুর্নাম দূরীভূত হইল বলিয়া ব্রহ্মময়ীর আদর দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া-ছিল এবং তাঁহারই নামের সাদৃশ্যে কনিষ্ঠা কন্যার চিন্ময়ী নাম রাখা হইয়া-ছিল। শরৎকালীন স্থল কমলবৎ গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভ্যুদয়োন্মুখী শশিকলার ন্যায় কন্যা দুইটী বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। চিন্ময়ীর চরিত্রও অপূর্ব্ব ; তাহা বারান্তরে বর্ণন করিব। ব্রহ্মময়ীর চরিত্র বর্ণনই অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ; এজন্য চিন্ময়ীকে এ প্রবন্ধের এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

ব্রহ্মময়ী প্রতিবেশবাসিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাকুলের সহিত নিয়তই ক্রীড়া করেন। তিনি ক্রীড়া-সঙ্গিনী কুমারী কুলাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি প্রতিদিনই ক্রীড়া-স্থলের প্রধান আসন গ্রহণ করিতেন। কোন দিন অভিনয়কারিণী কন্যার জননী হইতেন, কোন দিন নববধূর শ্বশ্রূ হইয়া তাহার উপর গৃহিণীপনা প্রদর্শন করিতেন ; এইরূপে কোন দিন জ্যেষ্ঠা ভগিনী, কোন দিন বা জ্যেষ্ঠা বধূ হইয়া ক্রীড়া করিতেন। বালক বালিকাগণের মধ্যে প্রণয়বিচ্ছেদ উভয়ই সমান সুলভ। মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনী বালিকারা বিবাদ করিয়া ব্রহ্মময়ীর গৃহ ত্যাগ করিত। তখন তিনি গৃহের কোন স্থানে খেলার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া একাকিনী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। কনিষ্ঠ খুল্লতাতকে জনক ও তৎপত্নীকেই জননী বলিয়া জানিতেন। কোন্ দিন কোন্ পর্ব্বাহ, কোন্ দিন কোন্ ব্রতোপবাস পিতামাতার নিকট সন্ধান লইয়া সে সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। এই

জন্য দেখা যাইত যে, কোন দিন ব্রহ্মময়ী এক খণ্ড ইষ্টককে হরিদ্রাক্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া শীতল ষষ্ঠীর পূজা করিতেছেন; কোন দিন ঘরময় আলিপানা ও ধান্যপূর্ণ রেকের উপর কুষ্মাণ্ড কুসুম দিয়া লক্ষ্মী পূজা করিতেছেন; কোন দিন বা বাহুমূলে হরিদ্রা সূত্রে দুর্ব্বাগুচ্ছ বন্ধনপূর্ব্বক অনন্ত বা দুর্ব্বাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন; কোন দিন বা জামাতার মস্তকে আশীর্ব্বাদসূচক ধান্য দূর্ব্বা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে দধি মুগাঙ্কুর আম্র-মন্দার প্রভৃতি ভক্ষণ করাইয়া "জামাইষষ্ঠী" করিতেছেন। হিন্দুগৃহে এমন কোন পর্ব্বাহ বা এমন কোন ব্রতোপবাস নাই, ব্রহ্মময়ী অনুষ্ঠেয় ক্রীড়াছলে যাহার অনুষ্ঠান না করিতেন। ব্রহ্মময়ীর জীবনের মুকুলাবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার বয়ঃক্রম চারিবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এ সকল বাল্যলীলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ব্রহ্মময়ী পঞ্চতম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাল্যকালোচিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করাইতে আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিক মাসে "যমপুকুর" অগ্রহায়ণ মাসে "সাঁজতী", পৌষ মাসে "তুতুসোলি," বৈশাখ মাসে "পুণ্যপুকুর," "নখছুটী," "ধনগছানে" ইত্যাদি। ব্রহ্মময়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কন্যা বটে; কিন্তু তাঁহার যত্ন ও আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার বসন-ভূষণ ভোজন আবাস সকলই ধনশালীর কন্যার ন্যায় সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মময়ীর শরীর-সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই অলৌকিক, বিশেষতঃ পিতামাতার সযত্ন প্রতিপালনবশতঃ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যেন যুবতী জনোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব উপস্থিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মময়ীর জনক জননী তাঁহার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। বাহ্য অঙ্গের লক্ষণ যেরূপই হউক, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর মন বালিকাভাব ত্যাগ করে নাই। সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইবে, এই কথা সানন্দে ও অসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, "হ্যাঁলো মেয়ে, বিয়ে কারে বলে?" ব্রহ্মময়ী কিয়ংকাল নীরবে একদৃষ্টে তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"মারে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য আসিয়া বলিব।" প্রতিবেশিনী "দূর! আবাগী" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এক দিকে জনক জননী বিবাহের আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ব্রহ্মময়ীর জীবনাকাশে যেন এক প্রকার নূতন বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল।

কোন ব্যক্তিকে নিত্য আবাস হইতে দূরদেশে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার মনের ভাব যেরূপ বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পায়, ব্রহ্মময়ীর জীবনে সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্রহ্ম-

নীতে এক শয্যায় জননীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বলিয়া উঠেন,—"মা,কোথায় আসিলাম,—কবে যাবো?" জননী শশব্যস্তে তনয়ার বক্ষে ও মস্তকে হস্তামর্শ করিয়া সান্ত্বনা করেন। জননী প্রায় প্রতি দিনই রজনীকালে কন্যার মুখে নিদ্রাবেশে ঐরূপ কোন না কোন অমঙ্গলের কথা শুনিতে পান। একদিন প্রাতে ব্রহ্মময়ী ইচ্ছামতীর তীরে একাকিনী নীরবে বসিয়া আছেন। হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগের বন হইতে একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ব্রহ্মময়ী চকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিলেন এবং কহিলেন,—"কোকিল, আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ?" সেই সময়ে একটী বায়ু প্রবাহ তাঁহার বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মময়ী বাম ভাগে বদন হেলাইয়া বলিলেন,—"বায়ু, কি বলিয়া গেলে? বুঝিতে পারিলাম না।" কিয়ৎক্ষণ বায়ুর গমনপথ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে ফিরিলেন এবং প্রভাত পবনের মৃদুতাড়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া স্রোতঃ চলিতেছে দেখিয়া কহিলেন,—"নদী, তুমি কোথা যাইতেছ? আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে?" এই সময়ে কয়েকটী শববাহী লোক নদীতটবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতেছিল। ব্রহ্মময়ী তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর নিকটস্থা হইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁগো, তোমরা কাঁদে করিয়া কি লইয়া যাইতেছ?" তাহারা কহিল—"মড়া"। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"আমারে অমনি করিয়া মাদুর জড়াইয়া লইয়া যাইবে?" শববাহিগণের মধ্যে কেবল একজন মৃদুস্বরে কহিল, "আহা! এমন মেয়েটী পাগল হয়েছে।" তাহারা আর কেহ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। এই সময়ে ব্রহ্মময়ীর জননী প্রাতঃস্নান করিবার জন্য ঘাটে আসিতেছিলেন। তিনি কন্যার শেষ কথাটী শুনিতে পাইয়াছিলেন। কক্ষ বস্ত্র ও ধাতু কলস সত্বর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন অঙ্কদেশে রক্ষা করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁমা, তুই কি সত্য সত্যই পাগল হইলি।" ব্রহ্মময়ী কণ্টকাভোগসদৃশ বাহুযুগলে জননীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—"মা, পাগল কারে বলে?" জননী,—"মড়া দেখিয়া অমন কথা কি বলিতে আছে? আমার মাথা আর মুণ্ড" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বামা বোধিনী পত্রিকার ক্রোড়পত্র
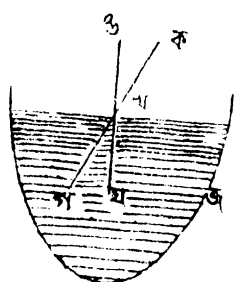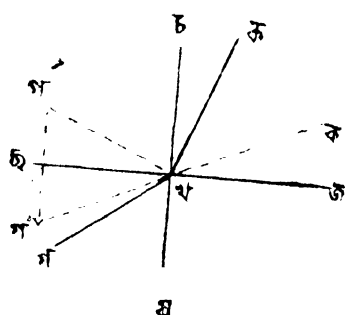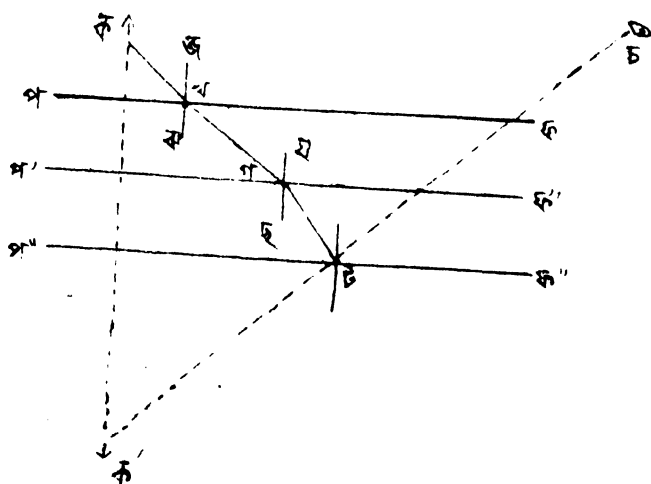
মরীচিকা

মরীচিকা

মরীচিকা কি এবং তাহা কিরূপে হয় ইহাই সহজে বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। মরুভূমিতে জলভ্রমকে মরীচিকা বলে ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সময় সময় নাবিকগণ সমুদ্রের কূল কিম্বা দূরস্থিত জাহাজ ঊর্দ্ধে উত্থিত দেখিতে পান, ইহাকেও মরীচিকা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক মরুভূমে জলভ্রম কিরূপে হয় তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। এই বিষয় বুঝাইতে অন্য কতকগুলি বিষয় বলিতে ও বুঝাইতে হয়, সুতরাং সেগুলি মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করা দরকার। জলের মধ্যে সূর্য্যের কতকটা রশ্মি পড়িলে সেগুলি সরল ভাবে না যাইয়া বাঁকিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। একটী ঘরের সমস্ত দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া সুধু একটী ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যের আলো আনিয়া একটী জলপূর্ণ কাচের পাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বাঁকা দেখা যাইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন জলের ভিতর মাছ থাকিলে তাহা উপর হইতে যত নীচে বোধ হয়, বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা নীচে থাকে। একটী কাটী কি পেন্সিল কাচের গেলাসে অর্দ্ধেক ডুবাইয়া পাশ দিয়া দেখিলে ভগ্ন বোধ হইবে। এসব যদিও এ প্রবন্ধের আবশ্যক বিষয় নহে, তবুও সোজা জিনিষ বাঁকা দেখাইবার দৃষ্টান্ত দেখান হইল। এখন আমাদের পূর্ব্বরশ্মি সম্বন্ধে মনে করুন * ক খ একটী রশ্মি,জ পাত্রস্থিত জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এখানে ক খ রশ্মিটী সরল ভাবে না যাইয়া খ গ এর মত বাঁকিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা ছোট। কিন্তু ঐ রশ্মিটী যদি পারদ হইতে জলে যাইত, তাহা হইলে ক খ সরল রেখা উপরের দিকে বাঁকিয়া যাইত অর্থাৎ গখঘ কোণ কখঙ কোণ অপেক্ষা বড় হইত। এখানে দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থ হইতে ঘন পদার্থে রশ্মি প্রবেশ করিলে সেই রশ্মিটী নীচের দিকে এবং ঘন পদার্থ হইতে তরল পদার্থে গেলে উপর দিকে বাঁকিয়া যাইবে।

মনে করুন ছ জ এর উপরি ভাগে পারা এবং নিম্নভাগে জল রহিয়াছে। কখ রশ্মি পূর্ব্বের নিয়মানুসারে ঘএর দিকে না বাঁকিয়া উপর দিকে বাঁকিয়াছে যেমন খগ, এখানে গখঘ কোণ কখক কোণ অপেক্ষা বড়। এই রূপে কখ রশ্মি যত জখ এর দিকে সরিয়া যাইবে, খগ তত ছখ এর দিকে সরিয়া যাইবে। এক সময় যেমন ক'খ, খগ এর দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইবে। গ এর কোন বস্তু থাকিলে ক'এ চোক রাখিলে দেখা যাইবে কিন্তু উহা ক'খ বর্দ্ধিত

* স্বতন্ত্র কাগজে অঙ্কিত ছবি দেখ

করিয়া এবং গ হইতে ছজ এর উপর লম্ব টানিয়া বর্দ্ধিত করিয়া যেখানে মিলিবে যেমন গ",সেখানে বিপরীত দেখা যাইবে এবং উপর দিয়া বাস্তবিক বস্তু দেখা যাইবে। এই কথা গুলি যদি বুঝিয়া থাকেন এবং মনে রাখিতে পারেন তাহা হইলে মরীচিকা বুঝিতে গোল হইবে না।

সকলেই শুনিয়াছেন যে মরুভূমির বালুকা এত উত্তপ্ত হয় যে তাহার উপর স্বধু পায় দাঁড়ান কি চলা যায় না। উত্তপ্ত জিনিষের সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে পাত্‌লা (Rare) হয়। সুতরাং মরুভূমির বালুকাসংসৃষ্ট বায়ুকে যদি আমরা কতকগুলি (Layer) স্তরে বিভক্ত করি, তাহা হইলে মরুর জল ভ্রমের কারণ স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

মনে করুন প ফ, প, ফ, প "ফ" কতকগুলি বায়ু স্তর। প ফ এর নীচের বায়ু উপর বায়ু অপেক্ষা পাত্‌লা আবার প' ফ' এর নিম্নের বায়ু উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা পাত্‌লা। কারণ বায়ুস্তর বালুকার যত নিকট হইবে তত পাত্‌লা হইবে।

মনে করুন ক একটী গাছ—চ একটী লোকের চোক। এখানে ২য় চিত্রের নিয়মানুসারে ক খ গ কোণ ঝ খ গ কোণ অপেক্ষা ছোট আবার ঝ খ গ কোণ অর্থাৎ খ গ ঘ কোণ ছ গ ট কোণ অপেক্ষা ছোট। শেষে ট এ একেবারে প্রতিফলিত হইবে। এখন চ হইতে ক এর বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ ২য় চিত্র অনুসারে দেখা যাইবে। যেমন কোন জলাশয়ের ধারে কোন গাছ থাকিলে জলে তাহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়,এখানেও ঠিক সেই-রূপ দেখা যাইবে। চ হইতে যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষটী উপর দিয়া দেখিবে, সেই আবার উহার বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি ক'এ দেখিতে পাইবে সুতরাং কোন জলাশয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবে।

পারিবারিক বন্ধন।

'আমি' বলিতে কেমন একটু স্বাতন্ত্র বুঝায়। 'আমি' সংসারের আর দশ জন হইতে এক পৃথক্ ব্যক্তি। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবি; নিজের ইচ্ছায় নিজে চলি; নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করি। আমিই আমার প্রভু। অথচ আমি আমার প্রভু নহি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহি। ইলিষ মৎস্য নদী হইতে বদ্ধ জলাশয়ে আনিলে, সে যেমন মরিয়া যায়, তরুটিকে উন্মূলিত করিলে, সে যেমন শুকাইতে থাকে, আমাকে আমার চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমূহ হইতে অন্তরিত করিলে, আমারও তদ্রূপ দশা হইবে।

যাহাকে 'আমি' বলি, সে অংশতঃ তাহার বহিঃস্থ পদার্থে নির্ম্মিত। বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে জীবিত রাখিতেছে, পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি, উদ্ভিদ্ এবং ধাতুজ পদার্থ তাহার শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া, তাহার দেহযন্ত্র যথা নিয়মে সঞ্চালন করিতেছে, এবং উহারাই তাহার শরীরের আচ্ছাদন প্রদান করিতেছে। আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করে না।

আমার স্বজাতীয় জীবের সাহায্য ভিন্ন আমাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা নাই। যদি জনহীন পৃথিবীতে একাকী জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে অসহায় শৈশবাবস্থায় কে আহার, আচ্ছাদন এবং আশ্রয় দান করিয়া আমাকে রক্ষা করিত? এ সকল অনুগ্রহের জন্য অপরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহাও অপরে শিখাইয়াছেন। অপরে চলিতে বলিতে না শিখাইলে, চলন বলন রূপ অতি সহজ কর্ম্ম ও করিতে পারিতাম না। ক্ষুধার অন্ন, গাত্রের বস্ত্র, পাঠ্য পুস্তক, 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু সম্ভোগ করিয়াছি, এবং করিতেছি সকলই অপরের পরিশ্রম এবং চিন্তা প্রসূত। গৃহস্থের গৃহে যে জিনিষ আছে, তাহার সকলই বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবন এবং জীবনের বিবিধ সুখের জন্য অপরা পরের নিকট ঋণী ইহাদের কেহ বা তাহার স্বদেশী, কেহ বিদেশী, কেহ সমসাময়িক কেহ বা পূর্ব্বকালিক।

এইরূপে প্রতি মানবজীবন সমগ্র মানবজাতির সহিত সংবদ্ধ। কি আশ্চর্য্য অদৃশ্য বন্ধন! ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এই বন্ধন দ্বিবিধ। একশ্রেণীর নাম মমতা বা প্রেম, আর এক শ্রেণীর নাম কর্ত্তব্য।

ভালবাসার বন্ধন পরিবার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর। এই বন্ধনই নবপ্রসূত শিশুটিকে মর্ত্ত্যলোকে বাঁধিয়া রাখে, মাতার বক্ষে তাহার শয্যা এবং পিতার হৃদয়ে তাহার গৃহ রচনা করে। সন্তানের মুখখানি দেখিবামাত্র পিতা মাতা তাহার দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন। মহাবীর আপনার বীর্য্যবলে জগৎকে কম্পান্বিত করুন না কেন, জ্ঞানী তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে অপরকে চালিত এবং শাসিত করুন না কেন, এককালে তাঁহাদের নিস্তেজ জীবনকণিকা মাতার স্নেহেই সঞ্জীবিত ছিল।

আমরা বলি সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহসঞ্চার স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কি? অর্থাৎ প্রকৃতির এই একটি সুন্দর মহান্ নিয়ম যে, যেখানে জীবন সেখানে প্রেম, জীবন ও প্রেমে অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই জন্যই জীবনের মূলাধার পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ। এই জন্যই

প্রেম মানব হৃদয়ের সমুদয় ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ।

শিশু প্রথমতঃ যে জগতে অবতীর্ণ হয়, তাহার নাম পরিবার। যে সমাজে তাহার হৃদয় বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা তাহার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং দাস দাসী দ্বারা রচিত। এই স্থানে শিশুর ভাব সকল অঙ্কুরিত হয়, অভ্যাস সমূহ গঠিত হয়। এই ভাব এবং এই অভ্যাস নিচয় তাহার ভবিষ্য জীবন শাসন করে।

আমরা যে পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের বাসস্থানকে আমাদের বাড়ী বলি। এই শব্দটির সহিত অপরিমেয় স্নেহ, যত্ন, ভক্তি, নির্ভর, ভালবাসা কতই না জড়িত!

পিতা মাতাই কেবল সন্তানকে ভালবাসেন এমন নহে। পরিবারস্থ প্রত্যেকের প্রতি অপর প্রত্যেকের ভালবাসা সঞ্চার হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। একজনের সুখে আর সকলে সুখী, এক-জনের পীড়া এবং ক্লেশে অপর সকলে দুঃখিত এবং ক্লিষ্ট। আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলে পর একাকী জীবনযাপন করা যায় বটে, কিন্তু একাকী কেহ সুখী হইতে পারে না। মানুষ আসঙ্গলিপ্সু।

প্রেমের উৎপত্তিভূমি যে পরিবার, সেই পরিবারেও অনেক সময় অপ্রেম এবং অশান্তি উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে আলস্যাদি অনেক দুর্নীতি।

যেখানে ভালবাসা সেখানে স্বার্থ-হীনতা, সেখানে পরিশ্রম। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করি। তাহার সুখের জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

যেখানে ভালবাসা সেখানে ধৈর্য্য এবং ক্ষমা। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করি, সে ক্লেশ দিলেও তাহা সহিষ্ণুভাবে বহন করি।

যেখানে দেহ পরিশ্রমে নিযুক্ত, হৃদয় ধৈর্য্য এবং ক্ষমায় বিভূষিত, মন পরের সুখ চিন্তায় ব্যাপৃত, সেখানে কিসের দুঃখ?

সমগ্র জগৎ একটী বিশাল পরিবার জানিয়া, যদি প্রত্যেক নর নারীকে স্নেহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর আইন কানুন, রাজবিধির প্রয়োজন থাকিত না; তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা, অবিচার অত্যা-চার কবে জগতের বক্ষ হইতে তিরো-হিত হইত!

কোন পদার্থের আরম্ভ বৃহৎ নহে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে! নদী সকলের উৎপত্তি স্থান অতি অল্পপ্রসর। যে ভালবাসা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আপ-নার বলিয়া আলিঙ্গন করে, যাহার গুণে জগতে শান্তি এবং কল্যাণের বিস্তার হয়, তাহার আরম্ভ পরিবার মধ্যে।

গৃহ কেন্দ্র হইতে উথিত হইয়া ভাল-

বাসা, উহার চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্ত সকল অঙ্কিত করিতে থাকে। প্রথম বৃত্ত কেবল পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বেষ্টন করে। সেই বৃত্তের বাহিরে বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া তাহাই প্রতিবেশীদিগকে ভিতরে লইয়া যায়। আগে একটি পরিবার, পরে একটি সমাজ, তৎপরে একটি দেশ, এইরূপে উত্তরোত্তর সমগ্র মানবমণ্ডলী তাহার পরিবার রূপে তাহার প্রেমবৃত্তে বেষ্টিত হইয়া পড়িবে।

পরিবার মধ্যে কেবলই ভালবাসার বন্ধন নাই। যাহা ভালবাসায় হয় না তাহা কর্ত্তব্যে বা আদেশে সম্পন্ন হয়। ভালবাসি বলিয়া যাহা করি, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি; কিন্তু কর্ত্তব্য ইচ্ছা মানে না। সুখকর হউক, আর অসুখকর হউক, যে কাজ করিতেই হইবে, যে কার্য্যে অবহেলা করিলে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করে, আমাদের হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করে, তাহার নাম কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা কেবল স্নেহ পরবশ হইয়া সন্তানকে লালনপালন এবং শিক্ষাদান করেন, এমন নহে। তাঁহারা অনেক কাজ কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে করেন, অনেক কষ্ট কর্ত্তব্যের আদেশে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে কর্ত্তব্যের পথ সহজতর হয়; এই জন্য সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য, পালনে পিতামাতার সুখই বা অসুখের কারণ নাই।

পশু পক্ষী প্রভৃতিও সন্তান সন্ততি যতদিন আত্মরক্ষণে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে আহার এবং শিক্ষা দান করিতে হয়। পক্ষিশাবক আপনার আহার আপনি আহরণ করিতে শিখিলে, এবং তাহার পক্ষদ্বয় উড্ডয়নক্ষম হইলেই স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে; পিতামাতার সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। পশুশাবকও মাতৃ দুগ্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্নেহ এবং যত্ন হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু মানবে মানবে যত বন্ধন আছে সকলই, অচ্ছেদ্য। আত্মরক্ষণক্ষম হইলেই পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ অতীত হয় না। পিতা মাতা আজীবন সন্তানের শুভানুধ্যান করেন; সন্তান আজীবন তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, এবং তাঁহাদের বার্দ্ধক্যে যত্ন এবং লালন পালন করিয়া শৈশবের অপরিশোধ্য অশেষ ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করে।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পশুপক্ষীর শিক্ষা শেষ হয়; কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্প। পরমেশ্বর মানবজাতিকে উচ্চতর জ্ঞান এবং ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ কতিপয় সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সে দেশ কালানুসারে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জ্ঞানপ্রভাকে ক্রমশঃ সমুন্নত করিতে পারে, ধর্ম্ম এবং পুণ্যে আপনার জীবন দেবতুল্য করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে ৮৪ চৌরাশী বৎসর বয়সে এক বিধবা নারী পুনরায় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধা হইয়াছেন। আমাদের দেশে অশীতিপর বৃদ্ধ পুনরায় বিবাহে লজ্জিত হন না। দোষ দিব কাহাকে?

২। আমাদিগের কনিষ্ঠা রাজ-কুমারীর যে কন্যা সন্তান হইয়াছে, ভিক্টোরিয়া ইউজিন জুলিয়া ইবা তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছে।

৩। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও কুচবিহারের মহারাজা লণ্ডন ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী প্রতিপোষক এবং কুচবিহারের মহারাণী সহকারী প্রতিপোষিকা হইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মাইকেল স্মরণ ফণ্ডে ইতিমধ্যে ৮০০ টাকার চাঁদা উঠিয়াছে এবং তাঁহার স্মরণ প্রস্তর খুদিবার জন্য এক সম্ভ্রান্ত সাহেবের কারখানায় বায়না দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমেরিকায় ২৫০০ স্ত্রীলোকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ৬ লক্ষ স্ত্রীলোক কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে, ৬,৪০,২০০ কল কারখানায় আছে, ৫,৩০,০০০ ধোপার কাজ করে, ৬,৯০,০০০ দোকানে চাকুরি করে। তদ্ভিন্ন পোষ্ট আপিস, তার আফিস ও ছাপাখানায় বিস্তর স্ত্রীলোক আছেন।

৬। বিবাহের পণ কমাইবার জন্য অজমীড়ে একটা জনাকীর্ণ সভা হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। সভা পণের হার বাঁধিয়া দিবেন; এই হার অনুসারে পাত্রের অভিভাবকেরা টাকা লইবেন, এক কপর্দ্দক অধিক লইতে পারিবেন না। সভার উদ্দেশ্য সাধু, বঙ্গেও এইরূপ সভার খুব দরকার দাঁড়াইয়াছে।

৭। কলিকাতা সহরের বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীদিগকে টিকা দিবার জন্য ১৮৮৪ সাল হইতে এক জন স্ত্রীলোককে টিকা দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিগত বর্ষে ইনি সহরের ১০৭ জন পুর-স্ত্রীকে টিকা দিয়াছেন। আ, দ।

বামারচনা।

গোলাপের হাঁসি।

বোঝ কি তোমরা আমি, কেন ভালবাসি,
কেন ভালবাসি এত, গোলাপের হাঁসি?
ওই যে কুসুম রাণী,
হাঁসি-মাখা মুখ খানি,
দেখাতেছে ঢালিতেছে সোহাগের রাশি,
জান কি এ দৃশ্য আমি কত ভালবাসি? ১

কুসুম কানন মাঝে, কুসুমের রাণী,
হাসিয়া জুড়ায় যে রে দগ্ধ হৃদি খানি,
শ্মশানে মন্দার রাজে,
এ দৃশ্য ও মুখে সাজে,
কমায় গো কি করিয়া বিষাদের রাশি,
ঢালিয়া ও চাঁদ মুখে, মধুরিম হাঁসি। ২

আজ কাল সাধ আশা যা বোঝে হৃদয়,
মরণ! মরণ! বিনা আর কিছু নয়,
এ শব্দ হৃদয়ে যার,
মাখা মাখি অনিবার,
তবু ত বাসনা বাঁচি, দেখিতে ও হাঁসি,
ভুলিয়া মরণ সাধ, কারে ভালবাসি? ৩

ক্ষুদ্র এই উপবনে গোলাপ সুন্দরী,
বিকাশে সুষমা কত, সুরভি বিস্তারি,
এত যে কুসুম আছে,
কিন্তু রে গোলাপ কাছে,
কে লাগে? কে ঢালে এত সুধা রাশিরাশি?
বোঝ কি গোলাপ, তোমা কত ভাল
বাসি? ৪

কত ভালবাসি তোমা ফুল কুল রাণী,
কত সাধ দেখিতে যে কম মুখ খানি,
হাঁস যবে বায়ু সনে,
ছড়াও সুরভি প্রাণে,
ভুলাও পার্থিব জ্বালা, ঢেলে সুখ রাশি,
হারায়ে হৃদয় প্রাণ, তোমা ভালবাসি। ৫

ফুটেছে যূথিকা, বেল, চামেলী, রজনী,
সোহাগ আদর কার; ফুল কুল রাণী,
প্রভাত শিশিরে মাখা,
ও চাঁদ বদন ঢাকা,
সুরভি বিরাজে যার হৃদয়েতে পশি,
জান কি গোলাপ তোমা কত ভাল
বাসি? ৬

বুঝিবে কি? জানিবে কি, কত ভাল
বাসি,
কত ভালবাসি, ওই মধুমাখা হাঁসি,
সংসার পরাণ খুলে,
যদি ভালবাসা ঢালে,
না চাই লইতে যে গো, ফেলিয়া ও হাঁসি,
রাখিয়া সকলি দূরে, কেন ভালবাসি? ৭

কোন সুখ নাই মনে, তবু সুহাসিনী,
হাঁসে শুষ্ক প্রাণ, দেখে কম মুখ খানি,
ফুটন্ত ও চাঁদ মুখে,
কি জানি গো কি যে রাখে,
কেন প্রাণ ডোবে সাধে আপনা পাসরে,
কেন এত ভাল লাগে, গোলাপ
তোমারে? ৮

ঠেলে রাখি, এক পাশে অনলের রাশি,
খুলে ফেলি কারে দেখে যাতনার ফাঁস?
যে চিত চিতার প্রায়,
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়,
"কি জানি কি যাদু মন্ত্রে" অনলের রাশি,
নিবাও, জুড়াও প্রাণ, ঢালিয়া সু-হাঁসি। ৯

বিষাদে আরাম দেয়, হাসায় রোদনে,
বেদনা রাখে গো দূরে, ও চাঁদ বদনে,
কেন গো প্রসূন রাণী,
ভাল লাগে এত খানি,
মধুমাখা চাঁদ মুখে সোহাগের হাঁসি,
কেন গো দেখিতে তোমা এত ভাল-
বাসি? ১০

অজানা আরাম প্রাণে, কে দেয় এমন,
ভালবাসি, কোন্ দুঃখ, ভুলে প্রাণ মন,
বোঝ কি গোলাপ তুমি,
কত ভালবাসি আমি,
না জান পুরাণ হতে, সদত নূতন,
গোলাপ, গোলাপ নাম মধুর কেমন! ১১

বড় ভালবাসি নাকি গোলাপ তোমায়,
রাত দিন দেখি তবু আশা না ফুরায়,
সুকোমল তুমি এত,
প্রাণ যদি হারা হত,
মিটাতাম স্পর্শ সাধ, ধরিয়া তোমায়,
জুড়াতেম প্রাণ-জ্বালা রাখিয়া হিয়ায়। ১২

হাঁস লো বদন ভরি, সোহাগের হাঁসি,
দেখিব—দেখিতে যাহা বড় ভালবাসি;
হৃদয়ের এ যাতনা,
বলিলে ত বুঝিবে না,
চাহিব না কারো কাছে, বিষাদের রাশি,
বলিব?—বাকি কি আছে?—কারে
ভালবাসি? ১৩

বলিব গোলাপ তোমা কেন ভালবাসি,
বিষাদ বিরূপ হয়, হেরিয়া ও হাঁসি,
হৃদয় জীবনে যার,
যাতনার কারবার,
বিষাদ বেদনা, কাঁদা, আর কিছু নাই!!
হাঁসে মন, বুঝিলে ত? ভালবাসি
তাই? ১৪

রাত্ দিন যে হৃদয়ে চিতার দহন,
বোঝে না যে আর কিছু ব্যতীত রোদন,
কপালের দুই ধার,
ভেঙ্গেছে খসেছে, যার,
নীরস নিরাশা নীরে, ভাসে যে সদাই,
সে হাঁসে গো, ও হাঁসিতে ভালবাসি
তাই। ১৫

শ্রীহরিমতী দেবী।

প্রার্থনা।*

কুসুম লইয়া খেলিছে রবি
কুমুদিনী হেরে হাসিছে চাঁদ।
জলদে খেলিছে দামিনী ছবি
জাগিছে মনেতে তোমার ছাঁদ॥
তোয়োধি হৃদয়ে মুক্তা ধরি
মাতিয়া আহ্লাদে চলিয়া যায়।
রতন কিছু না মানস করি,
দেখিতে কেবল চাহি তোমায়॥

মৃদুল পবন শীতল বয়
নাচিয়া আহ্লাদে ফুলের পরে।
লতিকা গাছেরে জড়ায়ে রয়
ব্যাকুল হৃদয় তোমার তরে॥
কাননে হয়েছে ফুলের মেলা,
নদী কি গাহিছে মধুর গান,
তিমির নাশিয়া চাঁদের খেলা
তোমায় দেখিতে ধাইছে প্রাণ॥

শ্রীমতী কুঞ্জবালা দাসী।

*একটী ১২শ বর্ষ বয়স্কা বালিকার লিখিত, দুই এক স্থানে সামান্য সংশোধিত।

No 277. February 1888.

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৭ সংখ্যা | মাঘ ১২৯৪—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ১মভাগ

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনীর জুবিলী।

আগামী ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইবে, ইহাই আমাদিগের ক্ষুদ্র পত্রিকার জুবিলী। এই উপলক্ষে ১০টী রচনার পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী কতকগুলি পদ্য ও উপদেশমালা রঙ্গিন কাগজে মুদ্রিত করিয়া গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করা গিয়াছে। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বামাবোধিনীকে অনেক ব্যয়গ্রস্ত হইতে হইবে। বামাবোধিনীর আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে, ইহা সকলেই জানেন। কোন কোন বন্ধুর সাহায্য পাইবার আশা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহাঁর সাহস। যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসেন ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদী স্বরূপ কিছু কিছু যৌতুক দিয়া যদি বামাবোধিনীর শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, এই তাহার উৎকৃষ্ট অবসর। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যিনি যে দান করিবেন, আমরা তাহা বামাবোধিনীর জুবিলী ফণ্ডে জমা করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে আমরা রচনা পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিব বা তদ্দারা বামাবোধিনীর উন্নতির কোন প্রকার উপায় করিব। গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে উপহার দিবার উপযোগী কোন লেখা বা পুস্তিকা কেহ অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইলে তাহাও আমরা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার।

বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০টী রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪। বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

৫। বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। গৃহ চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোটকা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩। বাঙ্গালী স্ত্রী পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪। স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
১০ই বৈশাখ, ১২৯৪।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

৪০২৫ ৬৬ ভোগ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৭ সংখ্যা	মাঘ ১২৯৪—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮।	৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা।—(১) গত ১৪ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগিরী এবং নির্ম্মলা সোম বি এ উপাধির ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ এ জন্য সভাস্থলে বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-করতালিতে সেনেট গৃহ প্রতিধ্বনিত করেন। (২) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ ২৯টী মহিলা উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (৩) নৌসারি নামে বরদার এক দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রনগরে গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলা উপস্থিত হন, এবং বক্তৃতান্তে ২ জন পারসী মহিলা আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহা বরদা রাজ্যের উন্নতির পরিচায়ক।

জাতীয় সম্মিলনী—মান্দ্রাজ ন্যাসন্যাল কনগ্রেস সভায় যে ১১টী নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) কনগ্রেসের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারণার্থ কমিটী নিয়োগ।

(২) ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার বিস্তারণ ও সংস্করণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব দুই বৎসরের নির্দ্ধারণ সমর্থন।

(৩) ফৌজদারী ও দেওয়ানী শাসন ক্ষমতার পৃথক্ করণ বিষয়ে সাধারণ মত প্রকাশ।

(৪) এদেশীয় লোকদিগকে উচ্চ শ্রেণীর

সামরিক পদে প্রবেশাধিকার দান এবং দেশীয়-দিগের শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

(৫) এদেশীয় লোকদিগকে ভলণ্টিয়ার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ।

(৬) হাজার টাকার ন্যূন আয়ে ইনকম ট্যাক্স বাদ দিবার প্রস্তাব।

(৭) শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ।

(৮) অস্ত্র আইন সংশোধন।

(৯) প্রথম নির্দ্ধারণের প্রস্তাবিত নিয়ম সকল অনুসারে চলিবার জন্য কনগ্রেসের স্থায়ী কমিটী সকলকে অনুরোধ করা ইত্যাদি।

(১০) ১৮৮৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এলাহা-বাদে ৪র্থ জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন।

(১১) এই সকল নির্দ্ধারণ রাজপ্রতিনিধি এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর বিবেচনার্থ রাজপ্রতিনিধির নিকট অর্পণ।—

দান—(১) ময়মনসিংহ ভবানীপুর নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধু-রাণী কাশী জীব-দয়া-বিস্তারিণী সভার সাহায্যার্থ এক সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন। (২) মুরসিদাবাদ কান্দীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হই-য়াছে। কুমার ৺গিরিশচন্দ্র সিংহ এই কার্য্যের জন্য একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

মেরী ক্লেমিণ্ট লেভিট— আমেরিকার বোষ্টন নগর হইতে এই মহিলা সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ১৪০ নং আমে-রিকা জেনানা মিসন বাটীতে আছেন। গত ২৩শে জানুয়ারি ডালহাউসি ইনষ্টি-টিউটে বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে মাদক নিবারণ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইনি যে মাদকনিবা-রিণী সভার সম্পাদিকা, তাহার সভ্য সংখ্যা দুই লক্ষ হইয়াছে!!

মাঘোৎসব—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মাঘোৎসব উপলক্ষে আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উৎসব হয় এবং ব্রাহ্মিকা মহিলাগণও তাঁহাদিগের উৎসব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্পন্ন করেন। বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি সিটী কলেজ গৃহে হয়, তাহাতে শতাধিক মহিলা এবং প্রায় দেড় শত পুরুষ সম্মিলিত হন। এই উপলক্ষে বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ ফাদার লাফোঁ তাড়িত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কবিতাপাঠ, সদালাপ ও জলযোগও হয়। এ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে যত হিন্দু মহিলার সমাগম হইয়াছিল, এত আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রমজীবী-বিদ্যালয়—(১) মিলা-নের একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা দরিদ্র এবং অনাথা বালিকাদিগের জন্য সিসেনা নগরে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দশ বৎসর হইতে পনর বর্ষ বয়স্কা বালিকারা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে

গৃহকার্য্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপনা কার্য্য স্ত্রী শিক্ষিকার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

(২) পারিসে বয়স্কা বালিকাদিগের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, ইহা একটী মহিলার অধ্যবসায়ের ফল। তিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজেই ইহা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহা সামান্য আকারে ছিল, কিন্তু এক্ষণে একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার নাম এটেলিয়ার ইকোল ("Atelier-Ecole") এবং স্থাপয়িত্রীর নাম ম্যাডাম সুচার্ড ডি প্রেসেন্স। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেবল প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সময় অধ্যাপনা কার্য্যে, সূচী শিল্প ও অন্যান্য গৃহস্থালী কার্য্যে অতিবাহিত করে। এই বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী বৃহৎ মহল আছে, এখানে পাকক্রিয়া, বস্ত্রধৌত, ইস্ত্রিকরণ প্রভৃতি আবশ্যক গৃহকার্য্য সকল বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকারা যাহাতে ভবিষ্যতে স্বীয় স্বীয় জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে, তজ্জন্যই এই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

আশ্চর্য্য কুক্কুরানুরাগ—সম্প্রতি ব্যারণ ডিজায়োর (Baron de Jowarre) নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী কুক্কুরকে দান করিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য ১,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা। কুক্কুরটীর নাম "টাইগার"। ইহার থাকিবার জন্য একটী সুসজ্জিত বাটী ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য ও দাসী নিযুক্ত আছে, ইহার আবশ্যক ব্যয় সমাধা জন্য বার্ষিক ২০০০ সহস্র ফ্রাঙ্ক নিরূপিত আছে। ইহার মহামূল্য গলাসী বা গলাবন্ধ প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, গাত্রমার্জ্জনী অঙ্গরাগেরও বিশেষ পারিপাট্য সম্পাদন করা হয়। ইহার মৃত্যু হইলে সহস্র ফ্রাঙ্ক ব্যয়ে একটী কবর নির্ম্মিত হইবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পশুসংরক্ষণী সভায় প্রদত্ত হইবে।

পিরামীড ও চীন প্রাচীর—একজন ইঞ্জিনিয়ার মিসরের বৃহৎ পিরামীড ও চীন দেশের প্রকাণ্ড প্রাচীরের তারতম্য করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠিকারা জানেন, পৌরাণিক সপ্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে এ দুটী প্রধান। পিরামীডের কালী ৮,৫০,০০,০০০ সাড়ে আট কোটী বর্গপাদ, চিনের প্রাচীরের কালী ৬,৩৫,০০,০০০ ছয় শত পঁইত্রিশ কোটী পাদ। এই প্রাচীর নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে ১,১০,০০০ একলক্ষ দশ হাজার মাইল রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সকল উপকরণ লাগিয়াছে, তাহা দ্বারা ৬ ছয় পাদ উচ্চ ও ২ দুই পাদ প্রস্থ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিবেষ্টিত হইতে

পারে। এই প্রকাণ্ড প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য ২০ বিংশতি বৎসরে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আমেরিকার সংবাদ—রেবরেণ্ড রামচন্দ্র বসু এম, এ, সম্প্রতি মার্কিন দেশ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, মার্কিনবাসীগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি তথাকার কয়েকটী শিল্প কার্য্যের উল্লেখ করেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একটী প্রকাণ্ড সেতু দুইটী মাত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত করা হইতেছে। ঐ দেশে সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহ সকল তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদিসহ যন্ত্রের সাহায্য বলে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতেছে। তিনি আরও কহেন যে, তথাকার একটী রাজকোষাগারের ধন রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য দুইটী মাত্র কুলুপের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী কুলুপের এইরূপ ধর্ম্ম যে তাহাকে রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে বন্ধ করিলে পর দিন বেলা নয় ঘটিকা না বাজিলে তাহাকে মোচন করে, পৃথিবীতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই। ঐ কুলুপের চক্রসন্নিবিষ্ট অক্ষর সকল এরূপ কৌশলে বিন্যস্ত যে চক্র সকল আবর্ত্তিত হইয়া ঐ অক্ষর সকলকে যথাস্থানে পুনঃ সংযোজিত করিতে পূর্ণ দ্বাদশ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক হয়। অপর কুলুপটি এরূপ কৌশলে গঠিত ও স্থাপিত যে, উহা স্পর্শ করিবামাত্র সন্নিকটস্থ পুলিসে একটী ঘণ্টাধ্বনি হইয়া উঠে, এবং অবিলম্বে চোর পুলিসের হস্তগত হয়। বক্তা আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, মার্কিন দেশের সমস্ত অধিবাসীই দৈহিক পরিশ্রমকে অতিশয় গৌরবের কার্য্য বলিয়া জানেন। তথাকার ধনকুবেরদিগের কন্যাগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল স্বহস্তে মার্জ্জিত করিয়া থাকেন। এমন কি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত প্রেসিডেণ্টের পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে মাঠে শস্য কর্ত্তন করিতে ও উহা স্ব স্ব মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

শান্তি।

একটু বিমল শান্তির জন্য কাহার কাছে না গেলাম, কিছু পেলাম না ত? জননীর নিকট গেলাম—ছেলেবেলায় যেমন কেহ একটু তিরস্কার করিলে—কেহ একটু আঁধার মুখে কথা বলিলে—কোন কারণে মনে কিছু কষ্ট পাইলে সেই সর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ-নিবারিণী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতাম এবং তাঁহার

সেই স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাইতাম—তাঁহার সেই অনন্ত স্নেহের মধ্যে নিজের দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি ডুবাইয়া অনিমেষ নেত্রে তাঁহার সুখ শান্তি-মাখা চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কি জানি কি স্বর্গীয় মোহময় ভাবে, কেমন এক জাগ্রতের ঘুম ও নেশায় ভুলিতাম—সেই জননীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—আশ্বস্তহৃদয়ে হৃষ্টমনে পূর্ব্বের সেই সুখ শান্তি পাইতে ছুটিয়া গেলাম, কিন্তু কৈ? পেলাম না ত! পূর্ব্বের সে সমস্ত দেখিলাম না ত? সে সমস্ত যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে যেন এক হতাশ ও বৈরাগ্যের জলন্ত ছবি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নন্দন কাননের সুবাসিত মৃদুমন্দ অনিল শ্মশানের বায়ু হইয়া হাহাকার করিতেছে। আজ যেন সেই সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী জননীতে অশান্তি-জড়িত কেমন এক কর্কশ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতাও যেন অশান্ত হৃদয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এতকাল সংসারের ভোগসুখে দিন অতিবাহিত করিয়াও এখন যেন "শান্তি কোথায়?" "শান্তি কোথায়" বলিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন—জননীর নিকট ত সেই পূর্ব্বের শান্তি পাইলাম না! আবার উদাস মনে ছুটিলাম—আবার হতাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় শান্তি?" প্রণয়িনীর নিকট ছুটিয়া গেলাম—যৌবনের সঙ্গিনী প্রেমময়ী প্রিয়তমার নিকট গেলাম—তাহার সদা হাসি সরলতা মাখান মুখ খানি দেখিলাম, কৈ শান্তি ত পেলেম না? বিদ্যুতের মত একটু-খানি দেখিলাম আর ত পাইলাম না—শিশির বিন্দুর মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। প্রিয়তমার মুখ দেখিলাম—তাহার অমৃতময় বাক্য শুনিলাম—তাহার প্রাণ-ভরা ভালবাসা পাইলাম—তাহার কোমল মধুময় ভাব দেখিলাম, কিন্তু তবুও ত প্রকৃত শান্তি পাইলাম না—তবুও ত প্রাণ ভরিয়া গেল না—তবুও যে কত স্থান শূন্যময় হুহু ধূ ধূ করিয়া উঠিল। প্রাণাধিক ভ্রাতা, প্রাণসম বন্ধু কাহার নিকট না গেলাম, কৈ? কেহ ত শান্তি দিতে পারিলেন না! হয় ত তাঁহাদের ভালবাসার মোহে দু'দিন ভুলাইয়া রাখিলেন—সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও শান্তির নেশায় দু দিন উন্মত্ত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু যেই সে নেশা ছুটিয়া গেল—যেই সে নেশা আর বিভোর করিতে পারিল না, অমনি হতাশ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কোথায় গেলে চিরশান্তি পাইব?" যাবজ্জীবন যে নেশায় বিভোর থাকা যায়—যে নেশার স্বর্গের চিত্র ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রদর্শিত হয়—যাহার মহিমা বহিশ্চক্ষু মুদিত করাইয়া অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দেয়, সেই নেশা কোথায়? সেই বাস্তবিক সুখ শান্তি কোথায়? তাই বিনীত ভাবে বিশুদ্ধ

ও পবিত্র মনে তৃষিত হৃদয়ে সেই জগৎপিতাকে ডাকিলাম "পিতঃ! আমাকে সে নেশায় বিভোর কর—আমাকে একটু শান্তি দেও।" একবার ডাকিলাম, কিন্তু তখনি আবার বিশুষ্ক হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকিলাম—ক্রমে মন খুলিয়া—প্রাণ খুলিয়া ডাকিলাম "আমাকে শান্তি দেও।" মনে যেন একটু শান্তি দেখা দিল—সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলাম। ক্রমে অনন্ত অসীম শান্তির সমুদ্র বিস্তৃত দেখিলাম। দুই এক ফোঁটা শান্তির জন্য কোথায় না গিয়াছি, কিন্তু পান করিতে যাইলেই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন শান্তির সমুদ্র কে ফুরাইতে পারে? সংসারের সুখ শান্তি সামান্য উত্তাপ—সামান্য জ্বালা যন্ত্রণায় শুকাইয়া যায়, আর এই সমুদ্রে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করে। সংসারের আপাত-মধুর শান্তি মরীচিকার মত ভ্রান্ত মানব-দিগকে ভুলাইয়া অশান্তির ঘোরতর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া পবিত্র মনে সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরে যিনি মন নিবিষ্ট করিয়াছেন, তিনিই শান্ত্যমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহাকে সংসারের সুখ মরীচিকা আর ভুলাইতে পারে না। সংসারের কুহকিনী শান্তি আশা মধুরিমায় নিয়তই মনুষ্যকে ভুলাইতেছে। যাঁহারা একবার বিভুর ধ্যানে একটু শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহা-দিগকে ঐ মায়াবিনীগণ আশু অধিক সুখের পথ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যায়। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া দৃঢ় মনে কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সেই স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেহ ভুলাইতে পারে না। তাই বলি সক-লেই দৃঢ় মনে বিমল পবিত্র শান্তি পাইতে সচেষ্ট হউন্।

স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষা

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজে সর্ব্ব-প্রথমে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এক্ষণে বোম্বাই ও কলি-কাতাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি-য়াছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তদনুসারে দুইটী মহিলা ডাক্তারী শিখিতেছেন। কিন্তু স্ত্রী-ডাক্তারের যেরূপ অধিক প্রয়োজন, মেডিকেল কলেজ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া কঠিন, কেননা সেখানে এফ এ বি এ পাস করা ভিন্ন অপরের প্রবেশা-ধিকার নাই। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে

পারেন, কলিকাতার কাম্বেল মেডিকেল স্কুলে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা ও সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিম্নে সেই নিয়ম গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা আশা করিতে পারি, ইহাদ্বারা অনেক স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিক্ষার্থ আকৃষ্ট হইবেন। স্ত্রী ডাক্তার এখন সকল সভ্য দেশেই দেখা যায়। এদেশে অন্তঃপুরের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের সুচিকিৎসার অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীডাক্তার দ্বারা এই ব্যাঘাত নিবারণ হইয়া পারিবারিক চিকিৎসার যেমন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতে পারিবে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের অর্থোপার্জ্জনেরও একটী প্রকৃষ্ট পথ হইবে। লেডী ডফরিণ যে উদ্দেশে তাঁহার জাতীয় সভা ও তৎসংক্রান্ত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ এবং সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। যদি দেশীয় স্ত্রীলোকগণ এখন ডাক্তারী না শিখেন, বিদেশীয় স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের স্থান পূরণ করিবে এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও দেশবাসীদিগের আর কোন কথা বলিবার থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষার সদুপায় করিলেন, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের উপরে আর আমাদিগের দাওয়া থাকিবে না। এখনও সময় আছে, আগামী জুন মাসে ক্লাস খুলিবে। প্রথম বর্ষে অন্ততঃ দ্বাদশজন রমণী শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া একটী অত্যাবশ্যক সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, আমরা অন্তরের সহিত এই অনুরোধ করি। তাহাদিগের শিক্ষার যে সকল নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটি থাকিলে কর্তৃপক্ষ তাহা সংশোধন করিবেন এবং ব্যবস্থা সকল যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তৎপ্রতিও মনোযোগী হইবেন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের নিয়মাবলী হইতে উদ্ধৃত।

১। ছাত্রী শ্রেণীতে প্রবেশের নিয়ম।

১। প্রবেশার্থিনীগণকে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট্ বা নিদর্শন পত্রগুলির মধ্যে কোন একখানি দেখাইতে হইবে:—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট্।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-সাহেবের নিকট হইতে উক্ত পরীক্ষায় কেবল একটী কিম্বা দুইটী বিষয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৩) "মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট

(৪) "মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৫) "উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(৬) ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকগণ, বাৎসরিক শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে পরীক্ষা লইবেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট।

(ক) বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস বা তৎসদৃশ কোন বাঙ্গালা পুস্তক হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

(খ) কোন একখানি সহজ বাঙ্গালা পুস্তক হইতে শ্রুতলিখন।

(গ) পাটীগণিত—সহজ ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত।

২। প্রথম নিয়মের প্রথম ধারার ষষ্ঠ প্রকরণে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা প্রতি বৎসর ১৫ই মে হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত প্রতি বুধবার বেলা ৮টার সময় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে গৃহীত হইবে। পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রবেশার্থিনীগণকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। প্রবেশার্থিনী যে স্থানে বাস করেন, তাঁহাকে তথাকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কিংবা তাঁহার সমান বা উচ্চ পদস্থ কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট হইতে, অথবা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিবেন এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে স্বীয় বাসস্থান ও সদাচারের নিদর্শনপত্র দিতে হইবে।

যদি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপরি উক্ত কোন সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করিবার কারণ পান, তাহা হইলে হেতু না দর্শাইয়া উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৪। প্রবেশার্থিনীদিগের বয়ঃক্রম ষোল বৎসরের ন্যূন হইবে না।

৫। জুন মাসের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে প্রবেশার্থিনীদিগকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট স্ব স্ব নাম পাঠাইতে হইবে।

৬। প্রবেশের সময় বা শিক্ষার জন্য কোন বেতন লাগিবে না।

২।—ছাত্রীবৃত্তি ও পারিতোষিক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। যে তিন বৎসর স্কুলে পড়িতে হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ষে ১০টী করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া যাইবে। বৃত্তির হার মাসিক ৭৲ টাকা, এবং বৃত্তি পাইলে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে।

২। প্রথম নিয়মে প্রবেশার্থ যে সকল সার্টিফিকেটের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা নিরূপিত

যোগ্যতা অনুসারে প্রথম বর্ষের বৃত্তি গুলি বিতরিত হইবে।

৩। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের বৃত্তিগুলি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রদত্ত হইবে।

৪। দুর্বিনীত আচরণে, পাঠ বিষয়ে উন্নতির অভাবে কিংবা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে ত্রুটী হইলে ছাত্রীদিগের বৃত্তি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৫। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে ১৮৲ টাকার অনধিক মূল্যের একটী পারিতোষিক এবং পরবর্ত্তী দুই তিনটী উৎকৃষ্ট ছাত্রীকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

৩।—ছাত্রীদিগের পাঠ্য।

প্রথম বর্ষ।

শিক্ষা।

ডেস্ক্রপটিব্ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি এবং শারীর বিধানসূত্র ৫০।

মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব রসায়নসূত্রসহ ৫০।

শবচ্ছেদ—লিগামেণ্ট বা বন্ধনী, মসল্ বা পেশী ও ভিসিরা।

ডিসপেন্সরি বা ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা ৬ মাস।

দ্বিতীয় বর্ষ।

ডিস্ক্রপটিব্ এনাটমি বা দেহতত্ত্ব বিবৃতি ৫০।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ৫০।

সার্জ্জারি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন বা ঔষধ প্রয়োগবিজ্ঞান ৫০।

মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ৩০।

শারীর বিধানসূত্র শবচ্ছেদ আর্টিরিয়েল এবং নার্ভসসিষ্টেম্ (ধমনী ও স্নায়ু প্রকরণ)।

হাসপাতাল অর্থাৎ রোগীপরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জিকেল ওয়ার্ডে ৬ মাস, অন্যান্য ওয়ার্ডে ১।।০ দেড় মাস করিয়া)।

তৃতীয় বর্ষ।

সার্জিকেল এনাটমি ৫০।

থেরাপিউটিক্স বা ঔষধি ক্রিয়াতত্ত্ব ৫০।

সার্জরি বা অস্ত্রচিকিৎসা ৫০।

মেডিসিন্ বা ঔষধপ্রয়োগতত্ত্ব ৫০।

মিডওয়াইফারি বা ধাত্রীবিদ্যা ৫০।

রোগ নিদানতত্ত্ব।

শবচ্ছেদ, সার্জিকেল পার্টস বা অস্ত্র চিকিৎসার উপযোগী অংশ।

মৃতদেহ পরীক্ষা, পুলিশ হইতে যত পাওয়া যাইবে।

হাসপাতাল বা রোগী পরিদর্শন ১ বৎসর। (সার্জিকেল ওয়ার্ড ৩ মাস, ফিমেল ওয়ার্ড ৩ মাস, এবং দুইটী মেডিকেল ওয়ার্ডে ও টেম্পোরারি ওয়ার্ডে দুই মাস করিয়া ৬ মাস)।

এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে প্রতি দিন অপরাহ্ণে রেসিডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনদিগের টিউটোরিয়েল ক্লাসে উপস্থিত হইয়া বাচনিক উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদিগকে সপ্তাহে একবার সার্জারির শিক্ষকের ব্যাণ্ডেজিং এবং প্র্যাকটিকেল সার্জারির শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশ লইতে হইবে।

১। ছাত্রীদিগকে হাঁসপাতালে রাত্রিকালে ডিউটী করিতে হইবে না।

২। শেষ বা লাইসেন্স পরীক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত—যথা প্রথম লাইসেন্স ও দ্বিতীয় লাইসেন্স পরীক্ষা। এই

দুই পরীক্ষা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শেষে গৃহীত হইবে।

(১) প্রথম অর্থাৎ দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষার বিষয়-গুলি :—

(ক) ডেস্ক্রপটিব্ এনাটমি।

(খ) এলিমেণ্টস অব্ ফিজিওলজি ও কেমিষ্ট্রি অর্থাৎ শারীরবিধান ও রসায়নের স্থূল স্থূল বিবরণ।

(গ) মেটিরিয়া মেডিকা ফার্ম্মাসি অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

(২) দ্বিতীয় অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার বিষয়গুলি:—

(ক) সার্জ্জারি (সার্জ্জিকেল এনাটমি সহ)।

(খ) মেডিসিন্ [থেরাপিউটিক্স সহ]।

[গ] মিডওয়াইফারি [স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা সহ]।

[ঘ] মেডিকেল জুরিস্প্রুডেন্স্।

প্রত্যেক বিষয়ে উর্দ্ধসংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক না পাইলে কেহই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না।

৪।—স্কুল গৃহ, বাসস্থান এবং যাতায়াতের বিবরণ।

১। স্কুল গৃহের একাংশ কেবল ছাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

২। শবচ্ছেদন—গৃহের কিয়দংশ ছাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য আবরণ দ্বারা পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

৩। মফঃস্বল হইতে যে সকল ছাত্রী আসিবেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে আবেদন করিয়া স্বর্ণময়ীর হষ্টেলে থাকিতে পাইবেন।

৪। বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য একখানি "অমনিবস" গাড়ী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আদি নারী ইভ।

বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকমতে ঈশ্বর প্রথমে জড়, উদ্ভিদ এবং নানাজাতীয় জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়া অবশেষে আদম নামে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। এ সৃষ্টিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে সর্ব্বশেষে রমণী ইভের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কার্য্য সমাপন করিলেন। নারীমূর্ত্তি ঈশ্বর হস্তের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, এ বিষয়ে এক সংস্কৃত কবি এইরূপে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন :—

নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে,
ইতি বিধি বিচিন্ত্য রমণী মুখং
ভবতি বিজতমঃ ক্রমশোজনঃ।

দিবস গত হইলেই নলিনী শুষ্ক হইয়া যায় এবং রাত্রি অবসান হইলেই চন্দ্রমা ম্লান হয়, বিধাতা এই চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি সমান উজ্জ্বল শোভন রমণী মুখের রচনা করিলেন। লোকে অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশই অধিকতর জ্ঞানী হইয়া থাকে।

রমণী ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিসে? জড় অপেক্ষা উদ্ভিদ শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার জীবন আছে; উদ্ভিদ অপেক্ষা জন্তু শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহার চেতনা আছে, জন্তু অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার উন্নতিশীল বুদ্ধি আছে, নর অপেক্ষা আবার নারী শ্রেষ্ঠ কেন না তাহার প্রকৃতিতে প্রেমের অংশ অধিক এবং প্রেমই বিশ্ববিজয়ী। ঈশ্বরের আদর্শে নরনারী উভয়েই গঠিত বটে, কেন না উভয়েতেই দেবপ্রকৃতি জ্ঞান প্রেম পুণ্য লক্ষিত হয়—কিন্তু নর জীবজাতির মস্তক এবং নারী প্রেমরূপিণী সেই মস্তকের ভূষণ।

আদম ও ইভের সৃষ্টি বিষয়ে বাইবেলে সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর এক মুঠা ধূলা লইয়া একটী পুতুল গড়িলেন এবং তাহার নাসিকাতে ফুৎকার করিলেন, ইহাতে জীবন্ত আদম জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু এই প্রথম নর একা আপনাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সুতরাং একজন সঙ্গী অভাবে সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। ঈশ্বর ইহা দর্শন করিয়া একদা আদমকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিলেন এবং তাহার পঞ্জর হইতে একখানি হাড় খুলিয়া লইলেন। প্রভু পরমেশ্বর এই পঞ্জরের হাড় দিয়া এক রমণী সৃষ্টি করিয়া আদমের নিকট আনয়ন করিলেন। আদম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ যে আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস।" আদম ও ইভের একত্র যোগে উভয়ের পরম সুখ হইল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হইল।

বেুয়ার নামক এক কালতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে খৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৫৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে আদম ও ইভের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতবর এখানেই নিরস্ত হন নাই, তিনি গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ঐ বর্ষের ২৮এ অক্টোবর শুক্রবার আদি নর নারীর জন্ম দিন। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গণনায় ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস ছিল, সুতরাং মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টি ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে?

যাহাহউক ইভের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তিনি ঈশ্বরের প্রসাদে পূর্ণ সুখ ও পবিত্রতার স্থান ইডেন নামক উদ্যানে আদমের সহিত প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মায় আত্মায় এক হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেন। ইঁহারা তত্রত্য সকল জীব জন্তুর উপর প্রেমের রাজত্ব করিতেন এবং উদ্যানের সকল সুখ অবাধে ভোগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। ঈশ্বর ইহাঁদিগকে উদ্যানের সকল বস্তুর অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কেবল একটী নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাঁহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিবেন না,

তাহা করিলেই পাপ হইবে এবং সেই পাপ মৃত্যুর কারণ হইবে। একদিন কোথা হইতে দুরন্ত সয়তান এক সুন্দর সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইভের নিকট আসিয়া বলিল 'জ্ঞান বৃক্ষের ফল অতি উৎকৃষ্ট ফল, ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা বড়ই দুর্ভাগ্য, ইহা আহার কর, কথনই মরিবে না, কিন্তু দিব্য চক্ষু লাভ করিবে।' রমণী দুর্ব্বলা, তাহার কথায় প্রলুব্ধা হইয়া সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং প্রিয়তম স্বামী আদমকেও তাহা ভক্ষণ করাইল। তখনি তাহারা পাপাক্রান্ত হইল, তাহাদিগের অন্তরে লজ্জা ভয় ও অপ্রেমের সঞ্চার হইল এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া সুখোদ্যান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইভের প্রতি অভিসম্পাত করিলেন যে সে ক্লেশে গর্ভ ধারণ করিবে ও ক্লেশে সন্তান প্রসব করিবে এবং তাহার সন্তানের পাদমূলে সর্প দংশন করিবে। সর্পের প্রতি অভিশাপ হইল—নারী সন্তান তাহার মস্তক চূর্ণ করিবে; এবং আদমের উপরেও দণ্ডাজ্ঞা হইল যে তাহাকে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক উদরের অন্ন লাভ করিতে হইবে।

ইভ এইরূপে আদমের ও তৎসঙ্গে মানবজাতির পতনের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে, কিন্তু ইহা কতদূর সঙ্গত আমরা বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকের শারীরিক প্রকৃতি দুর্ব্বল বলিয়া তাহার নৈতিক প্রকৃতি সেরূপ নয় এবং স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ প্রলোভনেকম বশীভূত নন, সুতরাং ইভের মস্তকে সমুদায় দোষার্পণ পুরুষজাতির নিজ হস্তের চিত্রিত ছবি বলিয়াই বোধ হয়।

ইভের কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিত নাই। সুখোদ্যান পরিত্যাগের পর তিনি পুত্রবতী হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম কেইন ও এবেল। পতনের পর তাহাদিগের নিজের হৃদয়ে অপ্রেম আবির্ভূত হইল। জীব জন্তু সকল তাহাদিগের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। তাহাদিগের পরিবারের মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ। তাহাদিগের প্রথম পুত্র কেইন ক্রোধান্ধ হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবেলের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে মনুষ্য জাতি হইতে পৃথিবীতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পাপের মূল মানুষের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। মানুষ ঈশ্বরের হস্ত হইতে নির্দ্দোষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অন্তরে পশু ভাব বা আসুরিক ভাব এবং দেব ভাব উভয়ই নিহিত থাকে। পশু ভাব প্রবল হইলে মনুষ্য পাপাশ্রিত এবং দেব ভাব প্রবল হইলে পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। মানুষের অন্তরে নিয়তই

দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। যিনি বিবেকের আদেশে দেব পক্ষ হইয়া অসুরকে পরাস্ত করেন, তিনি পুণ্যলাভ করেন; আর যিনি বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া অসুরের পক্ষ হন, পাপ তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। আদি পিতামাতা যাঁহারাই হউন, তাঁহারা নির্দ্দোষ ভাবে জন্মিয়া সরল শিশুর ন্যায় সুখী ছিলেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা যদি পতিত হইয়া থাকেন সে আমরা যেমন পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়া হই, সেইরূপেই হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই দেবাসুরের সংগ্রামে পাপ অবশেষে বিনষ্ট হইবে এবং মনুষ্য দেব ভাব সম্পন্ন হইয়া অনন্ত পুণ্যরাজ্য ও পুণ্য জীবনের অধিকারী হইবে।

সত্যের উপাসনা।

যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি ভাবনা,
থাকে থাকে থাক মান, নাহি তাহে কামনা,
জীবন জীবন তার,
ভবে আছে তৃষ্ণা যার
কি ভয় কি ভয় তার,
কিবা তার যাতনা,
শান্তির সরসে যার মতি আছে মগনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ নাহি তাহে ভাবনা।
যে জানে মরীচি খেলা
নিশার স্বপন মেলা,
সাগরে তৃণের ভেলা,
সংসারের সাধনা;
পারে কি মায়াবী তারে করিবারে ছলনা?
থাকে থাকে থাক মান নাহি তাহে কামনা।
কিবা রাজা কিবা দীন
নেত্রবান্ চক্ষুহীন্
ইথে যার নাহি ভিন্
কে করিবে বঞ্চনা?
সোনায় কি করে তার, নাহি যার বাসনা?
যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তাহে নাহি ভাবনা,
থাকে থাকে থা'ক মান নাহি তায় কামনা।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন,
যার বিনিময়ে জীব যাবে নিত্য নিকেতন।
নাহি তথা রোগ শোক
নাহি তথা দুঃখ ভোগ
সংযোগে বিয়োগ নাই
জীবনে মরণ।
নহে জীব এস্বরগ নিশার স্বপন।
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।

এ শরীর রহিবে না,
এ বদন বলিবে না,
এ শ্রবণ শুনিবে না,
হইলে মরণ,
দুর্ব্বোধ কুহক পাশ কররে ছেদন,
অনিত্যের বিনিময়ে লভ নিত্য নিকেতন।
উচ্চ শির নত হবে,
অট্টালিকা কোথা রবে,
কোথা রবে প্রেয়সীর
মিষ্ট আলাপন?
সকলই শিশির বিন্দু, ডুবিবে গগণে ইন্দু,
উদিবে পূরবে যবে প্রচণ্ড তপন।
তাই বলি কর জীব সত্য আরাধন,
অনিত্যের বিনিময়ে লাভ কর নিত্যধন।
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা পূর্ণ হবে কামনা।
সত্য পথে কর গতি,
ওরে মোর ক্ষুদ্র মতি
অসত্যেতে এক রতি
রেখনাক বাসনা,
সত্য পদ হৃদে ধরি কর দৃঢ় সাধনা,
পূরিবে সকল আশা, পূর্ণ হবে কামনা।
স্বর্গ যদি খসি পড়ে,
মর্ত্ত যদি ঝড়ে উড়ে
অনন্ত জলধি নীরে,
হয়ে যায় মগনা,
তবু সত্য সত্য রবে মিথ্যা কভু হবে না।
সত্য পদে সঁপি মন কর দৃঢ় সাধনা।
প্রাণ দিলে সত্য তরে,
মান দিলে সত্য করে,
অমর গাহিবে যশ
ক্ষুদ্র কীট গাবে না,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ তাহে নাহি ভাবনা,
থাকে থাকে থাক্ মান নাহি তাহে কামনা
এই ত সত্যের আজ্ঞা, এই সত্যোপাসনা

অপূর্ব্ব রমণী চরিত।

ব্রহ্মময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহ এত নিকটবর্ত্তী যে, ইচ্ছামতী হইতে গৃহে যাইতে পরের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। ব্রহ্মময়ী গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে গোলাপ ফুলের গন্ধ পাইলেন। কুসুম-সুরভি, পবন হিল্লোল, পক্ষি-কলরব, চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি যেন ব্রহ্ম-ময়ীকে মাতাইয়া তুলিল। তাঁহার মনে যেন অস্ফুটরূপে এই ভাবের উদয় হইল যে, এ সকল এখানে কেন? ঐ

সকল ভোগ করিবার কে আছে? গোলাপের গন্ধ পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের পুষ্পোদ্যানে এক বোঁটায় তিনটী লাল গোলাপ ফুটিয়াছে। তার শোভায় বাগান আলো করিয়াছে। ছুটিয়া তাহার নিকটে গেলেন। একটী সুন্দর প্রজাপতি তাহার উপর উড়িতেছে; কেবল এক এক বার কেশবৎ সূক্ষ্ম শুণ্ড দ্বারা গোলাপের গর্ভ কেশর স্পর্শ করিতেছে। ব্রহ্মময়ী বলিলেন,—"প্রজাপতি, বেশ! অমনি করিয়া উড়িতে উড়িতে গোলাপের মুখচুম্বন কর, সাবধান! উহার উপর যেন বসিও না, তাহা হইলে তোমার ভরে গোলাপ মরিয়া যাইবে।" এই বলিয়া তাঁহার গোলাপ-রঞ্জিত মুখ খানি গোলাপের নিকট লইয়া গিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"গোলাপ! তুমি এই বনের মধ্যে কারে দেখিয়া এত হাসিতেছ? তারে একবার দেখাইতে পার?" এই সময়ে বায়ুভরে গোলাপ গুচ্ছ কম্পিত হইল। ব্রহ্মময়ী বুঝিলেন, গোলাপ কারে দেখিয়া হাসিতেছে, তারে দেখাইবে না। তিনি অভিমানে মুখ ভার করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক একান্তে নীরবে বসিয়া রহিলেন। জননী স্নান সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কন্যার মুখ ম্লান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে ব্রহ্মময়ী গোলাপের দুর্ব্যবহার বর্ণন করিলেন। গৃহিণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, ছোট কর্ত্তার নিকট গেলেন এবং কন্যার বাতুলতার প্রমাণ স্বরূপে আরও গোলাপের কথা বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। ছোট কর্ত্তা কহিলেন,—"ব্রহ্মময়ী পাগল হয় নাই,—পাগল হইয়াছ তুমি; যাও,—গিয়ে, গৃহকর্ম্ম দেখ।" এদিকে এই কথা শুনিয়া গৃহিণী কর্ত্তার উপর কুপিতা হইলেন; ওদিকে গোলাপের দুর্ব্যবহারের দণ্ড বিধান করিলেন না দেখিয়া কন্যাও জননীর প্রতি একটু রুষ্ট হইলেন।

একদা মধ্যাহ্ন কালে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিবেশবাসী কয়েকটী বন্ধুর সহিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ী যথেচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া নির্নিমেষ লোচনে ক্রীড়া দেখিতে এবং প্রত্যেক বলের নাম যত্ন সহকারে শুনিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের ক্রীড়া ভঙ্গ হইল এবং সমস্ত বল ও ক্রীড়াপট্ট খানি এক বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করিয়া যথাস্থানে রাখিবার জন্য ব্রহ্মময়ীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মময়ী তাহা হস্তে লইয়া কহিলেন,—"বাবা, যখন ইহা হইতে বলগুলি বাহির করিয়া সাজাও, তখনই তাহাদের রাজা, দাবা, হাতী, ঘোড়া বোড়ে, নৌকা, এই সকল নাম হয়; কিন্তু এখন এই পুঁটুলীটীর নাম কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয়, ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই কহিলেন,—"এখন আবার ওর নাম

কি? এখন ওর নাম খেলা!” ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—“বাবা, আমাদেরওত মূলে এইরূপ; কেবল সৃষ্টির পর পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে,—নয়! বাবা?” তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল; মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এই ব্রহ্মময়ীকে গৃহিণী পাগল বলেন।” ব্রহ্মময়ী পুনরায় কহিলেন,—“বাবা, কথা কওনা কেন?” তিনি বলিলেন,—

“মা, তুমি যা বলিলে, তাহাই সত্য। হাঁমা তুমি এসকল কোথায় শিখিলে?”

“কি কোথায় শিখিলাম বাবা?”

“খেলার কথা।”

“ওকি আবার শিখিতে হয়? ও সব আপনিই আমার মনে আসে।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মময়ী যেন এ পৃথিবীর মানুষ নহে; উহার মন প্রাণ যে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা সেই জানে। বোধ হয়, ব্রহ্মময়ী এ সংসারকে ব্রহ্মময়ই দেখে!

একদিন অপরাহ্ণে ব্রহ্মময়ী তাঁহাদের একটী মুসলমান প্রজার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। মুসলমান গৃহিণীর অনুরোধে তাঁহার বালিকা কন্যার কেশ বন্ধন করিয়া দিতে বসিলেন। সেই সময়ে ঐ কন্যাটীর পিতা পীড়িত ছিল। কোন কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য সেই গৃহে আগমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা ব্রহ্মময়ী অস্পর্শীয়া ম্লেচ্ছ বালিকার কেশ রচনা করিয়া দিতেছেন। তিনি রোগীর নাড়ী দেখিবেন কি? এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার নিজের নাড়ী ছাড়িল। কহিলেন,—

“ও—ও—ও বাম্‌নি, এ—এ—এই অবেলায় না—না—নাবি নাকি? মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁইছিস্ যে?” কবিরাজটী একটু তোতলা ছিলেন, অধিকন্তু অতি সত্বরতার সহিত কথা কহিতেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি কথাই বাধিয়া যাইত। কোন কোন তোতলা এমন চতুরতার সহিত বাক্য বিন্যাস করে, তাহারা যে তোতলা, বাক্য দ্বারা হঠাৎ তাহা জানা যায় না। এ কবিরাজ মহাশয়, নিতান্ত সরল, স্বাভাবিক দোষ আচ্ছাদন করিবার জন্য সে চাতুর্য্যের আশ্রয় লন নাই। ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—

“কবিরাজ মহাশয়, হানিপ সেখের জ্বর ভাল করিবার জন্য কি ঔষধ দিবেন?”

“জ্ব—জ্ব—জ্বর ব—ব—বড় শক্ত, সূ—সূ—সূচিকাভরণ দি—দি—দিতে হবে।”

“আমার বাবার যদি এইরূপ জ্বর হয়, তবে কি ঔষধ দিবেন?”

“এ—এ—এই ঔষধই দি—দি—দিব।”

“যখন এক ঔষধে সকলের রোগ সারে, তখন এত ভেদাভেদ করেন কেন?” কবিরাজ মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন,—

"আ—আ—আরে ম—ম—মলো, তা—তা—তাই বলে মু—মু—মুসলমান ছুঁ—ছুঁ—ছুঁবি নাকি ?"

"তায় ক্ষতি কি ?"

"ব—ব—বটে ? এ—এ—এখনি তো—তো—তোমার বা—বা—বাপকে ব—ব—বলে দেই।" কবিরাজ মহাশয়ের রোগী দেখা থাকিল; এই কথা বিদ্যারত্নকে বলিয়া দিবার জন্য বেগে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মময়ী হাসিতে লাগিলেন,—মুসলমান গৃহস্থ কিছু অপ্রতিভ হইল। কবিরাজ বিদ্যারত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি একথা আর কোন খানে গল্প করিবেন না। আমি স্নান ও গঙ্গাজল স্পর্শ না করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।" কবিরাজ মহাশয় বিদ্যারত্ন-সমীপে স্বীকার করেন যে তিনি একথা আর কোথাও প্রকাশ করিবেন না; কিন্তু দুই চারি দিবসের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকেই পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল যে বিদ্যারত্ন তনয়া ব্রহ্মময়ী যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াছে। প্রথমে বিদ্যারত্ন মহাশয় একথায় বড় আস্থা করেন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, যবন পরিবাদবশতঃ ব্রহ্মময়ীর দুই চারিটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মময়ীর উপর কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মময়ীর এই অপবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহা কেবল কবিরাজের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বিলক্ষণ চতুরতার সহিত এই বিষয়টী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ সে কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। ব্রহ্মময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

ব্রহ্মময়ীর বিবাহ-বিবরণটীও সুশ্রুষাজনক; সেইজন্য এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা গেল। যখন ব্রহ্মময়ীর উদ্বাহ জন্য উদ্যোগ হইতে লাগিল; চারিদিক্ হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মময়ী পিতার নিকট চাণক্যের শ্লোক, দাতাকর্ণ ও গুরুদক্ষিণা অধ্যয়ন করেন এবং গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ধারাপাত ও হস্তাক্ষর লেখেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ইহা জানিতেন, বিশেষতঃ পুত্র সন্তান না হওয়ায় কন্যাহইতেই পুত্র পালনের সুখানুভব করিতেন। ব্রহ্মময়ী সমস্ত চাণক্য শ্লোক উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট—"আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু—"এই অংশটুকু বড় মিষ্ট বোধ হইত। এইজন্য সর্ব্বদা উহা মুখে বলিতেন এবং বাড়ি গিয়া যেখানে সেখানে লিখিতেন। এক দিন ব্রহ্মময়ী আর একটী বালিকার সহিত বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী তড়াগ-তটে মস্যাধার, লেখনী ও বসিবার আসন রাখিয়া তাল পত্র ধৌত করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে কোন একটী পূর্ণবয়স্ক পরম সুন্দর পুরুষ ঐ স্থান দিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ীর অনুপম সৌন্দর্য্য, অমৃতায়মান কণ্ঠস্বর, বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস এবং সীমন্তে সিন্দুরাভাব দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ মৃগবরের ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া জলাশয় হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই দণ্ডায়মান পুরুষের সতৃষ্ণ লোচনে ব্রহ্মময়ীর দৃষ্টি সংযোগ হইল। এই দৃষ্টি মিলন মাত্রেই তাঁহার শতদল শোভাবিনিন্দিত স্মিত-বিকসিত বদন লজ্জায় আনত হইল; বামকক্ষে লেখনীর উপকরণ ক্ষীণহস্ত সঙ্গিনী বালিকার স্কন্ধে অর্পণ পূর্ব্বক সচঞ্চল পদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে বালিকারে কহিলেন—

"ওলো, তুই ঐ লোকটীকে জিজ্ঞাসা কর,—উনি কি লোক।" বালিকা পশ্চান্মুখী হইয়া দণ্ডায়মান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি লোক"

"আমি ব্রাহ্মণ।" "ব্রাহ্মণ" শুনিবামাত্র ব্রহ্মময়ী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মময়ীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুমারিকে, তুমি লিখিতে পার?" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের প্রতি স্মিত-বিস্ফারিত লোচনের বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালন-সঙ্কেতে জানাইলেন, তিনি লিখিতে পারেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

"তবে তোমার ও তোমার পিতার নাম লেখ দেখি!" ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মণের দিকে পরাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং একটী তালপত্র উত্তমরূপে মার্জ্জন করিয়া তাহাতে অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে আপনার ও পিতার নাম লিখিলেন এবং পত্রটী বালিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পত্রটী বালিকার হস্ত হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহ গমনে অনুমতি করিলেন। বালিকাগণ গৃহাভিমুখে চলিলেন। ব্রাহ্মণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার পরাঙ্মুখী হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মময়ী সঙ্গিনীকে কহিলেন,—

"ওলো, পশ্চাতে ফিরিয়া দ্যাখ!" বালিকা ফিরিয়া দেখিয়া কহিল,—

"ঠাকুর তোকে বিয়ে করিবে।" ব্রহ্মময়ী চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলি দুইটী বালিকার গ্রীবায় অর্পণ করিয়া কহিলেন, "তোরে।" এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোরা বিদ্রোহ।

ইংরাজি ১৭৫৭ সালের সুপ্রসিদ্ধ পলাসী সমরের অব্যবহিত পর হইতে এদেশে অবিচলিত ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে বৃটিষ প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইলে, ইউরোপীয়েরা শান্তচিত্তে ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় অধিবাসীদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নৈতিক সাহসের হীনতা দর্শন করিয়া ইংরেজেরা মনে করিয়াছিলেন, মার্জ্জার প্রকৃতির ভারতীয় পুরুষগণকর্তৃক শার্দ্দূলপ্রকৃতিক শ্বেতকায়দিগের অণু প্রমাণ অনিষ্ট সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, বিগত সার্দ্ধশত বর্ষকাল মধ্যে বৃটিষ শাসনে ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক নয় বার বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নয় বার বিদ্রোহের মধ্যে ইংরাজ সেনা কর্তৃক দুইবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আপনাদের স্বজাতীয় সেনা কর্তৃক বিদ্রোহের কথাটা প্রায়ই বিশদ রূপে বর্ণনা করেন না। লুসাই গণ একবার, সাঁওতালেরা দুইবার, ওয়াহাবি গণ একবার, সিপাহীরা দুইবার, বারাসত অঞ্চলের মুসলমানেরা একবার এবং ইংরেজ সেনারা দুইবার —এই নয়বার বিদ্রোহে ভারতস্থ বৃটিষ সাম্রাজ্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত, আশঙ্কিত ও বিচলিত হয়। আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে শ্বেতসেনার দুইবার বিদ্রোহের বিবরণ উল্লেখ করিব।

১৭৬০ সালের কিশোরাবস্থায় লর্ড ক্লাইব বিলাতস্থ ইণ্ডিয়া হৌসে ভারত শাসন সম্বন্ধে * বিস্তৃত লিপি প্রেরণ করেন, তাহার স্থান বিশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমরা ভারতবক্ষে যেরূপ সেনা স্থাপন করিয়াছি ভারতের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আক্রমণ করিলেও তাহা পর্য্যুদস্ত হইবেনা।" ক্লাইব যখন একথা লিখেন, তখন বোধহয় তিনি জানিতেন না যে অনতিবিলম্বে তাঁহার স্থাপিত শ্বেতসেনার দ্বারাই তাঁহার নবাধিকৃত রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিবে। এই সময়ে সেনা ও সৈনিক পুরুষদিগের মাহিনা ও ব্যয়ে কোম্পানির রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শাসনকর্ত্তারা সেনানিবাসের ব্যয় লাঘব করিবার জন্য উদ্বিগ্ন ও উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। অন্য দিকে সেনারা মনে করিতে লাগিল, যাহাদের শোণিত ব্যয়ে রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগকে মর্য্যাদাহীন দরিদ্রের অবস্থায় পরিণত করিতে চাহেন। ফৌজের সর্দ্দারেরা ফৌজদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, শাসনকর্ত্তারা সেনাদিগের আকাঙ্ক্ষা

* Marshman's Histoy of India P. I. page 311.

পূরণ করিতে অসম্মত হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া লওয়া উচিত। সেনারা ভাবিল, ভারতের শাসন, প্রভুত্ব রক্ষা ও উন্নতি বুঝি তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত; সুতরাং তাহারা দেশীয় রাজাদিগকে এই শিক্ষা দিতে লাগিল যে, ফৌজের অনুমতি বা অভিমতি ব্যতীত ভারত শাসনের কোনও প্রয়োজনীয় কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্পেন্‌সার সাহেব সেনাদের কথার পোষকতা করিতে লাগিলেন, সুতরাং শ্বেত সেনারা ক্রমেই অহঙ্কারে স্ফুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে এই নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সেনাধ্যক্ষেরা মাহিনা, ভাতা, খরচা ও পাথেয় ব্যতীত "বাট্টা" নামে এক অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। মীরজাফর এই বাট্টা আরও বাড়াইয়া দেন; সেনাধ্যক্ষেরা এক্ষণে দ্বিগুণ বাট্টা প্রার্থনা করিয়া বসিল। বিলাতের ডাইরেক্টরেরা ভারত রাজ্যের অর্থকোষ ক্রমেই শূন্য হইতেছে দেখিয়া, সেনার সর্দ্দারদিগের এই বাট্টা একেবারে উঠাইয়া দিতে অনুমতি করেন; সেনাধ্যক্ষেরা হুকুম তামিল করিল না, সুতরাং কলিকাতার কৌন্সিল বোর্ড এই হুকুম জারী করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। ক্লাইব সাহেব বিলাতে গিয়া বিশেষ জিদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি বাহির করিলেন যে, ১৭৬৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ হইতে এই বাট্টা একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। অনুমতি যথারীতি পৌছিল বটে, কিন্তু গ্রাহ্য করিবার লোক মিলিল না। সেনাধ্যক্ষেরা আদৌ এই হুকুম তামিল করিতে স্বীকৃত হইল না। ফৌজের কর্ত্তারা গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া শপথপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইল এবং এই হুকুম প্রত্যাহরণ করিবার জন্য ক্লাইব সাহেবকে অনুরোধ করিল। গোপনীয় কমিটী চলিতে লাগিল, পরস্পর চাঁদা করিয়া টাকা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং সকলেই মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। কলিকাতার সাহেব সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত ছিল, তাহারা প্রতিহিংসার আশ্চর্য্য সুবিধা পাইয়া বিদ্রোহেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর চাঁদা দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিল। আবশ্যক বন্দোবস্ত সমাপন হইলে, স্থির হইল যে একদিন একেবারে দুই শত সেনাধ্যক্ষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, একদিন দুই শত সেনাপতি চাকুরী ছাড়িয়া দিল।

এই সময়ে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বেহার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হওয়ায়, শ্বেত সেনাধ্যক্ষগণ ভাবিল গবর্ণমেণ্ট তোষামোদ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় অধিকতর বেতনে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না। গবর্ণমেণ্ট অন্য পন্থা-

বলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্লাইব বলিলেন, যদি বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষদিগের হস্তে জীবন দিতে হয় তাহাও ভাল, তথাচ তাহাদের অন্যায় আবেদন বা জিদের বশবর্ত্তী হওয়া কখনই উচিত নহে। তিনি কর্ম্মত্যাগী সর্দ্দারদিগকে পুনরায় কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় চালান দিবার হুকুম করিলেন। মান্দ্রাজস্থ বড় বড় সাহেবদিগকে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তথায় নূতন ইংরাজ সর্দ্দার পাওয়া গেলে, তাহাদিগকে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া শূন্যপদ পূর্ণ করা যাইবে। মান্দ্রাজ, কাশী, মুঙ্গের, প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে এই হঙ্গামা ঘটিয়া উঠে। যে সকল সেনাধ্যক্ষ এ পর্য্যন্ত রাজভক্তি সহকারে কোম্পানির কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল, প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন, এবং কড়া হুকুম জারি করিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করতঃ কোর্ট মার্শেল আইন মতে তাহাদের অপরাধের বিচার করিবার আদেশ দিলেন। সর্দ্দারেরা লড়ালড়ি করিল, যথেষ্ট হঙ্গামা বাধাইয়া বসিল, কয়েকবার অস্ত্র তুলিল, কিন্তু পরিণামে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। মুঙ্গের ও মান্দ্রাজের হঙ্গামা দমন করিয়া, শাসনকর্ত্তা কাশী যাত্রা করিলেন; তথায় সিপাহীদিগের সাহায্যে গোরা বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন হইয়া গেল। ঐতিহাসিক মার্শমান সাহেব বলেন, সিপাহীরা এই সময়ে যথেষ্ট বিশ্বস্ততা, সাধুতা, সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল। সিপাহীরা ৫৪ ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ পথ গমন করিয়া গোরাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে প্রথম গোরা বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে শ্বেতপুরুষেরা আবার অধিকতর নির্ভীকতার সহিত ভারতশাসন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাঁথা গুলি বাঙ্গালীর অতীব ব্যবহার্য্য পদার্থ। গৃহিণী অবসর পাইলেই পুরাতন কাপড়ের ছোট বড় পুরু, পাতলা নানা প্রকার কাঁথা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং তাহাতে পুরাতন কাপড়ের ওয়াড় দিবেন। এখানে একটী পরিবারের বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে

পরিবারের গৃহিণী অত্যন্ত মিতব্যয়ী। তিনি তাঁহার বাড়ীতে যতগুলি পরিজন তদপেক্ষা ২।৪ খানি অধিক সুন্দর কাঁথা সুন্দর ওয়াড় লাগান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, শীতের প্রারম্ভে বালক বালিকাদিগের ব্যবহার জন্য সেই কাঁথা প্রদত্ত হয়। যখন শীত অধিক হয়, তখন কাঁথা গুলিকে তুলিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে লেপ দেওয়া হয়; আবার যখন শীতের প্রকোপ কমিয়া আসে, তখন লেপের ওয়াড় গুলি পরিষ্কার করিয়া লেপ তুলিয়া রাখা হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে পুনরায় কাঁথার ব্যবহার আরম্ভ হয়। পরে শীত ফুরাইলে ঐ সকল কাঁথার ওয়াড় পরিষ্কার করিয়া কাঁথা গুলি তুলিয়া রাখা হয়। ইহা-দ্বারা লেপের ব্যবহার অনেক কম হওয়ায় লেপ গুলি অনেক দিন টেঁকে এবং যে লেপ ৫০ বৎসর টেঁকিত, তাহা ১০০ বৎসর টেঁকে।

ছোট বড় পাতলা পুরু কাঁথা প্রস্তুত করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক অত্যন্ত দরিদ্র—এমন কি শীত কালে অনেক দরিদ্রা রমণীকে শিশু সকল বক্ষে করিয়া সামান্য একখণ্ড শত গ্রন্থি বস্ত্র গাত্রে দিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। হতভাগিনী শীতকালের দুর্জ্জয় রাত্রি কি করিয়া কাটাইবে স্থির করিতে পারে না। অনেক দরিদ্রা বৃদ্ধাগণ শীত কালের রাত্রিতে অনেক কষ্ট পায়। আমাদের গৃহিণীগণ যদি পুরাতন বস্ত্র নষ্ট না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রম পূর্ব্বক কাঁথা প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল অসহায় রমণী ও শিশু-দিগকে দান করেন, তাহাহইলে কত উপকার হয়। ছোট ছোট পাতলা কাঁথা করিয়া তাহার দুই দিকে দু খানি নীল রঙের কাপড় সেলাই করিয়া দিয়া তাহার একদিক কুঁচি করিয়া তাহার উপর একটী পটী লাগাইয়া ছেলেদের গায়ে দিবার বোট ক্লোক (Boat Cloak) প্রস্তুত করিয়া দিলে শীতকালে অনেক দরিদ্র লোকের কষ্ট নিবারণ হয়।

ছিন্নবস্ত্র দ্বারা যে সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা দ্বারা আরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।

মোজার গোড়ালি ও অগ্রভাগ শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যায় এবং একটু অধিক ছিড়িলেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশল আছে যাহাদ্বারা এই অব্যব-হার্য্য মোজাকে আরও কয়েক মাস ব্যবহার্য্য করিয়া রাখা যায়। মোজার গোড়ালির যতটা ছিঁড়িয়া যায়, সেই অংশটী কাঁচী দ্বারা সমকোণ আকারে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটী ছেঁড়া মোজার কিয়দংশ ঐ মাপে কাটিয়া তাহার সহিত গোড়ালীর আকারে যোড় দিলে ঠিক যোড় লাগিয়া যায়

এবং বেশ সুন্দর হয়। অগ্র ভাগের যে অংশ ছিঁড়িয়া যায়, সেই অংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটী পুরাতন মোজা হইতে সেই মাপে কাপড় কাটিয়া তাহার সহিত যোড় দিলে বেশ ভাল দেখায় এবং ঐরূপ যোড় দেওয়া এক যোড়া নূতন মোজার ন্যায় টেকে।

পুরাতন কাপড়ে বালাপোষ প্রস্তুত— অনেকে সচরাচর নূতন কাপড়ে বালা পোষ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। নূতন কাপড়ে বালাপোষ প্রস্তুত করিতে গেলে ৩॥০ টাকার কম হয় না, কিন্তু যদি পুরাতন কাপড় রং করিয়া তাহাতে বালাপোষ প্রস্তুত করিয়া রমণী নিজে তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ করিয়া সেলাই করেন, তাহা হইলে তাহাতে প্রায় বার আনা ব্যয় হয় এবং সেই বালাপোষ দুই বৎসর চলে। কিন্তু নূতন বালাপোষ ৩ বৎসরের অধিক চলে না। সেইরূপ ছোট ছোট ছেলেদের জন্য ছোট ছোট এক একখানি বালাপোষ প্রস্তুত করিলে প্রাতঃকালে তাহারা গায়ে দিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে পারে অথবা শীতকালে প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিলে শরীর বেশ গরম থাকে, শীতল বাতাস গায়ে লাগিতে পারে না।

এই বালাপোষ আবার যখন পুরাতন হইয়া যাইবে, তখনও ইহাদ্বারা আমাদের অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ছিন্ন অংশ গুলি বাদ দিয়া পরিষ্কার অংশ গুলিকে পরিমাণ মত কাটিয়া তাহার চারি ধারে রঙ্গিণ পাড় সেলাই করিয়া জানালার সুন্দর পরদা হয়। ইহাদ্বারা আর একটী কার্য্য হয়—দুই পুরু করিয়া এবং তাহার উপর বালাপোষের ন্যায় বাদামে ধরণে সেলাই করিয়া ছেলেদের শয়নের সুন্দর নরম গদি হইয়া থাকে। আবার ওয়াড় লাগাইলে আবশ্যক মত শীতকালে গায়ে দিয়া ছেলেরা শয়ন করিতে পারে।

সিটাং নদীর বাণ।

যে সকল সমুদ্র যত বিস্তৃত, তাহাতে জোয়ারের তেজ তত কম হয়, সুতরাং জোয়ারকালীন ঢেউও অধিক উচ্চ হইয়া উঠে না। এই কারণে সুপ্রশস্ত দক্ষিণ সমুদ্র এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ স্থলে তরঙ্গ ৫।৬ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না, ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরে ইহা ৮।১০ ফিট হইয়া থাকে। যে সকল উপসাগর ও অগাত সমুদ্রমুখ হইতে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, জোয়ারের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে হইতে তথায়

২০।৩০ ফিট উচ্চ হয়, বায়ু এবং ঋতুর সহকারিতা পাইলে তাল বৃক্ষ সমান ৫০।৬০ ফিটও উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গোপসাগর ব্রিষ্টল প্রণালী এবং আমেরিকার ফণ্ডী অখাতে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। এইরূপ উপসাগর সহিত যেখানে প্রশস্ত নদীমুখের সংযোগ, সেখানে তরঙ্গ আরও প্রবল হইয়া বাণ উৎপাদন করে এবং সেই বাণ নদী পথে অনেক দূর উত্থান করিয়া আকস্মিক ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটন করিয়া থাকে।

আমেজন, ভাগীরথী, সেবারন্, গারোনপ্রভৃতি অনেক নদীতে প্রবল বাণ ডাকিয়া থাকে, কিন্তু চিনের সিণ্টাং নদীতে ইহা যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যখন পূবে হাওয়া বহিতে থাকে এবং কটাল হয়, তখন ইহার ভীষণতা বর্ণনাতীত। ডাক্তার মাক্‌গ্রোন্ নামক এক সাহেব নিম্নলিখিত বর্ণনায় ইহার আভাস প্রকাশ করিয়াছেন :—

"সিণ্টাং নদীর এবং এক মাইল দীর্ঘ নগর প্রাচীরের মধ্যে তীরবর্ত্তী জনাকীর্ণ অনেক গুলি উপনগর আছে, তাহা বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ। যেমন কটাল আসিয়াছে, দলে দলে লোক আসিয়া রাস্তায় জমিল এবং সিণ্টাং নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল যেন তাহার জল উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে। আমি একটী মন্দিরের সম্মুখস্থ উচ্চ বারাণ্ডায় থাকাতে সমুদায় দৃশ্য সুন্দররূপে দেখিতে লাগিলাম।

বাজারে ঘোর কোলাহলে যে সকল কারবার চলিতেছিল, তাহা হঠাৎ স্থগিত হইল; কুলীরা দলবদ্ধ হইয়া আড়ত সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল কে কোথায় চলিয়া গেল, দাঁড়ী মাল্লারা মাল তোলা ও ফেলা বন্ধ করিয়া নদীর মধ্যস্থলে নৌকা সকল লইয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অতুল জনাকীর্ণ বন্দরটী বিজন নগরের আকার ধারণ করিল। নদীর মধ্যস্থল জেলেডিঙ্গী হইতে বৃহৎ বৃহৎ বাজরা নৌকাতে সুসজ্জিত হইল।

তরী সকল হইতে চিৎকারধ্বনি হইতে লাগিল, তাহাতেই বাণের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইল। যতদূর দৃষ্টি গেল দেখিতে পাইলাম, নদীমুখ হইতে প্রবাহিত শ্বেতবর্ণের কাছি যেন বিস্তারিত হইতেছে। ইহার কল কল ধ্বনি ক্রমে ভীষণ বজ্রনাদে পরিণত হইয়া নাবিকদিগের কোলাহল ডুবাইয়া দিল এবং ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ইহা অগ্রসর হইয়া শ্বেতপ্রস্তরপ্রাচীরের মূর্ত্তি কিম্বা ৪।৫ মাইল প্রশস্ত এবং ৩০ ফিট উচ্চ চলিষ্ণু প্রস্রবণের আকার ধারণ করিল। যে অসংখ্য তরী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাণের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহা অচিরে তাহারি সম্মুখীন হইল।

আমি হুগলী নদীর বাণ দেখিয়াছি,

তাহা ইহার নিকট কিছুই নহে। কিন্তু সেই হুগলীর বাণের তেজে কতশত নৌকা সুকৌশলে দৃঢ় করিয়া রাখিতে না পারিলে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাহা স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর বাণের মুখে অনেক নৌকাবাসীর প্রাণ নাশ হইবে, আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল। বাণের ফেণিল জলরাশি ভীষণ বেগে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, নৌকার লোকে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া তরঙ্গের দিকে নৌকার মাথাগুলি ফিরাইয়া ধরিতে লাগিল। তরঙ্গ সম্মুখস্থ সকল বস্তু অতল জলগর্ভে ডুবাইতে আসিতেছে বোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য নাবিকদিগের শিক্ষা, নৌকাগুলি লইয়া তাহারা সেই উদ্বেল তরঙ্গের মস্তকের উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল।

যখন বাণ সজ্জিত নৌকাশ্রেণীর অর্দ্ধপথে আসিল, তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। একদিকে স্থির স্রোতের উপর তরিমালা যেন বিশ্রাম করিতেছে, আর একদিকে তরঙ্গের সহিত উঠানামা করিতেছে, আর একদিকে নিম্নমুখ ও ঊর্দ্ধমুখে শকুল মৎস্যের ন্যায় ছটফট করিয়া যেন ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতের গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই ভয়ঙ্কর উদ্বেগকর ঘটনা মুহূর্ত্তকালমাত্র দৃষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্ত পরে সে দৃশ্যপট অন্তরিত হইল। কিন্তু চীনাদিগের বর্ণনানুসারে ইহার আকার, বেগ ও গতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া নগর হইতে ৮০ মাইল দূর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইল। ভাঁটা হইতে জোয়ার যেমন আকস্মিক হইয়াছিল, জোয়ারের পর ভাঁটা সেরূপে না হউক, ক্রমে অল্পে অল্পে উপস্থিত হইল।

বাণ চলিয়া গেলে অল্পক্ষণ পরে আবার বাণিজ্য ব্যাপার আরম্ভ হইল। নৌকা সকল আবার তীরে বাঁধা হইল এবং অসাবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ গোলমালের মধ্যে লোকে যে সকল জিনিষ ইতস্ততঃ ফেলিয়াছিল, বালক ও স্ত্রীলোকেরা তাহা কুড়াইতে মহা ব্যস্ত হইল। জলের স্রোতে রাস্তা ঘাট আর্দ্র হইয়াছে এবং জলরাশি তীরস্থ বাঁদও কিয়ৎ পরিমাণে ছাপাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে সকলে সুস্থির হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিল।

ভাই বোন।

সরোজ বাড়ী আসিয়া বিষণ্ণ মনে আপনার পড়িবার বইগুলি রাখিয়া একা বসিয়া কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে সরোজিনী দাদার বাড়ীতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চঞ্চলচিত্তে সরোজের পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল প্রবেশ

করিবা মাত্র তাহার চঞ্চল চক্ষু দুটি ভাইয়ের সেই বিষণ্ণ মুখের উপর পড়িল। সরোজিনী ব্যাকুল হইয়া বলিলঃ—দাদা তুমি অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছ? সরোজ একটু অপ্রস্তুত হইল; বলিল, তুমি কেন এখানে এলে? আমি একা বসিয়া একটু ভাবিতেছি তুমি আসিয়া আমায় চিন্তার ব্যাঘাত করিলে, তুমি এখন যাও, একটু পরে আসিও। সরোজিনী একটু দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার মনটী দাদার নিকট পড়িয়া রহিল; বাহিরে আসিতে আসিতে ভাবিল দাদা অমন করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে কেন? দাদার কি হইয়াছে। দাদা হয়ত কোন বিপদে পড়েছে তাই অমন করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি আবার যাই, গিয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে, কেন অমন করে বসে আছে? এই ভাবিয়া সরোজিনী আবার দাদার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না পাছে ভাই বিরক্ত হয়। দ্বারের নিকটে গিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে ভাই দেখিতে পায়, দেখিতে পাইলে সরোজিনীকে ডাকিবে এই আশায় সে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ এইরূপে তথায় থাকিতে না থাকিতে সরোজ দেখিতে পাইল যে সরোজিনী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, তখন ভাই চিন্তার গুরুভারকে মন হইতে ক্ষণ কালের জন্য বিদায় দিয়া স্নেহ ভালবাসার প্রতিমা ভগিনী সরোজিনীকে নিকটে ডাকিল, ডাকিবা মাত্র সরোজিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া হাসিভরা মুখে দাদার নিকটে গেল, কিন্তু নিকটে যাইতে না যাইতে তাহার প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান ভাব ধারণ করিল। সেই দশম বর্ষীয়া বালিকা গম্ভীর ভাবে ভাইয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে সরল মুখের গাম্ভীর্য্যের পশ্চাতে বালিকার ব্যাকুলতার ভাব চিত্রিত রহিয়াছে। সরোজ সে মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বুঝিল সরোজিনী কেন এত আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সে জানে যে সে তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; বোনের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে হইবা মাত্র তাহার ভালবাসার পরিচায়ক কত ঘটনা সরোজের মনে তখনই উদয় হইল! সেই যে এক দিন খেলা করিতে করিতে বোতল কুচিতে তাহার পা কাটিয়াছিল, রক্তে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল, সকলেই রক্ত দেখিয়া ভয়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কি করিবে ঠিক করিতে পারে না, একজন যেই বলিল গাঁদা ফুলের পাতা থেঁতো করে কাটার মুখে লাগাইয়া বাঁধিয়া দাও, মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে সরোজিনী ফুল বাগান হইতে গাঁদার পাতা আনিয়া

থেতো করে কাটার মুখে দিয়ে একটা মস্ত নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিল, আহা সে দিন যেমন ভালবাসা ও ব্যাকুলতা উহার মুখেতে দেখিয়াছিলাম, আজও ঠিক তেমনি দেখ্ছি, এইরূপ আরও কত স্নেহ মমতা ও ভালবাসাসূচক ঘটনা তাহার মনে উদয় হইল। এমন সময়ে ভগিনী ভাইকে বলিল দাদা তুমি আজ স্কুল থেকে বাড়ী এসে এমন একা গালে হাত দিয়া বসে আছ কেন? তোমার কি হয়েছে বল না? সরোজ বলিল বোন তুমি ছেলে মানুষ তোমার সে সকল কথা শুনে কাজ নাই, তাতে তোমার মন খারাপ হবে। সরোজিনী বলিল না দাদা আমার মন খারাপ হবে না, তুমি আমাকে বল, আমি শুনিলে তোমার মনের কষ্ট যদি একটু কমাইতে পারি তা হলে আমার মনে বড়ই সুখ হবে। বল বল, আমি শুনি। সরোজ ভগিনীর আগ্রহ দেখিয়া আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। মনের সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল, তখন সরোজিনীর কোমল প্রাণ গলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল তবে বুড়ির কি হবে? আর ঐ যে কচি ছেলে দুটির কথা বলিলে উহারা কোথায় যাইবে? হত-ভাগা পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেত তবে তার এমন দশা কেন হল, সে কেন চুরি করিতে গেল? আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল ত আবার তার মনিবকে এমন মারিল যে মার খেয়ে মনিব মরে গেল! সর্ব্বনাশ! এমন দুরন্ত লোকত দেখিনি, এমন লোককে দ্বীপান্তর করিয়াছে তাহাতে আমার দুঃখ হইতেছে না। ঐ ছেলে দুটি আর ঐ বুড়োমায়ের জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দাদা এক কাজ করনা কেন, চল আমরা দুজনে দাদা মশাইয়ের কাছে যাই, তিনি হয়ত আমাদের বাড়ীতে ঐ বুড়ীকে আর ঐ ছেলে দুটিকে আনিয়া রাখিতে পারেন। আমি খুব ভাল করিয়া তাঁহাকে বলিব। তুমি চল। তখন দুই ভাই বোন একত্র হইয়া দাদা মহাশয়ের নিকট চলিল।

(ক্রমশঃ)

কীট-তত্ত্ব

পৃথিবীতে কত কীটের বাস, কে তাহার সংখ্যা করিবে! এক বিন্দু জলে লক্ষ লক্ষ কীটাণু বিচরণ করিতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ সকল ক্ষুদ্র কীট শরীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে! অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি যত প্রখর হইতেছে, ততই নূতনবিধ কীট জাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। চক্ষুর অদৃশ্য

জাতিদিগকে ছাড়িয়া এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে লক্ষ জাতীয় কীট সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদিগের এক এক জাতির সংখ্যা অগণ্য! ইউরোপে ১৫৬০ প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষের গণনা হইয়াছে, ইহার এক একটীতে ছয় প্রকার কীটের অধিষ্ঠান। পতঙ্গ ও পক্ষহীন উভয় প্রকার কীটজাতির সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার অনুমিত হইয়াছে। এক এক জাতির গঠন, কার্য্যপ্রণালী, চতুরতা ও স্বভাবচরিত্র কত আশ্চর্য্য!

১৭৮০ সালে ডুরি নামক এক সাহেব কীটজাতির এক চিত্রশালিকা করিয়া ১১০০০ প্রকার কীট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক একটী নূতন জাতীয় কীটের জন্য তিনি এক এক সিকি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডোনোবান নামক সাহেব ব্রিটিষ দ্বীপের কীটদিগের বিষয়ে ১৮ খণ্ড বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। কীটতত্ত্ব বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে।

প্রকৃত কীটদিগের ৬খানি করিয়া পা, একটী পৃথক্ মস্তক, দুইটী শুঁড় এবং পার্শ্বদেশে শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগের জন্য শ্বাসনালীর সহিত সংযুক্ত ছিদ্র আছে। ইহারা অণ্ডজ অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মে এবং অনেকে অণ্ডাবস্থার পর ভিন্ন ভিন্ন তিনটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ডিম্ব হইতে (১) তুতপোকা—১৬ খানি পা, ২টী দাড় এবং ১২টী ছোট ছোট চক্ষু। অতঃপর (২) গুটীর অবস্থা, তাহাতে কীট গুটী তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। (৩) প্রজাপতি, ইহাই পূর্ণাবস্থা।

কীটেরা ২টী হইতে লক্ষ লক্ষ ডিম্ব বৎসরে প্রসব করিয়া থাকে। সামান্য গৃহ মক্ষিকা বৎসরে ২ কোটীর অধিক ডিম্ব পাড়ে। উৎকুণ ও মৎকুণের বংশবৃদ্ধির বিষয় কেনা জানেন? কীটের ডিম্ব বৃক্ষের বীজের ন্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি রক্ষা করে। ডাক্তার ডোয়াইট একটী কীট ডিম্বের কথা লিখিয়াছেন, ইহা ৮০ বৎসরের পর ফুটিয়াছিল। মসিনার বীজ ২০০ বৎসর পোতা ছিল, তৎপরে অঙ্কুরিত হইয়াছে, কীট ডিম্বের অঙ্কুরোদ্গমও সেইরূপ।

কীটদিগের শরীরে রক্তের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ বা জলবৎ রস আছে, শরীরে অস্থি নাই, শক্ত ছালের সহিত মাংসপেশী সকল সংবদ্ধ। তাহাদের মেরুদণ্ড নাই। তাহারা মুখ বা নাসারন্ধ্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলে না, তাহাদের পার্শ্বদেশে বায়ুনির্গান যন্ত্র আছে। তাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে এবং শারীরিক শক্তি ও অভাব অনুসারে ভেদাভেদ বুঝিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা অণ্ডজ, বৃশ্চিক প্রভৃতি জীবন্ত শাবক প্রসব করে। ইহাদের পুরুষেরা ক্ষুদ্রকায়, অধিক চিত্র বিচিত্র এবং শৃঙ্গ বিশিষ্ট; স্ত্রীলোকের হুল আছে, তাহা ফুটাইয়া দংশন করে। কীটদিগের

শক্তি অতি আশ্চর্য্য। তাহাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি আছে। তাহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, এক সাধারণ উদ্দেশ্যে সকলে মিলিয়া পরিশ্রম করে এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে ত্রুটি করে না।

কতকগুলি কীটের আশ্চর্য্য কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাদ্বারা যেমন তাহাদের বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ জীবরক্ষার জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়।

(১) গুলাবকীট—পত্র হইতে চতুরতার সহিত গোলাকার অংশ সকল কাটিয়া নলের মত গুটায়। পরে ৬। ৮ বুরুল গভীর গর্ত্ত খুলিয়া তাহার মধ্যে সেই নল বসায় এবং তাহাতে একটী ডিম্ব পাড়িয়া ভাবী কীটের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া রাখে। কখনও কখনও একাধিক ডিম্ব পাড়ে, কিন্তু সেস্থলে ভিন্ন ডিম্বাধার প্রস্তুত করিয়া ভাবী প্রত্যেক কীটের আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে। কীট মাতা সন্তান রক্ষার জন্য গর্ত্তের উপরে বাস করে।

(২) গৃহসজ্জাকারী কীট (Upholster) নিম্নদিকে প্রশস্ত গর্ত্ত খোঁড়ে এবং সমস্ত গর্ত্তটী পোস্তগাছের লালপত্রে সজ্জিত করে। পরে যতগুলি ডিম্ব পাড়ে, তদনুসারে আহারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া পত্রের আবরণ দিয়া ডিম্বগুলি ঢাকে এবং গর্ত্তটীর উপরিভাগ মাটী দিয়া বুজাইয়া চলিয়া যায়। ডিম্ব হইতে কীট যথাসময়ে বাহির হইয়া সঞ্চিত আহার দ্বারা আপনাআপনি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

(৩) কাষ্ঠভেদী কীট—ক্ষত বৃক্ষে রৌদ্র লাগে এমন স্থান দেখিয়া বহু পরিশ্রমে একফুট গভীর লম্বাকৃতি গর্ত্ত করে। পরে ডিম্ব সকল ও তাহাদের উপযোগী আহার তাহার মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। এক ডিম্বের প্রকোষ্ঠ অন্য হইতে ছোট ছোট প্রাচীর দ্বারা পৃথক পৃথক থাকে। করাতের গুঁড়া ও আটা দ্বারা এই প্রাচীর সকল নির্ম্মিত হয়। প্রাচীর সকল এরূপ ভাবে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর করিয়া গঠিত হয় যে শেষ প্রাচীর শেষ ডিম্বকে ঢাকিয়া গর্ত্তটীকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে। পরে আর একটা সমতল গর্ত্ত করিয়া প্রথম গর্ত্তের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ডিম্বের কীট সকল যেমন একের পর আর একটী পরিপুষ্ট হয়, এই দ্বিতীয় গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গরিবদিগের ছোট ভগিনীগণের সাহায্যার্থ •সেণ্ট জেবিয়ার কলেজে এক সকের বাজার বসিবে. বড় লাট ও ছোট লাটের গৃহিণী তাহার প্রতিপোষিকা হইয়াছেন।

২। লর্ড ডফারিণ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

৩। গত শুক্রবার রজনীতে আমেরিকার মাদক নিবারিণী সভার সম্পাদিকা বিবি লেভিট কলিকাতা মেডিকাল কলেজের থিয়েটারে এক বক্তৃতা করেন, তাঁহার বাক্‌পটুতা, অভিজ্ঞতা ও সহৃদয়তায় শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত প্রীত হইন। আমাদের গৌরবের বিষয় এই ।তমহিলা পণ্ডিতা রমাবাই অসাধারণ বাগ্মিতায় আমেরিকাবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছেন, বিবি তাহা বক্তৃতারম্ভে বিশেষরূপে স্বীকার করিলেন। আমরা ভারতামেরিকার হৃদয় বিনিময়ের এই রূপ দৃষ্টান্ত আরও দেখিতে চাই।

৪। গবর্ণমেণ্ট লবণ কর শতকরা ৷৷০ আনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে ধনীদিগের অপেক্ষা গরিবদিগেরই ক্ষতি অধিক।

৫। পণ্ডিতা রমাবাই তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাশ্রমের ফণ্ড সংগ্রহার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আমেরিকার অনেক কৃতবিদ্য মহিলা তাঁহার কার্য্যের সহকারিতা করিতেছেন। তাঁহার আশ্রমের ব্যয় বার্ষিক ৫০০০ টাকা হইবে। তিনি আমেরিকা হইতে কয়েকটী শিক্ষয়িত্রীও সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

৬। এ পি মিয়ানের তত্ত্বাবধানে দেরাদুনে শীঘ্র একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কল্যাণমঞ্জুষা বা ন্যায় প্রকাশ —শ্রীস্বামি ইন্দ্র চন্দ্রেণ সম্পন্নঃ। এই পুস্তক খানিতে ন্যায় শাস্ত্রের কতকগুলি স্থূলতত্ত্ব বাঙ্গালায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ আলোচনা যত হয় ততই ভাল। ইহা দ্বারা বিচার শক্তির উন্মেষ হইয়া সত্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

২। অবসর বিকাশ—জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। পুস্তক খানি কবিতাতে লিখিত এবং কবিতা গুলি সরস, বিশুদ্ধ ও চিন্তাপূর্ণ। বিষয় গুলিও ধর্ম্ম ও সদ্ভাবের উত্তেজক। পাঠিকাগণ এ পুস্তক পাঠে আমোদিত ও উপকৃত হইতে পারিবেন।

৩। জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম—শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, মূল্য ৷০ আনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সার সার ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা এবং সাধন প্রণালী ইহাতে বিবৃত আছে। ইহাতে লেখকগণের বিশেষ চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মার্থিগণের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

৪। রমণীর কর্ত্তব্য—গিরিবালা মিত্র কর্ত্তৃক ২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।৵০। ইহাতে

গৃহসজ্জা, আহার, শিল্পকার্য্য, পীড়িতের শুশ্রূষা, শিশুপালন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্য সকলের উপদেশ ও পরামর্শ অতি সহজ ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদিগের মতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পুস্তকখানি যে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। পাঠিকাগণ ইহার এক একখানি আপনাদিগের নিকট রাখিলে উপকৃত হইবেন।

বামারচনা।

সাধের জীবন।

(অভাগীর ছবি।)

জানিনে জীবন মোর, কেন নাহি যায় রে,
কেন হৃদি দিবানিশি, আমারে জ্বালায়রে,
নিয়ত অন্তরানলে,
অভাগিনী মরে জ্বলে,
এত জ্বালা অবলার প্রাণেতে কি সয় রে,
জানিনে জানিনে, কেন এ জীবন রয় রে!
যে ক'রে সময় যায়,
বলিয়ে বুঝাব কায়,
বুঝিবে কে? সমদুখী,—কে আছে এমন,
বুঝিবে, জানিবে এই যন্ত্রণা ভীষণ!!
পুড়িয়ে হৃদয় মম,
হইল রে ভস্ম সম,
তবু কেন পোড়া প্রাণ, বাহির না হয় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে?
কি আগুন বুক্ জুড়ে,
কেহ যে বুঝিল নারে,
কে দেখিবে, কে বুঝিবে, বুঝাইব কায় রে
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে।
কাঁদিয়া কাটিল দিন বুঝিরে এবার,
থামিবে না, এ রোদন, জীবনে আমার,
এমনি এমনি করে,
কাঁদিব হৃদয় পূরে,
জ্বলিবে দারুণ চিতা, কি সাধের প্রাণ,
এ যাতনা কভু কিরে হবে অবসান?
সাধ সন্ন্যাসিনী হই,
সকল ছাড়িয়া যাই,
ঢালিরে বিষাদানল, যাইয়া বিজনে,
দেখাব না, এ যাতনা নিদয় ভুবনে,
তপত নিশ্বাস আর,
অশ্রুজল হাহাকার,
দেখাব না, বোঝাব না সব প্রাণে সয় রে,
জানিনে জানিনে কেন এ জীবন রয় রে!!
অনল পরাণ জুড়ে,
কেহ তো চাহে না ফিরে,
বুকের পিপাসা যাহা, বুকেতে শুকায় রে,
জানিনে জীবন মোর,কেন নাহি যায় রে!!
জীবনের সাধ, আশা মরণ কামনা,
বজ্রাহত মন প্রাণ, কি যে রে যাতনা।
কি বাজে অশনিপাতে,
কি জ্বালা মরণাঘাতে,

যা জ্বলে জীবনে, তার তুলনা কোথায়,
কি ভীষণ অনলেতে অন্তর পোড়ায়।
জীবন যাতনা হায়,
বলে কি ফুরাণ যায়,
মরমে মরমে বেঁধা রহিল সকল,
যাবেনা জীবনে কভু ভীষণ অনল।
যত দিন রবে প্রাণ,
এ যাতনা অবসান,
হয়ত হবেনা কভু, একি প্রাণে সয় রে,
জানিনে জানিনে কেন, এজীবন রয় রে!!
হৃদয় বিনোদ বন,
আছিল রে অনুক্ষণ,
শ্মশান শ্মশানময়, কেন এবে হয় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায় রে।
সাধের জীবন মোর, কত জ্বালাময় রে,
কি জ্বলে এ পোড়া প্রাণ, কি যাতনা সয় রে,
কত উষ্ণ জল যে রে,
নীরবে নিয়ত ঝরে,
কে দেখিবে কে বুঝিবে কার এত দায়রে,
পুড়িয়া মরিলে বল, কেবা ফিরে চায় রে,
জানে কি এ জ্বালা কেহ,
বোঝে কি অন্তর দাহ?
কে কাঁদেরে কাঁদা দেখে, সে দৃশ্য বিরল,
হাজারে মেলেনা এক—নয়নের জল,
কাঁদিতে জীবন যদি,
থাকে মোর সে অবধি,
এমন সাধের প্রাণ, কেবা তবে চায় রে,
জানিনে জীবন মোর কেন নাহি যায়রে!
বিষাদ বেদনা রাশি,
মনে প্রাণে মেশামিশি,
বুক ভরা এ অনল, নিবিবার নয় রে,
জানিনে জানিনে কেন, এ জীবন রয় রে?

শ্রীহরিমতী দেবী।

ফুল। *

কি সুন্দর ফুলগুলি রয়েছে ফুটিয়া
আয় বোন্ যাই মোরা আনিতে তুলিয়া।
রাশি রাশি ফুল তুলে নির্জ্জনে বসিব।
মনের মতন মালা কতই গাঁথিব॥
না বোন্ একটু দাঁড়া শিশিরে ভিজিয়া।
ফুলগুলি শীত বাতে উঠিছে কাঁপিয়া॥
এখনি হইবে বোন্, উদিত তপন।
শিশির শুকায়ে যাবে নিশ্চয় তখন॥
এখন ওদের পানে এস চেয়ে থাকি,
কেহ না তুলিয়া লয় দিয়ে যেন ফাঁকি॥
দেখিতে সকালে ফুল সুন্দর কেমন।
তাই নিত্য তুলি বোন করিয়া যতন॥
বেলা হ'লে ধীরে ধীরে যায় শুকাইয়া,
শেষে দল গুলি তার পড়ে গো ঝরিয়া।
যে দিন একটি পুষ্প ওই গাছে ছিল।
দেখিতে দেখিতে দল ঝরিয়া পড়িল॥
ওই গাছ গুলি আমি বড় ভাল বাসি।
নিত্য কত ফুল ফুটে দেখিবারে আসি॥

বাঁকিপুর } শ্রীমতী হেমলতা ঘোষ।

* একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার লিখিত।

No. 278. March 1888.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৮ সংখ্যা ফাল্গুন ১২৯৪—মার্চ্চ ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
মূল্য চারি আনা।

আগামী ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইবে, ইহাই আমাদিগের ক্ষুদ্র পত্রিকার জুবিলী। এই উপলক্ষে ১০ টি রচনার পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী কতকগুলি পদ্য ও উপদেশমালা রঙ্গিন কাগজে মুদ্রিত করিয়া গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করা গিয়াছে। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বামাবোধিনীকে অনেক ব্যয়গ্রস্ত হইতে হইবে। বামাবোধিনীর আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নহে, ইহা সকলেই জানেন। কোন কোন বন্ধুর সাহায্য পাইবার আশা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহাঁর সাহস। যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসেন ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা ও আশীর্ব্বাদী স্বরূপ কিছু কিছু যৌতুক দিয়া যদি বামাবোধিনীর শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, এই তাহার উৎকৃষ্ট অবসর। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যিনি যে দান করিবেন, আমরা তাহা বামাবোধিনীর জুবিলী ফণ্ডে জমা করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে আমরা রচনা পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিব বা তদ্দারা বামাবোধিনীর উন্নতির কোন প্রকার উপায় করিব। গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে উপহার দিবার উপযোগী কোন লেখা বা পুস্তিকা কেহ অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইলে তাহা ও আমরা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রী আশুতোষ ঘোষ।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার।

বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০টি রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটি ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। গৃহ চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩। বাঙ্গালী স্ত্রী পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪। স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যে রচনা গুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত

᐀# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৮ সংখ্যা | ফাল্গুন ১২৯৪—মার্চ্চ ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শাসন পরিবর্ত্তন—রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিণ পদত্যাগ করিয়াছেন, আগামী শীতকালে বিদায়প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন করিবেন। তাঁহার স্থানে কানাডার গবর্ণর জেনারল মার্কুইস অব্ লান্সডাউন মনোনীত হইয়াছেন। ডফারিণের অভাবে না হউক, লেডী ডফারিণের অভাবে ভারত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মহারাণীর বক্তৃতা—গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহা সভার নূতন অধিবেশনে লর্ড চান্সেলর কর্ত্তৃক মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হয়। তাহাতে রুষের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব স্থাপিত হওয়াতে ইউরোপে শান্তির আশা করা হইয়াছে, এবং আয়র্লণ্ডে ভূস্বামীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের আয়বৃদ্ধির আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কমন্স সভায় এই বক্তৃতা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০০, ফাষ্ট আর্টসে ১৫০০ এবং বি এতে ৯০০ শত হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক সভা—জাতীয় ভারত সভার বার্ষিক অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছোট লাটের বাড়ীতে হয় এবং

ছোট লাট স্বয়ং সভাপতির কার্য্য করেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত এ দেশীয়দিগের সম্মিলন বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপায় ইহাতে আলোচিত হয়। ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা, শ্রীহট্ট সম্মিলনী এবং পাবনা সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসবও কলিকাতায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী ডফারিণের স্ত্রীচিকিৎসা-সহায় সভার তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

হাবড়া সেতু—ইহার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কয়েক বৎসরের মাস্থল সংগ্রহ দ্বারা উঠিয়া গিয়াছে। এখন সেতুতে যে আয় হইতেছে, তদ্দ্বারা ইষ্টইণ্ডিয়া ও ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে সংযোজক একটী পথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। কলিকাতা ও হাবড়ার মধ্যে আর একটী স্থায়ী পাকা গাঁথা সেতু নির্ম্মাণেরও কথা চলিতেছে।

রচনা পুরস্কার—"বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" বিষয়ে যে স্ত্রীলোক বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়া ৬ মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে পাঠাইবেন, তিনি বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত ৪০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

স্ত্রীলোকের সৎকার্য্য—মান্দ্রাজের শ্রীমতী সবলয় রামস্বামী পুত্রের বসন্তরোগ হইতে আরোগ্য হেতু জগদীশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়া মান্দ্রাজবাসীদিগের হিতার্থ তিনটী বিভিন্ন স্থানে তিনটী টীকা দিবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সভাপতির অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছেন।

গো হত্যা নিবারণ—গোহত্যা নিবারণ ও গোজাতির কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানারূপ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি। "কাশী জীবদয়া বিস্তারিণী সভা" এ জন্য অনেক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আরও অর্থ সংগ্রহার্থ প্রতিনিধি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইতেছেন। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে গাভী যথার্থই মাতা এবং তাহার কল্যাণের উপর ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য জীবন ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

সহমরণ—নেপালের বাজোয়ার রাজার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার দুইটী বিধবা পত্নী সহমৃতা হইয়াছেন। শুনা যায়, এই ভয়ানক আত্মহত্যার নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না, আত্মীয়গণ জোর করিয়া বাধ্য করিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে কি নৃশংস ব্যাপার!

ব্রহ্ম গোলযোগ—ইহা মিটিয়াও মিটিতেছে না। বিদ্রোহীগণ এখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি নানা স্থানে সাধ্যমত দৌরাত্ম্য করিতে ত্রুটি করিতেছে না।

"সোণা ফেলে আঁচলে গেরো।"

এ কথা অনেকে হয় ত অসম্ভব মনে করিবেন। একি কখনও হয়, এমন দামী জিনিষ সোণা, যার চেয়ে মূল্যবান্ ধাতু আর নাই, লোকে ইচ্ছা করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবে এবং কাপড়ে ফাঁকা গেরো বাঁধিয়া রাখিবে? ফাঁকা গেরো বাঁধিয়া রাখিয়া যে কোন ফল নাই, অতি মূর্খও তাহা বুঝিতে পারে। স্ত্রীলোক যত মূর্খ হউক না কেন সে কি এত নির্ব্বোধ যে সোণা চিনে না, হাতে পাইয়া আঁচলে না বাঁধিয়া তাহা ফেলিয়া দিবে আর আঁচলে একটী গেরো বাঁধিয়া সন্তুষ্ট হইবে? আপাততঃ কথাটা যত অসম্ভব বোধ হউক, ফলে দেখা যায় অনেকে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো বাঁধিয়া থাকেন। কেবল মূর্খ লোক, বালক বা স্ত্রীলোক এই দোষে দোষী নহে, পৃথিবীর বড় বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেও এই ভুল করিয়া থাকেন।

কথাটার মর্ম্ম এই, মূল্যবান্ সার বস্তু ফেলিয়া লোকে সামান্য অসার বস্তুর জন্য যত্ন করিয়া থাকে। এরূপ যে করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও দুর্ভাগ্য সকলেই একবাক্যে বলিবেন। আচ্ছা দেখুন ত সংসারে লোকে সর্ব্বদা কি করিতেছে? লোকের যত্ন আগ্রহ কিসের জন্য? পৃথিবীর ধন মান প্রভুত্ব ও সুখ সংগ্রহেরই জন্য। যে ব্যক্তি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কেবল অর্থসঞ্চয় করিতেছে, সে কি আঁচলে গেরো বাঁধিতেছে না? রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে কি? সে অর্থ কি সঙ্গের সম্বল হইবে? গজনীর মামুদ রত্নগর্ভ ভারতকে দ্বাদশবার লুণ্ঠন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন তাঁহার সুসজ্জিত অশ্ব রথ গজ, মহার্ঘ মণি-মাণিক্য বস্ত্রালঙ্কার সকলগুলি একবার সাজাইয়া তাহার চক্ষের সমক্ষে ধারণ করা হউক। তাহাই করা হইল। তিনি চিরকালের জন্য যে চক্ষু মুদ্রিত করিতে যাইতেছেন, তাহা দ্বারা একবার প্রদর্শিত সম্পদ ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর তৎসঙ্গে একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এ নিশ্বাসের অর্থ তিনি বুঝিলেন, তিনি আঁচলে গেরো বাঁধিয়াছেন। অজ্ঞানতাবশতঃ এত দিন মনে করিয়াছিলেন, মুঠার মধ্যে অতুল সম্পদ দৃঢ়রূপে ধরিয়াছেন, এখন দেখেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ হয় নাই, সব ফাঁকা। মামুদ আঁচলে শূন্য গেরো বাঁধিয়াছিলেন, কত লোকে এইরূপ গেরো বাঁধিতেছেন! গ্রন্থির উপরে গ্রন্থি, তার উপরে গ্রন্থি, কিন্তু ভিতরে ফাঁক।

বড় মান যশ নাম ডাক হাঁক করিয়া

যাঁহারা পৃথিবী কাঁপাইতেছেন, মর্ত্ত্য-লোকে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন বলিয়া যাঁহারা নিয়ত ব্যস্ত, তাঁহারাও কি করিতেছেন? অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধনই করিতেছেন! অকাতরে সাধের অর্থ ব্যয় করিয়া নানা আয়াসে উচ্চ নীচ সকলের মনোরঞ্জন করিয়া যে খ্যাতি যশ পাইলেন, তাহা কি বাতাসে নির্ম্মিত নয়? লোকের মুখের কথা, গুটিকত শব্দ বা অক্ষর বায়ুতে নির্ম্মিত, বায়ুতেই বিলীন হইয়া যায়। কোন রাজা বা রাজ্ঞীর কথায় যে মান উপাধি এক নিমেষে হয়, এক নিমেষে যায়, মানুষের রসনার উপর যে নাম যশের নির্ভর, তাহার স্থিরতা কোথায়? কিন্তু ইহারই জন্য মানুষ কত পাগল! লোকে বলে, "যাক্ প্রাণ, থাক মান।" প্রাণ দিয়াও মান রক্ষা করিতে যায়, কিন্তু এই মান মরিলে কি সঙ্গের সম্বল হয়? মান সংগ্রহের জন্য চেষ্টাও কি আঁচলে গেরো বাঁধা নয়?

উচ্চপদ প্রভুত্বের জন্য মানুষের কত লালসা? প্রতারণা করিয়া অন্যায় করিয়া নরশোণিতে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিয়া মানুষ রাজা, প্রভু, মহোচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইতে যায়! কি প্রাণান্ত পরিশ্রম, কি অবিশ্রান্ত ভাবনা ইহারই জন্য! কিন্তু উচ্চপদ পাইয়া কি লাভ হয়. সেণ্ট হেলেনাবাসী নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে জিজ্ঞাসা কর,—তাঁহার ন্যায় শত শত দুরাকাঙ্ক্ষ লোক-ত্রাস ভূপতিদিগকে জিজ্ঞাসা কর। উচ্চ-পদ বায়ুস্তম্ভ কেবল ভূতলে সবলে আছড়াইয়া ফেলিবার জন্য, তাহাদিগের নিকট এই উত্তর পাইবে। পৃথিবীর উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কেহই স্বর্গ আরোহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু অবশেষে সকলেই ভূতলশায়ী হইয়া সে উচ্চতার অসারতার সাক্ষ্য দান করিয়াছে। বড় পদ প্রভুত্ব লাভ করা তবে কি অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করা নয়?

মানুষ সুখপ্রিয় জীব, পৃথিবীর ভোগ বিলাস বড় ভাল বাসে। মানুষ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য—তৃপ্তির জন্য কত সুদৃশ্য সুশ্রাব্য সুগন্ধ সুস্বাদ ও সুখস্পর্শ দ্রব্য রাশি দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট! কিন্তু এই ভোগ কি মানুষকে সার সুখের এক বিন্দু আনিয়া দিতে পারে? ভোগে ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হয়, ভোগতৃষ্ণা প্রবল হয়, কিন্তু প্রাণের তৃপ্তি হয় না। ভোগ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ আগুণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে এবং এক বিন্দু শান্তির জন্য হাহাকার করিতে থাকে। যাহারা অমোদ প্রমোদ সুখ সংগ্রহের জন্য দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগ স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারাও কি আঁচলে গেরো বাঁধিতেছেন না? এই ভোগের পরিণাম জীবনের শূন্যতা, অসারতা ও অশান্তি মাত্র।

এখন সোণা জিনিষটা কি দেখা আবশুক। পৃথিবীর সোণা দানা টাকা কড়ি ত ফাঁকা জিনিষ, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা লইয়া কেহ চিরকালের জন্য ধনী হইতে পারে না। এ সকল সামান্য অর্থ এই আছে এই নাই, কত প্রকারে বিনষ্ট হয়। আসত সোণা পরমার্থ —পরমধন। এ ধন চোর দস্যু রাজায় হরণ করিতে পারে না, এ ধন জলে ডোবে না, আগুণে পোড়ে না, এ ধনের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। এই অমৃত অক্ষয় ধনের খনি আমাদের কাছে—প্রাণের ভিতরেই আছে। এক জন প্রেমিক ভক্ত বলিয়াছেন "কারে বল্‌ব কে করিবে প্রত্যয়—আছে এই দেহেতে সেই নিত্য সত্য চিদানন্দময়।" আমরা এ ধনকে চিনি না, জানি না, ইহাকে দেখিয়াও দেখি না, যত্ন করি না, আদর করি না। এই ধন কিন্তু সার ধন, চিরকালের সম্পদ এবং অনন্ত জীবনের সম্বল। ভক্ত সাধকগণ সাধন দ্বারা এই ধন উপার্জ্জন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, সমুদায় সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! মানুষ অসার সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া—ধন মান প্রভুত্ব সুখবিলাস অর্জন করিয়া আঁচলে গেরো বাঁধিবার জন্য এতই ব্যস্ত, যে সোণাকে খুঁজিবার, সোণাকে দেখিবার, সোণাকে সংগ্রহ করিবার অবসর পায় না! সোণাকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখে! পৃথিবীর মধ্যে আশ্চর্য্য কি? বকরূপী ধর্ম্মের এই প্রশ্নে ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, লোকে প্রতিদিন সম্মুখে এত মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও আপনার মৃত্যু চিন্তা করে না "কিমাশ্চর্য্যমাতঃ পরং" ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মানুষ "সোণা ফেলিয়া যে আঁচলে গেরো" বাঁধিতেছে, ইহা কি তদপেক্ষা আশ্চর্য্য নয়! "যত্নে রত্ন মিলে।" যত্ন করিলে পৃথিবীর ধন পাওয়া যাক্ না যাক্, এই পরম ধন নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সোণাকে সকলে আদর কর, সোণাকে সংগ্রহ করিবার জন্য যত্ন কর, মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে, পরকালের সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। সোণা ফেলিয়া আর মিছামিছি আঁচলে গেরো বাঁধিও না।

ডাক্তার আনন্দী বাই যোশী এম, ডি।

আমাদের পাঠিকাগণ এই অসাধারণ হিন্দু রমণীর কিছু কিছু কার্য্য বিবরণ ও শোচনীয় মৃত্যু ঘটনা অবগত হইয়াছেন। বিশেষ যত্ন ও আয়াসে ইহাঁর আদ্যোপান্ত জীবন চরিত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা একবার সকলে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

আনন্দীবাই যোশী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের

৩১এ মার্চ্চ তারিখে পুনানগরে মাতামহ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা গণপতি রায় অমৃতেশ্বর যোশী উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব জমিদার ছিলেন। মহানগরী বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ নামক গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। আনন্দী বাই ইহার দ্বিতীয় সন্তান কল্যাণ গ্রামে লালিতা পালিতা হন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দেশাচার মতে কন্যার পিত্রালয়ে পৃথক্ নাম থাকে। যমুনা বাই ইহাঁর কৌমারিক নাম ছিল। তিনি তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়বর্গকে যে সমস্ত চিঠি পত্রাদি লিখিতেন, তৎ সমুদায়ে 'আপনার যমুনা' এইরূপ স্বাক্ষর করিতেন। বাল্যাবস্থার সমস্ত ভাব যোগ স্মরণ রাখা এইরূপ স্বাক্ষরের তাৎপর্য্য। যদিও তিনি পরে যশস্বিনী হন, তথাপি সেই পূর্ব্বকার যমুনা। এই নামে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন।

কেহ কখনও ভাবেন নাই যে এই কন্যা ভবিষ্যতে জগন্মান্যা হইবেন। বাল্যাবস্থায় লেখা পড়ার প্রতি তাঁহার কোনও রূপ অনুরাগ ছিল না, তাহা দেখিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতেন, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহার পিতা ধনবান ছিলেন, তাঁহার কোনরূপ অভাব ছিল না। পরন্তু তাঁহার পিত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের বালিকাবিদ্যালয়ও ছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য অনুরাগ ছিলনা বলিয়াই অধ্যাপনা হয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ও স্মরণ শক্তি বলবতী ছিল। ঘটনাক্রমে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সন্তানগণ সচরাচর ক্রীড়াপ্রিয় ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যমুনাও সেইরূপ ছিলেন। বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইনি মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া ২।১ দণ্ড কখনও কখনও শ্লেট পেন্সিল লইয়া খেলা করিতেন মাত্র। এবম্বিধ খেলার ছলে যৎ কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শেখেন, তাহা ভিন্ন বিবাহের পূর্ব্বে ইনি আর কিছু লেখা পড়া শিখেন নাই।

দেশাচার অনুসারে দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংগমনেরকর নিবাসী শ্রীগোপাল বিনায়ক যোশীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপাল রায়ের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে তিনি ইহার প্রাণিগ্রহণে স্বীকৃত হন। স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর বয়স বিংশতি বৎসর অধিক। যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি টানার পোষ্ট মাষ্টার। টানা কল্যাণের নিকটবর্ত্তী। এই হেতু কল্যাণে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যহ রেলযোগে গমনাগমন করিতেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। ইনি তথায় থাকিয়া স্বীয় স্ত্রীর স্বভাব ও গুণ কলাপ

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইনি বরাবর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। জামাতার যত্ন ও আগ্রহাতিশয় দেখিয়া শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই কন্যাকে শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করেন। স্বামীর ভয়ে ও পিতামাতার উত্তেজনায় আনন্দী বাই বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। স্বামী প্রথমাবধি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস পান। ইনি কল্যাণে থাকিতেন, ও টানায় কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং ইঁহার অধিকাংশ সময় পথিমধ্যে ব্যয়িত হইত। ইনি রাত্রি ব্যতীত বাটীতে থাকিতে পাইতেন না; সুতরাং পত্নীকে শিখাইবারও সময় পাইতেন না। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি বোম্বাই সহর হইতে ন্যূনাধিক ১২ ক্রোশ দূর আলিবাগ নামক স্থানে বদলি হন। তথায় বালিকা ভার্য্যাকে লইয়া যান। বালিকা কিরূপে একলা থাকিবে ও সংসার চালাইবে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার পিতামহীকেও তথায় লইয়া যান। পিতামহী ও নাতিনী উভয়ে উভয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই প্রশস্ত-হৃদয়া প্রবীণা গোপাল রায়ের কোন কথা বা কার্য্যের বিরুদ্ধাচারণ করিতেন-না। আলিবাগে থাকিবার স্থান ও কার্য্যালয় এক বাটীতে হওয়াতে তিনি স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিতে যথেষ্ট সময় পাইলেন। স্ত্রীও অতি অল্প দিনের মধ্যে অনেক শিখিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিহাস ভূগোল গণিত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্যবিষয়গুলি দুই বৎসরের মধ্যে অধীত হইল। ইহঁার পিতামাতার মত ইহঁারও স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল, ইহঁাকে দেখিলে যে বয়স অনুমিত হইত, বস্তুতঃ ইহঁার সে বয়স হয় নাই। এই-সময় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ইহঁার একটী সন্তান হয়। শিশুটী দশদিবস মাত্র জীবিত থাকে। স্বামীর মতের সহিত ইহঁার মতের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ইনি বিশেষ যত্ন ও অনুরাগের সহিত বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি অনেক সংবাদ ও মাসিক পত্রের গ্রাহক ছিলেন। প্রায় সেগুলি সব নিজে পাঠ করিতেন। পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ভার ইহঁার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাতে দিন দিন ইহঁার হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ ও রচনা শক্তিরও উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় তিনি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। স্বামীর যত্নে অল্প দিনের মধ্যে ইহাতে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিলেন। গোপাল রায়ের স্বভাব নির্ম্মল, দৃঢ় ও স্বাধীন। তিনি প্রতিদিন স্ত্রী সমভি-ব্যাহারে সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইতেন। এই হিন্দু সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিয়া লোকে উপহাস করিত। দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগকে বিরক্তও করিত। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

তদনন্তর গোপাল রায় চেষ্টা

করিয়া করিয়া কোলাপুরে বদলি হইলেন। তাঁহার সহিত আনন্দী বাই ও তাঁহার পিতামহীও গমন করিলেন। এখানকার রাজ সরকারের কর্ম্মচারিগণ স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে তথায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তৃত হয়। গোপাল রায় পত্নীকে অবাধে আপনার রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দান করাইবেন বলিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই স্থানে বদলি হন। তাঁহার সেই সাধু ইচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে যে সফল হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃষ্টচিত্তে বলিতেছি। রাজার প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন। ইহাতে পতি পত্নী উভয়ে পরম প্রীত হন। অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত আনন্দী বাই ইংরাজী শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। গোপাল রায় স্ত্রী সমভিব্যাহারে ২।১ জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক সাহেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। যাহাতে তাঁহার স্ত্রী মেমদিগের সহিত সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিয়া অনায়াসে ইংরাজী বলিতে ও বুঝিতে পারেন, শুদ্ধ এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন ;—পাছে কোন সময়ে অধ্যাপনার ভাবে তাঁহারা তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনী করেন। এই কারণ তিনি শুধু আপনি সতর্ক থাকিতেন না, পত্নীকেও সতর্ক করিতেন। মেমেরাও এ বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া সাবধানে চলিতেন। তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। সুতরাং তিনি ইহাঁদিগের সকাশে আপনার অভিলষিত বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কোলাপুরে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইল বটে, কিন্তু তৃপ্তি হইল না। গোপাল বিনায়কের অন্তরে এই সময় তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। তজ্জন্য তত্রত্য জনৈক ধর্ম্ম প্রচারককে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, যদি তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ শিক্ষার জন্য তথায় গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনও রূপ সাহায্য করিতে পারেন কি না। প্রচারক মহাশয় প্রত্যুত্তরে কোনও আশা দিলেন না। কোলাপুরে আনন্দী বাইয়ের যেরূপ শিক্ষা হইতেছিল, তাহাতে গোপাল রায়ের মনস্তুষ্টি হইল না। অতএব তিনি পুনর্ব্বার স্থানান্তরে গমনেচ্ছু হইলেন। বহু দিবসাবধি বোম্বাইয়ে যাইবার বাসনা ছিল। এই মহা নগরী একটি বৃহৎ বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চ্চার স্থান। এখানে স্বাধীন ভাব শিক্ষারও বিশেষ সুবিধা ও সদুপায় আছে। এই প্রযুক্ত তিনি তথায় কিছুদিন থাকিয়া স্ত্রীর অধ্যয়নকার্য্য সম্পন্ন করিবেন স্থির করেন।

অবশেষে আপনি উদ্‌যোগী হইয়া এখনে স্থানান্তরিত ও গিরগাঁও পোষ্টাপিষে স্থাপিত হন। এখন আনন্দী বাইয়ের বয়স ১৫ পনর বৎসর মাত্র। স্বকীয় কর্ত্তব্যাধিক্য নিবন্ধন স্বামী আপনি শিখাইতে সময় পাইতেন না বলিয়া একটি বালিকা বিদ্যালয়ে স্ত্রীকে প্রেরণ করেন। এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরাজী পড়া ও শিক্ষয়িত্রীদিগের সহিত ইংরাজীতেই কথা কহিতে হইত। ইহাতে আনন্দীবাইয়ের ইংরাজী কহিবার বেশ অভ্যাস হয়। বোম্বাইয়ে ইহাঁর অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষা হয়।

গোপাল রায় ইহার পর প্রথমে কচ্ছে, কিছুদিন পরে বাঙ্গালায় শ্রীরামপুরে বদলি হন। শ্রীরামপুরে অবস্থিতি কালে তিনি উহাকে আমেরিকায় পাঠাইতে কৃতনিশ্চয় হন। কোলাপুর ছাড়া অবধি তিনি বরাবর আমেরিকায় পত্রাদি লিখিতেন এবং সতত নানাবিধ বাক্যালাপ দ্বারা তথায় যাইবার আকাঙ্ক্ষা পত্নীর মনে উত্তেজিত করিতেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি আমেরিকাস্থ ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট হইতে কোন আশাসূচক উত্তর পান নাই। এক্ষণে তিনি নিজের পত্র ও এই উত্তর দুইই সেখানকার কোন সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিবি কার্পেণ্টারের দৃষ্টি ইহাতে পতিত হইল। তিনি ইহা পড়িয়া ভাবিলেন যে এক জন হিন্দুরমণী জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এত দূরদেশে আসিতে প্রস্তুত, এবং এরূপ নিরুৎসাহপূর্ণ উত্তর পাইয়াছেন!! ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন ও মনে মনে স্থির করিলেন যে যাহাই হউক এই হিন্দু মহিলাকে কোন না কোন উপায়ে এখানে আনিতে হইবে। তিনি সাধ্য মত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এই মর্ম্মে গোপাল বিনায়ককে একখানি পত্র লিখিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লিখিতে ভুলিয়া যান। ৪।৫ দিন পরে এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন যে যেন তাঁহার একটি সন্তান তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "মা! আপনি যে হিন্দু ভদ্রলোকটিকে তাঁহার স্ত্রীকে এই আমেরিকা মহাদেশে পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিবেন বলিয়াছিলেন তাহার কি হইল?" স্বপ্নোত্থিতা বিবি কার্পেণ্টার তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। ইহা যেন ঈশ্বরের প্রেরিত সংবাদ হইল। ইহা প্রাপ্ত হইয়া গোপাল বিনায়ক পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং সেই পর্য্যন্ত ঐ বিবি মহোদয়াকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় স্ত্রী ছিলেন-তথাহইতে অবিলম্বে তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। বহু দিবসাবধি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও মিতব্যয়িতা দ্বারা ইনি কিছু অর্থ সঞ্চয়

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থে কোনও প্রকারে ইহাঁদিগের উভয়ের পাথেয়েরও কুলান হইতে পারে না। অগত্যা তাঁহাকে একাকিনী পাঠাইবেন স্থির করিলেন। শ্রীরামপুর কলেজগৃহে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল জেম্‌স্ সাহেবের উদ্যোগে একটি দেশীয় ও বিদেশীয়দিগের বৃহতী সভা আহূত হয়। তথায় আনন্দী বাই ইংরেজিতে একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা আপনার অভিপ্রায় গুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। ইহার কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। তিনি বলিয়াছিলেন ;—

"আমি হিন্দুর মত যাইব, হিন্দুর মত প্রত্যাবৃত্ত হইব, এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমরা হিন্দুর মত স্বদেশীয়দিগের সহিত বাস করিব। আমি আমার অভাব বৃদ্ধি করিব না। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত আমি এখন যেমন বাহ্যাড়ম্বর শূন্য ও সরল, আমি সেইরূপ থাকিব। পরমপিতা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার নেতা, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, আপনি স্বয়ং পথ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার অপেক্ষা উত্তম নেতা আমি দেখিতে পাই না।"

ইহাতে তাঁহার কত বড় উচ্চ অন্তঃকরণ ও ঈশ্বরে কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমেরিকায় গমনের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত উন্নতমনা জেম্‌স্ সাহেব নিজে ১০০ একশত টাকা দেন ও চাঁদা করিয়া আপনার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে ১৪০০ এক হাজার চারিশত টাকা তুলেন। গত ইংরাজী ১৮৮৩ সালের এপ্রেল মাসে ষ্টীমার (City of Calcutta) যোগে শুদ্ধ একজন লক্ষ্ণৌ প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারিকা সমভিব্যবহারে কলিকাতা হইতে আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে দাল কলাই প্রভৃতি এতদ্দেশীয় বিবিধ কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া যান। ৫২ দিনের পর আমেরিকায় উপনীত হন। গমন কালে জাহাজে অনেক কষ্ট পান। না আহারের সুবিধা, না শয়নের সুবিধা! কখনও কেবলই দুই একটি আলু সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ইংরেজ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনেক নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাঁর বেশ দরিদ্র এবং আহার সামান্য বলিয়া তাঁহারা ইহাঁর প্রতি আয়ার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইংরাজের সৌজন্যের বিশেষ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে!! একজন হিন্দু অবলা স্বদেশের হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য অকূল পাথার পার হইয়া বহুকষ্টে বিজাতীয়দিগের মধ্যে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন আর সুসভ্য ইংরেজ তাঁহার প্রতি নির্ঘৃণ আচরণ করিতেছেন ; এই রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না। ইহাঁর অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায় বর্ণনার অতীত—একজন অবলা প্রাণেশ্বর পতি আত্মীয় পরিজনবর্গ স্বদেশ প্রভৃতি সমস্ত সংসারের সার প্রিয় বস্তু, এক

জ্ঞানের উদ্দেশে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিলেন, ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত কি আর দ্বিতীয় পাওয়া যায়? (ক্রমশঃ)

-**-

ভাগীরথী বক্ষ।

আসিয়াছি ভাগীরথি! কতকাল পরে আজ
দেখিতে এখন তুমি কিরূপ ধরেছ সাজ।
সেইত তোমার বুকে, তর তর রবে সুখে,
নাচিত কতই তরী দীর্ঘ পাখা মেলিয়া
কভু বায়ু—কভু তব স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া।

(২)

পুনঃ আসিয়াছি আমি দেখিতে তোমার কোলে
সে দিনের মত সুখে আর কি তরণী দোলে।
সেই তরঙ্গের মালা, চারি দিকে ঝালাপালা
কি জানি কিরূপ ধ্বনি পশিত শ্রবণে মোর—
ঐকতান শব্দগুলি একত্রে হইয়া ঘোর।

(৩)

বড়ই আমার সাধ এই তরণীর সহ
তোমার পবিত্র কোলে নাচি আমি অহরহঃ
এই তরঙ্গের মত, আমার ভাবনা যত,
উঠে পড়ে মিশে যায় হৃদয়ের সুরে সুরে;
কতগুলি গেয়ে উঠে কুল কুল কুল স্বরে।

(৪)

সংসারের কোলাহল এলাম ছাড়িয়া হেথা,
বিরলে তোমার কাছে জানাতে মনের ব্যথা।
দুটী অশ্রু দিব বলে, তোমার পবিত্র জলে,
লয়ে যেতে সেইখানে যেখানে চলেছ ধেয়ে;
তুমি কি শুনিবে কথা সারা হ'লে গেয়ে গেয়ে?

(৫)

অবিরাম অবিশ্রান্ত গাইতেছ এক গান,
কুল কুল কুল কুল হরষেতে ভরে প্রাণ;
আমার সে অশ্রু দুটী, লয়ে এনু ছুটি ছুটি
তোমার সঙ্গীতগুলি কোথায় গিয়াছে চলি;
হৃদয় গলিয়া যাহা চোকে ছিল টলমলি।

(৬)

নগরের কোলাহল, স্নাত হয়ে জলে তব,
পশিছে শ্রবণে, সহ শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝাঁঝ-রব।
এইত সাঁজের বেলা, তারা চন্দ্র করে খেলা,
তীরস্থ দীপের মালা দেখিতেছে উঁকি মেরে;
কিরূপ খেলিছে তারা পূত ভাগীরথী নীরে!

(৭)

দেখিয়া শুনিয়া অশ্রু কোথায় গিয়াছে চলি,
ও কেরে আবার গায় হরি হরি হরি বলি?
আমি ত আপনা হারা, হৃদয় কেমন পারা
কি জানি কি ভাব তাহে উঠিতেছে অনিবার,
এ কি গো স্বর্গের গান গীত অবনী মাঝার?

(৮)

ভাগীরথি! তব কাছে এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
অন্তিমে তোমার এই সুশীতল ক্রোড় পাই;
শুনিতে পাই এমনি, সুমধুর হরিধ্বনি,
—দেখি এ স্বর্গের দৃশ্য তব স্নিগ্ধ বক্ষো-পরে,
থাকিতে এ প্রাণ মিশি অমৃত প্রাণ-সাগরে॥

কালিফরণিয়ার উষ্ণ-প্রস্রবণ।

আইসলণ্ডই গয়সর বা উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফরণিয়া প্রদেশস্থ উষ্ণ প্রস্রবণের কথা অতি অল্প লোকেই শুনিয়াছেন। এক জন পর্য্যটক সম্প্রতি এই স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।

কালিফরণিয়ার গয়সর দর্শনে মনে যে অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, উষ্ণপ্রস্রবণ নামে তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। একবারে শত শত প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া অনর্গল উষ্ণ বারি উদ্গীরণ করিতেছে, নির্গমন ও পতন শব্দে দিক্ সকল শব্দায়মান এবং গলিত ধাতব গন্ধ বায়ু দ্বারা দূরদূরান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা বলিলেও কিছুই বলা হইল না। মানবের সমবেত উদ্যম খর্ব্ব করিয়া প্রকৃতি যে বিশাল কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সহিত কিসের উপমা সম্ভব?—যুগপৎ শত শত শতঘ্নীর * পরীক্ষা-জ্ঞাপক নিবিড় ধূমরাশি নিরন্তর সমুত্থিত হইয়া আকাশাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। চারিধারে অসংখ্য প্রস্রবণ; উত্তপ্ত ফেণ প্রবাহে উষ্ণ বুদ্বুদ বিদীর্ণ হইয়া তাপ বিকীর্ণ করিতেছে। যেখানেই পদবিক্ষেপ কর, পদতলস্থ মৃত্তিকা সছিদ্র হইয়া শতধারে ধূমোদ্গীরণ করিতেছে। প্রস্রবণ সকল বিবিধ বর্ণের জলপূর্ণ, কাহার কাহারও জল নিবিড় মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও গাঢ় রক্তবর্ণ এবং কোন কোনটার স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ। কেবল যে প্রস্রবণ জলই বিবিধ বর্ণের এরূপ নহে, সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ সমস্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশই এবম্বিধ বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সকল পর্ব্বত ও অগ্নিপ্রস্তরে স্ফটিক, বালুপ্রস্তর এবং স্পঞ্জের ন্যায় কোমল ধাতবে সংগঠিত, কোন কোন স্থান এরূপ কোমল যে, সমস্ত যষ্টি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করা যাইতে পারে। পদদ্বারা কোন স্থানে আঘাত করিলে বোধ হয় যেন সমস্ত দেশ শূন্যগর্ভ। ক্ষিতি স্থিতিস্থাপকতা গুণযুক্ত, সজোরে পদ বিক্ষেপ করিলেই নামিয়া যায়, আবার

* শত লোকের প্রাণঘাতক কামান।

পদোত্তোলন করিলে পূর্ব্বভাব ধারণ করে এবং অল্প মাত্র বিদ্ধ হইলেই ধূম উদ্‌গীরণ করে।

প্রায় সমস্ত প্রস্রবণেই ধাতবপদার্থ সকল পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফিরাকস, গন্ধক, ফটকিরি, লবণ, লৌহ, খড়ি প্রভৃতি সুলভ ধাতু সকল শত শত প্রশস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা বর্ণানুরঞ্জিত রাশি রাশি ক্ষুদ্র কোমল উপল খণ্ড। এক এক খণ্ডে বারিধনুকের সমস্ত বর্ণই দৃষ্ট হয়, বোধ হয় যেন কোন বিচক্ষণ শিল্পী, তুলি দ্বারা বর্ণ সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতের কোন কোন অংশ বিবিধ বর্ণদ্বারা এরূপ অনুরঞ্জিত যে, দর্শনমাত্র চমৎকৃত হইতে হয়। সে অনির্ব্বচনীয় শোভা কোন শিল্পীই অনুকরণ করিতে পারে না, কোন কবিই কল্পনা করিতে পারে না। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় কেন, শ্রবণ, রসনা, নাসিকা ও ত্বক্ এই অপূর্ব্ব প্রদেশে প্রতি পদ বিন্যাসে স্বীয় স্বীয় কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত হয়।

চৌদিকে শত শত উষ্ণ প্রস্রবণ ও মসী-উৎস। কোন কোনটা হইতে গম্ভীর কামান নিনাদ, কোনটা হইতে সর্পের ন্যায় শ্বসন, কোনটা হইতে গর্জ্জন এবং কোন কোনটা হইতে বিকট বজ্র নিনাদ উত্থিত হইতেছে। কোনটা বাষ্পীয় যন্ত্রের বংশীধ্বনির ন্যায় অনবরত শব্দ করিতেছে। কোন কোন প্রস্রবণ হইতে সারমেয় স্বর, ব্যাঘ্র গর্জ্জন ও সিংহনাদ ধ্বনিত হইতেছে। শব্দ ও আকারানুসারে অনেকগুলি প্রস্রবণের নামকরণও হইয়াছে। তন্মধ্যে চুম্বক-কটাহ, শস্যচূর্ণ যন্ত্রালয় ও অগ্নিপর্ব্বত ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অগ্নিপর্ব্বত অসংখ্য ছিদ্রময়।

প্রস্রবণের পৃষ্ঠস্থলী পর্ব্বতদেশ প্রায় সহস্র পদ উচ্চ। ইহার গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব অনুভব করিলে, অন্তর্দ্দেশে যে মহান্ প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ না করিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে ইহার কোন অংশই সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবার নহে।

চক্ষুর ভাষা।

চক্ষুর বর্ণ, আকৃতি ও ভাবভঙ্গী দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই জন্য চক্ষু সকল ভাষাই বলিতে পারে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক চক্ষু শাস্ত্র অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকল ভাষা-বিদ্। চক্ষুর গঠন প্রণালীতেও লোকের চরিত্র মুদ্রিত দেখা যায়। যেরূপ নাসিকার গঠন ও ললাটের উচ্চতা এবং কর্ণের আকৃতি দ্বারা মানবের

প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষের একমাত্র বর্ণ পর্য্যালোচনা করিলেও মানব প্রকৃতি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইতে পারে। চক্ষু ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা আদর্শ চক্ষুবর্ণ নীলাভাযুক্ত ঈষৎ ধূমল কিম্বা ঈষৎ নীলাভ কপিশ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত ধূমল, গাঢ় নীলবর্ণ নহে,তাহা প্রায় দুর্ল্লভ। ইহা সুন্দরী বালিকাদিগের মধ্যে কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীর মধ্যে অত্যন্ত বিরল। পুরুষদিগের তো কখনই নাই—তাহাদিগের পক্ষে কল্পনার কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহর্ষি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নীল কমলাক্ষি কল্পনা করিয়াছেন। বেদব্যাস আদর্শ রমণী দ্রৌপদীর চক্ষুও নীলবর্ণের বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ বর্ণের চক্ষু অতি দুর্ল্লভ। যাঁহারা ইহার অধিকারী, বুদ্ধিমত্তা, শীলতা, ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তাহাদের স্বাভাবিক ভূষণ। ভূমণ্ডলে নীলাভ কপিশ চক্ষুর ন্যায় একাধারে এই গুণ চতুষ্টয়ের সমাবেশও সুদুর্ল্লভ। কপিশ বর্ণের চক্ষুর অভাব নাই, কিন্তু নীলাভ কপিশ বর্ণই আদর্শ চক্ষুর নিকটবর্ত্তী। যাঁহাদিগের নীলাভ কপিশ চক্ষু, তাঁহারাও শীলতার জন্য প্রশংসিত। তাঁহাদিগের মনোভাব সকল চক্ষু পুত্তলিকায় প্রতিফলিত দেখা যায়। সচরাচর যে সকল গাঢ় কপিশ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা ভাব প্রকাশক নহে বলিলেও হয়, ইহাদের অধিকারী প্রায় ক্রূর স্বভাব ও উষ্ণ-মস্তিষ্ক।

ধূষর বর্ণের চক্ষুও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ ঠিক্ ধূষর বর্ণ অতি বিরল নহে। মহানুভব মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যেই প্রায় এরূপ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, অর্ব্বাচীন মূর্খের কদাচ এরূপ চক্ষু হয় না। নীলাভ ধূষর চক্ষু সদয় অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট, কদাচ নীচভাবাপন্ন নহে। বৃহৎ পুত্তলিকাযুক্ত, কৃষ্ণ ধূষর চক্ষু প্রায় সদাশয় উদারস্বভাববিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

প্রকৃত নীলাক্ষি স্বাস্থ্য ও ধারণাশক্তি প্রকাশক। নীলাক্ষ ব্যক্তিরা প্রায়ই নিকটদর্শী ও বর্ণঅন্ধ। কৃষ্ণ নীলাক্ষ চাতুর্য্য-প্রকাশক। যে সকল কৃষ্ণ নীলাক্ষ ব্যক্তির ওষ্ঠাধর পাতলা ও অভ্যাসবশতঃ বদ্ধ, তাহার প্রায়ই নির্দ্দয় প্রকৃতি দেখা যায়।

ফিকা কপিশ বর্ণের চক্ষুর অধিকারী প্রায় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট ও সঙ্গীত বিদ্যা সম্পন্ন।

ঈষৎ হরিদাভ বা পীতাভ চক্ষু স্বভাবের বিশেষত্ব প্রকাশক, ইহা প্রায়ই স্বাভাবিক নহে।

একটী কবি চক্ষুর কয়েকটী বর্ণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"Blue eyes are pale, and grey eyes are sober

Bonnie brown eyes are the eyes for me;
Deep brown eyes running over with glee."

"নীলচক্ষু মলিন, ধূষর চক্ষু ধীর,
সুন্দর কপিশ চক্ষুই আমার বাঞ্ছনীয়,
গাঢ় কপিশাক্ষ হর্ষোৎফুল্ল।"

মা ও ছেলে।

সূতিকা ঘরে এক জন মাতা নব শিশু কোলে লইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। মায়ে পোয়ে স্বপ্নে স্বপ্নে যে কথা হইতেছিল, তাহাই আমি বামাবোধিনীর পাঠিকা-দিগকে উপহার দিলাম। ভরসা করি ভগিনীগণ বিরক্ত না হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মাতা। ওরে আমার সোণার চাঁদ! তুমি কোথা হ'তে এলে বলনা?

ছেলে। আমি তো তারার দেশে ছিলুম। সেখান থেকে নিত্যই এ জগতের কাজ দেখতুম। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?—

মা। আমি যে তোমার মা হই বাপ!—তোমার তারার দেশে বুঝি মা থাকে না?

ছেলে। আমরা তো জানি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরীই মা। মানুষের মা কি রকম, আমায় বুঝিয়ে দাও না?

মা। মার তত্ত্ব আমিই বা কতটুকু জানি যে তোমায় বুঝিয়ে দেব। প্রথমে যিনি সন্তান গর্ভে ধারণ করেন, দশ মাস দারুণ কষ্ট সহ্য করেন, শেষে মরণ যাতনার অধিক যাতনা সয়ে যিনি প্রসব করেন, জড়পিণ্ডবৎ নব শিশু যিনি শরীরের রক্ত দিয়া পালন করেন, সেই শিশুর ভাবনাই জীবন সর্ব্বস্ব যাঁর, শিশুর জন্য শীত বাত অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি যিনি অম্লানমুখে সহ্য করেন, জগতে যতই কেন বিপ্লব হোক্‌না, সংসারে যতই কেন ঝড় বক্‌না, প্রাণ যতই জ্বালা কেন সক্‌না, যাঁর প্রাণ এক মনে এক প্রাণে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে তিনি মা। বুঝেছ ধন?

ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি আমার জন্য যতটা পার, সকলের জন্যেই কি এতটা পার?

মা। যদি আবশ্যক হয়, তবে পারি। পরের ছেলেকে যদি প্রতি-পালন করিতে হয় তবে পারি। যদি কেউ বিপদে পড়িয়া আমায় ডাকে, তবে পারি।—

ছেলে। তবে আমি অসহায় বলিয়াই তোমার এত স্নেহ? এ ভাল।

মা। কেন যে তোমায় এত স্নেহ, তা জানি না।

ছেলে। আচ্ছা বল দেখি আমি বড় হ'লে, নিজের ভার নিজেই লইব।

তখনও কি তুমি এম্‌নি আমাগত প্রাণা থাকিবে?

মা। বাছা, মাতৃস্নেহ চিরকালই সমান থাকে। তবে পশুদের ও নীচ শ্রেণীর জন্তুদের বড় হলে মায়া বুঝা যায় না।

ছেলে। তবেই তো সর্ব্বনাশ!—তুমি চেষ্টা করিয়াও আমার প্রতি একটু স্নেহ কমাইতে পার না?

মা। যত দিন বেশী হইবে, ততই স্নেহ বাড়িবে, কখন কমিবে না।

ছেলে। তবেই হয়েছে! এতদিন বুঝিতাম না মানুষ গু'ল ছোটহৃদয়ী কেমনে হয়!!—

মা। ওকি কথা বল্‌চো বাপ?

ছেলে। আর ছাই ভস্ম বোলছি আমি জানিতাম সন্তান গর্ভে ধারণ করা, সন্তান প্রসব করা ও সন্তান প্রতি পালন করা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু এত দূর স্নেহ করা এত জানিতাম না জানিতাম না যে মানুষের উদারতা বিশালতা ও মহাপ্রাণতা, মাতৃস্নেহের প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া যায়! বিশ্বপ্রেমে ডুবিতে গেলে আত্মীয়রূপ পর্ব্বতে লাগিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া যায়! তুমি যে বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহ ব্যাখ্যা করিলে, আমি বুঝিলাম উহাই সর্ব্বনাশের মূল, উহাই মানবের মন সঙ্কীর্ণ করিবার আদি কারণ।

মা। ও সব কি কথা বলচো বাপ, আর একটু বুঝিয়ে বল দেখি? মাতৃস্নেহে মানুষকে অনুদার কিরূপে করে?

ছেলে। এতেও বুঝচ না?—দেখ তুমি যদি আমায় অত স্নেহ না করিতে, তবে আমি জগতের হইতে পারিতাম। জগতের কাজ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইত। এখন তোমার স্নেহে ডুবিয়া সেই জগন্ময় প্রাণ তোমাময় হইল। এখন তোমার সেবাই আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার কোনও সুখ উপস্থিত হইলে আগে তোমায় জানাইয়া সুখী হইব। কোনও দুঃখে পড়িলে তোমারই কাছে কাঁদিয়া শান্তি পাইব। পরের জন্যে মরিতে পারিব না, ভাবিব মার কি দশা হইবে? তোমা হইতে যত দূরেই যাই না কেন, তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতে মন টানিবে, তুমি স্নেহমাখা কোল পাতিয়া দিবে, তখন বলিব "মা তুমিই এজগতে আপনার জন।" আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইলেও জগতের কিছুই আসিবে না যাইবেনা, কিন্তু আমার গায়ে কাঁটার আচড় লাগিলে তোমার অন্তরে মহা বিপ্লব ঘটিবে, তখনই বলিব "মা তুমিই করুণাময়ী।" যখন আমার কেহই থাকিবে না, তখনও তোমার অনন্ত প্রসারিণী স্নেহ আমায় আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া তোমায় বলিব "মা তুমিই দেবতা!"—তাই ভিক্ষা চাহিতেছি তুমি মাই হও, আর মর জগতের দেবীই হও, আমায় জলের মত, বাতাসের মত, চন্দ্র সূর্য্যের আলোর

মত সকলের হইতে দাও। আমাকে দ্বিহস্ত প্রসারিত স্নেহের প্রাচীরে বাঁধিয়া রাখিও না, কেবল তোমার করিয়া ফেলিও না। তুমি আপনার জন হইয়া জগৎকে পর করিও না।

মা। এ হাবড়হাটী কেন বকিলে ধন? এইটুকু বুঝিতে তোমার শক্তি যদি ছিল না তবে এত কথা কেন বলিলে? ভালবাসায় বিশেষতঃ মাতৃ স্নেহে মানুষকে অনুদার করে কেমনে? ভালবাসায় প্রাণের সীমা বাড়াইয়া দেয়। এই তুমি আমায় ভাল বাসিলে জগৎকে ভাল বাসিতে পারিবে। পরের মা কাঁদিতেছে দেখিলে তোমার মা'র কথা মনে পড়িবে, অমনি তাহার দুঃখের অশ্রু মুছিয়া দিতে পারিবে। যখন বড় হবে, তখন পরের ছেলেটী তোমার ছেলের মত স্নেহ চক্ষে দেখিতে পারিবে। দেখিবে, মানুষের মধ্যে যিনি ধার্ম্মিক, তাঁর কাছে সবাই স্নেহের। ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া তিনি সবাইকে ভাল বাসিতে পারেন। যদিও কতক গুলা মানুষ আছে, তাহাদের এক ফোঁটা হৃদয় ও চঞ্চল মন, তাই ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া বনে যায়, পাছে মানুষের প্রতি ভালবাসা হয় সেই ভয়ে লুকাইয়া থাকে, তাঁহাদের ভালবাসার সীমা এইটুকু যে মানুষকে ভাল বাসিতে গিয়া ঈশ্বকে ভালবাসিতে পারে না ও ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে মানুষের প্রতি ভালবাসা রাখিতে পারে না। তাহারা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের মত নিম্মম হৃদয়হীন স্বার্থ-পর ভাল-বাসা যেন কেউ না পায়! আর তুমি স্নেহ কমাইতে বলিতেছ, বাপধন! মাতৃস্নেহ তর্ক বোঝে না, যুক্তি জানে না, সিদ্ধান্ত মানে না—কেবল হৃদয়ের লুকানো লুকানোতর লুকানোতম যায়গা থেকে বাহির হইয়া সহস্র মুখে স্রোত বয়। আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কি সে স্রোত ফিরাইতে পারি?

ছেলে। আর কাজ নাই মা দাও আমায় তোমার অনন্ত স্নেহ ধারায় স্নান করাইয়া দাও। দাও মা তোমার শোক-তাপনাশিনী জীবনসঞ্চারিণী অভয়দায়িনী অঙ্কশয্যায় আমায় ঘুমাইতে দাও। দাও মা আমায় তোমার স্নেহ বুঝিবার শক্তিটুকু দাও। তোমার পায়ের তলে তোমার জন্যে এ প্রাণটা যেন অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, সেই ক্ষমতাটুকু দাও!

এই পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে উষার আলোকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নটা বড় মিষ্ট লাগিল বলিয়া এতখানি লিখিলাম।

—০০—

শিশুর জন্য দুগ্ধ।

মনুষ্যের জীবন ধারণ করিবার জন্য যে সকল আহার্য্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুগ্ধ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শরীরকে সবল, সুস্থ ও নীরোগ করিবার পক্ষে দুগ্ধ নিতান্তই উপাদেয় বস্তু বলিয়া অতীব প্রাচীন কাল হইতে কি অসভ্য কি সভ্য সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। যবক্ষার জান, অঙ্গারজান প্রভৃতি যে সকল পদার্থ মানব দেহ পোষণ করিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক অর্থাৎ যে সকল উপাদানের অভাবে জীব শরীর ক্ষীণ, নিস্তেজ এবং উদ্দীপনাবিহীন হইয়া পড়ে, দুগ্ধে তাহা একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকর্ত্তারা এই জন্য দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক এক মাত্র দুগ্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থই ক্রমান্বয়ে একই ভাবে আমাদিগকে জীবিত রাখিতে পারে না। পরিণতবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অন্ন, রুটি, উদ্ভিজ্জ, মাংস ইত্যাদির সহায়তায়, দুগ্ধ ব্যতিরেকেও দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে, কিন্তু শিশুগণ দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, এই জন্যই বুঝি করুণাময় পরমেশ্বর "সন্তান সন্ততি প্রসূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রসূতির স্তন যুগলে অমৃতের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া দেন!" ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব মহিমা এই অনন্যসাধারণ কৌশল, ভাবিলেও ভক্তের সর্ব্ব শরীর ভক্তি ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাহাই হউক দুগ্ধ এবং দুগ্ধোৎপন্ন পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বস্তু জগতে আর নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শিশুর প্রাণস্বরূপ এই দুগ্ধ অতি যত্নের ও অনুসন্ধানের জিনিষ; যাহার উপরে কোটী কোটী বালক বালিকার কোমল প্রাণ নির্ভর করে, তাহার গুণাগুণ, ফলাফল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। এরূপ গুরুতর ও সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় বিষয়ের যতই অধিক আন্দোলন হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। বামাদিগের জীবনে যত প্রকার জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, দুগ্ধতত্ত্বের জ্ঞান তন্মধ্যে একটী অতি শুভকর ও গুরুতর। চিকিৎসক, শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিকেরা দুগ্ধ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাজ্ঞ মহাত্মারা দুগ্ধরহস্যের যেরূপ উদ্ভেদ করিয়াছেন, তাহা সমাজের পক্ষে নিতান্তই মঙ্গলজনক। সকল কথার এখানে স্থান হওয়া অসম্ভব, আমরা সংক্ষেপে কেবল কতকগুলি সার কথাই এস্থলে উল্লেখ করিয়া দুগ্ধ তত্ত্বের কিয়দংশ মাত্র আলোচনা করিব। দুগ্ধের দোষাদোষ জানিতে পারিলে অনেক শিশু অকাল রোগ ও মৃত্যু

হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, অনেক জননী স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ সবল ও সুন্দর শিশুকে ক্রোড়ে রাখিয়া সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন।

এদেশে সচরাচর শিশুদিগের পানার্থ ছাগ দুগ্ধ, গো দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ এবং মানব দুগ্ধ প্রচলিত। সর্ব্বাপেক্ষা মাতৃস্তন দুগ্ধ এবং তাহার পরে গো দুগ্ধ অত্যন্ত উপাদেয়। বালকের পক্ষে মহিষ দুগ্ধ এবং বালিকার পক্ষে মেষ বা ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত বলিয়া চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কেহ কেহ শিশুদিগকে উষ্ট্র দুগ্ধ পান করিতেও দেন, আসাম অঞ্চলের স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শুনা যায় হস্তিনীর দুগ্ধও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষে ঐ উভয়-বিধ দুগ্ধই অহিতকারী। বাল্যকাল হইতে ঐ দুগ্ধ পান করিলে শরীরের উদ্দীপনা কমে, পশুভাবের প্রবলতা জন্মে এবং (চিকিৎসকেরা বলেন) ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি গুণগুলির হ্রাসতা হইয়া থাকে। জননীদিগের এই কথা কয়েকটি বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখা উচিত।

সন্তান বা সন্ততি প্রসূত হইলে, অন্ততঃ ১০।১১ দিন গত না হইলে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করান প্রসূতির উচিত নহে। যে সকল দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকের তৎকালে সন্তান বা সন্ততি হয় নাই, তাহাদের স্তনের দুগ্ধ পান করার নিষেধ নাই, শিশুর মাতার স্তনের দুগ্ধ পান করা অবিধি। গাভী জাতি সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র, কিন্তু মনুষ্যেরাও স্ব স্ব গৃহপালিত গাভীর অপত্য হইলে ১১ দিন অপেক্ষা না করিয়া তাহার দুগ্ধ গ্রহণ করেন না। শাস্ত্রে এই জন্যই ১১ দিনের পূর্ব্বকার দুগ্ধ "অপবিত্র" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একেবারে শিশুকে অধিক দুগ্ধ পান না করাইয়া ক্রমে ক্রমে বারান্তরে দেওয়া উচিত। স্তন্য দুগ্ধ অগ্নি বা সূর্য্য তাপে আদৌ উষ্ণ করা উচিত নহে, তাহা হইলে দুগ্ধ নিতান্ত জঘন্য হইয়া উঠে। সুপক্ক কদলী, পক্ক ডুম্বুর, ঘৃতকুমারীর আভ্যন্তরিক শস্য, মধু মিশ্রিত মনেক্কা, বেদানার রস, উষ্ণ গব্য ঘৃত, আতপ তণ্ডুলের কাথ, পদ্ম কাষ্ঠ এবং কোমল নারিকেলের শস্য প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য যদি প্রসূতিগণ সেবন করেন, তাহাহইলে তাঁহাদের স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ দুগ্ধ সুস্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ ও শুভকর হইয়া থাকে। প্রসূতি যত দিন আতুর গৃহে (আঁতুড় ঘর) অবস্থান করেন, তত দিন তাঁহার স্তনযুগল ফ্লানেল, পশম, রেশম, বনাত, কম্বল অথবা অন্যবিধ কোনও উষ্ণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা উচিত। অনেকে অগ্নির তাপ গ্রহণ করিয়া দেহকে গরম করেন, কিন্তু সাবধান যেন স্তন যুগলের কোনও অংশে, বিশেষতঃ বৃন্ত দ্বয়ে আগুণের উত্তাপ স্পর্শ করিতে না পারে। এই অবস্থায় কাঁচলী পরি-

ধান আবশ্যক, ইহাতে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

সন্তান বা সন্ততি প্রসূত হইবার পরে প্রসূতি যদি পীড়িতা হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সেই পীড়া হইতে প্রসূতি উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্তনের দুগ্ধ প্রসূত শিশুকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতৃস্তন্য হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া কোনও পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্র হইতেই শিশুকে পান করান অপেক্ষা স্তনবৃন্তের অগ্রভাগে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করান অধিকতর প্রশস্ত। গো দুগ্ধ উষ্ণ না করাইয়া শিশুকে দিবে না, অতীব সামান্য উষ্ণতা থাকিতে থাকিতে ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। যে সকল গাভীর দেহের বর্ণ কৃষ্ণ বা শুভ্র নহে, সেই সকল গাভীর দুগ্ধ খুব ভাল হয় না, ইহা সত্য। যে গাভী তিনবারের অধিক গর্ভবতী হইয়াছে, সে গাভীর দুগ্ধের বিশুদ্ধতা কমে না বটে, কিন্তু পোষণকারী গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। দ্রুতগামী, পরিমিতাহারী, সূক্ষ্ম শৃঙ্গযুক্ত, লম্বাস্তন বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ অতিশয় উপাদেয়। বর্ষাকালে গরু সকলের দুগ্ধের সারত্ব হ্রাস হয়, এই সময়ে সন্তান সন্ততি প্রসূত হইলে ঐ শিশুর জন্য গো দুগ্ধের বিশেষ তত্ত্বাবধান করা উচিত। প্রাবৃটের বায়ু, জল, বন্যা প্রভৃতি কর্ত্তৃক তৃণ সমূহ নানা প্রকার নব নব ধাতু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, গাভীগুলি ঐ তৃণ ভক্ষণ করিয়া অনেক সময়ে রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল অথবা ভাবান্তরিত হইয়া পড়ে। বিশেষ বিচার করিয়া গরু সকলের অবস্থানের বন্দোবস্ত করা বিধেয়, তাহাদের চরিবার মাঠগুলিও দেখা কর্ত্তব্য। গরুকে ভালভাবে রাখিলে দুগ্ধও যে ভালভাবে পাওয়া যায়, ইহা কি নূতন কথা ?

আজি কালি এদেশে অনেক স্ত্রীলোক ইউরোপীয় প্রথানুবর্ত্তিনী হইয়া "আয়া" বা নীচবংশসম্ভূতা দাসী দ্বারা শিশুর স্তন্য দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করেন। ইহা যে কতদূর ভয়ানক অনিষ্টকর তাহা ভাবিলে মস্তিষ্ক স্থির থাকে না। শিশু যেমন দুগ্ধ পায়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পাইয়া থাকে। মনুষ্যের শোণিত, ও দুগ্ধে তাহাদের প্রকৃতি বা ধাতু বাঁধা থাকে। একথা আমরা বারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

গোলাপ ফুল।

গোলাপ ! তোমায় আমি বড় ভালবাসি,
হেরিলে ফুটন্ত মুখ, মনে বড় হয় সুখ,
তাই বারে বারে সখি দেখিবারে আসি,
হাস্য মুখে ঝরে তব সুধারাশি রাশি।

(২)

শিশির-বিধৌত আধফোটা ওষ্ঠাধরে,
উষার অরুণ আভা,ঢালিয়া লাবণ্য প্রভা,
লোহিত বরণে উপবন আলো করে;
প্রজাপতি পিয়ে মধু তাহার উপরে,
কোমলাঙ্গ দোলে প্রাতঃসমীরণ ভরে।

(৩)

তুমিও কি ভাল বাস আমারে তেমনি?
নৈলে কেন হেসে হেসে, প্রেম উন্মা-
দিনী বেশে,
চেয়ে আছ আমা পানে বলগো স্বজনী;
তব সুধাগন্ধে মত্ত আকাশ অবনী।

(৪)

সদ্য বিকসিত কান্তি হেরিলে তোমার
পাগল হইয়া উঠে পরাণ আমার;
তোমা লয়ে কি করিব, থাব কি বুকে
রাখিব,
ভয় হয় ছুঁতে তব সুকোমল অঙ্গ;
স্বর্গের দেবতা গণ বাঞ্ছে তব সঙ্গ।

(৫)

কিন্তু দরশনে প্রাণ হয় যে উদাস,
হৃদয়-সমুদ্রে উঠে গভীর উচ্ছ্বাস;
মনেতে যে ভাব হয়, মুখে বলিবার নয়,
মধুর আঘ্রাণে কত উপজে উল্লাস,
ইচ্ছা হয় তোমাসনে করি চির বাস।

(৬)

বুঝেছি বুঝেছি সেই রসিক সুজন,
চিত্তহারী সুচতুর দেব নিরঞ্জন
পাগল করিতে মোরে, প্রাণের গোলাপ
তোরে
স্বরূপ সুগন্ধ দিয়ে করেছে সৃজন;
কুসুমের রাণী তুমি প্রিয় দরশন।

(৭)

নীরবে পাতার মাঝে থাক লুকাইয়া
যথা কুলবধূ অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া;
কিন্তু চেনে যে তোমায়, সহজে শুনিতে
পায়
চিত্ত বিনোদিনী তব বচন অমিয়া;
ইঙ্গিতে আলাপ করে বিরলে বসিয়া।

(৮)

এমন সুন্দর হাসি হাসিতে কে পারে?
সুধাবৃষ্টি হয় যেন হৃদয়-আধারে;
বায়ুভরে মৃদু মন্দ, বহে কত মধুগন্ধ,
যার লোভে অন্ধ নর অমর সকল,
রূপের গৌরবে তব ভুবন উজ্জ্বল।

(৯)

থাক্, আর বলিব না তোমার কাহিনী,
নারিনু কহিতে যাহা ছিল হিয়া মাঝে;
থাক তুমি এইখানে,আপন গৌরব মানে,
আমি যাই নিজস্থানে সংসারের কাজে;
স্বর্গের দুহিতা তুমি বনবিলাসিনী।

(১০)

পাই যদি কোন দিন নিরমল আঁখি,
দেখিব গোলাপ তব প্রসন্ন বদন;
তুমি দেব উপভোগ্যা,নহি আমি তব যোগ্য
পাতার আড়ালে রাঙ্গা মুখ খানি ঢাকি,
একাকী বিজনে কর সুধা বিতরণ।

——**——

অপূর্ব্ব নারীচরিত।

ব্রহ্মময়ী

(শেষ)

বালিকাদ্বয় কোন্ পথে গৃহে গমন করেন, ব্রাহ্মণ দূর হইতে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বালিকারা যে যে গৃহে গমন করেন, তাহাও দেখিয়া রাখিলেন। দিবাভাগ যে কোনরূপে যাপন করিয়া সন্ধ্যার পর বিদ্যারত্ন ভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও যথাবিধানে অতিথি সৎকার করিলেন। অতিথির পরিচয় গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এজন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না; কিন্তু পরিচয় জানিবার বাসনাটী অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। আগন্তুক তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি স্বয়ং 'বিদ্যারত্নতনয়ার পাণিগ্রহণাভিলাষী, কৌশলে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় পাত্রের রূপ, গুণ ও আভিজাত্যের বিষয় অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পাত্রটী মহাবংশসম্ভূত স্বকৃতভঙ্গের পুত্র পরম কুলীন এবং তাঁহার বয়ঃক্রমও কিছু অধিক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে বহু বিবাহকারী বলিয়া সন্দেহ হইল। এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"বাবাজি, কোন্ বৎসর কাহার কন্যার সহিত তোমার প্রথম বিবাহ হয়? এবং তোমার পত্নীগণের মধ্যে কেহ পুত্রবতী হইয়াছেন কি?" আগন্তুক কহিলেন,—

"এই বৎসর,—আপনার কন্যার সহিত, আমার প্রথম বিবাহ হইবে এবং পুত্রের পিতা হওয়া আমার ভাগ্যে থাকিলে ব্রহ্মময়ী পুত্রবতী হইবেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাবী জামাতার বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীত হইলেন বটে; কিন্তু আর একটী নূতন সংশয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিতে লাগিলেন, যদিও অর্থ ব্যয় করিয়া এরূপ রূপ গুণবান্ পরম কুলীন জামাতা সংগ্রহ করা আমার অসাধ্য; তথাপি এরূপ পাত্রের এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়া অতীব অসম্ভব। যদি কোন দোষ জন্য এরূপ ঘটনা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মময়ী পরম ভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই। কহিলেন,—

"যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে, তবে ব্রহ্মময়ী অবশ্যই তোমার সহধর্ম্মিণী

হইবেন, কিন্তু অদ্য এখানে দিন স্থির করা নিয়মবিরুদ্ধ, আমি একপক্ষের মধ্যে তোমার ভবনে গমন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব।" আগন্তুক "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সেকি! এই নিশাকালে কোথা যাইবে? এই স্থানে নিদ্রা যাও, কল্য প্রাতে গমন করিও।" আগন্তুক কহিলেন,—"ইছামতীতে আমার নৌকা আছে।" বিদ্যারত্ন—"তবে চল, তোমার নৌকায়" বলিয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য একটী আলোক লইলেন। আগন্তুকের সঙ্গে ইছামতীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখিলেন, জন কোলাহলময় আলোক-মণ্ডিত একখানি বৃহৎ তরণী ইছামতীতে ভাসমান রহিয়াছে। আগন্তুক বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সেই তরণীতে আরোহণ করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তরণীর শোভা সমৃদ্ধি দর্শনে ভাবী জামাতাকে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী বলিয়াও অনুমান করিলেন।

ব্রহ্মময়ী যাঁহার গৃহিণী হইবেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয়, এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক। গোবরডাঙ্গা প্রদেশে গৈপুর নামক একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথায় অনেক ভদ্র বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ সম্পত্তিশালীও ছিলেন। যিনি ইছামতীর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আপনার বিবাহ সম্বন্ধ আপনি স্থির করিয়া গেলেন, তিনি তথাকার কোন জমিদার পুত্র,—নাম ব্রজরাজ মুখোপাধ্যায়, সুশিক্ষিত এবং ভক্তিমান ব্রহ্মপরায়ণ। পিতা বর্ত্তমানে বালককালে বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৌশলে পিতাকে সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর স্বাধীন হইয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। একটী সুপাত্রী পাইলে, দারপরিগ্রহ করিবেন, তাহারও আন্দোলন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কোন ঘটকের মুখে ব্রহ্মময়ীর সংবাদ পাইলেন। ব্রহ্মময়ীকে স্বচক্ষে দর্শন করাই ইছামতী ভ্রমণের উদ্দেশ্য। যাহাহউক, বিদ্যারত্ন মহাশয় যথাসময়ে আপনার সকল সংশয় দূর করিয়া মহানন্দে ব্রজরাজকে ব্রহ্মময়ী দান করা স্থির করিলেন।

বিদ্যালয় হইতে মধ্যাহ্নকালে গৃহে আসিতে আসিতে পথি মধ্যে যে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছিলেন, বাটী আসিয়া ব্রহ্মময়ী কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি কোথায় গেলেন, আর কখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, এরূপ চিন্তা করিলে কষ্ট হয়।

"ঠাকুর তোরে বিয়ে করিবে।" সঙ্গিনী বালিকার সেদিনকার এই কথাটী যতই মনে করেন, ততই আনন্দ হয়। পাঠশালার পথের যেস্থানে ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন, প্রতিদিন সেই স্থানে গমন করিবামাত্র বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠে। যাইতে আসিতে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মানা হইয়া অন্যমনস্কার ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করেন। যে দিন যাহারা সঙ্গে থকে, তাহারা ব্রহ্মময়ীকে বলে,"হ্যাঁলো,তোর কি রোজই এইস্থানে কিছু হারায় নাকি?" ব্রহ্মময়ী বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্ত্তিনী, একথার উত্তর দিতে জানেন না। বরং বালিকারা পাছে তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে, সে জন্য ভয় হয়। যাঁহার জন্য ব্রহ্মময়ীর মন এমন হইয়াছে, তাঁহারই সাহত যে, পরিচয় সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, বিবাহের পূর্ব্বে তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার ভজনীয় দেবতা স্বরূপ পথিক ব্রাহ্মণাপেক্ষা ভাল বর পিতা আবার কোথায় পাইলেন, তাহাও জানিতে না পারিয়া অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। প্রথমে বিবাহের কথায় ব্রহ্মময়ীর কত আনন্দ হইত, এখন বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ব্রহ্মময়ী নিদাঘ-পীড়িত প্রসূনের ন্যায় ক্রমেই শুষ্ক হইতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর মুখ নিরানন্দ দেখিয়া এবং তাহার কারণ অনুধাবন করিতে না পারিয়া পিতামাতারও ক্লেশ হইতে লাগিল; তবে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল বর ঘর পাইয়া ব্রহ্মময়ী পরিণামে পরম সুখিনী হইবেন। জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মময়ী ভাল মন্দ কিছুই বলেন না। সুতরাং ব্রহ্মময়ীর বিবাহে যেরূপ আনন্দ হইবার প্রত্যাশা ছিল, সেরূপ হইল না; যেরূপেই হউক, বিবাহ সম্পন্ন হইল। পথিকের প্রথম দর্শন হইতেই ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে নিরন্তর ধ্যান করিতেন। সে ধ্যান চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের গতিবৎ,—ইচ্ছাকৃত নহে। বিশেষতঃ বিবাহের দিন একবারও সে ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই; এমন কি শুভদৃষ্টি কালেও চক্ষুরুন্মীলন করেন নাই। বাসর গৃহে নিদ্রাচ্ছলে নিশা যাপন করিয়াছিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে বরকন্যা বিদায় কালে যখন পরিণেতার সহিত 'ছোবা খেলা" করেন, তখন, দৈবাৎ তাঁহার বদনে দৃষ্টি সহযোগ হওয়ায় দেখিলেন যে, ধ্যানের ধন সেই পথিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অদ্য এই স্থলেই ব্রহ্মময়ীর কন্যাজীবন শেষ করা গেল। তিনি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রজরাজের বনিতা হইয়া কিরূপ সুখে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, পর সংখ্যায় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভাই বোন।

(২৭৭ সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

দাদামহাশয়ের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সরোজ ভাবিতেছে ভগ্নীটি কেমন বুদ্ধিমতী ! আমি বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলাম, কি করিব কিছুই ঠিক্ করিতে পারি নাই, কেমন আসিয়াই বলিল,"চল দাদা মশা-ইয়ের কাছে যাই।" এই সকল গুণের জন্যেইত আমি সরোজিনীর কোন দোষ দেখিতে পাই না। কএকদিনের মধ্যে সেই বৃদ্ধা তাহার শিশু নাতি ও নাতি-নীকে লইয়া সরোজদের বাড়ীতে আসি-য়াছে এবং তথায় বাস করিতেছে।

একদিন সরোজিনী বৃদ্ধার ঘরে গিয়া দেখিল বৃদ্ধা একাকিনী বসিয়া কাঁদি-তেছে—তাহাকে কত মিষ্ট কথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃদ্ধার মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলঃ—মা, আমার চাক্‌রে ছেলের মেয়াদ হ'ল, জন্মের মত কালাপানি পারে গেল, আর চক্ষে দেখ্‌তে পাব না—ভাব্‌লে প্রাণ যে হুহু করে জ্বলে উঠে। আহা! আমার ঘর আলো করা বউ মনের দুঃখে জলে ডুবে মরে গেল।

সরোজিনী শুষ্কতালু ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বউ কেন জলে ডুবে মরিল? বৃদ্ধা বলিল অমন বউত হবে না! ছেলেটা আমার দুরন্ত ছিল, কথা শুন্‌ত না যা খুসি তাই কর্‌ত,কিন্তু বউমা আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী ছিল। সংসারের কাজ একটি আমাকে দেখ্‌তে হতো না। আমি বুড়ো হয়েছি বলে আমার উপর কত যত্ন কত মমতা! আমাকে নুনটুকু নিয়ে খেতে বস্‌তে দিত না, নিজে সমস্ত কাজ করিত। বউ আমার সংসারের সমস্ত কাজ করিত, কিন্তু আমি কখন তাকে মুখ ভার করিতে দেখি নি, হাসি মুখে সংসারের সব কাজগুলি করিত। কেউ এলে তাকে কোথায় রাখিবে—কি করিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। সে মনে কর্‌তে পারিত না বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ীতে এসেছে। আমাকে মায়ের মত ভাল বাসিত ও যত্ন করিত, ছেলে মেয়ে দুটিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, তাদের একটু কষ্টও তার সহ্য হইত না। সরোজিনী বৃদ্ধার কান্না ও কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে গলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটি চিন্তা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছে সেটি এই যে—আহা আমি যদি এমনি মেয়ে হতে পারি তবে বেশ হয়—এমন মেয়ে হব যে যে কাছে আস্‌বে, যে কাছে থাক্‌বে, সে আরাম পাবে, ভাল না বেসে—আমাকে পছন্দ না করে থাক্‌তে পার্‌বে না। আমি সকলের প্রাণে আরাম ও সুখ দিব,

আহা, আমার ভাগ্যে কি এমন সুখ হবে না?

সরোজিনী এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হয়ে আপনার কথা ভুলিয়াছে,আবার সেই বউএর জলে ডুবিবার কথা মনে পড়িল অমনি বলিল—বউ কোন্ জলে ডুবিল? তখন বৃদ্ধা বলিল—মা, বউমা আমার ছেলেকে বড় ভালবাসিত—এত ভালবাসিত যে তাকে জন্মের মত দেখিতে পাইবে না শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না—জলে ডুবিয়া মরিল—তাইত আমি এই ছেলে মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়িছি। মা লক্ষ্মী তোমাদের বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ বলে দাঁড়াবার স্থান পেয়েছি। তোমার দাদা সরোজ বেশ ছেলে, আমার ছেলের মেয়াদ হওয়ার কথা শুনে খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়ীতে গিয়াছে, আমাদের সমস্ত অবস্থা শুনিয়া দুটি চক্ষের জলে ভাসিয়াছিল। আহা! কত মিষ্টকথায় আমাকে শান্ত করিয়া আমার জন্য কিছু বন্দবস্ত করিবার আশা দিয়া আসিল। সরোজিনী বলিল ঐ ছেলে মেয়ে দুটিকে আমি মানুষ করিব—আমি লেখা পড়া শিখাইব—আমি ওদের মা হব—আর তোমার মেয়ে হয়ে তোমার সেবা করিব কেমন? বৃদ্ধা আনন্দে আটখানা হয়ে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সরোজিনীর মাথায় হাত দিয়া বলিল, মা তুমি বেঁচে থাক—তোমার যেমন সরল মন তেম্‌নি তুমি রাজরাণী হও। সরোজিনী বলিল;—না আমি রাজরাণী হব না—আমি তোমার বউএর মত মেয়ে হব। ঐরকম হতে পার্‌লে আমার মনে বড় সুখ হয়। তখন বৃদ্ধা বলিল আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার বউএর মত মেয়ে হও।

ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সরোজিনীকে পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া—ভালবাসা ও প্রেমের আধার সহোদরকে ছাড়িয়া নূতন স্থানে নূতন পরিবারে বধূবেশে থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা যে ভাইকে চক্ষে চক্ষে রাখিত, তাহাকে ঘরে দেখিতে পাইবে না—কত দিন দেখিতে পাইবে না তাহার স্থিরতা নাই ,এই ভাবিয়া সরোজিনীর প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল।—ক্রমে শ্বশুরালয়ে যাইবার দিন নিকটতর হইয়া আসিল—প্রেম-প্রতিমা সরোজিনী একা একা বসিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় সরোজ তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিল—আসিয়া দেখে ননির পুতুল বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে—দেখিয়া সরোজের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সরোজ বলিল তোমার এমন দশা কে করিল? চুল এলো করে—পা ছড়াইয়া একা বসিয়া এমন করে কাঁদিতেছ কেন?—তোমাকে দেখে আমার বড় যন্ত্রণা হচ্চে—সরোজিনী, লক্ষ্মী দিদি, কাঁদিও না। আমাকে বল কি হয়েছে। দাদা'আবার কবে তোমাকে দেখিব? তোমাকে না দেখিয়া আমি

কেমন করে থাক্‌বো, আমি কোথাও যাব না—আমার কিছু ভাল লাগে না। সরোজ বলিল—আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব—সেখানে কএকদিন থাকিব, তার পর মাঝে মাঝে ছুটি পেলে তোমাকে দেখিতে যাব — আমি তোমাকে ভুলিব না, তুমিও আমাকে ভুলিও না।

এমন সময়ে সরোজিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দাদা ঐ দুটী ছেলে মেয়ের কি হবে? আমি ঐ দুটিকে ছাড়িয়া যাইব না—আমি উহাদিগকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিব। আহা অনাথা বালক বালিকা—একমাত্র সম্বল বুড়ো ঠাকুর মা ছিল, তাও মরিয়া গেল—আহা! বেচারাদের আর কেউ নাই, ও দুটির কথা ভাবিলে প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়।

সরোজ বলিল—সরোজিনী তুমি কি করিতে চাও? সরোজিনী বলিল আমার ইচ্ছা হয় ছেলে মেয়ে দুটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আনিয়া এত দিন ধরিয়া মানুষ করিয়া এখন উহাদিগকে কোথায় রাখিয়া যাইব? আর উহাদিগকে কোথাও রাখিয়া আমার মন প্রাণ প্রবোধ মানিবে না। সরোজ দেখিলেন বড় বিপদ। সরোজিনীর শ্বশুরালয়ের অবস্থা মন্দ না হইলেও খুব সচ্ছলও নহে। দুইটি পরের ছেলে মেয়ের ভার গ্রহণ করিতে যেরূপ সাংসারিক অবস্থার প্রয়োজন, সে পরিবারে তাহা ছিল না—সুতরাং সরোজ দেখিলেন যে সরোজিনীর আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তখন ভাই ভগ্নীকে বলিল দেখ তুমি সেখানে উহাদিগকে কি করিয়া লইয়া যাইবে? তোমার সহিত এখন সে বাড়ীর কাহারও আলাপ পরিচয় হয় নাই। তুমি সেখানে নূতন লোক—এমন অবস্থায় তোমার সঙ্গে আর দুটিকে কি করিয়া লইয়া যাইবে, তা হবে না। উহারা আমার নিকট থাকুক, আপাততঃ তুমিই কেবল সেখানে যাইবে। আর আমি তোমাকে রাখিয়া আসিব।

সরোজিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। সরোজ সরোজিনীকে একেবারে অধীর হইতে দেখিয়া ছেলে মেয়ে দুটিকেও সঙ্গে লইয়া সরোজিনীকে রাখিতে আসিয়াছেন। কএক দিন হইল ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ীতে সরোজ ভগ্নীর নিকট বাস করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাড়ী যাইবার দিন উপস্থিত হইল। সে এক ভয়ানক দিন। যে দিন সরোজ বাড়ী যাইবেন, তাহার পূর্ব্ব দিন হইতে সরোজিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষে জলধারা নিরন্তর প্রবাহিত, এ শোকোচ্ছ্বাস কার জন্য—শ্বশুরালয়ের কেহই পূর্ব্বে তাহা বুঝে নাই, আজ সকলেই বউএর শোকের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক। অনেক অনুসন্ধানের পর সরোজের নিকট হইতে তাঁহারা জানিতে পারি-

লেন যে ঐ অনাথ বালক বালিকা দুটির জন্যই সরোজিনীর এত ক্লেশ। তখন তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কিছু দিনের জন্য বালক বালিকাদ্বয়কে তাঁহাদের গৃহে রাখিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা যখন সম্মত হইলেন, তখন সরোজ চুপে চুপে ভগ্নীকে বলিলেন—ইহাদের খরচপত্রের জন্য আমি দাদা মশাইয়ের নিকট হইতে মাসে ১০ টাকা করিয়া পাঠাইব। এইরূপে সরোজিনীর অকৃত্রিম প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ হইয়া বালক বালিকা তাঁহার নিকট থাকিয়া মানুষ হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

গোরা বিদ্রোহ।

(২৭৭ সংখ্যা, ৩ ৯ পৃষ্ঠার পর)

১৭৯৫-৯৬ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিশ সাহেবের শাসনের শেষ ভাগে এবং সার্‌জন্ সোর সাহেবের শাসনের প্রাথমিক কালে আবার গোরা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গোরাসেনা ও সেনাধ্যক্ষ এবং সিবিলিয়ান শ্বেতকায়েরা নানা প্রকার আইনবিরুদ্ধ ও অসৎ উপায়ে এদেশে তৎকালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত। গবর্ণর জেনেরল এক আজ্ঞাপত্র জারী করিয়া সেই অন্যায় অর্থোপার্জ্জনের উপায় একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। সিবিলিয়ানদিগের এজন্য বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু সৈনিকবিভাগের লোকের সংখ্যা বহুল ছিল বলিয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব আদৌ উত্থাপিত হইল না, অথচ তাহাদের আয় কমিয়া গেল। এই সময়ে বৃটিষ পল্টন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এক শ্রেণীর নাম "রাজার খাস সেনা", অন্য শ্রেণীর নাম "সাধারণ সেনা"। খাস সেনাদের আয়, অবস্থা, সুবিধা প্রভৃতি নবাবের মত ছিল, কিন্তু সাধারণ সেনাদের প্রতি কেহ চাহিয়া দেখিত না, সুতরাং তাহাদের ক্রোধ ও দ্বেষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিলাতের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ডুণ্ডাস্ সাহেব এই উভয় সেনা একত্রিত করিয়া উভয়ের উন্নতির জন্য এক আইন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রস্তুত হইতে এত বিলম্ব হইল যে, সেনাদের ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া চলা ভার হইয়া উঠিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোরা সেনারা বিদ্রোহে লিপ্ত হইল এবং এই বিদ্রোহের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সার্ জন্ সোর এই ভয়ানক বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টের বড় দিনের উৎসব ছাড়িয়া সমর কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী সেনাদিগের দূতেরা আসিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দূতেরা বলিলেন, যদি গবর্ণ-

মেণ্ট খাস সেনার সংখ্যা কমাইয়া দেন, সেনাদের ভাতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেন, বয়োনুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং সাধারণ সেনার সংখ্যা ন্যূন না করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহী সেনা শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে পারে; যদি ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত না হন, তাহা হইলে প্রধান সেনাপতি ও বড় লাট সাহেবকে তাহারা আক্রমণ করিবে এবং ভারতরাজ্য অধিকার করিয়া লইবে (ক্রমশঃ)

হিন্দু সদাচার।

(২৭৬ সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার।

হিন্দুগণ মাতা, খুড়ী, জেঠাই, পিসী, মাসী, মাতুলানী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, জেষ্ঠা ভগিনী ইত্যাদিকে পরম পূজনীয় বলিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাদিগের সেবার বিধি দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, স্ত্রীলোকমাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুসমাজে এই শ্লোকটী প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিতঃ—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ.
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃপশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

পরস্ত্রীকে জননী, পরদ্রব্য মাটীর ডেলা এবং সকল জীবকে আপনার ন্যায় যিনি দেখেন তিনিই পণ্ডিত।

পরস্বে পরদারে চ ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ।
পরস্বং নরকায়ৈব পরদারাচ মৃত্যবে।

সৎলোক পরের ধন ও পরের স্ত্রীর প্রতি বুদ্ধি করিবেক না। পরের ধন নরকের এবং পরের স্ত্রী মৃত্যুর কারণ। সম্বন্ধ বিহীন পরপত্নীর প্রতিও সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধি আছেঃ—

পরপত্নীচ যা নারী সাদাসম্বন্ধ চ যোনিতঃ।
তাং ব্রুয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ।

যে রমণী পরপত্নী এবং যাহার সহিত রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাকে 'ভবতি,' 'সুভগে,' 'ভগিনি' এইরূপ সম্বোধন করিবে।

নেক্ষেৎ পরস্ত্রিয়ং নগ্নাং ন সম্ভাষেচ্চ তস্করান্।
উদক্যাং দর্শনং স্পর্শং সম্ভাষঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

বিবস্ত্র অবস্থায় পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চোরের সহিত কথা কহিবেক না এবং ঋতুমতী স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন, ও সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিবে।

ন ভার্য্যা বীক্ষ্যেত নগ্না পুরুষেণ কদাচন।
নচ স্নরিত বৈ নগ্না ন শায়িত কদাচন।

কেবল পরস্ত্রী নয়, পুরুষ আপনার স্ত্রীকেও নগ্নাবস্থায় দেখিবেক না। স্নান বা শয়নকালেও বিবস্ত্রাবস্থায় দেখিবেক না। চিত্তের শুদ্ধতা-রক্ষা বিষয়ে হিন্দুদিগের কতদূর দৃষ্টি, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে যত উন্নতমনা হউন না কেন, অসঙ্কোচে তাহাদিগের মিশামিশি কল্যাণজনক নহে, এই জন্য তাহা হিন্দু সদাচার বিরুদ্ধ বলিয়া দূষনীয়। স্ত্রীলোক গুরুপত্নী হইলেও শিষ্য তাহার শরীর স্পর্শ বিষয়ে সাবধান থাকিবেক।

আভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনং।

গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল হরিদ্রা প্রভৃতি লেপন, গাত্রোৎসাদন এবং তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দেওয়া শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ।

গুরুপত্নীতু যুবতীর্নাভি বাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানত।

পূর্ণবিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষ দোষ গুণজ্ঞ হইয়া যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শপূর্ব্বক তাহার বন্দনা করিবেক না। নির্জ্জনে স্ত্রীপুরুষে একত্র ভ্রমণ এবং একাসনে উপবেশন সদাচার বিরুদ্ধঃ—

নৈকাসনে তথা স্বৈরং সুন্দর্য্যা পরজায়য়া।
তথৈবস্যান্ন মাতুশ্চ তথৈব দুহিতুরপি।

সুন্দরী পরস্ত্রীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইবেক না। মাতা এবং কন্যার সহিতও এরূপ একাসনে আসীন হওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

একাসনে মাতা ভগিনী ও কন্যার সহিতও বসিবেক না। ইন্দ্রিয় সকল অতি বলবান, বিদ্বানদিগকেও বিপথগামী করে। মাতার সহিতও একাসনে আসীন হইতে নাই, এরূপ বিধি অনেকে অনর্থক কঠোর শাসন বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এমত স্ত্রীলোক আছেন যিনি একজন যুবকের সহিত সন্তান সম্পর্ক পাতাইয়া "ও আমার পেটের সন্তান" বলিয়া থাকেন এবং মাতা ও সন্তানে আবার সঙ্কোচ কি বলিয়া অতিরিক্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক নির্ব্বোধ পুরুষও মাতা ভগিনী কন্যা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইয়া অন্য স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে যান। ইহার পরিণাম ফল অনেক সময় বিষময় হয়, কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার সহিতও যুবক সন্তানের একাসনে বসিতে নাই এবং অশিষ্টাচার করিতে নাই। এরূপ বিধি দ্বারা সকলকেই সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজ শাসনের দৃঢ়তা রক্ষা করা হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। জর্ম্মণির বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়মের মৃত্যু হইয়াছে, এবং আমাদিগের রাজ-জামাতা ৩য় ফ্রেডারিক নাম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় নূতন সম্রাট নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হউন।

২। আগামী ১৮ই মার্চ্চ ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ হলে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদিগের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপনার্থ এক মহা সভা হইবে। এরূপ অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর।

৩। ব্রিটিষ সৈন্য রণসজ্জা করিয়া সিকিমরাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, লেংটু নামক স্থানে সৈন্যগণের আড্ডা হইবে। ব্রহ্ম যুদ্ধের অনল নিবিতে না নিবিতে লর্ড ডফারিণ আবার এক অনল জ্বালিলেন। ভারত প্রজাদের ধন প্রাণ আর কত আহুতি যাইবে?

৪। ১৮৮৬-৮৭ সালে অপার ব্রহ্ম দেশের আয় ৩৩,৩৩,৬৫৫ এবং ব্যয় ১,১৭,১৩, ৬৩৯ হইয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষে আয় প্রায় ৫৫ লক্ষ এবং ব্যয় দেড়কোটী টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় ৩।৪ গুণ অধিক, ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া ভারতের কম লাভ হয় নাই!!

৫। মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতম শিক্ষার কোন উপায় ছিল না, তত্রত্য খ্রীষ্টীয় কলেজে স্ত্রীলোদিগের বি এ, এম এ পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বামারচনা।

সহমরণ

আয় রে কৃতান্ত, প্রাণের দোষর!
তোরে পরশিবে বিধবা বালা,
অনলে পশিয়া এড়াবে হাসিয়া
অসহ বেদন বৈধব্য জ্বালা!

২

ধক ধক ধক জ্বল হুতাশন,
স্বন স্বন স্বন বহ সমীরণ,
তক তক করি আইস তটিনি,
সতী-দেহ দেহে মিলাও অবনি,
ভারতের কথা জগতে যা'ক
অনলে পড়িয়া জুড়া'ক যাতনা
জগত সংসার এ পারে থা'ক।

নিভিছে তপন ঢাকিছে চন্দ্রমা,
খসিয়া পড়িছে তারকা সবে,
শূন্য, শূন্যময় এ মহা আঁধারে
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে!

২

প্রভাত পরশে হাসে দিক্‌বালা,
ফোটে ফুল, মৃদু [illegible]ন ভরে;
গায় বিহঙ্গম জাগে জীবগণ
শুধুই একটী প্রভাত তরে।

৫

ভারত-বালার কিবা আছে আর?
প্রাণের সহায় কেবলি পতি,
হৃদয়ের বল দাঁড়া'বার স্থল
জীবনের পথে একই গতি।

৬

দেখেনি রমণী রবির কিরণ,
দেখেনি চাঁদিমা তারকা রাশি,
হৃদয়ের আলো পতি-অনুরাগ
অমৃত তাঁহারি আদর হাসি!

৭

সেই দেবতার মূরতি মোহন
পরতে পরতে হৃদয়ে আঁকা,
তাঁহারি প্রণয় জীবনী শকতি
রমণী-জীবন তাতেই রাখা!

৮

প্রাণের-দেবতা সেই পতিধন
বিদায় মাগিয়া চলিলা যবে,
কাঙ্গালিনী তার এ শূন্য শ্মশানে
আধখানি প্রাণে কি ক'রে রবে!

৯

জীবন রতনে হারায়ে জীবন
ছার দেহ মাঝে কেমনে রয়?—
থাক্‌রে জগতে জগতের লোক
বিধবার তরে জগত নয়!

১০

কিসের সংসার কিসের বা ঘর
কি বাঁধনে আর বাঁধা সে হবে,
হারায়ে ফেলিয়ে সরবস্ব ধন
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে?

১১

আয়রে কৃতান্ত করুণা করিয়া
ভিখারিণী তোর, বিধবা বালা,
বারেক পরশি জুড়াও তাহার
মরম-আগুণ বৈধব্য জ্বালা!

১২

বৈধব্য যাতনা অসহ যাতনা
এ যাতনা সম-আর কি আছে?
অনন্ত অশনি অনন্ত মরণ
সব হারি মানে ইহারি কাছে!

১৩

সধবার বেশ পরিয়া ললনা
পতি শব বুকে যতনে ধরে,
দেখরে মানুষ দেখরে দেবতা
এ মরণে সতী কি সুখে মরে!

১৪

ধূ ধূ ধূ ধূ অই গরজে অনল
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সকল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দুটী শরীর।
পতি দেহে সতী হইল লয়;
আবার জগতে হাসিবে তপন
খেলিবে তটিনী নাচিবে পবন
বারমাস, তিথি, সঘনে চলিবে,
অতীত কাহিনী এ ওরে বলিবে,
করিবে পুরুষ "দ্বিতীয় সংসার"
সহমৃতা সতী ফিরিবে না আর,

১৫

তাহার জীবন অনন্ত ময়!
তুমিরে কৃতান্ত অনন্ত করুণ
কোলে ঠাঁই দিলে বিধবা বালা,
তোমার প্রসাদে হাসিয়া এড়া'ল
অসহ বেদন বৈধব্য জ্বালা।

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

No 279. April 1888.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৯ সংখ্যা } চৈত্র ১২৯৪—এপ্রেল ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনিবাগান লেন ৯নং ভবন,
বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনীর জুবিলী।

আগামী ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইবে, ইহাই আমাদিগের ক্ষুদ্র পত্রিকার জুবিলী। এই উপলক্ষে ১০ টি রচনার পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী কতকগুলি পদ্য ও উপদেশমালা রঙ্গিন কাগজে মুদ্রিত করিয়া গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করা গিয়াছে। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বামাবোধিনীকে অনেক ব্যয়গ্রস্ত হইতে হইবে। বামাবোধিনীর আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নহে, ইহা সকলেই জানেন। কোন কোন বন্ধুর সাহায্য পাইবার আশা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহাঁর সাহস। যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসেন ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদী স্বরূপ কিছু কিছু যৌতুক দিয়া যদি বামাবোধিনীর শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, এই তাহার উৎকৃষ্ট অবসর। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যিনি যে দান করিবেন, আমরা তাহা বামবোধিনীর জুবিলী ফণ্ডে জমা করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে আমরা রচনা পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা তদ্দ্বারা বামাবোধিনীর উন্নতির কোন প্রকার উপায় করিতে পারি। গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে উপহার দিবার উপযোগী কোন লেখা বা পুস্তিকা কেহ অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইলে তাহাও আমরা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রী আশুতোষ ঘোষ—সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার।

বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০টি রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটি ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। আদর্শ বঙ্গ রমণী।

। ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪। বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১। গৃহ চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩। বাঙ্গালী স্ত্রী পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪। স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যে রচনা গুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৯ সংখ্যা | চৈত্র ১২৯৪—এপ্রেল ১৮৮৮। | ৪র্থকল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) ভিক্টোরিয়া কলেজের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত ১৮ই মার্চ্চ ছোটলাট-পত্নী লেডী বেলী এবং ২২এ মার্চ্চ ছোট লাট পত্নী ও লেডী ডফারিণ সমভিব্যাহারে লর্ড ডফারিণ উক্ত কলেজ পরিদর্শন করেন। (২) কুমারী মাক্‌ডোনাল্ড লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন এবং লাটিন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় ব্যুৎপন্না, এজন্য তিনি এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণা না হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন। এটী সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। (৩) কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজী নাম্নী এক পারসী খৃষ্টীয় যুবতী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইনি নাকি আমেদাবাদ কলেজের অধ্যাপিকা হইয়াছেন। ইঁহার মাতাও একজন অসাধারণ গুণবতী রমণী।

লর্ড ও লেডী ডফারিণ—গত ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, সেখান হইতে বোম্বাই দিয়া আগামী নবেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন, আর এ দিকে ফিরিবেন না। লর্ড ডফারিণ যেরূপে রাজ্যশাসন করিয়া-

ছেন, তাহাতে ভারতবাসীদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছেন, প্রত্যুত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইন্‌কম টাক্স ও লবণ টাক্স আয়বান ও গরিব উভয় শ্রেণীর প্রজাদিগের পক্ষে পীড়াকর হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যুদ্ধ, রুসীয় যুদ্ধ ও সিকিম যুদ্ধের জন্য অপরিমিত ব্যয়ও সাধারণের অসন্তোষকর হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিদায়কালীন অভিনন্দনে অল্পব্যক্তিই যোগ দিয়াছেন। লেডী ডফারিণ এদেশের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার সৌজন্য, সহৃদয়তা ও সদাশয়তা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। ভারতে যে কয়বৎসর আসিয়াছেন, এদেশীয় রমণীদিগের সহিত নানা উপায়ে মিশিয়াছেন, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থ একটী স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপন করিয়া ভারতে তাঁহার চিরকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অসাধারণ গুণসম্পন্না রমণী রত্নের প্রতি সর্ব্বসাধারণে বিশেষ সমাদর ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শন করেন, ইহা আমরা দেখিতে চাই।

বঙ্গবীরাঙ্গণা—গত ২৫ এ ফাল্গুন চাণকের নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর গ্রামের জমীদার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রিযোগে ডাকাইতি হয়। ৪০ ৫০ জন ডাকাইত বাটী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারবানকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। বিবাহ উপলক্ষে বাটীর পুরুষেরা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, কয়েকটী মাত্র স্ত্রীলোক বাটীতে ছিলেন। অন্নদাদেবী নাম্নী ৪০ বর্ষবয়স্কা এক রমণী খড়্গ ধারণ করিয়া দস্যুদিগের সম্মুখীন হন এবং অপর স্ত্রীলোকদিগকে ছাদ হইতে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে বলেন। ডাকাইতেরা তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিতে কালিকাদেবীর আবির্ভাব মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করে। স্ত্রীলোকের সাহস এদেশেও অনেক সময় দেশ রক্ষা ও গৃহরক্ষা করিয়াছে, তাহার একটী সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত এই।

বাঙ্গালীর উচ্চপদ—সার্জ্জনমেজর ডাক্তার কালীপদ গুপ্ত, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কমিশনর এবং বাবু রজনীনাথ রায় বাঙ্গালার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে এরূপ পদ কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ছোট লাটকে ধন্যবাদ।

স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের দণ্ড—(১) ব্রহ্ম দেশের দুইটী স্ত্রীলোক অস্ত্র গোপন করিয়া রাখাতে পুলিস ইনস্পেক্টর মরে তাহাদের বেত্রাঘাত দণ্ড দেন এই জন্য ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর মরেকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া পদত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। (২) এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক তাহার দশমবর্ষীয়া স্ত্রীর গালে লোহা

পোড়াইয়া দাগ দেওয়ায় ৬ মাস কারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

দান—চকদীঘীর মৃত জমীদার সারদাপ্রসাদ রায় নিজে যেমন বদান্য ছিলেন, তাঁহার পত্নী রাজেশ্বরী দেবীও সেইরূপ। তিনি মৃত্যুকালে হরিপাল হইতে দ্বারহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ৩০ হাজার এবং দ্বারহাটায় একটী মধ্যশ্রেণী স্কুল চালাইবার জন্য বার্ষিক ৬০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। (২) মান্দ্রাজের রামস্বামী মুদেলিয়ার পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মান্দ্রাজ ও দারজিলিং রেলওয়ের মধ্যে স্বাস্থনিবাস হইবে। (৩) ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবেল সোসাইটী সভা দাতব্যকার্য্যে গত বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আমস হাউসে ৫১১ ও কুষ্ঠাশ্রমে ২১৭ জন সাহায্য পাইয়াছে।

সিকিম যুদ্ধ—ইংরাজ সেনাপতি গ্রেহাম ২০০০ সৈন্য লইয়া সঙ্কটপূর্ণ পাহাড় ভাঙ্গিয়া লিংটুর নিকট উপনীত হইয়াছেন। এই স্থানটী ১২ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। এখানে তিব্বতীয় ও সিকিম সৈন্য কেল্লা বাঁধিয়া আছে। ইতিমধ্যেই লিংটু জয়ের সংবাদ আসিয়াছে।

দুর্ঘটনা—চীনের পীতনদীর জলপ্লাবনে প্রায় ২০ লক্ষ লোক মরিয়াছে।

রৌপ্য বিবাহ ও স্বর্ণ বিবাহ—ইউরোপীয় প্রথানুসারে বিবাহের ২৫ বৎসর পরে স্বামীস্ত্রীর রৌপ্য বিবাহের এবং ৫০ বৎসর পরে স্বর্ণ বিবাহের উৎসব হয়। আমাদের যুবরাজের রৌপ্য বিবাহ সমারোহে হইয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার পত্নী আর এক বৎসর জীবিত থাকিলে ইঁহাদের স্বর্ণ বিবাহ হইবে। ১৮৩৯ সালে ইঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিবি গ্লাডষ্টোনের বয়স ১৭ বৎসর। তিনি স্বামীর অপেক্ষা ২ বৎসরের ছোট।

দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্মিলন—গত ১৯এ মার্চ্চ বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের এক সায়ং সমিতি হয়, তাহাতে ছোট লাট সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক গুলি ভদ্রলোক ও মহিলাও সম্মিলিত হইয়া সদলাপাদি করেন। জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়; আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রত্যেক সভ্যের গৃহে মধ্যে মধ্যে এইরূপ সম্মিলন হইবে। (২) গত ২৯ এ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটের নবাব মহিষিণ বেগম আপনার বাটিতে মান্দ্রাজের গবর্ণর কেনমারা ও তাঁহার পত্নীকে ভোজ দেন, তাহাতে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলায় প্রায় ৩০০ ব্যক্তি উপস্থিত হন। (৩) উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে লর্ড ও লেডী ডফারিণের

সম্মানার্থ গত ২৪এ মার্চ্চ এক সমিতি হয়, তাহাতে ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেকে আহূত হন।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি— হাবড়া সেতুর উত্তর ধারে ছটুলালের ঘাটে কয়েকটী ইংরাজ রমণী একখণ্ড প্রস্তরে ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে এই কয়েক পংক্তি খোদিত করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ২৫শে মে তারিখের ঝটিকাবর্ত্তে সার জন লরেন্স বাষ্পীয় জাহাজের সহিত যে সকল তীর্থযাত্রী (অধিকাংশ স্ত্রীলোক) জলমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থে কয়েকটি ইংরাজ রমণী কর্ত্তৃক এই প্রস্তরফলকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

This stone is dedicated by a few English women to the memory of those pilgrims, mostly women, who perished with the Sir John Lawrence in the cyclone of 25th May 1887.

বঙ্গ মহিলা সমাজ—বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু এবং শ্রীমতী সরলা রায় বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন ভাবে উৎসাহের সহিত এই সভার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী রাধারণী লাহিড়ী শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা বসু সরলা রায়, অবলা বসু ও কুমারী কামিনী সেন বি এ নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে বক্তৃতা করিবেন:—

(১) মানবাত্মা, (২) মাতার কর্ত্তব্য, (৩) ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ, (৪) মানবাত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, (৫) সমাজ এবং সামাজিক জীবন কাহাকে বলে, (৬) উপাসনা, (৭) স্ত্রীর কর্ত্তব্য, (৮) কর্ত্তব্য এবং বিবেক, (৯) সামাজিক সুরীতি এবং সদাচারের আবশ্যকতা, (১০) চরিত্র গঠন, (১১) গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (১২) পাপ কি? (১৩) আলাপ পত্রাদি লেখা, দেখা সাক্ষাৎ, সায়ং সমিতি এবং রমণীর পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে রীতি নীতি কিরূপ হওয়া উচিত? (১৪) মুক্তি কি? (১৫) বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বয়স্থা কুমারীগণের কর্ত্তব্য, (১৬) পরকাল, (১৭) প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন কি? (১৮) ব্রাহ্মিকার কর্ত্তব্য কি?

এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে সায়ংসমিতি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমাজের উন্নতি প্রার্থনা করি।

লেডী ডফারিণের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া সুলভসমাচার হইতে উদ্ধৃত হইল ঃ—

বড়লাটপত্নী লেডী ডফারিণ শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহারের আলিপুরস্থ "উডলাণ্ডস" নামক ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন কন্যাগণসহ তথায় উপস্থিত হন। নিরামিষ, মাছ এবং মাংসের এক শত তেইশ খানি ব্যঞ্জন নাকি প্রস্তুত হইয়াছিল। যেমন করিয়া এদেশের লোকেরা ভোজন করেন, লেডি ডফারিণ সেই ভাবে ভোজন করেন অর্থাৎ মাটিতে কলাপাতে সমস্ত ভোজ্য বস্তু সাজাইয়া দেওয়া হয়। কুচবিহারের মহারাণী তাঁহাকে নূতন বারাণসী সাড়ী পরাইয়া এবং হাতে বাজু দিয়া সাজাইয়া দেন এবং সেই সজ্জা ধারণ করিয়া তিনি আহার করিতে বসেন। বড়লাট পত্নী যে এই ভাবে এঁ দেশের লোকের সঙ্গে যোগ দিতেছেন, ইহাতে তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেছেন।

বামাজাতির সংস্কার।

(প্রথম প্রস্তাব)

জগতের কোনও দেশ বা কোনও সমাজ নিরন্তর একই ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের অধিবাসীদিগেরও শরীর এবং মনের উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। যেখানে উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেখানকার লোকেরা সুখী, সভ্য ও ধার্ম্মিক হয়, আর যেখানে অধোগতির দিকে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, সেখানকার হতভাগ্য লোকেরা সুখ ও শান্তির পবিত্র এবং প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অসভ্যতা, কুশিক্ষা এবং অধর্ম্মের পৈশাচিক বিকৃতি বশতঃ কলুষিতচিত্তে নরকের গভীর কূপে নিমগ্ন হইতে থাকে, সুতরাং শান্তি, সুশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানজনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। সময়, সংসর্গ, শিক্ষা প্রভৃতির গুণে সমাজের ও দেশের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। মনুষ্য সহস্রবার চেষ্টা করিলেও এই অনিবার্য্য প্রাকৃতিক স্রোতের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, শত সহস্র ঐরাবত মাতঙ্গ কিম্বা আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবিশিষ্ট সংখ্যাতীত তুরঙ্গরাজিও ইহার দ্রুত গতির বেগ ধারণে সক্ষম হয় না। সময়ের নাম পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের নাম উন্নতি বা অবনতি, সুতরাং ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এক দেশ এবং ঐ দেশস্থ সমাজ যাহা ছিল, আজি কখনই তাহা ঠিক্ সেইরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। সময়ের গতিতে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে থাকে, এই জন্যই ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তোমার যে অবস্থা ছিল, আজি কখনই সে অবস্থা থাকিতে পারে না; ঐ সময়ে তোমার শরীর ও মন সম্বন্ধে অথবা তোমার সমাজ সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী বদ্ধমূল হইয়াছিল, আজি তাহা নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া পড়িবে এবং পূর্ব্বকালীন নিয়ম অধুনাতন কালে কখনই প্রয়োজ্য হইবে না। যাঁহারা বলপূর্ব্বক পুরাতন স্ফটিক পাত্রে সতেজ নব-মদিরা স্থাপন করিতে চাহেন এবং পাত্রের সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া একই পাত্রকে অসংস্কৃত ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা যে নিতান্ত স্বল্পবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ইহা সভ্যতার ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রমাণ করিয়া দিতেছে, পরিণামে ইহার ফল এই হয় যে পুরাতন পাত্র শতধা বিভিন্ন হইয়া যেমন ধাতু ও মদিরা উভয়কেই নষ্ট করে, সেইরূপ সমাজ এবং সমাজের লোক উভয়েই পরি-

শেষে অন্ধতর হইতে অন্ধতম অজ্ঞানের সীমায় উপনীত হইয়া সদসৎ বিবেক বিহীন হইয়া পড়ে; ইহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে আবার অধিকতর প্রজ্ঞাবান মহাত্মাদিগকে বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট পাইতে হয়। সময়ের অবস্থানুসারে সমাজের ভাল মন্দ অবস্থা ঘটে এবং সেই ভাল মন্দ অবস্থা অবলম্বন করিয়া সামাজিক নিয়ম সমূহ গ্রথিত হয়। সময় সমাজের বশবর্ত্তী নহে, সমাজই সময়ের বশবর্ত্তী, সুতরাং যেমন সময়, সমাজের নিয়মও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অধুনাতন কালে এতদ্দেশীয় পুরুষ-বৃন্দ মধ্যে যে এক ঘোরতর পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ তরঙ্গের তালে তালে সমগ্র পুংসমাজ নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, ইহা আমরা প্রতিনিয়ত দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পূর্ব্বদিকে প্রভাতে অরুণোদয় হয় একথা যেমন অবিমিশ্র সত্য, এই পরিবর্ত্তনের ব্যাপারও সেইরূপ অখণ্ডনীয় সত্য। পুরুষ জাতির সহিত নারীদিগের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, শিক্ষা, অশিক্ষা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে জড়িত হইয়া আছে। একের উন্নতি বা পরিবর্ত্তন অন্যের উন্নতি ও পরিবর্ত্তনকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে, একের অনাচার অন্যের স্বভাবে অনাচারের উৎপাদন করে, যেহেতু পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পরস্পরে মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়াই গণ্য, ইহাঁরা পুরুষের গৃহের লক্ষ্মী, বিপদের শান্তি, চরিত্র সংশোধনের সহায় এবং সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী। স্ত্রী ও স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রিয়তর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, সমগ্র জগতে তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর নাই। পুরুষ জাতিও স্ত্রী জাতির অর্দ্ধাঙ্গ, স্ত্রী জাতির রক্ষক, পালক, শিক্ষাদাতা এবং সুখ, দুঃখ শান্তি, অশান্তি, উন্নতি ও অবনতির জন্য সম্পূর্ণভাবে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ দায়ী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে এ দেশীয় পুরুষ জাতির পরিবর্ত্তন স্ত্রীসমাজকে কি স্পর্শ করে নাই? পুরুষ জাতির যদি সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নারীসমাজেরও কি সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই? যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে কি কি বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক এবং পরিবর্ত্তনের কোন্ কোন্ অংশ দূষণীয় বা বরণীয়, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে তাহাই উল্লেখ করিতে আমরা সচেষ্ট হইব।

কোনও প্রাচীন দেশ বা প্রাচীন সমাজে নববিধ কোনও সংস্কার প্রবিষ্ট করাইতে হইলে, ঐ দেশের পুরাতন অবস্থার দিকে প্রথমে জন সাধারণের দৃষ্টি পড়ে, তাঁহারা প্রথমেই পুরাতন নিয়ম অপেক্ষা নূতন নিয়ম ভাল কি মন্দ তাহাই তুলনা করিয়া দেখেন। আমা-

দের প্রাচীন সমাজে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়দিগের যত্নে সকলেই তাহার কিছু না কিছু জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বকালে অর্থাৎ হিন্দু শাসন সময়ে সকল জাতীয়া স্ত্রীলোক, সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন ছিল, এমন কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, স্ত্রীজাতি কখনও পুরুষের আশ্রয় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার অনুমতি পায় নাই। মনুসংহিতায় ও বেদ পুরাণে ইহার বহুবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি তৎকালীন রমণীগণের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও স্বাধীন ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সীতা প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকাশ্যে (অবশ্য পতিসহযোগে) পরপুরুষের সম্মুখে গমনাগমন করিতেন ইহা সকলেই জানেন। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। মেওয়ার, রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ভোজপুর, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সম্ভ্রান্তা ললনারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া এবং স্থূল বসনে দেহ আচ্ছাদন করিয়া দলবদ্ধ ভাবে অথবা একাকিনী প্রকাশ্যে গমনাগমন করেন, ইহা তথাকার চিরাগত প্রথা। মুসলমানদিগের অত্যাচারে আশঙ্কিত হইয়া বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির অবগুণ্ঠন প্রথার বোধ হয় সৃষ্টি হয়, বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অপরাপর অংশেও মুসলমানদের অত্যাচার ছিল, কিন্তু তথায় তাহারা এতদূর দুর্দ্দান্ত স্বভাব প্রকাশ করিতে পাইত না, যে হেতু দুষ্ট দমনের অমোঘ অস্ত্র হতভাগ্য বাঙ্গালা ভিন্ন আর সকল স্থানেই আছে। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিতেন, শিল্প কার্য্য করিবার অধিকার পাইতেন, আবশ্যক হইলে প্রকাশ্যে বাহির হইতেন, ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং স্বাস্থ্য উন্নতি সম্বন্ধে রথ চালনা, অশ্বারোহণ, ভ্রমণ কখন বা মল্লযুদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ তৎকালে হিন্দু স্ত্রীজাতি যে পরম সুখ ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন কালে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আহার, আচার, ব্যবহার ও লৌকিকতা সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, সেগুলি তদানীন্তন সমাজেরই উপযুক্ত ছিল। মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ভারতীয় নারী জাতির বিশেষ অধঃপতন ঘটে। মুসলমানজাতি ন্যূনাধিক ৭০০ বর্ষ কাল এদেশে রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ কাল অস্মদ্দেশীয় পুরুষ ও নারী জাতির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন যে অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বহুতর অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার আনন্দ যোশী বাই।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

আমেরিকায় পৌছিয়া আনন্দী বাই তাঁহার পরম হিতৈষেণী বিবী কার্পেণ্টারের বাটীতে অবস্থিতি করেন। সেখানে তাঁহার অশন, বসন, নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহারাদি সমস্ত স্বদেশীয়ের মত ছিল। অত্যন্ত আগ্রহ ও পরিশ্রমের সহিত ফিলাডেলফিয়া নগরস্থ স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ে (Women's Medical College of Pennsylvania) তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং পাঠে অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। উল্লিখিত কলেজে পড়িবার সময় স্বভাব মাধুর্য্য গুণে সকলের প্রিয় হইয়া তিনি পাঠ বিষয়ে অনেকের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষীয়গণ অনুগ্রহ করিয়া তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে দুই বৎসর পরে তাঁহাকে এম, ডি, পরীক্ষা দান করিবার অধিকার দেন। এক বৎসর পরে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া একটি বৃত্তি পান। ইঁহার ডিপ্লোমা পাইবার সময় এক বিরাট সভা হয়। স্ত্রীর অভিলষিত এম, ডি উপাধি গ্রহণোপলক্ষে আহূত সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ইংরাজী ১৮৮৪ সালের ৫ই জুন তারিখে গোপাল বিনায়ক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশগুলি পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাসে ইনি তথায় উপস্থিত হন। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত উপাধি মহা সমারোহে বিতরিত হয়। বাস্তবিক এ একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এতদুপলক্ষে তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী পণ্ডিতা রমাবাই ইংলণ্ড হইতে গমন করেন। ইনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করেন, আমরা এই বক্তৃতার সার মর্ম্ম যথাসময়ে পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি। কলেজের অধ্যক্ষ মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে এই সুখ সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি তদুত্তরে প্রাইবেট সেক্রেটরী জেনরেল সর্ হেনরি পন্‌সন্‌বি দ্বারা এক পত্র লিখিয়া আনন্দ বাইর গুণের প্রশংসা করেন।

ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভারত অঙ্গনার কথা দূরে থাকুক, অঙ্গনাকুলের ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। ইহাতে আনন্দবাইর প্রতিভা সভ্যজগতে বিকীর্ণ ও কিয়ৎ পরিমাণে পুরস্কৃত হইল, স্ত্রীজাতি সমাদৃত হইল, এবং ভারতের পুরুষ জাতিরও মুখোজ্জ্বল হইল। হিন্দুমহিলা

কর্ত্তৃক এবম্বিধ সম্মান লাভ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা।

বাঙ্গালীর শুধু কথাই সার। কথা কার্য্যে পরিণত না করিলে সে কথা নয়-বাষ্প। অঙ্গীকার করিলাম যে, একার্য্য আর করিব না, মুহূর্ত্ত না গত হইতে হইতে, তাহা করিলাম। মুখে বলিলাম সভায় প্রস্তাব করিলাম যে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বা মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিব, ফলে করিলাম না—করিতে প্রাণপণে চেষ্টাও করিলাম না। যথার্থই ইংরাজীতে বলে—

"A man of words and not of deeds
Is like a garden full of weeds."

অর্থাৎ কাজের নয় কথার লোক কুগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের মত। আনন্দ যোশী শ্রীরামপুরের সভায় যাহা প্রতিজ্ঞা করেন, আমেরিকায় যাইয়া তাহা পালনও করিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে বড্‌লে মহোদয়ের ও ফিলাডেলফিয়ার সুবিখ্যাত পবলিক লেজার নাম্নী পত্রিকার কথাগুলি অবিকল অনুবাদ করিলাম। বড্‌লে বলেনঃ—

ভারতবর্ষে উত্তর পঠাইবার নিমিত্ত অনেক সাক্ষী উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইহাঁরা বলিতে পারেন যে, শ্রীরামপুরের কৃত প্রতিজ্ঞা ঠিক্ ঠিক্ এই তিন বৎসরকাল পালিত হইয়াছে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ফিলাডেলফিয়ার শীতাতিশয্য প্রযুক্ত যাহা অনিবার্য্য তদ্ব্যতীত কি আচার ব্যবহারে, কি রীতি নীতিতে, কি অশনে বসনে (আনন্দ বাইর) কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

লেজার লেখেন :—

আহারাদিতে স্বধর্ম্ম সঙ্গত বাহ্য ক্রিয়ার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখাতে অস্মদ্দেশে অবস্থিতি কালে তিনি জাতি হারাণ নাই. তজ্জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি উচ্চ বংশোদ্ভূতা কুসংস্কার-সঙ্কুলা কি অপরাপর হিন্দু মহিলাগণের সহিত সম্বন্ধ সংরক্ষণে পারগ হন।

এক্ষণে আমরা একটি প্রাতঃ-ভোজনের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ১৮৮৩সালে ডাক্তার যোশী একদিন স্ত্রী-পুরুষে ১৮ জন সুহৃদকে চর্ব্ব্যচষ্য লেহ্য-পেয় আপনার দেশের অনেক প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কাষ্ঠাসনে (পিঁড়েতে) উপবেশন করিলেন। ফাগে ও চালের গুঁড়িতে রঞ্জিত ভূতলে একখানি থালে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবিনির্ম্মিত ভোজনাগারের মধ্যস্থিত একটি বৃহৎ পাত্র হইতে পরিবেশন করা হইল। বিজাতীয় দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিয়া গৃহটি এদেশের ধরণে সুশোভিত ও মেজিয়ার মধ্যস্থলে স্থিত একটি প্রকাণ্ড দীপ আলোকিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত মেমেরা শাটী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয়

পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ উবু হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। বিবি কার্পেণ্টার ও তাঁহার স্বামীও আসিয়াছিলেন। আহারের সময় ছুরী, কাঁটা ও চামচ কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল কাফি পান করিতে শেষোক্ত দ্রব্যটির ব্যবহার হইয়াছিল। আহারান্তে সকলে বৈঠকখানায় যাইয়া পালকের তাকিয়া ঠেসান দিয়া মাদুর বিস্তৃত গদির বিছানায় বসিলেন। তার পর তিনি সকলকে এক একটি ফুলের তোড়া দেওয়াতে তাঁহারা সকলে বলিলেন "মেহেরবাণী তুই" অর্থাৎ ধন্যবাদ করি তোমাকে। ইহার পর তিনি একটি ছোট শিশি হইতে একটু আতর ও গোলাপ দান হইতে গোলাপ জল লইয়া সকলের গাত্রে দিলেন। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ইনি এ সমস্ত দ্রব্য স্বদেশ হইতে লইয়া যান। এ মনোহর দৃশ্য কি সুন্দররূপে বর্ণনা করা যায়, না ইহা কল্পনাতে আসে?

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা স্ত্রী পুরুষ আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরগুলি পরিদর্শন করেন ও এ দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পার্ব্বত্য দেশে বাস করিতে করিতে নৈশ হিমে একদা জনৈক রোগী দেখিতে গিয়া ডাক্তার যোশীর ভীষণ যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত হয়। অল্পবয়সে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম, সামান্য নিরামিষ আহার, এই সমস্ত কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহাতে আবার সাক্ষাৎ শমনদূত নির্ম্মম যক্ষ্মা দেখা দিল। আর কি নিস্তার আছে! জলপথে জ্বর হইল। জাহাজের ডাক্তার সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। যখন বোম্বাইয়ে পৌছিলেন, তখন অত্যন্ত পীড়িতা। বিস্তর ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা সত্বেও রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। জল বায়ুর পরিবর্ত্তন গুণে উপকার সম্ভাবনা এই মনে করিয়া তাঁহাকে জন্মস্থান পুনানগরে স্থানান্তরিত করা হইল। আমেরিকায় বসিয়া ইনি কোলাপুর আলবার্ট হাঁসপাতাল নামক স্ত্রী-চিকিৎসালয়ের প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ কর্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হন। পুনা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া স্বামী সমভিব্যাহারে কার্য্যস্থানে যাইবেন স্থির ছিল, আর যাইতে হইল না! গত ১৮৮৭ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি শনিবার পথিমধ্যে যামিনী প্রায় অবসান কালে দুরন্ত কাল দস্যু আসিয়া কাঙ্গালের অমূল্য নিধি হরণ করিল! রত্ন-পোত অপার জলধি পার হইয়া শেষে কিনা কূলে আসিয়া নিমগ্ন হইল! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, বলিবার যো আছে? বিবাহে ইহাঁকে আনন্দী বাই নাম প্রদত্ত হয়, এক্ষণে বুঝিতেছি নিরানন্দী বাই নাম হইলে ঠিক হইত।

ইহাঁর শোক-পীড়িত স্বামীর কথা দূরে থাকুক, বিশ্ব ভারতবর্ষকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশীয় ভগিনীগণের হিতব্রতেই তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরমেশ্বর এব্রত উদ্‌যাপন করিতে দিলেন না। বিধাতার ইচ্ছা সফল হইল। বৃথা কাতর হওয়া উচিত নহে। ভারত রমণী! তোমার দুঃখে তিনি মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া সব পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে তোমারই জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিলেন। তুমি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নবজীবন লাভ কর, এই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। চরিত্রের বলে হৃদয়ের বলে প্রকৃত আর্য্য রমণীর ন্যায় স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ কর, আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি কেহ পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না, কেহ তোমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না—পাপাত্মা তোমার সতীত্বের অনন্ত শিখায় ভস্মীভূত হইবে।

ইহাঁর এম্, ডি উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে ভারতবর্ষে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। এই সন্দেহ নিবারণার্থে ডাক্তার রাসেল এল বডলে পুনার মাহারাট্টা নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

আমি জ্ঞাত হইলাম যে ভারতবর্ষে এরূপ কথা উঠিয়াছে যে, ডাক্তার আনন্দী বাই যোশী এম্, ডি উপাধিধারিণী নন, পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী মাত্র। আমি বলিতেছি যে, ফ্যাকল্‌টি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়গুলি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বিগত ১১ই মার্চ্চের (১৮৮৬ সালের) সাধারণ অধিবেশনে তাঁহাকে ঐ (এম্, ডি) উপাধি প্রদত্ত হয়। অতএব পেন্সিলভেনিয়ার সাধারণ তন্ত্রের আইন অনুসারে তিনি সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত উপযুক্ত চিকিৎসিকা বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

ডাক্তার যোশীর স্বভাব শান্ত, গম্ভীর ও মনোহর, কথাগুলি সুমধুর, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ, স্মরণ-শক্তি অতিশয় বলবতী, দেহ কোমল ও খর্ব্বাকৃতি ছিল। স্বামীর আদেশ তিনি শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। ইহাঁর স্বামিভক্তি আদর্শ ও শীর্ষ স্থানীয়। স্বামিভক্তি ইহাঁর বিদ্যা বুদ্ধির আধার,—সকল সৌভাগ্যের মূল। ইনি যেমন নারীরত্ন ছিলেন, ইহাঁর স্বামী গোপাল বিনায়কও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি অকালে কাল-কবলে গ্রাসিত হওয়াতে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না,—হইবারও নয়। *

* প্রবন্ধ লেখকের অনুমতি ব্যতীত এই প্রবন্ধ বা ইহার কোন অংশ কেহ উদ্ধৃত বা কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

পুরাণে বর্ণিত আছে রাজা পরীক্ষিত কোন ঋষিকে অপমানিত করাতে তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপ হয়, যে সপ্তাহ কাল মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপ অলংঘ্য, তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই দেখিয়া নৃপতি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প বিবেচনা করিলেন। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ রাজ্য, বৈভব, পরিবার প্রভৃতি সমস্ত ঐহিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। "আমাকে মরিতে হইবে, সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয়ই আমাকে মরিতে হইবে," ক্রমাগত এই চিন্তা তাঁহার মনকে অস্থির করিতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মের সহজ উপায়ে কিসে সদ্‌গতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্যস্ত হইলেন। কথিত আছে সকল শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে সপ্তাহকাল মধ্যে শ্রবণ করান হয়, ইহাতে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন,এবং নিশ্চিন্ত মনে ও প্রফুল্ল চিত্তে তক্ষক দংশন সহ্য করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য যানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন করেন।

চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদিগের প্রত্যেকেরই রাজা পরীক্ষিতের অবস্থা। আমরা সংসার পরীক্ষায় পরীক্ষিত জীব, আমরা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত! ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসারে পাঠাইয়া আদেশ করিয়াছেন, কাল সর্প আসিয়া অচিরে আমাদিগকে দংশন করিবে। আমরা পরীক্ষিতের মত সপ্তাহকাল প্রস্তুত হইবার সময় পাইব কি না তাহার নিশ্চয় নাই। আমাদিগের দিন গণা দিন, সময় হইলেই কাল আসিয়া দংশন করিবে সন্দেহ নাই। পরীক্ষিতে দংশনকারী তক্ষক নাকি ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার নিকট দেখা দিয়াছিল। আমাদের সংহারক কাল কখন কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট দেখা দিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইতিপূর্ব্বেই সে ছদ্মবেশে আমাদিগের উদ্দেশে বাহির হইয়াছে' কিন্তু আমাদিগের চৈতন্য নাই। আমরা অসার বিষয় চিন্তায় উন্মত্ত ও অচেতন হইয়া রহিয়াছি। যদি সপ্তাহান্তে বা পর মুহূর্ত্তেই কাল উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কি আমরা প্রস্তুত? আমরা আমাদের ব্রহ্মশাপ স্মরণ করিয়া কেন কম্পিত ও ব্যাকুল না হই? অসার কার্য্য ছাড়িয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হই? অধিক সময় নাই যে যেমন তেমন করিয়া এখনকার দিন কাটাইয়া দি, পরে মৃত্যুচিন্তা করিব। এখনি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সহজ উপায়ে সদ্‌গতি লাভ করিয়া নিষ্পাপ মনে পর

লোকে গমন করিতে হইবে। ভগবানের নাম অবলম্বন করিয়া যদি আমরা তাঁহার প্রেমামৃত পান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সব পাপ দূর হয়। আমরা অমৃত পানে অমর হইয়া মৃত্যুভয়কে জয় করিতে পারি, এবং আনন্দচিত্তে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া পরলোকে গমন করিতে পারি। সকলে আপনার আপনার ব্রহ্মশাপের বিষয় চিন্তা করুন এবং কাল তক্ষক আসিবার পূর্ব্বে জীবনের পাপ ক্ষয় করিয়া পুণ্য জীবন লাভে যত্নশীল হউন। যখন মৃত্যু উপস্থিত হউক, যেন নিশ্চিন্তমনে ও প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গলোক আরোহণ করিতে সমর্থ হন।

দুগ্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুগ্ধ মধ্যে যে যে পদার্থ রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে বর্ত্তমান থাকে—স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েরই শরীরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শর্করা, তৈল, ধাতব পদার্থ, জল ইত্যাদি যাহা কিছু দুগ্ধের উপকরণ, তাহাই নরশোণিতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; উষ্ণতা, শৈত্য, পীড়া, মনঃক্লেশ, অবসাদ, ক্লান্তি বিবিধ কারণে শোণিতস্থ এই সমস্ত পদার্থের সময়ে সময়ে (ঋতু বিশেষে) এবং অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে তারতম্য হইতে দেখা যায়। এই তারতম্যকেই মনুষ্যের পীড়ার অন্যতম মুখ্য হেতু বলিয়া ভূয়োদর্শী চিকিৎসকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মানবদেহের এই শোণিত রূপান্তরিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয়।

মস্তকের সুচিক্কণ কেশ, হস্তগ্রন্থি ও অঙ্গুলী পৃষ্ঠের নখ অথবা গাত্রস্থ রোম এই সকল বস্তু আমাদের দেহস্থ চর্ম্মের নামান্তরিত মাত্র একথা বলিলে সহসা যেমন মনোমধ্যে বিস্ময়ের উদয় হয়, অথচ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই সকলকে চর্ম্মের রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না, সেইরূপ দুগ্ধকে আমাদের শোণিতের রূপান্তর বলিলে প্রথমে হয়ত অনেকের চিরসঞ্চিত সংস্কার তরুর মূলে কুঠারাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দুগ্ধ শোণিতের রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মহাশয়েরা এবং ভূয়োদর্শী চিকিৎসক মহোদয়গণ ইহার বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাহউক দুগ্ধের উপাদানগুলি রক্তের

উপাদান আহারীয় বস্তুসকলের উপাদান হইতে সংগৃহীত হয়। তাহা হইলেই দেখা যায়, আহার অনুসারে রক্ত এবং রক্ত অনুসারে দুগ্ধের সৃষ্টি। আহারের যে দ্রব্যে যে পরিমাণে সার ও অসার থাকে, রক্তের তাহার ন্যূনাধিক সারত্ব অসারত্ব গিয়া পৌছে। সুতরাং ভাল আহারীয় বস্তুদ্বারা শরীরের ও শরীরস্থিত শোণিতের ভাল অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত সত্য। এখন দেখান যাইতে পারে প্রসূতি যদি সরস সারত্বপূর্ণ এবং সাত্বিকগুণবিশিষ্ট আহার্য্য ভোজনে অমনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার দুগ্ধও কখন ভাল হইতে পারিবে না, সুতরাং সন্তান সন্ততির শারীরিক (এবং তজ্জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক) অবস্থাও সুন্দর হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই ভগবদ্গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে আর্য্য মহর্ষিগণ মনুষ্যদিগকে সাত্বিক গুণোৎপাদক খাদ্য ভোজন করিতে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখন বুঝিলাম দুগ্ধের ভাল মন্দ গুণ দোষ অনেকটা আহার্য্য দ্রব্যের উপরে নির্ভর করে।

আমাদিগকে এক্ষণে আর একটু যত্ন এবং আরও একটু সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আর একটি গুরুতর অথচ অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গতবারে বলিয়াছি রমণী জাতির প্রকৃতি তাহাদের স্তন্যজ দুগ্ধে বাঁধা থাকে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মহাবীর নেপোলিয়নকে একদা বলিয়াছিলেন, "আপনি দেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত পুরুষদিগকে আনাইয়া লোকের ভাগ্য বলবিক্রমাদির অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আমি আমার ঘরে বসিয়া এই মহৎকার্য্য সামান্য আয়াসে সাধন করিয়া থাকি। বালক বালিকার প্রকৃতি ও ভাগ্য তাহার মাতার স্তনদুগ্ধে লেখা থাকে। আমি স্ত্রীলোকের দুগ্ধ দেখিয়া তাহার এবং তাহার প্রসূতদিগের প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারি।" কথাটা উপহাসের কথা নহে, ইহার ভিতরে গুরুতর বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। শিশু সন্তানেরা যাহার দুগ্ধ পান করে, তাহার ধাতু প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই গর্ভের প্রকৃতি গর্ভ হইতে প্রসূত সন্তান সন্ততি পাইয়া থাকে, ঐ প্রকৃতিতে পিতার প্রকৃতি অর্থাৎ ঔরস প্রকৃতি ও অল্প বা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই জন্যই প্রবাদ আছে

"বাপ্ কো বেটা, সিপাই কো ঘোড়া।
কুচ নেহি হ্যায় তব থোড়া থোড়া।"

অর্থাৎ পিতার গুণে পুত্র ভাল মন্দ হয় এবং সিপাহীর দোষ গুণে ঘোড়া শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হয়, যদি ঠিক্ ঐরূপ সম্পূর্ণভাবে না হয়, তবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিমাণে হইবেই হইবে। তবে এখন মাতার সহিত সন্তানের আরও ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত, কত সাবধানতার সহিত শিশুদিগকে দুগ্ধ দেওয়া উচিত। যদৃচ্ছা-মত যাহার তাহার স্তনের দুগ্ধ শিশু-দিগকে দেওয়া অবিধি। মহাভারতে কথিত আছে, একদা কোন ঋষিকন্যা ঘটনাক্রমে কোনও শূদ্রের গৃহে উপস্থিত হয়েন। ঋষিকন্যা অতি শিশু, এক ঋষি-পত্নীর অঙ্কদেশে শায়িত ছিলেন। শিশু ক্ষুধিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ঋষিপত্নী তৎকালে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণতা হওয়ায় স্তন হইতে শিশুকে দুগ্ধ দিতে পারেন নাই। শূদ্রপত্নী যুবতী, সুতরাং শিশুর মুখে দুগ্ধ দিবার ইচ্ছা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিল। "প্রকারান্তরে" বলিবার কারণ এই যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রে স্বর্গ হইতে নরক অথবা আলোক হইতে অন্ধকারের যে প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিকতর প্রভেদ ছিল। এখনও রহিয়াছে, তবে ততদূর নাই। প্রবৃদ্ধা ঋষিপত্নী ইঁহাতে অনিচ্ছার লক্ষণ দেখাইয়া বলিলেন, "সাত্ত্বিক রসে তামসিক রস মিশিলে সত্ত্বগুণের হ্রাস হইয়া রজোগুণের সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত হইয়া যায়।" এই কথা বলিয়া ঋষিপত্নী শূদ্র যুবতীর স্তনের দুগ্ধ ঋষিকন্যার মুখে দিতে নিষেধ করিলেন এবং তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার যে কোনও অর্থই থাকুক, ইহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, অসচ্চরিত্রা, কুলটা, নীচবৃত্তিধারিণী, পিশাচ-প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের স্তনের দুগ্ধ ভদ্র গৃহস্থের শিশু সন্তানদিগকে কখনই দেওয়া উচিত নহে! নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, ধনাঢ্যা সভ্যাভিমানী স্ত্রীলোকেরা কূপ হইতে একটু জল তুলিতে বা দুই দণ্ডকাল চুল্লীর ধারে বসিয়া স্বামীর জন্য কিছু পাক করিতে একবারে অক্ষম হইয়া পড়েন। নিজের স্তন হইতে সন্ততিদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেও অনেকের মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়। কি শোচনীয় অবস্থা! ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে ইহা কি অচিন্তনীয় দুর্দ্দশার পূর্ব্বলক্ষণ! ইহা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল? তাহাই যদি হয় তবে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, কণাদ প্রভৃতি ব্রহ্মানুবর্ত্তী মহাপুরুষদিগের পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আজ মহাকালকীট প্রবেশ করিয়াছে; জানকী সাবিত্রী লীলাবতী প্রভৃতি মহাপবিত্রা আর্য্য-নারীদিগের প্রত্যেক অণু হইতে আজি রমণীজাতির কমনীয় ও কোমল ভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। ঈশ্বর! পবিত্র ভারতভূমির পবিত্রতম নারীসমাজকে তুমি এই অনাচার হইতে রক্ষা কর।

ভ্রমণ ও দৃশ্য।

পুস্তকাদি পাঠ এবং উপদেশাদি শ্রবণ দ্বারা যেরূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, ভ্রমণ দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও ভূয়ো দর্শন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়া যায়। পর্য্যটক ব্যক্তি-দিগকে নানাস্থানে নানা অবস্থার লোকের সহিত মিশিতে হয়, নানা প্রকার অবস্থা ও ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় এবং বহুবিধ দ্রব্য দর্শন ও বহুবিধ বাক্য বা শব্দ শুনিতে হয়, সুতরাং পরিব্রাজকগণের অন্তঃকরণ মহাজ্ঞানের মহাভাণ্ডার হইয়া পড়ে। ভ্রমণ দ্বারা কেবল যে জ্ঞান উপার্জ্জন অথবা নয়নের তৃপ্তি সাধন হয় তাহা নহে, এতদ্দ্বারা হৃদয়ের নির্ম্মলতাও সাধিত হইয়া থাকে। তীর্থাদি দর্শন দ্বারা দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন হওয়ার কথা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে বহুস্থানে পুনঃ পুনঃ বিধান আছে, তাহার আধ্যা-ত্মিক যে কোনও অর্থই থাকুক, স্পষ্ট উদ্দেশ্য ও অর্থ এই দেখা যায় যে, নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে, নানা লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে, নানা প্রকার অবস্থার সুখ দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে, অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়, দর্প খর্ব্ব হয় এবং বহুকালের চিরসঞ্চিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস নিচয় একেবারে দূরী-ভূত হইয়া যায়। কেবল তাহা নহে, মনের অপবিত্রতা খণ্ডন হয়, ঘোরতর তামসিক প্রবৃত্তির ভবমায়া ঘুচিয়া যায়। নিরন্তর প্রকৃতির মোহিনী মূরতি, অপূর্ব্ব শোভা ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে ভগবানের অসীম মহিমা, সুচারু কৌশল, অনন্তলীলা প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে মহা নাস্তিকেরও মনোমালিন্য এবং কুসংস্কার দূরে পলা-ইয়া যায়। ভ্রমণে শরীরের বল, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়; মনের তেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি প্রবল হয়; হৃদয়ের পারমার্থিক বল শত গুণে বাড়িয়া উঠে এবং ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসে মানব জীবন পবিত্র ও শান্তি-পূর্ণ হইয়া যায়। দেশ ভ্রমণের কত যে মাহাত্ম্য তাহা সহজে বর্ণনা করা সুকঠিন। ভ্রমণে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানের রাজ্য প্রশস্ত হয়, ধর্ম্মজগতে কদাচার সমূহ তিষ্ঠিতে পারে না এবং অপরের প্রতি হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি আদৌ আসিতে পারে না। এই জন্য কূপস্থিত ভেকের ন্যায় যাঁহারা চিরদিন কেবল গৃহ প্রাঙ্গণের চতুঃসীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের সহিত ভ্রমণকারীদিগের জ্ঞানের, শরীর মনের ও বিশ্বাসের যুগপৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইংরাজী ভাষায় বলে "A grain of experience is worth bushel of theory." অর্থাৎ ভূয়ো দর্শনের একটি কণিকা, অপ্রত্যক্ষ

জ্ঞানের একটি মহাস্তূপের সমতুল্য বলিলেও বলা যায়। যাহা হউক, আজি কালি আমাদের দেশের যে সকল নর নারী ভ্রমণোপলক্ষে পৃথিবীর দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আজি দুই এক কথা বলিবার আছে। প্রকৃতির মোহিনী মূরতি, ভগবানের অপার লীলা, অনন্ত করুণা, সুচারু শিল্প কৌশল ইত্যাদি যদি জানিবার ও দেখিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। ভারতভূমি প্রকৃতির অনন্ত লীলা ক্ষেত্র, সমগ্র সৌন্দর্য্যের বিশাল ভাণ্ডর। ইহার কোন্ স্থানে কি আছে, দেখিলে, শুনিলে, পড়িলে, ভাবিলে, অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ভারতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কতকগুলি অভূতপূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের এই বিবৃতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত নহে; অথবা পর্য্যটকদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমরা ইহা লিখি নাই। এই প্রস্তাবের লেখক স্বয়ং দুই বার ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সিংহল, কাবুল, গজ্নি, এবং সমগ্র ভারতের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নগর, প্রধান প্রধান প্রদেশ, অত্যুচ্চ পর্ব্বত, প্রশস্তা নদী, গহন কানন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মানবীয় কারু সমূহ নিজ পাঠিকাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। ইহাতে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক জ্ঞান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় কথা সন্নিবেশিত থাকিবে। ভরসা করি, পাঠক পাঠিকারা মনোনিবেশ সহকারে এই বিবৃতি পাঠে রত হইবেন।

পাঠিকাগণ "বীরত্বের আকর, শোভার ভাণ্ডার, রত্নগর্ভা" রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থ গল্দা বা গালব্ গিরির কথা কখন শুনিয়াছেন কি? ইহা অতি রমণীয় স্থান, এস্থানে উপনীত হইলে মন প্রাণ শীতল হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তি হয়, শরীরের স্বাস্থ্য বাড়ে এবং আপনাকে ও অপরকে সমান বলিয়া জ্ঞান হয়। দিল্লী হইতে জয়পুর যাইতে হইলে পথি মধ্যে বাঁদিকুই নামক স্থানে বাষ্পীয় শকট পরিবর্ত্তন করিতে হয়; এই স্থানটী ও অতি পবিত্র, অতি মনোহর। ইহার দুই দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, এক দিকে সুবিশাল মরুভূমি এবং আর দিকে মহাবন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পর্ব্বতের শুভ্র পাষাণ গাত্র ভেদ করিয়া শত শত নির্ম্মলা নির্ঝরিণী সমতলে কুল কুল শব্দে আসিয়া পড়িতেছে ইহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেসন হইতে এই স্থান এক মাইল উত্তরে অবস্থিত, নিকটে ব্যাঘ্রাদি

স্থানে স্থানে অসংখ্য মৃগ ও অসংখ্য ময়ূর ছুটিতেছে ও উড়িতেছে দেখা যায়। মধ্যাহ্ন কালে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের ছায়া যখন এই জলে পড়ে, তখন বোধ হয় যেন "উজ্জ্বলে মধুরে মিশে", তখন বোধ হয় যেন প্রত্যক্ষরূপে ভগবান ভাবুক ভক্তের সম্মুখে বর্ত্তমান। বাঁদি-কুই ষ্টেশনে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অবস্থান করিয়া নূতন শকটে চাপিয়া জয়পুর রওনা হইলাম। মধ্যে অনেক পাহাড়, অনেক মরুভূমি, অনেক বন এবং অনেক প্রান্তর। সে সকল দৃশ্য অতীব প্রীতিপ্রদ। জয়পুরের তুল্য রমণীয় নগর ভারতে আর নাই। সমগ্র ইউরোপের পক্ষে প্যারিস্ যেমন, ভারতের পক্ষে জয়পুর ঠিক্ তেমন। আমি হিন্দুস্থানের প্রায় সমুদয় প্রধান সহর স্বচক্ষে দেখি-য়াছি, কিন্তু জয়পুরের তুল্য নগর ভারতে আর দেখি নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি,কৌশল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রুচি প্রভৃতির পরিচয় মর্ত্ত্য জগতে যতদূর হইতে পারে, জয়-পুরে তাহা আছে, আবার প্রকৃতি সতী দয়া করিয়া একাধারে যত সৌন্দর্য্য ছড়াইতে পারেন, জয়পুরে তাহা ছড়া-ইয়াছেন। ফলতঃ রাজপুতানার কীর্ত্তি-মেখলা যেমন বসুধাবেষ্টিত, ইহার সৌন্দর্য্য খ্যাতিও তেমনি ভুবনবিখ্যাত জয়পুরের চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, এই প্রাচীর সুন্দররূপে ও সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত। আক্রমণকারীরা সহজে ভেদ করিতে পারে না। প্রাচী-রের পরে বালুকা ক্ষেত্র, প্রশস্ত খাদ, গুল্ম গুচ্ছ, তদনন্তর বিশাল পর্ব্বত শ্রেণীর বেষ্টন। দূর হইতে দৃশ্য অতীব নয়নানন্দদায়ক। দক্ষিণ দিকে যে গিরি আছে, তাহারই নাম গালব্ বা গল্‌দা। এখান হইতে ভুবনবিখ্যাত অম্বর প্রাসাদ এক ক্রোশের অধিক হইবে না। এই প্রাসাদ জগতের সমগ্র সৌন্দর্য্যকে একাধারে সংগ্রহ করিয়া যেন তাহা লুকাইয়া রাখিবার জন্য পর্ব্বতের উপরে অবস্থান করিতেছে। গল্‌দাগিরির শিখরে প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির। এই পর্ব্বত তিন স্তরে বিভক্ত,পথিকের যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ কষ্ট নাই, মধ্যে মধ্যে কণ্টকাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। সমতলে সন্ন্যাসী-দিগের বাস, গুহায় দুই একটী যোগী থাকেন। বনের ভিতর কুটীরে দরিদ্র স্ত্রীলোকদের আবাস দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র বনের পার্শ্বে একটি মনোহর ঝরণা পথিকের মন প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। এই ঝরণার চারিধারে বসন্তকালে দাঁড়া-ইলে যেন কাব্য পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোথাও সুন্দর কুসুম ফুটিয়া সুগন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে, কোথাও বিবিধপ্রকার কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সুতান ছাড়িয়া মানবের মনকে বাহ্য জগৎ হইতে ফিরাইয়া লইতেছে, কোথাও শিখিবৃন্দ অনন্ত আকাশের নীল কোলে সোণার পাখা বিস্তার করিয়া আকাশকে সুবর্ণময় করিয়া

তুলিতেছে, কোথাও সুন্দর বরণ দুই একটী ক্ষুদ্রকায় পাখী ঝরণার মুখে মুখ দিয়া একবার জল পান করিতেছে, আর একবার সুতান ছাড়িতেছে, কোথাও বা পর্ব্বত গুহাস্থিত জটাজূটবিলম্বিত মহাযোগীর "শিব শঙ্কর বম্" রবে পর্ব্বত গাত্র নিনাদিত হইতেছে—এই অপূর্ব্ব দৃশ্য কি মনোরম! কি সুন্দর!! ঝরণার কল কল শব্দ, বৃক্ষপত্রের সর সর রব, বনাভ্যন্তরের মর্ম্মর ধ্বনি এবং বিমান-বিহারী বিহঙ্গবর্গের কাকলী লহরী আমাদিগকে অনেক ক্ষণের জন্য বাহ্য-জগৎ ভুলাইয়াছিল। আমরা অবশ হইয়া গেলাম; ভাবিলাম বুঝি এই মায়াময় পাপ সংসার হইতে স্বর্গের কোনও দেবতা আমাদিগকে কোনও পবিত্র রাজ্যে লইয়া আসিয়াছেন। ঐ ঝরণার নাম গলদা গিরির ঝরণা। পর্ব্বতস্থিত সূর্য্যদেবের মন্দির হইতে পূজার সময় যখন শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির নিনাদ হয়, তখন বোধ হয় যেন গিরি-গহ্বর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পর্ব্বত শিখর কাঁপিতেছে। তখন ভয় ও প্রেমের একত্র সমাবেশে মনের এক অপূর্ব্ব গতি হয়। তখন মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যস্থলে রথোপরি দাঁড়াইয়া বাসুদেব যেন শঙ্খ ধ্বনি করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে বীরভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

-:*:-

মহিলাশ্রম।

আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন মারহাট্টা কুমারী এবং আমা-দিগের বঙ্গবধূ বিদুষী রমাবাই হিন্দু বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশে আমেরিকার নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি আপা-ততঃ ৫০টী বিধবার জন্য ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বাসগৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহাদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১৪ হাজার টাকা আয়ের সংস্থান করিতে চান। এ একটী বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাই। এইজন্য এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। এক ত এত টাকা সংগ্রহ হইবে কি না? দ্বিতীয়তঃ টাকা হইলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহ হইতে বিধবা সকল আসিবে কি না? সঙ্কল্পিত কার্য্য যে এককালে অসম্ভব, তাহা আমরা মনে করি না; তবে ইহা ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। উৎসাহ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টা করিলে রমাবাই তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সাধু

চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হন, ইহা আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

আমরা বরাবর বলিতেছি মহিলাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তবে তাহা যতদূর সাধ্য দেশীয় ভাবে সহজ প্রণালীতে ও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ইতিমধ্যে বরাহনগরে এই ভাবে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গিরিজা কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদিগের বাসগৃহের এক অংশ মহিলাশ্রমের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তথায় কয়েকটী মহিলার বাস ও শিক্ষাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এক বৎসরের অধিক হইল এই কার্য্য চলিতেছে এবং এক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ১০টী হইয়াছে। আহার পরিধেয় ও শিক্ষাদির ব্যয় লইয়া প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য ১০৲ টাকা করিয়া পড়িয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিধবা আছেন এবং বয়স্কা কুমারীও কয়েকটী আছেন। সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারস্থ এবং তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগের সম্মতিক্রমে আগত। ইহারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত শিল্প, গৃহকার্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষারও সাহায্য পান। ছাত্রীগণ নিজে শিক্ষিতা, গৃহকার্য্যদক্ষা ও ধর্ম্মশীলা হন, ইহা আশ্রমের একটী উদ্দেশ্য; বিধবাগণ সুশিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত হইতে পারেন ইহা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সস্ত্রীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমের সকল কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ইহার দৈনিক কার্য্য প্রণালীর নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

প্রাতঃকাল ৬টা—সকলে মিলিত হইয় উপাসনা।
৬॥—৭টা জলখাওয়া।
৭—৮॥টা পাঠাভ্যাস।
৮॥—১০টা স্নান ও আহার।
১০—১০॥টা বিশ্রাম।
১০॥—৪টা বিদ্যালয়ে পাঠ, মধ্যে ১॥ টার সময় অর্দ্ধঘণ্টা অবকাশ।
অপরাহ্ন—উদ্যান ভ্রমণ ও আহার।
৬॥—৯॥ পাঠ।
৯॥ টার পর নির্জ্জন উপাসনাপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ গমন।

শনিবার অপরাহ্নে মহিলা সকল একত্র হইয়া কথোপকথন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মহিলাকে পালাক্রমে গৃহকার্য্য করিতে হয়। সপ্তাহে প্রত্যেক মহিলা ৩ বেলা রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেলাইয়ের যন্ত্রে সকলে সেলাই শিক্ষা করেন অল্প সময়ের মধ্যে মহিলাগণ নিজের নিজের ব্যবহারোপযোগী কামিজ ও জ্যাকেট প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন।

উপরিউক্ত কার্য্য প্রণালী দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় ছাত্রীদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, শারীরক স্বাস্থ্য ও গৃহকার্য্য সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই আশ্রমের কার্য্য যেমন সুপ্রণালী ক্রমে আরব্ধ হইয়াছে, ইহা যে স্থায়ী হইবে তাহারও বেশ আশা করা যায়।

বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ দেশহিতৈষী এবং দৃঢ়ব্রত লোক, তাহা জনসমাজে অবিদিত নাই। ২৫।৩০ বৎসর হইল, তিনি স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষা, শ্রমজীবিদিগের উন্নতি এবং অন্যান্য বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য সকলের সুফলও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্যে ইংলণ্ডস্থ এবং এদেশস্থ কতকগুলি ইংরাজ পুরুষ ও রমণী তাঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখা মাসে মাসে সাহায্য দান করেন এবং আমাদের সহৃদয় ছোট লাট বাহাদুরও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিবী গ্রাণ্ট, বিবী প্রাট, বিবী মরে ও বিবী টমাস প্রভৃতি ইংরাজ রমণী এবং কয়েকটী ব্রাহ্মিকা মহিলা এই আশ্রম মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ১০ টাকা মাসিক ব্যয়ে ছাত্রীদিগের একরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা সামান্য সুবিধাজনক নহে। এই আশ্রমে ২০।২৫টী ছাত্রীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। মাসে দুই শত বা আড়াই শত টাকা ব্যয়ে ২০।২৫টী ছাত্রী লইয়া একটী মহিলাশ্রমের কার্য্য চলিতে পারিলে ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? রমাবাইর সঙ্কল্পিত কার্য্য যেমন সহজে ও অল্প ব্যয়ে চলিবার উপায় কার্য্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! বরাহনগরের আশ্রমটীর নাম "Bengal Boarding Institution for Young Indies." অর্থাৎ যুবতীদিগের জন্য বঙ্গীয় আশ্রম হইয়াছে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সম্প্রতি যে অধ্যক্ষসভা গঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কমিটী।

সভাপতি——মিঃ এ স্মিথ সি এস
প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর।

সহঃ সভাপতি—মিঃ এচ বিভারিজ সি এস ও
বাবু আনন্দমোহন বসু এম এ

সভ্যগণ।

বিবী কলকুহন গ্রাণ্ট
শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু
" সুবর্ণপ্রভা বসু
বিবী জে উইলসন
" এফ এ প্রাট
শ্রীযুক্তা বিধুমুখী রায়
বাবু মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার পত্নী
বিবী জি সি মরে
মিঃ ও বিবী আর টমস (জুটমিলের অধ্যক্ষ।)
শ্রীযুক্তা গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ
" কালীশঙ্কর সুকুল এম এ
" সীতানাথ দত্ত
ডাঃ ডেবিড ওয়াল ডী
বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—অবৈতনিক
সম্পাদক।

আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহের যেমন সুব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা আশা করি আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রী সমাগত হইলে এবং সাধারণে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিলে

ইহা যথার্থই আদর্শ মহিলাশ্রম হইবে এবং ইহার দৃষ্টান্তে আরও কত গ্রামে নগরে মহিলাশ্রম সকল সংস্থাপিত হইয়া দেশের বর্ত্তমান মহৎ অভাব পূরণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়তা বিধানে সমর্থ হইবে।

কীট রহস্য।

মৌমাছি—মৌমাছির চাক ও তাহার সুন্দর সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় জীব-জগতে আশ্চর্য্য ব্যাপার অতি অল্পই আছে। অতি ক্ষুদ্র কীট গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প ও রাজনীতি বিদ্যায় মনুষ্যকে পরাজয় করিয়া থাকে। সে এমন শিক্ষা কাহার নিকট পায়? অনেক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন কীটের মধ্যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাই তাহাদের দ্বারা এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এক এক মধু-ক্রম বা মৌচাকে এক এক রাণী থাকেন, তিনিই চক্রস্থ সকল কীটের জননী। তাহার ডিম্ব হইতে পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিন জাতীয় কীট উৎপন্ন হয়। নপুংসক মৌমাছিরা শ্রমজীবী, তাহারা মৌচাক নির্ম্মাণ ও মধু আহরণ করে। রাণী প্রথমতঃ সহস্র সহস্র শ্রমজীবী মক্ষিকা, পরে পুরুষ মৌমাছি প্রসব করে। শ্রমজীবীরা অতিশয় যত্ন সহকারে রাণীর পরিচারণা করে। তাহার মৃত্যু হইলে তাহারা নানা কৌশলে তাহার স্থানে একটী নূতন রাণী প্রতিষ্ঠা করে। এক চাকে দুই রাণী থাকিতে পারে না, একটীকে হত হইতে হয়।

প্রত্যেক মৌমাছির ৪টী ডানা ও ৬ খানি করিয়া পা আছে। সমস্ত শরীর কেশে আবৃত, প্রত্যেক কেশ এক একটী সূক্ষ্ম বৃক্ষের ন্যায়। ইহারা শুণ্ড দ্বারা পুষ্প কোশ হইতে মধু শুষিয়া একটী আধারে সংগ্রহ করে এবং পরে তাহা মধুক্রমের খোপের মধ্যে সঞ্চয় করে। মধু হইতেই মোম হয়। স্ত্রী ও শ্রমজীবী মক্ষিকাদের হুল আছে, পুরুষদের নাই। ইহা দ্বিমুখ ও ধারাল এবং ক্ষতস্থানে বিষ প্রবেশিত করিয়া দেয়।

শরীরের আয়তন দেখিলে শ্রমজীবী অপেক্ষা পুরুষ প্রায় দেড়গুণ এবং তদ-পেক্ষা আবার রাণী দেড়গুণ বড়। রাণী প্রতিদিন ২০০ করিয়া ডিম্ব ক্রমাগত ৫০।৬০ দিন প্রসব করে এবং ডিম্ব সকল তিন দিনে ফুটিয়া থাকে। শ্রমজীবীরা ৫ দিন কীটের অবস্থায় থাকিয়া ২০ দিনে মৌমাছির আকার ধারণ করে। পুরুষেরা ৬। ৭ দিন কীটাবস্থায় থাকিয়া ২৪ দিনে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। রাণী ৫ দিন কীট দেহ ধারণ করিয়া ১৬ দিনে পূর্ণত্ব লাভ করে। ডিম্ব হইতে রাণী সকল জন্মিলে রাণীমাতা তাহাদিগকে বধ

করে, অথবা শিশু রাণীরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়। কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন একটী রাণী এক ঋতুর মধ্যে লক্ষ মক্ষিকা প্রসব করিয়াছে! শ্রমজীবীদিগের উপরেই চাকের সমুদয় কার্য্য নির্ভর করে। তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এক এক শ্রেণীর এক এক প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মধু আহরণ, মোম প্রস্তুত করা, চাক নির্ম্মাণ, ও খাদ্যের আয়োজন, চাক রক্ষা বিবিধ কার্য্য সুন্দর নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এক বর্গ ফুট মৌচাকে ৯০০০ প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রকোষ্ঠগুলি প্রথমে ডিম্বাধার ও শিশু পালনালয়ের কার্য্য করে, পরে পরিস্কৃত হইয়া মধুতে পূর্ণ হয়। সচরাচর চাকে ১০। ১৫ সের মধু পাওয়া যায়, কথনও কথনও ১ বা ১॥ সের মাত্র পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মোয়ালিয়া ধোঁয়া দ্বারা মৌমাছি সকল বধ করিয়া মধু সংগ্রহ করে। বিলাতে মৌমাছি সকলকে রক্ষা করা হয় এবং এক ঝাঁক মৌমাছি দ্বারা ক্রমাগত ২।৩ বৎসর মধু সংগ্রহের কার্য্য চলে। ইহাতে ৩ গুণ অধিক লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

মাতৃস্নেহ অজেয়।

এক বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তান। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়াতে মা রাঁধনী বৃত্তি করিয়া এবং কাটনা কাটিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন ও লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। সন্তান এখন কৃতী, এক আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরী করেন। ৪।৫ বৎসর হইল, বৃদ্ধা অনেক চেষ্টা করিয়া এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। বধূ যুবতী, বুদ্ধিমতী; কিন্তু স্বার্থপর, বিলাসপ্রিয় ও চঞ্চল প্রকৃতি। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার কিছু তাঁহার নিজের অপব্যয়ে যায়, অবশিষ্ট টাকা পত্নীর হস্তে আনিয়া পত্নী অতিব্যয়শীলা, ভাল কাপড় গহনা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া মাসে মাসে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া এবং সন্তানের পরিণাম কষ্ট ভাবিয়া বড়ই সন্তাপিত হন এবং বধূর ব্যবহারের জন্য তাহার উপর খিট খিট করিয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে সন্তানের নিকট অনুযোগ করেন। বধূর ইহাতে কত দূর অসন্তোষ ও বিরক্তির সম্ভাবনা, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আপদটা কোনরূপে বিদায় হইলে তিনি নিষ্কণ্টকে গৃহে একাধিপত্য করিতে পারেন, ইহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হয়, এবং

শাশুড়ীর এক কথাকে দশ কথা করিয়া সর্ব্বদা স্বামীর কাণ ভারি করিবার চেষ্টা করেন। স্ত্রী গলার হার হইলেও বৃদ্ধা জননীকে কিরূপে কোথায় বিদায় করিবেন এবং লোকেই বা কি বলিবে এই ভাবিয়া যুবক মাতার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী বধূ ইতিমধ্যে মাতা ও সন্তানের মধ্যে চির জীবনের বিচ্ছেদ ঘটাইবার এক সুন্দর কৌশল আবিষ্কার করিলেন। স্বামীকে এক দিন বলিলেন "দেখ তোমার মাতা ডাইনী, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তুমি যখন ঘুমাও, তখন তোমার রক্ত চুষিয়া খায়, তাই তুমি রোগা হইয়া যাইতেছ, আর বুড়ীর শরীর ফুলিতেছে।" স্বামী বলিলেন "বল কি? এ কি কখনও সম্ভব! আমার মা কিছু কর্কশা বটেন, কিন্তু আমার অনিষ্ট চিন্তা কখনও কি করিতে পারেন?" যুবতী বলিলেন, "তর্কে কাজ কি? হাতে কলমে ধরাইয়া দিব। তুমি এই রবিবার মিছামিছি ঘুম ছুতা পাতিয়া থাকিও দেখি, তোমার মার সব ব্যবহার দেখিতে পাইবে।" স্ত্রীর কথায় যুবকের মন সন্দেহাকুল হইল। এ দিকে বধূ নির্জ্জনে শাশুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখিতেছ কি, তোমার সন্তান বহিয়া গিয়াছে, মদ খাইতে শিখিয়াছে।" মাতা এত যত্নে সন্তানকে মানুষ করিয়াছেন, সে চাকরী করিয়া দশ জনের এ কথায় প্রত্যয় করিলেন না। বধূ বলিলেন "মা! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না, আচ্ছা এই রবিবার দুপর বেলা যখন খাটে পড়িয়া ঘুমাইবে, তুমি তাহার মুখ শুঁকিয়া দেখিও, আমার কথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবে।" রবিবার মাতা ও সন্তানের উভয়ের পরীক্ষা এবং বধূর মনোরথ সিদ্ধির দিন। তিনি সকাল সকাল স্বামীকে খাওয়াইয়া কপট নিদ্রা যাইতে বলিলেন। এদিকে শাশুড়ীকে বলিলেন "কাল শনিবার রাত্রে বেদম মদ খাইয়াছে, নেশা আজিও কমে নাই, বেহুঁস হইয়া আছে, তুমি মা এইবার একবার তাহার মুখের গন্ধটা লইয়া আইস।" মার তখন আহার হয় নাই, সবে ভাত চড়াইয়াছেন, তাড়াতাড়ি সন্তানের নিকট আসিলেন, চুপে চুপে খাটে উঠিলেন, শিয়রে বসিয়া মাথা নোয়াইয়া সন্তানের মুখের ঘ্রাণ লইতে উদ্যত। পুত্র জাগিয়া ঘুমাইতেছে, মাতার সমুদায় আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং তাহাকে যথার্থ ডাইনী বোধ করিয়া যেমন মুখের নিকট মুখ আনিয়াছেন, অমনি ঘাড় চাপিয়া ধরিল। মাতা অবাক্ কি বলিবেন? বধূ আদর করিয়া মার হাঁড়ীর ভাত পড়িয়া যায় বলিয়া ডাকিতেছেন। সন্তান ক্রুদ্ধ হইয়া তখনি লাথি দিয়া মার ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং বলিল,

আমি বাটী ফিরিয়া আসিব। মাতাকে তখনি তাহার সঙ্গে যাত্রা করিতে বলিল। মা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া বেলা অবসান হইয়াছে, তখন এক গহন অরণ্যে সন্তানের সঙ্গে মাতা প্রবেশ করিলেন। সন্তান গহন বনের গভীর স্থানে মাতাকে রাখিয়া বলিল "তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এই খানে থাক, আমার বাড়ীতে আর তোমার স্থান নাই।" তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ। মা বলিলেন "বাবা, আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই, এই বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকে আমাকে আহার করিবে করুক, কিন্তু তুমি শীঘ্র শীঘ্র বন পার হইয়া যাও এবং নিরাপদে গৃহে গমন কর।" সন্তান মাতাকে নিবিড় অরণ্যে একাকিনী ফেলিয়া চলিয়া গেল। সন্তানের জন্য মাতার ভাবনা বাড়িতে লাগিল। আকাশ যত অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, মাতার তত আতঙ্ক হইতে লাগিল, সন্তান বুঝি বন পার হইতে পারিল না। বাতাস যত জোরে বহিতে লাগিল "আহা! বাছার পথে কত কষ্ট হইতেছে" বৃদ্ধা ভাবিতে লাগিল। অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতে দেখিয়া "আহা! বাছা ভিজিয়া সারা হইল", এই তাঁহার দারুণ ভাবনা। সন্তানের চিন্তাতে মাতা এত অভিভূতা যে আপনার সঙ্কট অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর পাইতেছেন না। একান্ত মনে ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "সন্তানের পথে যেন কোন ক্লেশ না হয়, সন্তান যেন কুশলে ও নিরাপদে গৃহে উপস্থিত হইতে পারে।" নিরাহারা পথশ্রান্তা ঘোর সঙ্কটাপন্না জননী দুরাচার সন্তানের প্রতি কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া এই যে অপার স্নেহের পরিচয় দিতেছেন, এ স্নেহ কি পার্থিব? এ স্নেহকে কে পরাজয় করিবে? বাস্তবিক মাতৃস্নেহ অজেয়, ইহা বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের ছবি, ইহা কখনও স্বার্থপর হইতে জানে না, মন্দ ভাবিতে পারে না, নিরন্তরই সন্তানের শুভ চিন্তা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। অধ্যাপক লাভাসিয়ারের গণনানুসারে ১৮১০ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮১০ সালে লোক সংখ্যা ৬৮২ নিযুত ছিল, ৭৪ সালে ১৩৯১ নিযুত হইয়াছে।

২। দ্বারভাঙ্গার গঙ্গাপ্রসাদ কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ১৮৮৬ সালে বঙ্গদেশের ধনাঢ্য দাতাগণ সাধারণ হিতকর পূর্ত্ত কার্য্যে ২,৬৫,৮২৩ টাকা ব্যয় করেন, তন্মধ্যে দুইটী রমণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দানশীলতার পরিচয় দেওয়াতে ছোটলাট তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সারণ জেলার সালিগ্রাম সাহর বিধবা তাকনামা নামক স্থানে ১৬,৩৫১ টাকা ব্যয়ে এবং ত্রিপুরার যশোদা চৌধুরাণী লক্ষ্ম নামক স্থানে ১৩,০০০ ব্যয়ে এক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে অন্যান্য ধনাঢ্যগণ অগ্রসর হউন্।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ললনা-সুহৃদ্—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তিপ্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। এই পুস্তকে রমণীগণের সুনীতি ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। গ্রন্থকারের সকল মতের সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা বলিতে পারি, এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং নব্যা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের অনেক সদ্গুণ রক্ষা বিষয়ে যত্নবতী হইতে পারিবেন।

ভুল—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত, মূল্য ।৷৹ আনা। এখানি গীতি কবিতাবলি। কবির কল্পনা, ভাবোচ্ছ্বাস, লিখন চাতুরী সকলই মনোহর হইয়াছে।

৩। The Speaker—বাবু মন্মথ মুস্তফী বি, এ প্রণীত, মূল্য ।৷৹ আনা। কথোপকথনচ্ছলে ইংরাজীতে শুদ্ধরূপে কথা কহিবার রীতি ইহাতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ইংরাজী পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাবার্ত্তার বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে ইহা সহজে শিক্ষার্থীদিগের বোধগম্য হইবে।

৪। অবসর বিকাশ—কবিতাবলি, জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত, মূল্য ।৷৹ আট আনা। কবিতা গুলি চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ। অনেক গুলিতে কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১২৯৪ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচি পত্র।

২৬৮ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৪। মে ১৮৮৭।

৩। ১৮৮৬ সালে বঙ্গদেশের ধনাঢ্য দাতাগণ সাধারণ হিতকর পূর্ত্ত কার্য্যে ২,৬৫,৮২৩ টাকা ব্যয় করেন, তন্মধ্যে দুইটী রমণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দানশীলতার পরিচয় দেওয়াতে ছোটলাট তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সারণ জেলার সালিগ্রাম সাহুর বিধবা তাকনামা নামক স্থানে ১৬,৩৫১ টাকা ব্যয়ে এবং ত্রিপুরার যশোদা চৌধুরাণী লক্ষ্ম নামক স্থানে ১২,০০০ ব্যয়ে এক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে অন্যান্য ধনাঢ্যগণ অগ্রসর হউন্।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ললনা-সুহৃদ্—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তিপ্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। এই পুস্তকে রমণীগণের সুনীতি ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। গ্রন্থকারের সকল মতের সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা বলিতে পারি, এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং নব্যা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের অনেক সদ্গুণ রক্ষা বিষয়ে যত্নবতী হইতে পারিবেন।

ভুল—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা। এখানি গীতি কবিতাবলি। কবির কল্পনা, ভাবোচ্ছ্বাস, লিখন চাতুরী সকলই মনোহর হইয়াছে।

৩। The Speaker—বাবু মন্মথ মুস্তফী বি, এ প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা। কথোপকথনচ্ছলে ইংরাজীতে শুদ্ধরূপে কথা কহিবার রীতি ইহাতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ইংরাজী পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাবার্ত্তার বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে ইহা সহজে শিক্ষার্থীদিগের বোধগম্য হইবে।

৪। অবসর বিকাশ—কবিতাবলি, জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত, মূল্য ॥৹ আট আনা। কবিতা গুলি চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ। অনেক গুলিতে কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১২৯৪ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচি পত্র।

২৬৮ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৪। মে ১৮৮৭।